সত্যময়তার শিথানে
[সিনিয়র সিটিজেনকে আমরা সেই অর্থে আর স্থান দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ছি; গতিময়তার এই যান্ত্রিক যুগে, ছেলেবেলার গল্প শোনানোর কারিগরদের আর কোনো মূল্য নেই...]
— পারভেজ শিশির
২৯ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার
চোখ আছে ব'লেই সূর্যোদয় দেখো,
অন্তরিক্ষের কি চোখ আছে,
সে সবাইকে এভাবে কেন দেখে?
বর্তমান কীভাবে অতীতের কৃষ্ণগহ্বরে ঢোকে, 'আজ' চলে গেলে কীভাবে 'গতকাল' হয়ে যায়! হাতে জোর আছে তাই, হাত ধ'রে রাখে সবাই
ভেঙে গেলে নিজের কাঁধকেই
সে হাত ধ'রে রাখতে হয়;
পায়ে ভর আছে ব'লেই পথ দেখায় পৃথিবী
একবার ঠুঁটো ভেঙে পড়ো,
দেখবে ধুলোই তখন সবেধন নীলমণি...

চোখের জ্যোতি আছে ব'লেই ভোরের আলো ছুঁয়ে যায় যখন দৃষ্টি হারিয়ে ফেলবে,
দেউলে কেউ প্রদীপও জ্বালতে আসবে না; সৌন্দর্যের প্রশংসায় মানুষে মানুষে কথা হয় কালের দাঁত একবার যদি সেই মুখে দাগ কাটে, দেখবে হঠাৎই সবাই দূরত্বের মাপ কষবে...

জলের তৃষ্ণা কেবল পানেই মিটে যায়,
হৃদয়ের তৃষ্ণা কারো কণ্ঠ, কারো স্নেহ খোঁজে যখন সবাই হারিয়ে যায়, তখনই বোঝা যায়,
হৃদয় শুকিয়ে যাওয়া সত্যিই কতটা মরণের...!

আজ যে চলে যাবে, কাল সে শুধু
স্মৃতির বাক্সে হাল্কা ধুলোর আস্তরণ
সাথে অভিযোজনের অনাদি অশেষ আয়োজন...
সময়ের সহজ নিয়ম এটাই,
ভেঙে পড়লে কারো কদর থাকে না,
অবনত শরীরের পাশে ব'সে

কেউ কি গল্প শোনাতে আসে?
কত তার দায়িত্ব, কত তার ব্যস্ততা ঘিরে ধরে!

মানুষ ভালোবাসে আন্দোলিত শরীর
অচল দেহের দিকে তাকাতে তার চোখ ওঠে না,
এভাবেই এক একটা জীবনের
নিরক্ষর ইতিহাস লেখা হয়...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

সূর্যশিশিরের শেষ তৃষ্ণায়
(২৫ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকাস্থ মহাখালী এলাকার কড়াইল বস্তিতে সর্ব্বগ্রাসী ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে উদ্বাস্ত মানুষের অপরিমেয় ক্ষতি ও অশেষ দূর্ভোগের প্রতিক্রিয়ার শব্দচিত্র)
— পারভেজ শিশির
২৬ নভেম্বর ২০২৫ বুধবার

নীলগ্রহী মানুষের সংস্কারের পাল্লায়
বস্তির ঘরগুলো বড্ড ক্ষণস্থায়ী,
জিরো ট্যলারেন্স শুধু পুজিপতিদের দখলে;
ওরা আসলে মানুষ নাকি!
রৌদ্রজলে মেহেদিরঙা ঢেউটিন চালায়
বসবাস করে কেবল কিছু নিঃস্ব প্রেতাত্মা...

নিয়মমাফিক আগুনের হাসিতে পুড়ে
ছিন্নমূল পরিবারগুলো টুকরো হয়ে পড়ছে, স্বামী-স্ত্রীর আলাদা রাত্রিযাপন
একজন ওভারব্রিজের সিড়িতে,
হয়তো অন্যজন যাত্রীছাউনির বেঞ্চে
রাত গুনে গুনে বছর পার,
বস্তি থেকে রাস্তায় যখন স্খলন অবাঞ্ছিত হটকারী জন্মের পাপে পথকুঁড়িরা ভুলে গেছে নিজেদের নাম...

সভ্য লোকেরা সোসাইটির গেট লাগিয়ে উঁচু উঁচু দালানে এলইডি জ্বালে

যেন এদের ছায়াটুকুও ঢুকতে না পারে, বাইরে ঠেলে দেওয়া মানুষগুলো
আরও ছোটলোক হয়ে যায়,
তাদের পৃথিবী আরেকটু বর্ধিত হয় প্রতিটা নাটকীয় উচ্ছেদের পরে...

কেউ জানতে চায় না, কী প্রয়োজনে
এরা আসে কোথা থেকে,
কোন দুঃখে বসত হারিয়ে তারা বস্তিতে! মানুষে কুকুরে এখন কোনো ভেদাভেদ নেই বস্তির মেয়াদ শেষে সবাই রাস্তায়; সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে,
পথ ছাড়া আর কিছু কী বাকি থাকে!

আগুনে দগ্ধ বস্তির কালো মাটিতে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যাবে নতুন দালান, দোকান অফিস সিনেপ্লেক্স রেস্তোরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শত স্বপ্নবেসাতি; তৈরি হবে বাড়তি টাকা খরচের অভয়ারণ্য
এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা থাকবে না,
খোলা আকাশের নিচে লুটানো শরীরগুলো ঠান্ডায় কাঁপে বৃষ্টিতে ভেজে রোদে পোড়ে; পেটভরা মানুষেরাই কেবল দিবাস্বপ্ন দেখে...

শহরের শেষ বস্তিটা যেদিন পুড়ে যাবে রাস্তাই হবে সবার শেষ ঠিকানা,
চোর কবে শুনেছে ধর্মের কাহিনি!
তখন কোথায় থাকবে সুরম্য অট্টালিকা
আর কোথায়ই বা থাকবে স্মৃতির সৌধ!
আগুনের আঁচ এবং তার পরে আগুন
অন্ধ চোখে সবকিছু গ্রাস করে নেবে একে একে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

রুহকথা>>>
এভাবে কি বেদনা জাগাতে হয়!
বুকে যে বড্ড বাজে, অপরিমেয় লাগে আঘাত, জমেছে স্মৃতি অপরিসীম শাঁখের করাত, সাথে হয়েছে সঞ্চিত অপরূপ সংশয়...

কবিকে কাঁদাতে নেই
— পারভেজ শিশির
২৪ নভেম্বর ২০২৫ সোমবার

জানো না তুমি, কবিকে কাঁদাতে নেই!
কখনও কি দেখেছ, সে কেমন তোমার,
না বলা কথা শুনিয়ে যায়, তোমার অজান্তেই? সে একা থাকে, দুঃখ শোকেও হাসে
দেখো না ফুল পাখি কীভাবে,
অসাধারণ এইসব মানুষের সাথে কথা বলে!

সে সমাজ উত্তরণের স্বপ্ন দেখে
এক ফোঁটা সত্যের জন্য, পাষাণ কবি হৃদয়টাকে শাণ দেয় ছুরির মতো ধারালো, তার চোখে, অমানিশায় আকাশভরা তারা নিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙাতে অগ্নিমশাল জ্বলে।

জানিনা কেন এমন হয়,
কবি যখন কাঁদে, বৃষ্টি নামে না, অথচ ক্ষরস্রোতা হয়ে যায় ভিতরের নদীগুলো,
কবি এত সহজে হেরে যাওয়া মানুষ নয়
শিশির জ'মে জ'মে ঝর্ণা হয়ে গেলে,
তখন কিন্তু তাকে পারবে না আটকাতে

তুমি ভাবো, সে শুধু জলজ কাব্য করে
আসলে সে নীরবতার করে যায় অনুবাদ,
মানুষের অন্তর্গত আর্তি, অপ্রতিষ্ঠিত স্বপ্ন বাড়িয়ে দেয়া হাতের নিরন্তর তৃষ্ণা,
সবকিছু সে উচ্চারণ করে ফেলে এক মুহূর্তে

যেন পৃথিবীর ভার সামলায় চুপচাপ একটি কাঁধ।

তাই তাকে কাঁদিও না, কবিকে কাঁদাতে নেই
তার ভেজা চোখ দেখলে পৃথিবী ভালো থাকে না, বসন্ত সমস্তই অপুষ্পক হয়ে যাবে, জানো?
বিষণ্ন হয়ে যাবে অনেক বিপ্লব,
যদি কবি কোনোভাবে কেঁদে ফেলে...

জানো না তুমি, কবিকে কাঁদাতে নেই!
তার কান্না দেখলে প্রেমিকা অভিসার ভুলে যাবে বড্ড বিরান লাগবে উদ্যানগুলো তখন;
তুমি কি চাও, বইমেলা কাব্যগ্রন্থশূন্য হয়ে যাক? মাটিতে ঘাসফুলের মত, বলাকার মত হালকা মর্ত্যের কবি কীভাবে ইথারদেহী হয়ে,
তোমাদের বুক ব্যথাহীন ক'রে দেয়?
তাই তাকে দুঃখ দিও না অকারণে
তুমি বোঝো বা না বোঝো,
সে তোমার ব্যথা খুব ভালো ক'রে জানে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

কবির জন্য শুভপ্রার্থনা
— পারভেজ শিশির
২৩ নভেম্বর ২০২৫ রবিবার

বইমেলার ভিড়ে প্রতি বছরের মত
কবি হেঁটেছেন রূপবতী ধুলোর ওপর,
মুখে তার ছিলো সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের ছন্দিত উজ্জ্বল হাসি...! সত্যি রহস্যময় লাগে, প্রিয় কবি মানুষকে তুমি অকারণে অনায়াসে ভালোবেসে ফেলতে বাধ্য করো!

বইমেলা ভরপুর ছিলো অজস্র কথায়

নতুন বইয়ের পরিচিত সুরভিতে,
কবির পদচিহ্নের যেন ঠিক নিচে
নরম কাগজের বিনম্রতর শরীর,
ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে গল্প হয়ে;
সত্যিই কবিতার আবৃত্তিযোগ্য স্তবকেরা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের চেয়ে কত আপন!

এক মুহূর্ত, হয়তো দু-চারটি কথা,
ভিড়ের মাঝে দুএকবার থমকে দাঁড়ানো,
এমনই কোনো সামান্য তুচ্ছ ঘটনায়
অদ্ভুতভাবে মুদ্রিত হয়ে ওঠে মানুষের স্মৃতি, কিছু আলোকচিত্রের চেনা ভঙ্গিমা
কীভাবে যেন চিত্র চিরকালের
চিত্রশিল্প হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে...!

অনেকেই তো আসে যায়, মানুষ কবি হয়
ধীরে ধীরে সুপরিচিত হয় অচেনা কণ্ঠস্বর,
কেউ কেউ অজান্তে চলে যাওয়ার পর
হঠাৎই অনুভব করায়, এ জীবন কী মিথ্যে নীরবতা, অলিখিত কবিতা হয়ে ওঠে কীভাবে! কবি'কে কেউ কবিতা লিখতে দেখে না
উচ্চারিত হওয়ার পরে কবিপ্রাণ দেহ লাভ করে...

কবি'র মৃত্যু নেই, কবিতারা বাষ্প হয় না পাতা উল্টানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে, কবিপ্রাণ ধীরে মানুষের মধ্যে হারিয়ে যায়; প্রতি বছর নতুন কাব্যগ্রন্থের মলাটে হারিয়ে যাওয়া কবিবন্ধুদের বিচিত্র মুখ, আবার ফিরে আসে নতুন পঙক্তির অক্ষরে; হয়তো এটাই কবিদের গোপন আন্তঃচুক্তি...

কেউ কেউ হঠাৎ ফেরারী হলেও
তার কবিতার উন্মুখ সৃজনী ভ্রুণেরা, অন্য কবির শব্দস্বরে জন্মগ্রহণ করে; কবিপ্রাণের কোনো বিশ্রাম নেই

তার গ্রন্থিত শব্দচিত্রে নেই বিরতিচিহ্ন, জীবনমঞ্চে তার আবৃত্তি সবাক সচল
চোখের কোণে বিষাদ রেখো না কোনো,
কবি'র জন্যে করো সবাই প্রমূর্ত প্রার্থনা বাতাসে ভাসাও অপরূপ শুভকামনা,
যেন মসৃণ হয় তার অনন্তের মঙ্গলযাত্রা...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

হাতের মুঠোয় পরাণ
— পারভেজ শিশির
২১ নভেম্বর ২০২৫ শুক্রবার

মাটিডা কাঁপলিই বুজা যায় মানুষ কত্তো ক্ষুদ্র! একচোট ঝাঁকি দিতিই ঘরবাড়ি টালমাটাল,
হাওয়ার মধ্যি ভয় মিইশে যায়,
বুকের ভেতর করতি থাকে ধড়ফড়,
এই পৃথিবীডাই তো আমাগের দুনিয়া
যেন একটা ধুলোর কণা ছাড়া কিচ্ছু না,
করুণাময় দয়াল গো,
তুমি না বাঁচায়ে রাখলি কিডা রাখবে, কও?

ঝড় উঠলি গাছরা কাঁপতি থাকে
আর মানুষির খালি মনে হয়,
এই বুজি সব উড়োয় নিয়ে যাবে
আকাশডা কালো হলিই মনডাও কালো হইয়ে যায়, চোখের সামনে বাড়িঘর দালান নইড়ে উঠলি
তখন বুজা যায় আমরা কত্তো অসহায়...

ভূমিকম্প তো আর কইয়ে বইলে আসে না
ঝাঁকির পরে ঝাঁকি দিইয়ে শুধু মনে করায়ে দেয়, তোর শক্তি কট্টুক রে, মানুষ?
তাঁর এক ইশারা হলিই সব থইমকে দাঁড়ায়, চুলোর আগুনও নিভে যায় বুকের গরম হাওয়ায়...

হায় মালিক, এই দুনিয়ায় সব হুকুম তোমার, আমরা খালি পথিক অবলা
ধুলোর চাইয়েও তুচ্ছ নগণ্য সাধারণ,
আমাগের ভুলত্রুটি গুনাহ মাফ কইরে দ্যাও দয়া করো দয়া করো গো মহাজন,
আমাগের পাপের শাস্তি কম কইরে দ্যাও...

দোহাই দয়াময়, রহমতে ঢাইকে রাখো সব,
মাটির রোষ থামায়ে দ্যাও, বাতাসের তোড় কুমাও, মানুষরা ঘরদুয়োর সংসার নিইয়ে থাকতি চায় তোমার কুদরতি চাদরে আগলায়ে রাখো দুনিয়াডারে, তুমি ছাড়া আমাগের বাঁচানোর আর কিডা আছে, কও?

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

শীত প্রহরের গান
— পারভেজ শিশির
২০ নভেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার

নীলনন্দিনী কিশোরী গালের টোলে
শীতপ্রিয়া আসে, খুব ধীরে ধীরে,
যেন ভোরের আগে কেউ নরম পায়ে হেঁটে গেছে আঙিনার মাটিতে, কুয়াশার চাঁদর গায়ে; জানালার কাচে কাচে জ'মে ওঠে বিনোদিনী ঘাম ওতে একটু আঙুল ছোঁয়ানো মাত্রই,
শিশির হয়ে মেখে যায় সে মখমলি ঘাসে
দূর বাতাসের ঠান্ডা প্রলেপে প্রলেপে...

ঘুম ভাঙার সামান্য সময় পরে
ঘরের কোণায় শীত শীত গুন গুন,
যেন চুল বাঁধতে বাঁধতে সে নীলনন্দিনী হাওয়ায় ফিসফিস করে ব'লে গেল,
আরও কিছু অপূর্ণ রূপকথা গল্প;

কাঠবাদাম গাছের পাতায় বাতাস লেগে
যেমন টুপটাপ ঠান্ডা ঝরতে থাকে,
নীলনন্দিনী এমন উজ্জ্বল হাসির কিশোরী
ছুটে এসে মৃদু হেসে আবার পালিয়ে যায় সে অলক্ষ্যে...

নীলনন্দিনী শীতশৈলী আসে প্রেমিকার মতো
চুপচাপ, নিঃশব্দে, বুকের ভিতরে অচেনা কাঁপুনি, আর সুগন্ধি নিশ্বাসের ঢেউ তুলে তুলে;
নভেম্বরের শীত শীত সাদা ভোরে,
মুঠো মুঠো প্রভাতী কুয়াশা নিয়ে
দীপ্তলুচির পানপাতা ভিজিয়ে ভিজিয়ে,
গলিপথে ঘোরে ফেরে, মাঠের ঠান্ডা মাখিয়ে...

যেন সুদূর তারার চোখ ভোলানো আলোয়
সে ভেসে আসে ভেজা মাটির ওপর দিয়ে,
নীলনন্দিনী গাছের পাতায় শুয়ে শুয়ে
গরম চায়ের কাপ থেকে উঠতে থাকা,
পাতলা ধোঁয়ার রেখায়, কত স্মৃতিকথা যায় শুনিয়ে; দারুণ তার আবৃত্তিতে যেন ওম ওম লাগে,
মনে হয় যেন গোপন কোনো স্মৃতি-সংকেত
ফেলে গেছে সে জানালার কাচে কাচে...

শীত ভোরের কাঁচা সূর্যকুসুমে
যখন দিগন্তের বুক ঠান্ডায় নীল,
সেই কিশোরী ধীরে আঁচল ছড়িয়ে ছড়িয়ে
রাস্তা জুড়ে বিলিয়ে রাখে নবশীতের সুরভি,
বাতাসে তার ভীরু আঙুলের ছোঁয়া লাগে; নীলনন্দিনীর শুভনামের উচ্চারণে,
হঠাৎই যেন কুয়াশা সঘন হয়ে যায়
যেন তার লাজুক মুখখানি মুক্তোজ্জ্বল হ'য়ে,
সকাল দুপুর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত র'য়ে যায় হাতের তালুতে, নিশ্বাসের উষ্ণ কিনারায়,
ঠিক যেন আদুরে প্রেমিকার মতো
দিনের আলোয় সে অর্ধেক সত্য,
সন্ধ্যের আঁধারিতে সে অর্ধেক স্বপ্ন হয়ে যায়...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

প্রণত প্রেমের দ্রোহে
— পারভেজ শিশির
১৮ নভেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার

যে প্রেম জ্ব'লে ওঠে দ্রোহের বুক পোড়া আগুনে
তুমি সেই অগ্নিশিখা, কুসুম ফোটানো অন্ধকারে,
হাজার প্রেম-সুরের পরশে যার হৃদয় ওঠে দুলে পৃথিবীকে কেন দেখে যায় কবিমন নীরব চোখে, মুগ্ধ-প্রেমী গীতশিল্পী নার্গিস-বনে বিহ্বল বাতাসে প্রেমের সুধা ঢেলে যায়, অক্লান্ত প্রণত নীরবতায়...

কত গল্প তাঁর, কত গান, তবু নীরব নির্বাক কেন?
সুরের পালকিতে চড়ে সুদূর আকাশে চাহে প্রিয়
নিভৃত মনে নিয়েছে জন্ম কত সজল ব্যথার গল্প,
ঘোরে ফেরে স্বরলিপির সুরে সঘন ছায়ার মতো
অশ্রু নীল দরিয়ায় ভেসে যাও কবিপ্রাণ প্রিয়তম, হারানো হিয়ার গানে হায়, প্রিয়ার নাম লিখে যায়...

একান্ত শূন্যঘরে বসে যে প্রিয়ারে আঁকে আঁখিপটে
তার সুখই যেন শেষ প্রার্থনা তাঁর স্বতঃদুঃখিত প্রাণে, জেনে গেছে মন, মিলন হবে না আর কোনো কালে
তবু সে প্রিয়ারে নিয়ে গানের ডালি সাজায় থরে থরে, লুকায়ে থাকে তাঁর মুগ্ধ প্রেম-প্রতিমা সহস্র সংগীতে প্রণয়সঙ্গী নিরালায়, গোপনে মনমোহিনী গান গায়...

মগ্নযোগীর মতো স্থিরপ্রাণ, জন্মান্তরের প্রেম পিয়াসা উড়েছে তাঁর কাব্যের আকাশমহল ঘিরে মানসপ্রিয়া,
পাতাল, মর্ত্য, অন্তরিক্ষ খুঁজে মেলে না কোনো দিশা
তবু প্রিয়ারে সে ভালোবাসে চাঁদের চোখে চেয়ে সহসা, শাশ্বত অমৃত সুরে জেগেছে প্রাণ নিয়ে অসীম আশা
দ্রোহের মন্ত্রে এ ধরায়, তাঁর প্রেম-দীক্ষা সুষমা ছড়ায়...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

সমর্পিত স্বীকারোক্তি
— পারভেজ শিশির
১৬ নভেম্বর ২০২৫ রবিবার

হতাশায় বিচূর্ণ হওয়ার আগে সখেদে
আজকে আত্মসমালোচনা করি,
হাত দুটো মেলে ধরলে দেখি~
রেখার ভাঁজে ভাঁজে জমে আছে
কত অতৃপ্তি আর অপূর্ণতার খানাখন্দ,
যে কাজগুলো করতে পারা যেত
মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, সেসব কোথাও সময়ের জটায় অধরা পড়ে রইল...

কত এতিমের মাথায় স্নেহের হাত যেত বুলানো
কত চারা গাছের শেকড় গাঁথা যেত মাটিতে,
আমার সামান্য শ্রমের বিনিময়ে হয়তো
কারো মুখে ফুটতে পারতো হাসি~
হিসেব-নিকেশের খাতায় লাভ-ক্ষতিই গুনে গেলাম...

মহামহিম দয়ার্দ্র প্রভুর শাহী দরবারে
হাতদুটো ওঠা উচিত ছিল করুণা প্রার্থনায়,
বিধেয় ও উদ্দেশ্যের প্রশ্নাতীত সত্য স্বীকার ক'রে~ অথচ চকচকে রিপুর রক্তরঙিন খামচিতে,
এই হাতই লিখেছে আত্মবিনাশের দগদগে দিনলিপি

মনে হয়েছে যেন শৈশবের মতো
কেউ এক টুকরো সুতো কাড়লেও,
কাঁদত যেমন গলা-ফাটানো চিৎকারে
স্বার্থে ঘুণাক্ষরেও আঘাত লাগলে,
এই হাত কাঁপে না কারো গলা চেপে ধরতে~ মানুষ কি সত্যিই বদলায়?
নাকি শুধু মুখোশ পাল্টে সময় কাটায়?

অকাট্য সত্যি হলো এই~
মানুষ কখনও মানুষ হয়ে জন্মায় না,

শত হোঁচটের বিনিময়ে সহস্র দিনের চেষ্টায় ভীষণ অনুতাপের আগুনে,
ধীরে ধীরে পুড়ে পুড়ে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

আত্মপীড়িত হাত দুটো এখনও অপেক্ষায় একদিন নিজেরই ভুলে ভুলে ক্লান্ত হয়ে,
আঙুলের খাঁজে খাঁজে আঙুল ভ'রে
শেষমেশ কোনো উপায় না পেয়ে,
ওরা একত্রিত হবে, সমর্পিত হবে সহসাই...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

জ্যোৎস্না শেষের গান
[কিছু কারণে কিছুতেই আর এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কোথাও চ'লে যেতে ইচ্ছে করে না, একটি চন্দ্রবতী রাত যেন কবি'কে বলে, তুমি একা নও, একা নও... যাকে ভেবেছ 'সে' নেই, সে আদতে রয়েছে তোমার বুকেই]
— পারভেজ শিশির
১৪ নভেম্বর ২০২৫ শুক্রবার

শেষমেষ জ্যোৎস্না নেমে এলো নদীর বুকজুড়ে
শান্ত সাদা স্বচ্ছ কুয়াশা যেন হাতে মেখে,
কবি হাঁটছে; কী অসামান্য শব্দ বুকে এখন
যেন ভিতরের মেঠোপথটুকু,
সে দারুণ বিগ্রহে বেড়ায় খুঁজে খুঁজে_

চাঁদের দুধস্নানে ভিজে রয়েছে চারপাশ কলার পাতায় হাওয়ার নরম আদর,
নদীজলের কুন্তলে নিখাঁদ রুপোর জ্যোতি
ফুলের পাপড়িতে কিশোরী লাজুক কাঁপন,
অদ্ভুত এক স্বপ্নভূমি, শব্দের নেই প্রয়োজন শুধু এই প্রতিবেশে সক্রিয় মূর্ত অনুভূতি_

রাত্রিতে সবাই জাগে না একভাবে
অন্ধকারের সহযোগও সবার কাম্য নয়,
কিন্তু জ্যোৎস্না? তার নগ্নিকা সৌন্দর্য দেখে

কঠিন চোখও নিস্তেজ হয়ে আসে,
পূর্ণ তিথির আহ্লাদি মুক্তোরঙা আলো মনে মনে চাওয়ায়, এই জীবনটা
মন্দ হতো না বার বার ফিরে পেলে_

কবি হাঁটে, ঘাসের উপর পড়ছে তার ছায়া তার প্রতীক্ষায় কার কীই বা এসে যায়
সে অমরত্বের আশ্বাস গিয়েছে ভুলে, কতক্ষণই বা আর থাকবে এই অসামান্য প্রহর অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনকে সুন্দরই লাগে, সে প্রিয়তমাকে হারিয়েও একা নেই,
এমন প্রাণদায়িনী বিমুগ্ধ জ্যোৎস্নায়_

কবি হঠাৎ থামে, মনে করতে চায়
কত কোটি বছর আগে সে একা হয়েছিল, জ্যোৎস্নার ভেজা বাতাসে ভেসে আসে
পুরোনো কোনো স্মৃতির আতর গন্ধ,
কোনো বিকেল তাকে ডেকে ডেকে বলে,
অস্থিরতাও কখনো কখনো আশ্রয় হয়ে ওঠে_

হাঁটতে হাঁটতে কবি নিজেকে প্রশ্ন করে,
জীবন কি এমন জ্যোৎস্না ছাড়া চলে না,
নাকি অন্ধকারেরও কিছু না কিছু শব্দার্থ আছে? নদী তার দিকে চেয়ে থাকে,
উত্তর না দিয়ে, শুধু ঢেউয়ের ভিতর
কিছু অপাঠযোগ্য স্তবক রেখে চলে যায়_

কবি বুঝে নেয়, এমন একটি জ্যোৎস্না
এ পৃথিবীর মায়া কাটানোর শুভক্ষণে,
সে কতভাবে সত্যিই কী আপ্রাণ চেয়েছিল...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

জীবনের জয়গান
[চিনের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

— পারভেজ শিশির
১২ নভেম্বর ২০২৫ বুধবার

কত ক্ষণপ্রভা দুঃখ আনন্দ,
কত দীর্ঘদিনের কান্না হাসির স্মৃতিময়তা এই সাধের মানবজন্ম জুড়ে থাকে,
মাঝে মাঝে কেমন নীল আকাশ
ভীষণ কালো মেঘে ছেয়ে যায়,
জানা নেই কেন কখনও কখনও জীবন
এত শিঘ্রিই অতর্কিতে ফুরিয়ে যায়...!
জানা ছিল না পৃথিবীর বাতাস
এত ভারী হতে পারে
যেদিন শুনলাম, মেয়েটা আর বাঁচবে না...
ডাক্তারের শীতল বাক্যে যেন
বুকের ভেতরকার সমস্ত প্রদীপ নিভে গেল
শুধু ভেবেছিলাম, কীভাবে মৃত্যুকে নির্ভার করা যায়...

মাটি খুঁড়েছিলাম তবে শুধু কবরের জন্য নয়
নিজের সাথে সাথে মেয়েটাকেও সান্ত্বনা দিতে
সেই মাটিকে চিনিয়ে দিতে,
যেখানে একদিন ফিরতেই হবে
প্রতিদিন তাকে নিয়ে যেতাম সেখানে,
সে হাসতো, মাটিতে হাত রাখতো,
আর আমি তাকে গল্প শোনাতাম
কবরের মাটিতে থাকতাম শুয়ে
যেন মৃত্যুটা দোলনার মতো আনন্দময় মনে হয়, বলতাম, মা রে, এই যে আমরা মাটিয়ে শুয়ে আছি এমন অনাবিল শান্তি আর নেই কিছুতে,
তুমি কখনো একা নও, আমিও রয়েছি সাথে সাথে

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছিলাম হাঁটু গেড়ে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে অশ্রু আটকে রাখতাম বুকের ভিতরে
তার ছোট্ট আঙুলে আমাকে ধরে বলতো
কী হয়েছে বাবা? খেলবে না?

একদিন কবরে শুয়ে থাকা

বাবা মেয়ের ছবিটা বাতাসে উড়তে উড়তে
ইথারে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যালোকের মতো কোটি মানুষের চোখে জ্বেলে দিল প্রাণময় আলো বিধাতা তাঁর মমতা দেখালেন মানুষের হাত দিয়ে, মেয়ের শিরায় শিরায় নব জীবনজল উছলে উঠলো যেন সেই সাথে চৈত্র হয়ে গেল ফুলেল বসন্ত...

ফিরে এলাম সেই কবরটির কাছে
যেখানে মেয়ের সাথে দগ্ধ হৃদয়ে খেলতাম,
সেদিন প্রথমবার কবরটা ভরাট ক'রে দিলাম
ছড়িয়ে দিলাম কিছু সূর্যমুখী বীজের কণা
আজ সেখানে সূর্যমুখী ফুল ফুটে রয়েছে
যে ফুল ভোরে ফুটে সকালেই ঝ'রে যায় না,
সে মৃত্যুকে ভালোবাসে, জীবনের জয়গান গেয়ে,
সে পৃথিবীতে নিশ্বাস ফেলে, প্রদীপ্ত হাসিমুখে...

একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

পথের কবি
[ভেতরের মানুষটা কী সবসময়ই নির্জনতা আর অবসর খোঁজে, তাহলে এ শব্দিতা আপনার জন্যে নয়... মানুষের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ অন্তরিক্ষে বিলীন নির্মিলীন নিখোঁজ হয়ে যায়, হয়তো এসব অহেতুক পঙক্তি তাদেরই জন্যে]
— পারভেজ শিশির
১০ নভেম্বর ২০২৫ সোমবার

মানুষটি হাঁটতেন, হাঁটতেন এমন সহজে,
যেন পৃথিবীর সব পথ, কী পিচের কী কনক্রিট
পায়ের ছাপ তাঁর, চিনে রেখেছে আগেই, যেখানে তিনি যেতেন মাটির গন্ধ নিয়ে মাটির গন্ধে ঘুমিয়ে পড়ত ক্লান্ত শহর, চোখে ছিল তাঁর ভৈরবী নদীর স্বচ্ছ জলরেখা...

মনের কোণে ঘুঘু ডেকে উঠত সন্ধ্যে নামলেই, অথচ তিনি কখনো শব্দ নিয়ে বাক্য নিয়ে
কোনো তাড়াহুড়ো করেননি, কারণও ছিল না,

শব্দ তাঁর কাছে নিশ্বাস, বুকের বোঝাপড়া;
যিনি শিখেছেন, আকাশী পাখির কাছে বাঁশির সুর, ঝিল বাউলির তীরে ঘাসফড়িঙের ছন্দিত পাখনায় কাশবনে বাতাসের ঘ্রাণে মুগ্ধ গানের স্বরলিপি...

কলমে তাঁর শহরের ব্যস্ত মানুষ যেত হারিয়ে গ্রাম উঠত জেগে, নিরুদ্বেগে অনিঃশেষ
ছড়িয়ে যেত ভোরের আলো আর পাটক্ষেতের ঘ্রাণ, তিনি এনে দিলেন হেঁটে চলা জীবনের মাধুর্য, যুবতী পথের বাঁক, কত কী ঘাসফুল
নদীঘাটের জলে ডোবা রমণীয় কলসি
আর কাঁচা রাস্তার ধারে, অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা মুড়কিওয়ালার মলিন হাসি...

সেইসব মানুষ তাঁর কাছে মর্ত্যের দেবতা
যারা এক টুকরো রুটির মধ্যেও
খুঁজে পেয়েছিল অনুক্ষণ উৎসবের সুগন্ধ,
তিনি জেনেছেন, দারিদ্র্য কিছুতেই অভিশাপ নয় দারিদ্র্যও কখনো কখনো নিঃসন্দেহে
উৎসবের মতো আনন্দমুখরও হতে জানে,
কাগজ নয়, তিনি লিখেছেন মাটির ওপরে
প্রতিটি বাক্য যেন কচি ঘাসের মতো
মাটিতে শেকড় গেঁথে বেঁচে রয়েছে আজও...

কেউ তো ভাববেই, তিনি পথের কবি
তাঁর চোখে লেগে থাকতো বৈশাখের আনন্দ ধেয়ানী হৃদয়ে অনুচ্চারিত প্রতীক্ষা,
আর এমন কিছু হাহাকার, যার শব্দ নেই,
যেন তা শুধু হৃদ স্পন্দনের মতোই সাধারণ; আদিগন্ত নির্জনতার গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যে দেখেছে পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত চেহারা; নিরাশ্রিত লোকটির হাত ধরে তিনি বলেননি, চলো, তোমায় লিখে দেবো এক সমুদ্র চরাচর
সাথে নিয়ে তাকে দেখিয়েছেন বরং
কীভাবে মাঠ চিরে হঠাৎ একটা ট্রেন
জীবনের সব দেনাপাওনা ফেলে চলে যায়, থামে না...

জানো, বর্ষা এলেই নদী তাকে ছুঁয়ে বলত: এসো, আজ আমার জল তোমার ভাষা হোক,
সে এমনই জলজ বর্ণমালা, যে চারুছন্দে
আজও ঢেউ ওঠে সব নদীতে একই মাত্রায়,
শরৎ তাঁকে দিলে কাশবনের রুপোলি সাদা ফুল,
যা দিয়ে তিনি অতর্কিতেই গেঁথেছেন ভালোবাসার সবচেয়ে সহজ সুরভিত গীতিমালা, হেয়ালী হেমন্ত তাঁকে এতটুকুও ক্লান্ত করে না দীক্ষিত হয়ে যান পথের কবি, জন্মান্ধের কাছে...

শীত এলেই কুয়াশা নেমে বসতো তাঁর বাক্যে,
সেই অবর্ণনীয় অসামান্য কুয়াশায় হারিয়ে যেত সমস্ত হিসেব, সবটুকু স্বার্থ, সকল ব্যস্ততা। যেখানে কোনো তারকাঁটার সীমান্ত নেই,
অথচ পথ আছে, কবির সমুখে পথের শেষে পথ
যেখানে নেই কোনো চকিত বিস্ময়,
অথচ অনন্ত মঙ্গলযাত্রা আছে
স্মৃতিময় মাটিতে তিনি ফিরে ফিরে আসেন
কারণ পথের কবি কখনো পথ ছাড়েন না,
পথই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পথেই তাঁর অবসর...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

প্রহর শেষের বার্তা
— পারভেজ শিশির
৯ নভেম্বর ২০২৫ রবিবার

প্রিয় তাজমহল,
আমার হৃদয়ের মিহিন যন্ত্রণাও তুমি তুলে নাও
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে, তাকে বোলো, আর কোনো প্রতীক্ষার প্রয়োজন নেই,
জীবন এখন প্রস্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় ফুজিয়ামা,

আমার বুকের জমাট অশ্রুগুলো দগ্ধ করে দাও,
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে তাকে বোলো, আর কোনো আকাঙ্ক্ষা বকেয়া নেই,
যা চেয়েছি জীবন তার অধিকাংশই দিয়ে ফেলেছে।

প্রিয় পদ্মা,
আমার পানপাত্রটাকে ঢেউয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলো
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে, তাকে বোলো, বন্ধুরাও এখন শত্রুর মতো হাসে
জীবনের বিবিধ পথগুলো ভীষণ উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা।

প্রিয় হিমালয়,
আমার গোপন কথাগুলো বরফে জমিয়ে রাখো
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে, তাকে বোলো, আমার মুক্তির আর কোনো পথ নেই
জীবন নিজেকে এক টুকরো আলোকচিত্র বানিয়ে ফেলেছে।

প্রিয় আজমের শরিফ,
আমাদের পায়ের চিহ্নগুলো সেখানে রেখে দিও
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে, তাকে বোলো, আর কোনো প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন নেই
জীবন আমাদের সব কামনা পূর্ণ করে দিয়েছে।

প্রিয় প্রশান্ত মহাসাগর,
আমার ভারী অশ্রুগুলো গভীর ঢালে ডুবিয়ে রাখো
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে তাকে বোলো, আমার আছে একটি নদী, কোনো স্রোত নেই
চোখে কেবলই তিমির রাত্রি, মুখে কোনো হাসি নেই!

প্রিয় সাহারা,
আমার শূন্যতার শুষ্ক বালুকণা মহাশূন্যে উড়িয়ে দাও শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে তাকে বোলো, মরীচিকার পিছু দৌড়ানোর আর কিছু নেই
জীবন তৃষ্ণায় ভ'রে রইল, যদিও এত জল দুই চোখে!

প্রিয় মেরু জ্যোতি,
আমার অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাসগুলো রঙে রঙে জ্বেলে দাও
শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে তাকে বোলো, প্রত্যাশার আলো এখন শুধু ক্ষীণ প্রতিফলন
এ জীবন নক্ষত্র ছুঁতে চেয়েছিল, অথচ দিগন্তেই হারিয়ে গেল...

এইসব কথাগুলো এক এক ক'রে উচ্চারণ করার পরে
চিরকুটগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে বাতাসে ছুড়ে দাও...
উৎস ও গন্তব্যের অস্পষ্টতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে
আকাশ মর্ত পাতালের ফারাক শূন্য হোক,
আর কিছু যেন আমাকে ব্যতিব্যস্ত না করে
এবার নির্বাণের ঘুম হোক, অগাধ ঘুম অগাধ...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

যে কবি আত্মঅতিক্রমী
[নিম্নোক্ত প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কবি'র কষ্টিপাথরে কে কে উত্তীর্ণ হবেন, সেটা মূলত কালই নির্ধারণ করবে, সে কর্মে কারোকেই আত্মনিয়োগের প্রয়োজন নেই~ তবুও বিদগ্ধ পাঠক নির্দেশ করতেই পারেন, তাদের নিজ নিজ প্রিয় আত্মঅতিক্রমী কবির সর্বজয়ী নাম... কবি বিশেষ আত্মা, কবি সর্ব্বজনপ্রণম্য, কবি সর্বদাই সমুজ্জ্বল সূর্য]
— পারভেজ শিশির
৮ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার

কবি দূরাতিদূর আলোকবর্ষ পথ
নিজ প্রাণ হতে উৎসারিত অস্থির গন্তব্যে;
আলোকদেহী হওয়ায় কেউ তাকে দেখেনি,
মানুষ আর জীবনযাত্রার নাট্যশালায়
তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কেবল দর্শকের মতো,
জন সাধারণে তাঁকে পৃথক করা যায় না,
আলোক ধারণ করেন তিনি আপন প্রাণে
প্রেমের অমৃত আনন্দধারা বিলিয়ে যান নিঃশেষে...

যেমন নদী দেয় না নিজ স্রোতপথের ব্যাখ্যা,

তেমনি তিনি নিজের মূর্ত বিমূর্ত সৃষ্টিকে বাঁধেন না কোনো মানদণ্ডে অথবা উদাহরণে ভুলেও রাখেন না কোনো দিকনির্দেশ
টেবিলের উপরে, নোটবুকে, কিংবা কোনো প্রবন্ধে। মানুষের চরিত্র জীবনশৈলী প্রথাগত অভ্যাস তাঁর কাছে প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি,
রৌদ্রের মতো স্বচ্ছ, ঝড়ের মতো সত্য
হাসির মতো অনাবিল, আর্তনাদের মতো নগ্ন।

কেউ তাঁকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে,
কেউ বা তাঁকে করেছে নিরন্তর বিশ্লেষণ কাব্যগ্রন্থের পাতা উলটে উলটে শত শত বছরে, কিন্তু কবি যে অতলান্তিক সমুদ্রের প্রায় মুহূর্তের ঢেউ স্পর্শ করা যায়, তল ছোঁয়া যায় না।

অসংখ্য জ্ঞানী, মনীষী প্রাজ্ঞ তত্ত্ববেত্তা নিজেদের রঙে তাঁকে আঁকেন খুশি মতো
তাঁর দৃষ্টির দীপ্তিই তাঁকে করেছে উজ্জ্বল নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন না নিজের সৃষ্টিতে, বরং সৃষ্টিকে দেন মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতা। তিনি দেখেন, অনুভব করেন, লিখে যান
তবু কোথাও তাঁর আত্মপরিচয় থাকে না,
যেন সূর্য তিনি আত্মপ্রভাময়, আলো ছড়াবে ঠিকই, কিন্তু স্বরূপ দেখাবে না কখনও...

অপ্রকাশ্য অবর্ণনীয় চরিত্রই যার চূড়ান্ত বিস্ময়, সশব্দ অস্তিত্ব আছে, নেই আত্মবাদী উপস্থিতি; চরিত্রের বর্ণনা আছে, কিন্তু অদৃশ্য স্রষ্টা...! কবি প্রকৃতই 'বাকসিদ্ধ' মহান আত্মা
তাঁর শেখানো মন্ত্র মাত্র একটাই:
যে 'সত্য'কে ভালোবেসে ধারণ করে আত্মায় আত্মঅতিক্রমী 'সে' নিজের নাম ভুলে যায়...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

মনমিতার নিত্য আরাধনায়

[আমি ঘুমালেও 'সে' ঘুমায় না, 'নির্ঘুম' সে অবিশ্রাম জেগে থাকে... স্বপ্নে তাঁর নিরন্তর যাওয়া আসা, স্বপ্নেই তাঁরে কায়দামত ধরতে পাইনে, জাগরণে তো কথাই নেই... সে হারায়, শুধুই হারিয়ে যায়, আর আমি মহাশূন্যে শুধাই, কোথায়, সে কোথায়...!]
— পারভেজ শিশির
৬ নভেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার
যেখানে মিতার স্নিগ্ধ পরশ
হৈমন্তী হরষে নিকষিত এ প্রাণ,
আমারে দেবে অদৃশ্য স্বর্গের সন্ধান। গ্রীষ্ম হতে কঠোর ভীষণ চৈত্রে প্রাণে সে সহসা বসন্ত এনে দেবে, পথধূলিও আমারে আপন ক'রে নেবে।
থাকবো মিতার আসার আশে
দিন কেটে যাবে দিন গুনে গুনে,
প্রহর কেটে যাবে আসন্ন পদধ্বনি শুনে। পাতার সবুজে নিখুঁত মানচিত্র
পথ সে দেখাবে প্রভাময়ী একদিন,
পেয়ে বধুয়ারে নিশ্চিন্তে হবো ক্লান্তিহীন। শুধু তাঁর অনঙ্গ বিরহী আগুন
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করেছে ছারখার,
জীবন্ত আমারে করেছে সোনালী অঙ্গার।
মরু জীবনে সে আশ্রয় বীথিকা
প্রণয় সুধা তাঁর তৃষ্ণার জল সমান
শর্তহীন সে নিজেরে করেছে সম্প্রদান। মিতা আমার বুকের মানিক
শত জনমের সে সহস্র সাধনার,
দেখা দিয়ে যাক 'নির্ঘুম' স্বপনে শতবার।
প্রভু আমার দয়াময় দয়া করো
আরজি জানাই দরবারে তোমার,
বিরহের সুদীর্ঘ সাগর শিঘ্রিই করো পার...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অপেক্ষার আমৃত্যু তৃষ্ণায়
[১৯৩৫ সালে ৮ মার্চ, 'হাচিকো' নামক জ্যাপনিজ সারমেয়, তার প্রভু প্রফেসর 'হিদেসেবিউরো ইউয়েনো'র হঠাৎ মৃত্যুতে দীর্ঘ ৯ বছর

শিবুইয়া স্টেশনে অপেক্ষাশেষে মৃত্যুবরণ করে। প্রভুভক্তি ও আনুগত্যের এই দৃষ্টান্ত নিয়ে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
৪ নভেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার

সূর্যের আলো ধীরে ধীরে সন্ধ্যায় গলে যায়
স্টেশন ছেড়ে যাওয়া শেষ ট্রেনের
ঝিকি ঝিকি শব্দও মিলিয়ে যায় বাতাসে, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে অপূর্ণ প্রাণ তার চোখে আছে একটাই দিগন্ত,
প্রিয়তমকে ফিরে পাওয়ার অসীম তৃষ্ণা, যা কখনো কোনো যুক্তির নিয়ম মানেনি...

সে জানে না, এই পথ চাওয়ার শেষ কোথায়! অপেক্ষার আনন্দ জ'মে আছে বুকে অন্তর্তম বিশ্বাস আর সর্বশেষ স্পর্শ হৃদয়কে বেঁধে রেখেছে একই মোহনায়,
যেন সুদূর থেকে অদৃশ্য কোনো
পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনেছে সে,
আরেকটু অপেক্ষা করো, আরও কিছুটা ক্ষণ...

মানুষ আসে, হাসে কাঁদে আর চলে যায়
তার পৃথিবী খুব ছোট হয়ে এসেছে,
একবার মাত্র ফিরে আসার সম্ভাবনায়
বাতাস কখনো মনে করিয়ে দেয় তার উপস্থিতি, কখনো ধুলোয় উড়িয়ে দেয় দারুণ স্মৃতির কণা, চোখে তবু জ'মে থাকে একই স্বপ্নের শিশির

বৃষ্টি ঝরে, শীত নামে, কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন শহরের মানুষগুলো থেকে থেকে হারিয়ে যায় তার হৃদয় তখনও একই প্রতীক্ষায়~ অপেক্ষার ভেতর সে খুঁজে পেয়েছে
একাগ্র ভালোবাসার পরম শান্তি,
মনে থেকে যাওয়া অজস্র স্মৃতির প্রহর চুপচাপ, নির্ভার, অটল প্রতিজ্ঞায়~ ভালোবাসা কখনো সুন্দরতম প্রতিশ্রুতি,

ভালোবাসা হলো আত্মোৎসর্গ, একাগ্রতার নিঃশব্দ নিঃশর্ত উপাসনা...

দিন যায়, বার বার ঋতুর বদল হয়, মানুষের মুখ বদলায়, পোশাক বদলায়, কিন্তু তার বিশ্বাসের বদল হয় না
সে এখন আর প্রতীক্ষার নয়,
অনুগত প্রেমের রূপক হয়ে উঠেছে~ প্রত্যাশার ভীষণ খরায় শুকিয়ে
হতদরিদ্র কবি নিজেই কবিতা হয়ে যায়... প্রতিটি নিশ্বাসে তৈরী হয় প্রার্থনা, যেখানে বেদনা কেবল ধ্রুব সৌন্দর্য হয়ে ওঠে... কখনো কখনো মনে হয়,
সে বুঝে গেছে ফিরে না আসার অর্থ,
তবু সে অপেক্ষা ক'রে যায় অক্লান্ত...
কারণ যে হৃদয় ভালোবাসতে জেনেছে,
সে জেনেছে, আর ফিরে না পেলেও
এই বুকের তৃষ্ণা মিটবে না কোনোদিন...

একদিন নিঃশব্দে তার ক্লান্তিরা থেমে যায়
তার অপেক্ষা অমর হয়ে থাকে,
আকাশের স্থির শুকতারাটির মতো বিশেষ~
সে গল্পের সন্ধ্যা সাজায়, স্মৃতির সৌধ গড়ে তোলে, সে কিছু চায়নি কারো কাছে,
তার চাওয়া ছিল শুধু একটিবার
যেন 'প্রিয়তম মুখ' ফিরে এসে বলে,
এই তবে তোমার অপেক্ষার হলো সমাপন...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বিরহী পরাণ
— পারভেজ শিশির
১ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার

আমি কোথায় যেতে কোথা যে যাই

আমার অন্তর্জ্বালার লেখাজোখা নাই...

বিস্মৃত হয়ে পরাণি আমার
রয়েছে কোথায় লুকায়ে,
জলজ্যান্ত প্রাণখানি তাই
ক্রমশ আসছে শুকায়ে।।

হতে পারে এমনও নিঠুর
আমার প্রিয়ার দিল্!
প্রভু তারে দিও না তবুও
অভিশাপ এক তিল।।

আকাশে প্রিয় চাঁদের চোখে
বুকের ভিতর প্রাণময়
মানসী আমার তেমনি নূতন
অমর অসীম অক্ষয়।।

বুকের মধ্যে দিলাম কবর
প্রণয় তোমার আমার
হাজার কবিতা গানের সুরে
রইল প্রেম সম্ভার।।

ফিরে যদি আসো কখনো
আমার এ শূন্য ঘরে
পরাণি ডাক শুনতে পাবে
আমারই করুণ স্বরে।।

আমি কোথায় যেতে কোথা যে যাই
আমার অন্তর্জ্বালার লেখাজোখা নাই...

একটি শিশিরের শব্দিতা© ২০২৫

দুঃখ আনন্দের জর্নাল
— পারভেজ শিশির
২৮ অক্টোবর ২০২৫ মঙ্গলবার

খয়েরি সন্ধ্যেটাকে উপলক্ষ্য ক'রে

নির্জন কণ্ঠে কেউ কেউ আসরে মিশেছিল আবৃত্তিকারগণ করেছিল 'উচ্চারণ'
নীলিমায় মিশে যাওয়া অঢেল শব্দবন্ধ,
তাতে 'আবার ফিরে আসা'র ছিল প্রতিশ্রুতি হলরুমের প্রতিটি মানব মানবী
সশব্দে ভিজে যাচ্ছিল রূপক উপমা'র বৃষ্টিতে ~ দুঃখিত পাখি, তোমার চোখে ছিল গোধূলি,
তেমনি আজও আছে একইভাবে এই সন্ধ্যায়, খাটুনির অবসরে দূরের চায়ের টং-এ
ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে তখনও শ্রমিক,
যার কোনো কবিতায় কোনো সুখ নেই...

আলো আঁধারির ভিতরে শব্দগুলো নেচেছিল বনলতা সেন, ধানসিড়ি নদী, মালয় সাগর মুদ্রণযন্ত্রে ঘষা খাওয়া কঠিন আঙুল, বইয়ের পৃষ্ঠায় লেগে থাকে শ্রমের সুরভি বাঁধাইওয়ালা সেলাই করে দিচ্ছে কবিতার ক্ষত বিক্ষত বুক,
তার নিজের বুকেও বেজে উঠছে সুঁচের ছন্দ সে জানে না, আবৃত্তির কী শব্দার্থ, জানে মাঝ দুপুরের প্রাকৃতিক ক্লান্তি, আর মাস শেষ হতে এখনও কিছু বাকি...

বই বাজারের ধূলি ধূসর সংকীর্ণ গলি যেখানে শব্দ জন্ম নেয়, আবার হারিয়েও যায়, সেখানে দাঁড়িয়ে কবি ভেবেছে বোধ করি, কবিতা, কী এক অদ্ভুত জোড়াতালি পঙক্তি, একদিকে কবিতা আর অন্যদিকে ঘাম,
যেন সত্যিকারের বিদর্ভ নগরীর উপাখ্যান...

আবৃত্তি সন্ধ্যায় সজ্জিত মঞ্চের মাঝখানে হাস্যোজ্জ্বল পদ্মের মৃন্ময় পাত্র,
সবুজ কমলা শাল জড়ানো দুটো বেতের চেয়ারে উচ্ছ্বসিত দুটো কণ্ঠ এ'তে ও'তে মিশে বিমূর্ত, বাইরে শির ভেসে ওঠা রিকশাওয়ালার হাত
সে বোঝে না জীবনানন্দের স্মরণসভা কী!

সে জানে সিগনালে আটকে গেলেই অর্থক্ষয়
ট্রাফিক ধরলেই বাজেয়াপ্ত হবে রিকশার সিট ~ বাচিকশিল্পীর নান্দনিক মিঠে উচ্চারণেই,
এই কাদা মাটি ধুলো নদী পাহাড় সাগর কথা বলে এইখানেই ফোটে অনঙ্গ শালিকের চোখে প্রেম,
আর কৃষক শ্রমিকের ঘামে হয় বাংলার শুদ্ধি স্নান...

আমরা সন্ধ্যায় কৌশলী মোমবাতি জ্বালিয়ে জীবনানন্দের স্মরণে উত্তর হাওয়ার গানে উচ্চারণ করি ভ্রাম্যমান জীবনের শব্দাবলী, ফসলের মাটিতে আর পিচ রাস্তায়
কী সুন্দরতম শিশিরোজ্জ্বল ঘাম লেগে থাকে, ক্লান্ত পথিকের সবটুকু অবসাদ ধুয়ে প্রকৃতি সাজে এখনো তেমনি অগাধ সুন্দর...

ঝাঁপর নদীটি হয়তো এখনো বয়ে চলে গেছে, তীরে দাঁড়িয়ে কেউ আর শোনে না,
দূরের নৌকো থেকে আসা ভাটিয়ালী সুরমালিকা ব্যস্ত সবাই অন্তর্জালিক স্ক্রলিং এ, লাইট হাইলাইটের অবশ্যম্ভাবী হর্স রেসে~ তারপরে কেউ থেমে যাবে
একটি গাছের নিচে ধূসর কিছু ছায়া,
হলদে পাতায় দেখবে নিজের প্রতিচ্ছবি...

আবৃত্তির শেষে মুগ্ধ অমোঘ করতালি
আলো নিভে আসে ধীরে,
সবাই ফিরে যায়, কেউ কবিতা বুকে নিয়ে, হিসেবের খাতা নিয়ে কেউ কেউ~
আর শহরের শেষ প্রান্তে কেউ দাঁড়িয়ে উৎসব ছেড়ে আসা সত্যিকার জীবনানন্দ,
আজ আর কেউ তাঁর কবিতা শোনেনি~
বোঝে না কেউ, না বুঝলেই বা ক্ষতি কী,
সব কথা তাঁর কখন যেন কবিতা হয়ে গেছে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

একদিন মিলনোৎসব হবে
— পারভেজ শিশির
৬ অগাস্ট ২০২৫ বুধবার

রোজ রাতেই তোমার আনমোল হাত ছুঁয়ে
শুতে যাই, তোমাকে আমার পাশে মনে করে,
নিদেনপক্ষে তোমার উষ্ণতাটুকু… ফুলেল ওম্…

কিন্তু নির্বাক ভোরে সে উষ্ণতার লেশমাত্রও থাকে না… আমার কাঁটাতার প্যাচানো বিছানার অসহায় ক্রোধ,
ভেঙে পড়া ঝাঁলরের সগত দীর্ঘ নিঃশ্বাসই শুধু শুনতে পাই…

তোমার চলে যাওয়ার পর থেকেই
আমার অহর্নিশ জলতেষ্টা পায়,
অশ্রুও শুকিয়ে গিয়েছে বুকের মরুভূমির উত্তাপে…

অনস্বীকার্যভাবে তোমাকে এখন প্রয়োজন,
আমিই তোমাকে নির্বাচিত করেছিলাম একটি মাত্র ভোটে, শুধু শুধুই যুগাধিক সময়ের বর্নিল ঘটনঅঘটন, মুহূর্তের আবেশসহ স্মৃতির সরু গলি
ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে…

প্রাণান্ত প্রার্থনা এখন একটাই প্রিয়,
তোমার আমার আপাতঃ অসম্ভব মিলন,
কোনোভাবেই আর দুজনকে হারানো চ’লবে না…

একদিন খুব অসতর্কভাবে যেকোনো কিছুর বিনিময়ে, তোমাকে চেয়ে সহস্রাব্দির পাপ করেছিলাম… সচেতনচিত্তেই বলছি, এ পাপ আমার বার বার হোক…

তোমাকে এখন প্রয়োজনাতীতভাবে প্রয়োজন, বিবশভাবে উদ্বিগ্ন হই থেকে থেকে,
প্রিয়ার নেশাদায়ক চোখ কী
আর কোথাও কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে?

কামিনীর সন্ধ্যারাগটুকু ছাড়া
সে আর কিছুই রেখে যায়নি…

সবাইকে ব’লে রেখেছি,
তোমাকে তথাপিও ভয়ানকভাবে প্রয়োজন
কেননা সমুদ্রের অসূর্যস্পশ্যা তলদেশের মত নিখোঁজ এ আমার, ঘোর অন্ধকারে খুব একা লাগে…

একটাই এখন উপরোধ,
তুমি ঠিক যেখানে রয়েছো, যেমনভাবে
তেমন করেই অপেক্ষা করতে থাকো,
একদিন মিলনোৎসব হবে,
একতীলও নড়ো না যেন,
নাহলে আবার সূর্যগ্রহণ হতে পারে…!

বরষার জলমুক্তো বৃষ্টিতে, নগ্ন পায়ে হঠাৎ একদিন, কোনো এক নাক্ষত্রিক ছবির মত সুন্দর দেশে,
তোমার মায়াময় গাল ছুঁতে পাবো… এই দেখ আমি… তোমাকে ডাকবো, তোমাকে আলিঙ্গন করবো…
তোমাকে ভালোবাসবো, আর কিছুতেই বিশ্রাম নেবো না…

এ বিশুদ্ধ দৃশ্য অবলোকনে,
যেখানেই হোক, হে পরম দয়াময় বিধাতা,
শত সহস্র মহাকাল যেন তোমার না লেগে যায়…
এ বিরহ যেমন তোমার সৃজন,
এ মিলনের দায়’ও তোমার…

তুমি পরম প্রেমময়, কেউ না জানুক, তুমি তো জানো প্রিয়তমের বিরহের কী জ্বালা, কেমন পোড়ায়…!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

আসামী গ্রেফতার
— পারভেজ শিশির
২৬ অক্টোবর ২০২৫ রবিবার

এটাই এখন মাথায় শুধু ঘুরপাক খেয়ে চলে… কীভাবে কখন কোথায় জীবনের দিনরাত্রিগুলি এমন নিশ্চিহ্ন প্রান্তিকতায় ধুসর হয়ে উঠেছে
কেন স্বাধিকারের উঠোন এত এত সংকীর্ণ
অনুভব করতে গিয়ে আমাদের উর্বরতা
আরও হ্রাস করে ফেলছি ক্রমান্বয়ে…!

যেখানে মৃত মৃত্তিকা’ও ঘাতক হয়ে
প্রাণহীণ ফসিলকে বুকে করে রাখে,
আবার সেখানেই পল্লবিত হয়ে ওঠে মানবতার খাদ্যশস্য… চতুর্মাত্রিক বিতন্ডায় আর রাজসাক্ষীর অপ্রতুলতায় বিচারের বাণী যখন নিভৃত অরণ্যে কাঁদছে,
বৈষম্যের পীড়নে চোখ তুলে তাকাতে না পারা হা-ভাতেরা অমিত প্রত্যাশায় পাথুরে জমিতে নবান্নের স্বপ্ন দেখেছে...

মহাকাল কার উঠোনে এসে
কী দায় রেখে যাবে কে বলতে পারে…!
জীবনপক্ষ আমাদের সকলকে, তরলে ও কঠিনে
এক এক সাময়িক মাত্রায়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে
বিভিন্ন পর্বে অনন্য সব অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ করে যাচ্ছে, এর সবটুকুই কী আমাদের আয়ত্ত-বহির্ভূত… প্রশ্নবোধক চিহ্ন

নেতিবাচকতায় উত্তরণের চেয়ে ইতিবাচক স্খলন’ও শ্রেয় এতে নিদেনপক্ষে কোনো গ্লানি, আক্ষেপ
কিংবা অনুতাপের উৎপাদন ঘটে না;
মাঝে মাঝেই জীবনকে নিয়ে, জীবনাঙ্গন নিয়ে
নতুন করে ভাবতে খুব ইচ্ছে হয়…
সবকিছুর আয়োজনে যেন কেমন ‘কিচ্ছু নেই’ অনুভূত হয়…

কোথায় কোথায় কী কী ভুল হলো
এর প্রায়শ্চিত্তই বা কী হওয়া উচিৎ…!
সেটা এতদিন না ভাবা'ই
আজ ভাবনার মূল বিষয় হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে,
সময়ে বা অসময়ে কিংবা দুঃসময়ে…

আমরা কোথাও কেউই যে

খুব ফুলেল জীবন কাটাই তা’ও কিন্তু নয়,
এ জীবনে দেয়া আর নেয়ার ভারসাম্যে
তারতম্য হলেই বিপুল বিপত্তি ঘটে যায়,
আমরা খুব কমই জ্ঞান রাখি এ সব সম্পর্কে…

মাঝে মাঝে অবাধ্য কষ্ট আর অমোঘ যন্ত্রণার মুহূর্তে হোমারের কাঁটাটা বুকের এদিক ওদিক খোঁচাতে থাকে, ‘দুঃখ মানুষকে মহৎ করে’… কোনো কথা হবে না…!
বাজে লোকের বাজে কথা থাক পথে পথে পড়ে…

তীব্রভাবে অনিবার্য কোনো এক বা একাধিক
শারিরীক কিংবা মানসিক বৈকল্য,
দুরারোগ্য জীবনকে, নরক-জারিত করার মুহূর্তপূর্বে, মহাকালের সামনে হাজির করে ফেলি…
এবার তুমিই যা করার করো…

একটি @শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

"কবিতা একই সাথে ফুল, ফল ও বীজ হলে সেটাই সফল কবিতা যা পাঠকের চোখকে চমকিত করবে, অন্তরে নবরস আস্বাদিত হবে এবং মননে তেমনি একটি কবিতা সৃষ্টির সাধ জাগবে..."
- পারভেজ শিশির
"If a poem can simultaneously be a flower, fruit, and seed, then that is a successful poem— one that will dazzle the reader's eyes, evoke the aesthetic essence of Nine Moods in the heart, and inspire the mind to create such a poem..."
- Parvez Shishir

ভুল শহরের ইতিকথা
[কে'ই বা মনে রাখে এইসব অপরিণত জীবনধারীর কথা...! কী লাভ তবে এত কাব্য ক'রে...!! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বুধবার, তোফাজ্জল নামের একজন ভ্রাম্যমান যুবকের 'নিয়ন্ত্রিত মৃ'ত্যু' আমাদের কী শেখাতে পেরেছে? এ প্রশ্ন সবার কাছে রইল... সর্ব্বপ্রগতির পূর্বে আমাদেরকে মানবিক মানুষ হওয়া জরুরি...]

— পারভেজ শিশির
১৯ অক্টোবর ২০২৪ রবিবার

হতভাগা রে, এই বেলা তোকে বলে রাখি
আমিও তোর মত পাগলই ছিলাম
তোর মত আমারও ক্ষুধা লাগতো,
ক্ষুধাই কেবল মনে করিয়ে দিতো
"আমি এখনও শা'লার এই পেট নিয়ে বেঁচে রয়েছি...!" এছাড়া এই উলটো মানুষের শহরে
তুই আর আমি কিন্তু বেঁচে নেই,
পাগল হয়ে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই...

এই কঠিন হাড় হা-ভাতে শহরে
গাছের চেয়েও বেশি ইট পাথরের জঙ্গলে
কেন বার বার মরতে আসিস তুই...!
তুই আর আমি আ'গুন ক্ষুধায় জ্বললে চোখ কান মুখবাঁধা জীবাত্মার শহরে, লাল চোখা নি'র্দয় অ'মানুষদের বিশ্বাস কর, কিছুই যায় আসে না...

কা'কে তুই ভালোবেসেছিলি
বল তো একবার দেখি,
কি তার নাম, কেমন ছিল দেখতে?
রোদের তাপে তোর কপালে
ঘাম জমে উঠলে, মায়া ক'রে
সে কি রুমাল দিয়ে কখনো মুছে দিয়েছিল...! এই শহরের বাতাসে,
তুই কি তার নিশ্বাসের সুরভি পেয়েছিলি? কারো মুখ কি তোর
প্রিয়ার মত পরিচিত লেগেছিল?
আবারও কি তাকে একই সন্ধ্যায় হারিয়েছিলি? কোন্ মানে খুঁজতে খুঁজতে
তবে তুই এই ভাগাড়ের শহরে এসেছিলি?

আমার মত তুই'ও কি জানতিস না

এই জল্লাদ শহরের রাস্তায়
শত অপরিচিত মুখের ভীড়ভাট্টায়,
পিচের কালোয়, পেট্রোলের বিষে
আমাদের নিশ্বাস এমনিতেই চুরি হয়ে যেতো...! শুধু তুই কেন,
উচ্চ শিক্ষিত পাষণ্ডপালিত এই কাগজের শহরে ওদের প্রস্তর সাক্ষরিত অভিধানে
তোর আর আমার মত ছোট'লোকের জন্যে
প্রমিত কোনো শব্দার্থ নেই,
আমাদের চোখের ভাষা ওরা বুঝবে না... .. .

জানিস, এখন আমার আর কিছুতেই
সেই ম'র'ণের ক্ষুধা পায় না,
বুঝেছি তুই'ও ক্ষুধার সীমানা পেরিয়ে গেছিস আমার মত তুই'ও আর কোনোদিন
এখানে ভুলেও যেন পা ফেলিস না,
এই ক্ষুরধার শানিত শহরের কোলাহলে
তোর আর আমার মত,
অনিবন্ধিত মানুষের কোনো জায়গা নেই...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

ভুল শহরের ইতিকথা
- পারভেজ শিশির
৫ই আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,
২০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার

তোফাজ্জল, এই বেলা তোকে বলে রাখি
আমিও তোর মত পাগলই ছিলাম
তোর মত আমারও ক্ষুধা লাগতো,
ক্ষুধাই কেবল মনে করিয়ে দিতো
"আমি এখনও শা'লার এই পেট নিয়ে বেঁচে রয়েছি...!" এছাড়া এই উলটো মানুষের শহরে
তুই আর আমি কিন্তু বেঁচে নেই,
পাগল হয়ে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই...

এই কঠিন হাড় হা-ভাতে শহরে
গাছের চেয়েও বেশি ইট পাথরের জঙ্গলে কেন বার বার মরতে আসিস তুই...!
তুই আর আমি আ'গুন ক্ষুধায় জ্বললে চোখ কান মুখবাঁধা জীবাত্মার শহরে, লাল চোখা নি'র্দয় অ'মানুষদের বিশ্বাস কর, কিছুই যায় আসে না...

কা'কে তুই ভালোবেসেছিলি
বল তো একবার দেখি,
কি তার নাম, কেমন ছিল দেখতে?
রোদের তাপে তোর কপালে
ঘাম জমে উঠলে, মায়া ক'রে
সে কি রুমাল দিয়ে কখনো মুছে দিয়েছিল...! এই শহরের বাতাসে,
তুই কি তার নিঃশ্বাসের সুরভি পেয়েছিলি? কারো মুখ কি তোর
প্রিয়ার মত পরিচিত লেগেছিল?
আবারও কি তাকে একই সন্ধ্যায় হারিয়েছিলি? কোন্ মানে খুঁজতে খুঁজতে
তবে তুই এই ভাগাড়ের শহরে এসেছিলি?

আমার মত তুই'ও কি জানতিস না
এই জল্লাদ শহরের রাস্তায়
শত অপরিচিত মুখের ভীড়ভাট্টায়,
পিচের কালোয়, পেট্রোলের বিষে
আমাদের নিঃশ্বাস এমনিতেই চুরি হয়ে যেতো...! শুধু তুই কেন,
উচ্চ শিক্ষিত পাষণ্ডপালিত এই কাগজের শহরে ওদের প্রস্তর সাক্ষরিত অভিধানে
তোর আর আমার মত ছোট'লোকের জন্যে
প্রমিত কোনো শব্দার্থ নেই,
আমাদের চোখের ভাষা ওরা বুঝবে না...

জানিস, এখন আমার আর কিছুতেই
সেই ম'র'ণের ক্ষুধা পায় না,
বুঝেছি তুই'ও ক্ষুধার সীমানা পেরিয়ে গেছিস আমার মত তুই'ও আর কোনোদিন
এখানে ভুলেও যেন পা ফেলিস না,

এই ক্ষুরধার শানিত শহরের কোলাহলে
তোর আর আমার মত,
অনিবন্ধিত মানুষের কোনো জায়গা নেই...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

"যখন কারও ভেতরে
স্পষ্ট ইচ্ছা বা লক্ষ্য থাকে না,
তখন সে সবকিছুই চাইতে শুরু করে,
একরকম অস্থির, দিশেহারা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হতে থাকে... আর এই “সবকিছু চাওয়ার” ভেতরেই
লুকিয়ে থাকে বিপজ্জনক সংকেত
অথবা কিছু কিছু কানফাটা সাইরেন...
হয়তো ভেতরে ভেতরে সে
আসলে কিছুই চাইছে না,
_______________________ শুধু শূন্যতা ঢাকতে চাইছে..." 'কন্যাকবি' সম্পাদনার অবসরে...
— পারভেজ শিশির
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার | সন্ধ্যে ৭:৫৭

স্বপ্নবতী শরতের গান
[শরতেই কেন এমন সুদূরপ্রিয়ার কথা মনে পড়তে থাকে? কী আছে এই ঋতুর কাব্যপ্রসবী বাতাসে? এই শরতে চিরআরাধ্যের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার

আপনাকে শিউলি কবি না ব'লে
শিউলি কবিতা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে করেছে
শূন্যে ভাসে সেই নাম, চোখে ভোরের সাদা বাষ্পে! আপনি হারালে কি আবারও মনটা খারাপ হবে?
জানিনা, জানি শুধু হারিয়ে ফেলাই আমার কাজ হয়েছে।

কিভাবে আপনি বড় পুজোয়
এখানে ওখানে গিয়েছেন, কেমন সাজলেন!
আপনার পায়ের আলতা বর্ণ,
চোখে দিলেন কেমন কতটা কাজল?
আপনার হাতে বনগাঁদা ফুলের বালা~

কীভাবে মহামায়া'কে দেখলেন,
আমি কিন্তু তার সবই দেখেছি,
খুব ভালো লেগেছে এই সব দারুণ ক্ষণগুলো চিত্রকল্পনায় দেখতে, জানেন শিউলি কবিতা? আপনার উপরে আমার
খুব রাগ করতে ইচ্ছে হয়েছে...!
কেন যে এমন দূরে দূরে চলে যান, জানিনে... যখনই খুব কিছু জানাতে ইচ্ছে হয়েছে, আপনাকে আমি আর পেয়ে উঠিনে...
যদি সত্যিই একটু রাগ ক'রতে পারতাম,
বেশ হতো তবে...

যখন একটু দুটো লাইন কোনোভাবে লিখেছি খুব জানাতে ইচ্ছে করেছে, কেমন হলো? পাইনি আপনাকে, আর কিছুতেই পাওয়া যায় না! এ কারণে মনের মধ্যে যেন কেমন,
এক ধরণের সুবর্ণরেণু উপলব্ধ হয়েছে... আমি যশোরে আসার পর থেকে
আর কোনো কবিতা লিখিনি,
এমন আমার মাঝে মাঝেই হয়েছে...
আমি যে আসলেই কাব্য ক'রতে পারি,
এ কথা ভুলে যেতে পারা পর্যন্ত
আমার আর কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় না... আমাকে কেউ ভালোবাসেনি,
আমাকে সবাই পেয়েছে ~
বরং আমিই কাউকে হয়তো পেতে চাইনি...

একেবারে নিস্তব্ধ রাতের
গহীন প্রচ্ছায়ার মতই আমাকে
আবিষ্কার ক'রে ফেলি প্রায়শই...
আপনাদের উঠোন যদি আমি হতে পারতাম...! স্বপ্নবতী কবিতা কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো, একেবারে প্রাণে মনে দেহে ছেয়ে গেলো সবটাই... আমার সমস্ত কথা জানতে,
আমাকে প্রশ্রয় দিতে আপনার খুবই ভালো লাগে জেনে আবারও অনেকদিন পরে চমকে উঠেছি...
আমার কি আর সেই অবসর হবে, জানিনে ভাই...!

হারিয়ে যেতে চাইনে তবুও মনে হয়

আরও অজস্র সময় আগে কেন,
আপনার সাথে আমার দেখা হলো না...!
শেষ গন্তব্যের আর হয়তো বেশি দূর বাকি নেই, তবে মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীর
মায়ামুগ্ধ রজনীগন্ধা আমার পথ,
অহেতুক রোধ ক'রে দেয়...
কেন যে এত মায়ার জন্ম হয়েছে
এই ক্ষুদ্র মনে, খুব খুব যন্ত্রণা দেয়~ এই অপূর্ব অনিরাময়যোগ্য বিষের ব্যথায়, তার পরে'ও ভালোবেসেছি...

আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে
কয়েকটা নিস্তব্ধ রাতের কবিতা লিখে দেবো... যে রাতগুলো কখনও এই পৃথিবীতে এসে এসে আমাদের কথা বাতাসের শিসে,
কোনো অধীরচিত্ত প্রেমীবৃন্দকে শোনাবে
ভাবাবে যে এভাবে এত দূরে থেকেও
তবে মন তোলপাড় ভালোবাসা যায়...!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা ©২০২৫

মুক্ত প্রাণের সংগীতে
[অসমীয় সংগীতপ্রাণ 'জীবন বরঠাকুর' (জুবিন গার্গ) এর অবিস্মরণীয় প্রয়াণে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২ 8 সেপ্টেম্বর ২০২৫ রবিবার

শত কোটি কণ্ঠের একক মুখপাত্র
স্থলপদ্ম, নশ্বর এই দুনিয়ার খেলাঘরে,
মেঘের দেশ হতে এসেছিলে মেঘালয়ে~ গানের সুরে ভাসিয়ে নভ পাতাল মর্ত্য ফিরে গেলে ফের অনিবার্য সরোবরে...

সুরের দেউলে উজ্জ্বল প্রেম প্রদীপ দুঃখ সরব ব্যথিত মোহিনী গানে,
গানের কবি, হঠাৎ সুদূরে বিলীন~ কণ্ঠে নিঝর স্রোত অবিরত বহমান কিছু মৃত্যু তবে এভাবেও হার মানে!

চোখে ভোরের আলোর মতো দীপ্তি জেগেছিল সংগীতে পর্বত প্রেমসুধা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, স্থির চোখে অমলিন~ প্রণয় প্রতিধ্বনি ছড়ানো চারপাশে অটল অক্ষয় সে সুরে মাতে বসুধা...

মঞ্চের আলো সে ছড়ালো সংসারে
সবার হৃদয়ে বিনয়মুগ্ধ আপনজন, বাতাসের ঢেউয়ে তাঁর সুরের নূপুর~ বেজেছে আজ বাজবে আগামীকাল সুন্দরপ্রাণ, গীতিময় অনন্যসাধারণ...

সুরে ছিল তাঁর প্রভাতের মতো মায়া দুঃখিত বুকে তাঁর হাসিমুখ অবিচল, সুরময় গীতল কণ্ঠ বেয়ে আসে স্বর্গ~ সূর্যকণ্ঠ, মানব মনে দিয়েছ ছন্দসুর শতকোটি চোখে কেন ঝরে অশ্রুজল!

শেখালে অভয় প্রেমের সহজ ভাষা মমতায় পরিপূর্ণ ভুবন মোহন সুরে, প্রেমরঙ রসে কবিতা হয়েছে রচিত~ মনে মনে বেজেছে নবীন পূর্বরাগ প্রেমসুন্দর, জেগে থাকো মনমুকুরে...

চোখে চোখে আজ ভেসেছে অশ্রুমেঘ
বিদায় জানাই ওগো, সুরের রাজকুমার,
স্মরণে থাকো অনন্ত সংগীত আকাশে~
ভালোবেসে পেয়েছো অমর ভালোবাসা
মুক্তি মিলেছে শেষে সরায়ে অন্ধকার...

'জীবন' নামে শোনাতে মহাজীবনের বার্তা
নেয়ার চেয়ে বেশি দিয়ে সাঙ্গ করেছো যাত্রা, অমৃত সুরের টানে, এসো ফিরে বারে বারে
প্রেম বেঁচে থাক প্রাণে শত জন্মের অভিসারে... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

নিঝুম শব্দিতার রাত্রি

[কিছু নিশীথ এমনি এমনি কাটে না; জানি এসব প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই, না থাকুক... এভাবেই কিছু কথা না হয় অনর্থক বলা হোক, তাতেই ঘুচুক না হয় কিছু শোক]
— পারভেজ শিশির
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার

সমুদ্রও কি তবে মানুষের মতো স্বপ্ন দেখে
রাতের কালোয় সমুদ্র কি সত্যিই ঘুমোয়?
যখন শ্রান্ত ঢেউয়ের গহ্বর অন্ধকারে ঢাকে, কখনও তার সৈকতের স্মৃতি সে কি ভুলে যায়? দূরের কোনো জাহাজের এক রত্তি আলোয়
তাকে কখনও কি হঠাৎ দেয় না চমকে?

বনবীথির ঘাসেরাও কি নিস্তব্ধ হয়ে যায় হরিণেরা যখন মধুর তন্দ্রায় চোখ জুড়োয়! বনভূমি কি কখনও রাতের গান শোনে?
পাতার ওপর জমে থাকা মেঘের বাতাস অতীতের মতোই কি তখনও অশ্রু ঝরায়, গোপনে পাখিদের স্বপ্নেও বাজে কি বাঁশি?

পাহাড় কি অবশেষে চোখ মুদে থাকে
তার কপালের ওপর নক্ষত্রের ভারে? পাহাড়ি সেগুন গাছেরা কি ঘুমোয় অঘোরে,
গহিন গুহায় কি তখনও প্রতিধ্বনি কোনো অস্থির হৃদস্পন্দন হয়ে জেগে ওঠে?
পাহাড় কি নিশ্বাস ফেলে আকাশের কানে?

নারকেল গাছেরা কি ঘোমটা টেনে পড়ে ঘুমিয়ে তারার তরঙ্গেরা চিকন ঢেউ খেলে কি তখনও? কোনো এক শাশ্বতী উল্কা ছুঁয়ে গেলে পৃথিবীকে কিছু রুপালী বাতাস কি তার পাতায় যায় না বয়ে, আলতো আলো কি ছুঁয়ে যায় অদেখা কোনো স্বপ্ন? চাঁদের কাছে জ্যোৎস্নার মূল্য বা আর কতটুকু!

ঝিলপুকুরের জলে কি সত্যিই নীরবতা নামে
সে কি হয় না অধির কাঠালচাঁপার গন্ধে? শুধুই অলসতা ভাঙে তার আদুরী ঢেউয়ে
নাকি কোনো তরুণীর লতানো চুল মনে পড়ে অপেক্ষা করে যায় তাঁর শেষ অশ্রুবিন্দু হয়ে?

নদী কি রাতের নিকষ অন্ধকারে শুয়ে থাকে ঝিরিঝিরি নরম ঘুমের মত শিষ্ট শান্তটি হয়ে?
কেউ কি কারো অপেক্ষায় ছিল তার বাঁকে,
নাকি তার বুকে দূরের কোনো ঢেউ ভেসে আসে
ব্যথামগ্ন কোনো মনের অলক্তসুর গানটি হয়ে?

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

প্রাণময় এক দ্বীপের উপকথা
[১৯৬২ সালে ব্রিটিশ সাংবাদিক ব্রেন্ডন গ্রিমশো, সেশেলস বা সিসিলিতে অবস্থিত 'মোয়েন' নামে একটি দ্বীপ ক্রয় করেন, দ্বীপটির প্রাকৃতিক উৎকর্ষ সাধন করেন এবং মৃত্যু অবধি সেই দ্বীপেই অবস্থান করেন। তাঁর সম্মানে এই শব্দিতার উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
৩ অক্টোবর ২০২৫ শুক্রবার

শুয়ে ছিল সমুদ্রের মাঝখানে কুহুদ্বীপ
নীলাভ জল-ভাঙনের শব্দ আর
সৈকতী বাতাসের নিঃসঙ্গ হাহাকারে,
মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি সেখানে
ছিল না আশীর্বাদী কোনো প্রগতিশীল ধোঁয়া, গতিময় যান্ত্রিকতার উৎকট আস্ফালন~ সেই বেলাভূমি যেন অক্লান্ত আগ্রহে,
অপেক্ষা ক'রে ছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে।

তখনই জাগ্রত মানুষ এক...!
ঘোষণা করলো, মৃত্যুর মুখ থেকেও
শোনা যেতে পারে জীবনের জয়গান~
উপায়প্রসবী ইচ্ছেরা যেমন সর্বজয়ী
দুই হাতের কারুকার্যে অবিনাশী ঘর্মাক্ত স্বপ্ন, এভাবেই সূচিত হয় কুহুদ্বীপের নবজন্ম।

বছরের পর বছর, দশকের পর দশক
হাড়ভাঙা শ্রমে প্রাণদীপ্ত মানুষ এক,
যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো অরণ্য
গাছেরা জন্ম নিলো হাজারে হাজারে,
দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো সবুজ স্বপ্ন~

শ্মশান থেকে যেন শুরু জীবনের পথরেখা।

আকাশ ভ'রে গেল পাখিদের উড়ানে,
শত পাখায় আঁকলো তারা নতুন ভোর নির্বাসিত কচ্ছপেরা ফিরে এলো, শতাব্দীর অলিখিত গল্প নিয়ে~
দ্বীপটি আর নিঃসঙ্গ রইলো না,
এখানে সেখানে তার সমবেত সঙ্গীত,
সবুজ শাখায় জীবনের কথকতা
প্রতিটি বালুকণায় প্রতিবিম্বিত সূর্য...

অজস্র অর্থবিত্তের ইশারা আর
আর সভ্যতার সোনালি প্রলোভনে,
সাগরের বুকে জীবনবাদী সবুজ সন্তান
বিক্রিত হলো না আর কোনোদিনও~
কারণ এ দ্বীপ কোনো ধনী মানুষের খেলাঘর নয়,
এ দ্বীপ হলো মুক্ত প্রাণের স্বাধীন রাজ্য, জাতীয় উদ্যান এক, জীবনের অকৃত্রিম চিত্রপট যেখানে সহস্র প্রাণ উদযাপন করে নিজস্ব মহিমা।

অবশেষে, সে মানুষ এক একা...!
সবার অলক্ষ্যে ঝরাপাতার মতো নীরব,
তার গড়া সবুজ প্রাণের মেলা
অমর উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রকৃতির বুকে।
তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেলো একদিন, দ্বীপটিতে এখনও শুনতে পাবে তুমি কুহুসুর আসন্ন সন্ধ্যেবেলায় নীড় ফিরতি পাখিদের~ প্রকৃতি কেমন আজও জীবনের ছবি আঁকে
মানবিক হাতের ছোঁয়ায় নির্মিত স্বর্গের...

এই দ্বীপ শিখিয়েছে, তবে অর্থের হিসাব নয়,
জীবনের চেয়ে দামী আর কিছু নেই।
মানুষের সত্যিকারের উত্তরাধিকার কী?
অবিকৃত প্রকৃতির নিখুঁত স্বাধীনতা,
বৃক্ষের ছায়া ও প্রাণদায়ী সুধা, পাখির ডানার ছন্দ, কচ্ছপের ধীর পদক্ষেপ, এক চোখ সমুদ্র চরাচর
একটি স্বপ্নময় নীলগ্রহের নিরাপদ মাতৃসদন
আর দয়া করুণা সহমর্মিতায় দৃষ্টান্তমূলক মানবতা...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

জেগেছে প্রাণ প্রার্থনায়
[অভিভাবক কি বাবা মা ছাড়া আর সত্যিকার অর্থে কেউ হতে পারে? যে অমৃত সুধা তাঁরা সন্তানের দেহে মনে মননে ভ'রে দেন, এ ভূমণ্ডলে তার উপমেয় আর কী আছে!, জানা নেই জানা নেই]
— পারভেজ শিশির
৬ অক্টোবর ২০২৫ সোমবার

বুঝিনি আগে ভাবিনি এভাবে কখনও
কঠিন হাতটি এগিয়ে দিয়েছে সম্মুখে,
জীবন যুদ্ধে যে হাত শিখিয়েছে ধ্রুবমন্ত্র কোমল হাতটি টেনে নিয়েছে বুকের ভেতরে,
অশ্রু হাসিতে রাত্রিদিন এমনই চলে আনন্দসঙ্গ প্রিয় বাবা মা, আমি তোমাদের সন্তান স্নেহধন্য~

কিছু দূরেই দাঁড়ানো একটি দেয়াল দেহ
তাকিয়ে দেখে গিয়েছে তোমার চলাচল,
ক্লান্তি ক্লেশের যাতনায় সে ভীষণ অবষন্ন ভেবে পাও না, পাবে কোথায় কীভাবে গন্তব্য,
অথচ যে নিশ্বাসে মিশে থেকেছে সুরভিত প্রার্থনা প্রিয় বাবা মা, ভাঙনের কালেও তোমরাই প্রেরণা~

একটি চোখে জেগে থেকেছে দৃঢ় অনুশাসন
অন্যটির দৃষ্টিতে ভেসে এসেছে স্নিগ্ধ শিশির, নেই কেউ চিরকাল তোমার সমগ্র জীবনে তাঁরা
রাতের আঁধার নিকষে তবু জ্বলে থাকে প্রদীপেরা, অদৃশ্য ভরসা হয়ে থাকে পাশে পাশে দু’টি প্রচ্ছায়া প্রিয় বাবা মা, ভুবনে চলুক তোমাদের আসা যাওয়া~

ঝড়ের ভিতর তরীখানি ভেসে চলে অটল,
তোমাদের প্রার্থনাই ছিল তাঁর একক সম্বল, অন্ধকার সড়কে আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছো পথ দিশেহারা ঘর ফিরতি যাত্রীরে রাত্রির গহিনে নক্ষত্র হয়ে দিয়েছো দিকদর্শন প্রিয় বাবা মা, তোমরাই এই জীবনের সুধীজন~

নীরব ত্যাগের আলোয় উজ্জ্বল প্রতি ভোর,

দেখিয়েছে সুবর্ণ স্বপ্নের দূর আকাশ দিগন্ত, মাটির ঘ্রাণে যেই প্রাণ শিখিয়েছে বিনম্রতা
জীবন নামের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রের চারুশিল্পীরা,
দিয়ে গিয়েছ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের উত্তরাধিকার
প্রিয় বাবা মা স্বতঃস্মরণীয়, তোমরা আমার অহংকার~

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অলক্ত বাঁশির সুরে
[একদিন 'সে' জন্মের প্রেমরেণু ছড়িয়ে দিতে এসেছিল, দিয়েছি তাঁরে ফিরায়ে - আজ তাঁকে পাওয়া হয়ে ওঠে না ব'লেই হয়তো এই অমোঘ আকর্ষণ... এত পুড়িয়ে চলেছে]
— পারভেজ শিশির
৭ অক্টোবর ২০২৫ মঙ্গলবার

কেউ একদিন চেয়েছিল অলক্ষ্যে
মন ভেঙে চলে যেতে হাজার ছলনায়,
কখনো সাঁঝের কালোয়, কখনো সংগীতে
অবিচল হৃদয়মতি ফিরেও তাকায়নি,
বুকের কাছে ময়না পাখির কুঞ্জন,
তাঁর নির্বাসিত আঁখি ছিল চেয়ে দিগন্তে...

অনিবন্ধিত প্রণয়ের যুগান্তর পেরিয়ে শেষে আবির্ভূত অপরূপ সে বাঁশি,
স্বর্ণ হীরের দীপ্তিময়ী নকশায় ~
বেজে উঠল যখন সম্মিলনী সুর,
আহা বনকিশোরী, এমন উতলা কেন?
- “কে বাজায় এমন সুর?
আমার শরীর অস্থির হয়ে ওঠে,
মন ভেসে যায় চূর্ণী নদীর জলে
হাতের কাজও যে ভুলে যাই,
চোখ অশ্রুবতী ওঠে মিলন তৃষ্ণায়”

আগুন যখন বনে জ্বলে, দেখে সবাই, কিন্তু অন্তরের যে অগ্নিবীণা, কুমোরের চুল্লির মতো গোপনে জ্বালায়, কারো চোখে সে উত্তাপের আঁচ লাগে না...

সুর থামে না, নিঃশেষ হয়নি রাত্রিও
বাতাসে মিশে থাকে অনুচ্চারিত আহ্বান, চোখ বুঁজলেই নীল নীল অন্তরীক্ষ,
যেখানে যুগে যুগে প্রেমীবৃন্দের মিলনমেলা বাঁশির ধ্বনিতে সময় সীমা ভেঙে ভেঙে,
মন ফিরে যায় তারই চিরন্তন উৎসে...

ওগো অদৃশ্য নিষ্ঠুর বাঁশিওয়ালা
হৃদয় শুকিয়ে যায়, শ্বাসও ভারী হয়ে আসে,
'যে' অপ্রণত অস্বীকার করেছিল প্রেম একদিন~
আজ সে-ই পরম প্রণয় আকাঙ্ক্ষায়,
ঐ চরণপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

জন্ম যদি তব বঙ্গে
[আন্তর্জাতিক হতে গেলে বিদেশি বাক্যালাপে স্বপ্ন দেখতে হবে, এমন অর্বাচীন কেউ হলে, সে মহাপাতক...! বাংলা ভাষায় স্বপ্ন দেখুন, বাংলা সাহিত্য ভালোবাসুন, বাংলায় জেগে থাকুন]
— পারভেজ শিশির
৮ অক্টোবর ২০২৫ বুধবার

অচলায়তনী বাংলা শব্দ বাক্যের প্রতিভাসে
চলো আগুন জ্বেলে দিই অক্ষরের ভিতর...!
শব্দবন্ধে জেগে উঠুক আজকের মাঠ নদী
পান করি মেঘের রঙ বৃষ্টির ক্ষারকীয় জল,
ভাষায় শিশুর হাসি শ্রমিকের ঘাম ঝরুক
উচ্চারণে জাগ্রত হোক জাতীয় সত্ত্বাধিকার...

স্মরণে রেখেছি মহাপ্রাণ মনীষীর বেদবাক্য চণ্ডীদাসের প্রেমাঞ্জন বিদ্যাপতির ব্যাকুলতা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আলাওলের রমণীয় প্রশস্তি
লালনের দেহধেয়ানী গান বাতাসে এখনো শুনি,
মানুষকে নির্জলা যা শিখিয়েছে মাঙ্গলিক প্রার্থনা...!

মধুসূদনী আত্মপরিচয়ের সনদ হাতে নিয়ে
বঙ্কিমে জেগে উঠুক দেশীয় মনন মজ্জা,
রবীন্দ্রনাথী জীবনবোধে সমুজ্জ্বল আদিগন্তে

নজরুলী রণতূর্যের সুরে উদিত 'বিদ্রোহী সূর্য', জীবনানন্দে ফিরে আসুক বাংলার ধানসিড়িতে...

সুকান্তের নিশ্বাসে জেগেছে নতুন সকাল
শিশুর জন্যে সুন্দরতম পৃথিবীর অঙ্গীকার, শক্তি সমীর মলয় দেবীর যন্ত্রণাবিধুর সশব্দে প্রতিপালিত জীবনের উৎকর্ষিত ইশতেহার~
এখন তথ্য প্রযুক্তির বোকা পাটাতনে ক্লান্ত ইমোজির অট্টহাসিতে মলিন কাব্যের আবৃত্তি,
তবুও নদীর মতো বয়ে চলে তাঁর সুখছন্দ~
গভীরে গহিনে এখনো ধ্বনিত হয় শতরঙ স্বপ্ন...

বাংলার শব্দে বর্ণে রক্তঋণের উষ্ণতা মিশে মিশে
যুগ থেকে যুগে আত্মসংস্কৃতি হয়েছে প্রবাহিত,
এ জীবন এ নিজস্বতা, এসব ভালোবাসার প্রতিধ্বনি~ প্রতিটি শব্দ হোক শ্রদ্ধায় প্রীতিমুগ্ধতায় স্বতঃপ্রণত বাংলা বিন্যাসে প্রকাশিত হোক সহস্র যুগের পাণ্ডুলিপি ধরা পড়ুক ঘ্রাণে বাংলা মাটি আর মানুষের সুরভি, অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবী প্রতিরোধের ভেতরে ভেতরে অতন্দ্র জেগে থাকুক শিব সুন্দরের আগমনী আশ্বাস...

চেনা শহরের নিঃসঙ্গ প্রেম, বিরহ ও বেকারত্বে
আরও আরও মধ্যবিত্ত জীবনের মহাকাব্য,
দ্রোহী প্রেমিক জনতার চোখ আর অশ্রুতে
জ্বলে থাকুক অনন্ত অপরাজেয় শিখা অনির্বাণ~
একই সাথে আন্তর্জাতিক মানবিক ও চির অমর হোক
ধ্বনিত হতে থাকুক কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে,
আজকের এবং আগামীর বাংলা মাটির জয়গান...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অনন্ত নীলের অনুরণন
[এক জীবনের যাত্রায় সব কিছু বুঝে নেয়া গেলো না, কিছু হয়তো অনন্তের জন্যে তোলা রইল...! এমনও এক জীবন অপেক্ষা ক'রে আছে, যখন হয়তো আর কিছু বোঝার বাকি নেই, ব'লে খুব আক্ষেপ হবে]
— পারভেজ শিশির
৯ অক্টোবর ২০২৫ শনিবার

কোথায় কবে যেন কেউ বলেছিল,
‘আমার প্রাণে এই যে এমন
নিরন্তর জলপতন শুনতে পাই
তা কী সত্য না শব্দ?’
তুমি কোনো প্রতুত্তর করো না,
ভেবে পাইনে কিছু ব্যাখ্যা, তবু শুনে যাই অক্লান্ত...!

বধির জানালার পাশে বসে শুনেছি,
ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে সংগীত,
যেন এক আশ্চর্য সুরের মায়াজাল,
যা বুনে চলে প্রতিদিন প্রতিবেশে, প্রতিরাত্রি.…

তোমার ছায়ার মতো আরেকটি ছায়া,
আমার পাশে হেঁটে চলে~
সে কি আমারই ভাবনা,
না কি মহাকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে আসা
কোনো ভিন্ন জগতের অপাঠযোগ্য বার্তা?

আমার হাতে জমে থাকা
অযত্নে গড়া একান্ত সাময়িক রূপকথা,
বারবার আমাকে বলে যায়~
সব গল্পের শেষ নেই,
কিছু গল্প চলতে থাকে, ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা হয়ে...

পাহাড়ের নিচে নিঃসঙ্গ নদীর মতো
আমার ভেতরের ব্যথা বয়ে চলে~
কী অসামান্য তার অ'শ্রুত সুর
তবু আশ্চর্য এই যে,
নিরর্থক আশ্লেষ বিশ্লেষের অহমিকায়~
তুমি ছাড়া কেউ তা শুনতে পায়নি...

আকাশের তারাগুলো আজও
আমার দিকে তাকিয়ে হাসে একই ঔজ্জ্বল্যে, তারা কি জেনে গেছে অবশেষে~
তোমার অনুপস্থিতির দীর্ঘতর দিনগুলো, আমাকে কী ধুসর অশ্রাব্য পাঠ শিখিয়েছে?

আমি দেখি, অরণ্যের গহিন ছায়ায়
একটি নামহীন ফুলের প্রস্ফুটন~

সে কি জানে, তার সৌন্দর্যও ক্ষণস্থায়ী?
তবু আমি লিখে যাই,
বুকের ক্যানভাসে রঙ তুলি দিয়ে
একটি আলোকিত দিনের ছবি~
যেখানে তোমার ছোঁয়ায় সব কিছু নূতনতর হয়ে ওঠে...

তোমার নাম আর আমার নিরবতা, আমার অন্ধত্ব মিলে গড়ে তোলে, এক অদ্ভুত সুর~
যা শুধু রাতের বাতাসে ভেসে আসে,
একই ঐকান্তিক মাত্রাবৃত্তে...

হয়তো এভাবেই এমন শূন্য বেঁচে থাকা,
হয়তো এটাই অনন্তের সংলাপ,
নিরন্তর জলপতনের মাঝে
তোমার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে~
প্রতিবিম্বিত অবয়বে, অচিহ্নিত সমান্তরাল জগতে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

শারদ উত্তরীয়
[কারো সঙ্গে এই শরতে দেখা হয়ে যদি এক জীবনের পথ পরিক্রমা শেষে আবার এই শরতেই বিদায় নিতে হয়, কিছু তো প্রাণ পুড়বেই...! চলে যেতে হবে জেনেও মন কেঁদে উঠবেই...]
— পারভেজ শিশির
১০ই অক্টোবর ২০২৫ শুক্রবার

চির অন্তরতম হে, কাঙ্ক্ষিত অবয়বে
দৃশ্যমান হয়ে ওঠো আমার চোখের আগে,
অপেক্ষিত প্রহরে তৃষিত নয়ন নীরে সহস্র শরতের পারিজাত প্রণয়পুষ্প জাগে…

মায়ের মুখে শুনেছিলেম,
কোনো এক শারদ যামিনীতে
আমি এই আশ্চর্য নীল গ্রহে
মায়াবী বাতাসবাহী প্রজাপতির ডানায়
ভর ক'রে এসেছিলেম~
ফি বছর আশ্বিন এসে পড়লেই
যেন পুরোটা বিকেলে,

ঋতুবতী কোনো পদ্মকিশোরীর
এই মাত্র পাশ কেটে চলে যাওয়া,
সুরভি বাতাসে থৈ থৈ ক’রতে থা্কে…

চোখে তোমার কিছু শরতের স্মৃতি থাক মেখে এই প্রাণ যদি সহসা উধাও হয় কখনও, শিউলি পাতার পরে শিশির অশ্রু নিও দেখে ভালোবেসেই না হয় কিছু অভিশাপ দিও

জানিনে, আজও শরৎ এসে পড়লেই
আমার চোখের আগে শহরও
গ্রামের মতো মোলায়েম আহ্লাদিত হয়ে যায় কেমন সে আদুরে কুসুম বাতাসে,
আমার প্রাণ-বরণীকে
স্নায়ু-শিরায় মনে করিয়ে দেয়…!
মনে করিয়ে দিতে থাকে,
সর্বাঙ্গনে মনে করিয়ে দিয়ে যায়~ দেহ-মন-প্রাণ চেয়েছে,
পরাণমতী’র প্রেমে আকন্ঠ ডুবে
যেন এই শরতেই তাঁর শেষের যাত্রা শুরু হয়…

অসীম অমরসঙ্গী হে, ব্যথা সবি ফুল হোক ফুলরেণু প্রিয়া এ জনমে বুঝি আর,
কিছু নেই বাকি অনন্তে হারাবার
আনন্দিত শারদ প্রহরে ধুয়ে যাক সব শোক...

তোমার সান্নিধ্যের সময়
এই হয়ে এলো শেষ হয়তো,
তুলতুলে গোধূলি সূর্যে আরও একটু জেগে আছি প্রিয়তম, তোমার নামে শত মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলেছি, ঝরে যাওয়া শিউলির ঘ্রাণে
ভিজে উঠেছে আমার প্রার্থনা~
মাঠের বুক জুড়ে তখনও সোনালি ধানক্ষেত
তোমার হাসি মেখে হয়তো
এপাশ ওপাশ দুলে গিয়েছে শস্যদানা,
বিদায়ী শরৎ বেলায় ক্ষণিকের করস্পর্শে
যেন সমস্ত দিগন্ত তোমার চোখের আলোয় হেসেছে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

আরজ হ্যায়,
কৌন হো তুম হামারে, বোলো কিউ তুম মারতে হো হাম পে? তুমসে মিলা নাহি, পার জ্বলন কিউ হোতা হ্যায় এ দাম পে?
শবনম, কারু তো কিয়্যা কারু!
দিন গুজারতি হ্যায়, ইয়ে জ্বলন ঔর বাড়তি যাতি হ্যায়...

বলা হলো,
তুমি আমার কে, বলো আমার জন্যে এত মমতা কেন?
দেখা হয়নি কখনো, তবু তোমার জন্যে মন পোড়ে কেন?
শিশির, আমি কি যে করি! যত দিন যাচ্ছে, মন পোড়ানিও বেড়ে যাচ্ছে...

রুহকথা | পারভেজ শিশির

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

প্রণয় আরতি
— পারভেজ শিশির
১২ অক্টোবর ২০২৫ রবিবার

[এ জগতে সর্বোচ্চ অসাধ্যচেষ্টা নিজেকে খুঁজে পাওয়া...! উৎস ও গন্তব্য আদতে কোথায়? মানুষ কোথায় পথ হারায়ে এই ধুলোর পৃথিবীতে এসে পৌছে ছিল, সেটিও তার অজানা... সব প্রশ্নের কি তবে একটিই উত্তর...! প্রণয় আরতি করো, অচেনা রুহ, তোমার 'আমি'কে প্রদক্ষিণে রেখে... নয়নে প্রেম, প্রেম এবং প্রেমের সুরমা মেখে...!]

আমি জানি, আমি জানিনা কিছুই
আমি বুঝি, আমি বুঝিনা কিছুই,
তবুও পথের ধুলোয় পেতে দেবো
আমার সব ধরনের প্রেম,
যা কিছু অমূল্য আর অনিবার্য,
তবুও দেখা দাও প্রাণময়, আবারও…

আমি জানি, প্রেমের মৃত্যু নেই, প্রয়োজনে শুধু রূপ বদলায়,
আলো থেকে ছায়ায়, ছায়া থেকে নক্ষত্র... যতবার আমি মাটি ছুঁই,

ততবার আকাশ আমায় ডাকে,
তুমি যে নীরব মহামায়া,
আমারই তুমি অন্তরের ধ্বনি,
যে চাইতে জানে, সেই জানে
প্রণয়ই একমাত্র প্রার্থনা, বাকি সব নিরর্থক।

নিজেকে আমি যেহেতু চিনতে পারিনি,
সব ধরনের অহংকার ধুলো হোক
আমার সব সত্ত্বা উজাড় করে,
যেহেতু আমি জানিনা আমি কে, আমি কী?
আমাকে চেনার শত চেষ্টার অবসরে,
মাটিতে মিশে অথবা আগুনে ঝলসে যাক, আমার যত ক্রোধ, মোহ, প্রতিশোধ
হিংসা দ্বেষ, মিথ্যে অহমিকা...

বাজার থেকে কেবলই কিতাব কিনেছি
অথচ মৃত্যুর এক লহমা আগে অব্দি
একই মাত্রায় নির্জ্ঞান থেকে গেলাম...! আমার একান্ত সাধ, খায়েশ আমার
প্রেম প্রণয়ের অন্তরীক্ষে পৌছে
আমি যেন ফকির হয়ে যাই,
তোমার মহামায়া প্রেমে, অন্তর্যামী…!

যে মহামহিম দৌড়ে আসতে চায়
আমি তাঁর দিকে এক পা এগোলে,
আমার বেঁচে থাকার সর্বক্ষণে,
আমার সব নিশ্বাস তাঁর হোক;
আমার প্রিয়তম, তোমাতে বিলীন
আমার সারা সকাল বিকেল সন্ধ্যে রাত হোক…

মালিক মহাজন, হৃদি প্রেমময়
যেন বাদশাহী ছেড়ে, ফকির আমি হই,
যেহেতু আমি জানিনা আমি কোত্থেকে এসেছি, আবার আমি কোথায় চলে যাবো...!
শান শওকত যেন আমার না হয়,
আমি সব ছেড়ে, তোমারই শুধু হই
শেষ নিঃশ্বাসে তোমার পরশ
যেন আমার তৃষ্ণার জল হয়…

আমি পথের ধুলোয় পেতে দেবো
আমার সব ধরনের প্রেম,
যা কিছু অমূল্য আর অনিবার্য
তবুও দেখা দাও প্রাণময়, আবারও…

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বোধ
— পারভেজ শিশির
১৩ অক্টোবর ২০২৫ সোমবার

[মানুষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই মোক্ষ লাভ করে, অন্ধকারের মানে বোঝে আলোর অনুপস্থিতিতে। আত্মশূন্যতা এমন একটি 'বোধ', যেখানে পৌঁছে মানুষ বুঝে ফেলে, সমস্ত সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রতিশোধ, সত্য-মিথ্যার কার্যকারণ। এসবই কেবল আপেক্ষিক, স্থির কোনো সত্য নয়, এটাই সান্ত্বনা]

আমি দেখেছি কীভাবে রাত্রি হয়েছে ভোর
কীভাবে শুখনো চোখে কেঁদেছে হৃদয়
বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে নীরবতা,
মৃতেরা থাকে তার নিজস্ব শোকে মগ্ন_

কৃষ্ণ বিবরে হ'লে আলোর প্রতিফলন
হয়তো মুছে যাবে পৃথিবী থেকে দ্বন্দ্ব কান্না শুকিয়ে ঠিক জন্ম নেবে স্বপ্ন, অদৃশ্যেরও জ্যোতি বহমান বিমূর্ত _!

বিষের জলে মানুষকে ধুতে দেখেছি ক্ষত সান্ত্বনার বদলে বিষাদ কীভাবে জন্মে
যে ভালোবাসা ছিল একদিন পরম আশ্রয়,
সে দাঁড়িয়ে এখন প্রতিশোধ সীমান্তে
সোনার শেকলে বাঁধা মানুষ খোঁজে মুক্তি, শান্তি খুঁজেছে নিজেকে ক'রে ধ্বংস _

কেমন আপন আরাধ্য হয়েছে সাতপর,
মুখে প্রশান্তি অথচ বুকে দিঘল শ্বাস বুঝেছি বিশ্বাস কেবল মেটায় প্রয়োজন
বরষা জলে সে কীভাবে হয়েছে দগ্ধ _

কীভাবে কীসের অভাবে হয়েছে শ্মশান হাসি আনন্দ গানে ভ'রে থাকা সংসার, ঘর মানেই কি কেবল দেয়াল আর ছাদ! মানুষের কাছে মানুষ অবিরত বিপন্ন _

দেখেছি কীভাবে মাঝপথে ডোবে তরী মাঝির দুচোখে কতটা তীরের মায়া
ঝরা পাতাদের দেখেছি ঝড়ের ভেতর,
কে খুঁজে দেখে কার বুকে কত দুঃখ! নদী জানে তার তলানিতে কত অমৃত,
তীর থাকে তবে ফেরার সুযোগ শূন্য _

একাকী মনের মানুষই সবচেয়ে অসহায় চারিদিকে তার কত কাকলী কোলাহল! নিজেরে নিজে পোড়ায় কীভাবে আগুন সুবোধ হারিয়েও জিতে যায় প্রতিপক্ষ _

দেখেছি মিথ্যে হ'তে পারে কত সুন্দর কীভাবে দলিত পায়ের নিচে প্রণয়, সূর্য কেমন ঢেকে যায় মেঘ আড়ালে জন্মের ঋণ শোধে কীভাবে মৃত্যু _

শুনেছি নির্বাকের ভাষা থাকে সুস্পষ্ট যেখানে শব্দ নয়, বড় হয়ে ওঠে সত্য
মানুষ যখন নিজেকে দেখে আয়নায়,
বুঝে যায় তার জগত কতটা বিচ্ছিন্ন... জীবনে আসলে নেই কোনো গন্তব্য
বুঝেছে পথিক পরম ক্লান্ত, এ কেবল
পথ থেকে পথে হারিয়ে যাওয়ার শিল্প _

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

রক্তপদ্ম ফোটা সিড়ি
— পারভেজ শিশির

ভোর হয়নি তখনও, বৃষ্টি হয়তো ঝরেছিল কিছু জানালার ধারে কালো কালো ছায়ার আনাগোনা

চিলের ডানা ছুঁয়ে এসেছে গুলির গন্ধ,
শূন্য উঠোনে কুকুরের অনির্বচনীয় ঘেউ ঘেউ, রক্তে ভিজে যাচ্ছিল ইতিহাসের মাঠ প্রান্তর...

আকাশ ধূসরিত হয়ে আসছিল~
বাতাসেও নিঃশব্দ কারো হাহাকার,
কেউ কতখানি অন্যায় করলে
একটি কথাতেই উন্মাতাল হয়ে যায় দেশ!
বুকের ভেতর ধ্বনিত হচ্ছিল একই মাত্রায়~
"ও আমার দেশ, ও আমার বাংলাদেশ"
উচ্চারণেই সবুজের মধ্যে লাল হয়ে গেল পতাকা।

বন্ধ দরজাগুলো কেঁপে উঠেছিল হঠাৎ,
সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল কয়েক জোড়া অন্ধ শ্বাপদ, চোখে শূন্যতা, হাতের আঙুলে শীতল নখর,
অথচ তারা মানুষের মতই ছিল দেখতে...

সামান্য কিছু কথোপথন, আদেশ, হুমকি শেষে বেশ কয়েকবার অতর্কিতে কানফাটা আওয়াজ, একটি মাত্র কণ্ঠস্বর চিরতরে থামিয়ে দিয়ে
হিংস্র শ্বাপদেরা কার কী মঙ্গল করেছিল!
দেয়ালের ওপাশে শিশুর করুণ কান্না,
বুকের ওপরে ইতিহাসের শেষ কয়েকটা নিশ্বাস।
সিড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল যেন
একটি মাত্র জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি,
আর উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা স্বাধীন স্বপ্নের সংবিধান...

ভোর হলো ঠিকই অথচ আঁধার গেল না
আকাশে যেন পাখি উড়ল না আর,
কেবল গাছের পাতায়, ছাদের নিঃসঙ্গ কার্নিশে বৃষ্টির বদলে ঝরছিল অনাঘ্রাতা নির্লজ্জ স্মৃতি।

সিঁড়ির ধাপে ধাপে এখনো
অনিঃশেষ ফুটে রয়েছে ভীষণ রক্তপদ্ম
যার প্রতিটি পাপড়িতে লেখা আছে
সার্বভৌমত্বের প্রতিটি ইচ্ছেপত্র...
আজ আর কেউ পালাবদলের স্মৃতি মনে রাখেনি~ জীবনের জটাজালে সবাই হাত পা ছুড়ছে
প্রতিনিয়ত নিক্ষিপ্ত বুলেটের মত আহত সব প্রাণ...

এখন আর মাইকে দেশাত্মবোধক গান বাজে না "প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ, আমার মরণ বাংলাদেশ"
কিছু লাল গোলাপ, একটি স্তব্ধ নির্বাক সিঁড়ি, পাহাড় থেকে সমতল হয়ে পাতালে চলে গেছে বুকের গভীরতম ক্ষতের রক্তক্ষরণ হয়ে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

পৃথিবীর গান
— পারভেজ শিশির
১৪ অক্টোবর ২০২৫ মঙ্গলবার

আগ্নেয়মৃত্যুগিরির বিক্ষুব্ধ লাভায় আমার কাব্য পুড়ে কয়লা হয়ে যায়,
ঠেকানো যায় না কিছুতে
সেই অবশ্যম্ভাবী দহন-স্খলন...!
সদ্য দূর্ঘটনা কবলিত রাস্তায়
গাড়ির উ্যইন্ডশ্যিল্ডের সহস্র কাচটুকরো, কবিতারা হা-মুখে ছড়িয়ে থাকে _
আমার দৃষ্টিপথ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়
এইসব অনাহুত মৃত্যু-মিছিলের দাবদাহে, কবিতা, তুমি আরও উত্তাপ ছড়িয়ে দাও
যেন কাব্য-মাশুলে চির-অন্ধত্ব বরণ করি…

তুমি কেমন আছো পৃথিবী!
লতা গুল্ম বৃক্ষ মহীরুহে
খনি সমতল মালভূমি পর্বতে,
জলা পুকুর বিল নদী সমুদ্রে
ভিসুভিয়্যস হিমালয় কাঞ্চনজঙ্ঘা,
তুমি কেমন আছো বৈশাখ থেকে চৈত্রে?
সহস্র প্রাণের গুঞ্জনে কল্লোলিত প্রতিবেশে তুমি কখনও একাকী বোধ করো কি!
তোমার বুকের রক্তরঙিন মানচিত্রে
আহত হয় কি জননী আকাশগঙা!

আকাশে মেঘের সুরমা চোখে নিয়ে
কাশবনের শুভ্র শাড়ির আঁচলে,

রূপকুমারীর বেশে তুমি বাতাস ওড়াও মেঘময়ী বৃষ্টির ছন্দিত নূপুরে, পদ্মবিলে তুমি সংগীত লহরী সাজাও_ তরঙ্গেযেন কোন্ স্বর্গের অপ্সরা মোহিনী সুর তালে নেচে নেচে যায়, তোমার এ প্রাঙ্গনে তখন আনন্দধারা তোমার কত কথার পাপড়ি ছড়াতে চায়…

অবাক অন্তরীক্ষের পথিক ধরণী
তুমি কোথা থেকে এসেছো,
কোথায় বা তোমার অপরূপ গন্তব্য! আমার ক্ষয় হয়ে যাওয়া প্রাণে
তুমি একই রকম প্রাণ-বরণী_
প্রতি ভোরে তুমি শিশুমুখ হয়ে সাজো গোধুলির সূর্যকুসুমে ম্লান চোখে, তোমার বুকের সুপ্ত গহীন যন্ত্রণা যত বিশ্ব ভূবনে মায়াবী আঁধার আনে…

"আমার খুব মনে পড়ে, অবাক হই খুব
আমি একদিন পৃথিবী ছিলাম!
তবে আমি মাঝে মাঝে নৈরাশ্যবিজড়িত
আকাশী গ্রহে পর্যবসিত হয়ে যাই
যখন আমার সৌন্দর্যে কেউ প্রশান্ত হয় না কোথাও বিষধোঁয়া ওড়ায় বিলাসী চিমনি মৃত্যুর কাচপাত্রে জীবনের হলাহল,
ভয়ানক কুৎসিত রক্তাক্ত জগাখিচুড়ির মধ্যে মিথ্যে অস্থায়ী ভোগে ক্ষমতার জারিজুরি! আমি 'পৃথিবী' থেকে 'গ্রহ' হয়ে যাই অত্যাচারী খাদক জান্তবের আবাসস্থল,
আমি সবসময় ছিলাম যদিও"
অহংকার আর তীক্ষ্ণ সংঘর্ষের আশ্রয়
এ যেন কিছুতেই 'নীল গ্রহ'কে মানায় না...

অশনি আঘাতে তোমাকে বার বার
ছুঁয়েছে মানুষ প্রগতির গান গেয়ে, সাবলীল রঙে বর্ণিল ফুল পতাকা
দুলেছে বাতাসে একই অনড় প্রত্যয়ে, শান্তির ছবি আঁকে উড়ন্ত মৃন্ময় বলাকা পৃথিবী তুমি দেখি ক্রদ্ধ সময়ে সময়ে,

শুধরে নিয়েছো যুদ্ধ মৃত্যু হাহাকার কম্পিত মাটির বুকে স্নেহের ধারা বহায়ে…

তুমি কি তবে মহানন্দা নিরুপদ্রপ কিশোরী, আমার দেহশাখায় জন্মের প্রেম ছুঁইয়েছো! সূর্যস্নানে আজন্ম অতৃপ্ত ভীষণ অভিমানী বাতাসের ঝাঁলরে জাগাও কিঞ্জল প্রবাহ,
বিস্তৃত করো আরও আরও প্রাণপ্রতিমা
নীলিমার আনন্দমেলায় তুমি চিরপ্রেমিকা...! সবুজদ্বীপের মন্দ্র মায়ায় আমায় বেঁধেছো, চোখের নিবিড়ে তোমায় নিকষিত ভালোবেসেছি

কাব্যগ্রন্থ ® জলরঙের স্মরণ তিথি (২০২৪)
একটি @শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০০৯ - ২০২৫

শিশিরের সমীকরণ
— পারভেজ শিশির
১১ অক্টোবর ২০২৫ শনিবার
[মানুষের চোখ নিয়ে আমার যে দর্শন তাতে শুধুমাত্র ভ্রমেরই সংকুলান হয়েছে, কিন্তু কষ্টের পাথরে যে আগুন জ্বলেছিল তাতেই আমি কবে কবে যেন তাকেই ভালোবেসেছি যে সত্যিই পরমভাবে আমাকে ভালোবেসেছিল… ভালোবেসে যে আমি দেউলিয়া হয়ে যেতে পেরেছি এতেই আমার এই জন্মের সার্থকতা হলো…]

বহুকাল পরে এসে এখন এই সময়ে
একটু একটু বুঝতে শিখেছি,
আমি 'কবিতা' লেখার উপযুক্ত নই
আমার সাথে 'সে' শুধু খেলেছে,
কোনো এক নির্মম নিষ্পাপ কৈশোরী খেলা~
আমার পর্বতের শিখরে জন্ম নিয়েছে
ফুল নয় কোনো এক বাবলা কাঁটা বৃক্ষ,
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত না হলে সে কিছুতেই থামায় না তাঁর আঁধারসংশ্লেষণ~
এই আঁধারই তবে আমি যেচেছিলাম...!

ঝুরঝুরি শাদা মাকড়সার মত
মায়ের বুকের সব স্নেহের বরাদ্দ হজম ক'রে

এই পৃথিবীর আলো চোখে নিলাম~ বিকেলগুলো ভালো করে চিনতে শিখলাম
ফুল বৃক্ষ বাগানের মাটি খুঁড়ে,
দেহের মনের খোরাক যোগালাম~
যে জমিন চিরদিন লাভের আশায় কর্ষণ করলাম জানা হলো না সেখানে কত কী
অদর্শনযোগ্য অনুজীব ঘোরাফেরা করে~
যে আমার প্রেমে স্বর্গ খুঁজেছে
তাকেই কিনা আমি আমার প্রজ্ঞার জালে বেঁধেছি!

আমার জন্যে কেউ এক পৃথিবী ছেড়েছে
যাতনা সয়েছে অগনিত বিনিদ্র রাত্রির,
আর আমি এই ভেজাল ভাবুক সংসারে
নিরাশার চাঁদর গায়ে দিয়ে অজলীয় কাব্য করেছি~ যে জলফোঁটায় ক্ষণিকের সূর্যালোক ধরা যায়না
সেই শিশিরে আমি এক জনমের তৃষ্ণা মেটাতে চেয়েছি, বাস্তবতায় নিজেকে আলোকিত ক'রতে গিয়ে
আমি কেবল অন্ধকারে উৎসব করেছি~
চকমকি পাথর যা কিছু আমাকে শাসন করেছে,
আমি মেনে নিয়েছি তার সব অশ্রাব্য সংবিধান
আমি জ্যোৎস্নার বিনিময়ে অন্তরীক্ষ চিনতে গিয়েছি...!

যে বিস্ময় নিয়ে জীবন'কে দেখেছিলাম
ভয়াল চর জেগে উঠছে সেখানে কোথাও কোথাও,
কখনও কখনও মাথায় কিংবা আঙ্গুলের মাথায়...!
আমি পুঁজিপতি হয়ে প্রজাপতির অধিকার হারিয়েছি আমাকে ক্ষমা করতে পারো কি!
নৃশংসতার দাবীতে আমি কাঠ কয়লায়
প্রগতির লোভে বারংবার অগ্নি সংযোগ ক'রতে ক'রতে, নিজেই যেন কবে কবে শেষে অঙ্গার হয়ে গিয়েছি আমি কোনোদিন কবিতা লিখিনি,
কবিতার নামে নিজের অপাঙ্গ মুখোশ রচনা করেছি!

যে সব ক্লান্তি নিয়ে আমি বসে রয়েছি
ভাঁজ খাওয়া কপাল হতশ্রী এক মাথা চুল নিয়ে,
যে সব অবসাদ আমাকে সভ্যতা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পৃথক ক'রে রেখেছে,
সেই সব গানের সুর, চিত্রকলার বিমূর্ত মরীচিকা মিথ্যে মেদ-মাৎসর্যের বিধ্বংসী অহমিকা,

এবার তবে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাক~
আমার আর কোনো অভিযান নেই
আমার আর কোনো প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবোধ নেই আছে তোমাকে ভাবার সুখ~
আমার শুধু আছে একটা মেটে ঘ্রাণের পুকুর মিহিন তরঙ্গের পদ্মপাপড়ি জল,
আর শুধু তার শীতল পাথরের বৈতরণী ঘাট...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

স্মৃতিরা পোহায় রোদ্দুর
পারভেজ শিশির
১২ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার

সেদিন খুব ইচ্ছে হয়েছিল তুরাগের জলে
আমার ঘরের জানালা দরজার পর্দা, থাল বাটি বাসন সব কিছু এক যুগ ধরে রেখে দেয়া খাটের নীচে
তোমার পায়ের ধুলো, মাথার কিছু এলোমেলো চুল আলমারিতে তোমার শেষ ভাজে রাখা শাড়ি
ড্রয়ারে রাখা এটা ওটা খুঁটিনাটি, হাবিজাবি...
.

দেয়ালে টাঙানো ফটো, সাত বছর আগের ক্যালেন্ডার পুরোনো সালের ডায়েরি ও খবরের কাগজ, জঙ ধরা ছুরি আয়নায় লেগে থাকা টিপ, বাকশে রাখা পুরোনো জুতো এসব কিছু অঞ্জলি দিয়ে আসি...

মরা তেলাপোকা, অনড় আরো কিছু ফুল মাকড়শা
মাঝে মাঝে বাতাসে খানিক এপাশ ওপাশ
শুষ্ক অমসৃণ গোটানো কমলাপেঁড়ে শীতল-পাটি দমবন্ধ আলমারির পেছনে ঠাঁই দাড়িয়ে
কি এক তোমার সুবাস এই ঘরখানায় ম' ম' করে শানের মেঝেতে তোমার নুপুরের ক্ষীণ আওয়াজ...

জানালা দিয়ে বাইরে থেকে বাতাস আসে
এখানে ওখানে খানিক উড়ে উড়ে অদৃশ্য কোলাজ করে কিছু কথোপকথন না হতেই মেঝেতে
সেই পরিযায়ী বাতাসের ঝাঁলর ভেঙে পড়ে...
.

পোরসেলিনের সাদা কাপে চা পাতার খয়েরি মানচিত্র
থেকে থেকে আরো অমোচনীয় হয়ে ওঠে
মসুর মুগের কাঁচ বয়ামে কিছু অত্যানুবীক্ষণিক কীট
আমার ভ্রু কুঁচকে দেয়
খেয়ে ফ্যাল, তোরা আমাকেও খেয়ে ফ্যাল...

আবারও সব কিছু ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়
রাগ হয়... কিন্তু কি এক মায়ায় বুকের কোথায় চিন চিন করে ওঠে রান্নাঘরের কৌটা-কুটি, টেবিলের জগটা, গ্লাসটা ও চায়ের কাপটা তোমার হঠাৎ অনুপস্থিতি তীব্র না ক'রে
আমার কাজে আসবে বলে কেমন প্রস্তুত দাড়িয়ে থাকে...!

প্রায়শই শিলপাটায় মশলা বাটি, শব্দটা তোমাকে মনে করিয়ে দেয় চুলায় তরকারি নেড়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে
খুন্তিটা কড়াইয়ের পাড়ে ঠন ঠন করি~
এ শব্দটাও তোমাকে মনে করিয়ে দেয়
তোমার আইসক্রিমের বাকশোতে
সুতোর কাটিমে সূঁচ তেমনি লাগিয়ে রাখি,
অসতর্কে হাতাহাতি করলে রক্তারক্তি হবে জেনেও...

সবকিছুই কিছু না কিছু কথা বলে, এভাবে না ওভাবে করো মশারির কোণা, দরজার হাতল অথবা চাবির ছড়া
শুধু ইজি চেয়ারটা আমাকে বলে, একটু এসে হেলান দিয়ে বসো তুমি মেঘের উপর মেঘ হয়ে একরকম ভালোই আছো...

নির্ঘুম আততায়ী
— পারভেজ শিশির

আমার শতেক বারোয়ারী হাত
আর নির্বিকল্প আরও সহস্রাধিক চোখ
যেন গভীর গিরিখাতের মতন পাথুরে নির্জন আমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়,
গোলাপ আর কুল কাঁটার আংটায়
ছিঁড়ে খুঁড়ে খুবলে নিয়ে চলে…

কৈকেয়ী বনের পেলব চোরাবালির বুকে যেখানে কিলবিল করে বিষকুম্ভ সাপ, প্যাঁচপেঁচে কামাক্ষী আর্দ্রতায়

কত কি প্রকারে আমাকে
শূন্যগর্ভ ক’রে, শিরায় উপশিরায় কায়ায় মায়ায় কলঙ্কিত করা যাবে এরা জানে…

এ জেনেও যে আমি কিছুতেই নীলকন্ঠ হব না কিছুতেই তাদের সরল অঙ্কে শায়িত হব না… আত্মার বিরুদ্ধে যেন এক তীব্র প্রতিবাদ না চাইতেও পাওয়া কোনো বিষাদিত অনুভব
সীমা লঙ্ঘনের প্রয়োজনাতীত পাপ
আর কেন, বার বার কেন আমাকে নীলক্ত করে

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

সূর্য দ্রোহের গান
— পারভেজ শিশির
৩০ অগাস্ট ২০২৫ শনিবার

জোর ক'রে আমার অধিকার চেয়েছি ব'লে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?
তবে আমার অধিকারের গল্প শোনো ~
যে জন্মভূমি রক্তান্তরে আমার বাপ দাদার তা বেঁচে খায়, এত বড় দুঃসাহস কোন শালার! পরের পা অথবা শরীর চেটে
যে রাখে নিজের জিহ্বে ফর্সা, স্বাজাত্যবোধের প্রশ্নে কীভাবে
তার উপর রাখা যায় ভরসা...!
এ মাতৃভূমি তাদের জন্যে নয়
তাদের কপালে আছে ক্রমাগত দূর্বিনীত ক্ষয়...

আমার ভালো লাগে দুধমাখা ভাত,
অবশ্যই সাথে মা'র মধুমাখা হাত;
আমার প্রাণের পরে যার স্নেহ বর্ষে
সদা আমার দেহ জাগে তার স্পর্শে...

অনধিকার চর্চা মিথ্যাচারে বাঁধ সেধেছি ব'লে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?
তবে তোমার সীমা কতটুকু সেটা শোনো—
ইতিহাস বইয়ের পাতায় নয়, বরং
মানুষের রক্তবীজে মুদ্রিত লাল রঙ

আকাশের নীলে প্রকৃতির সবুজে,
কী যায় আসে, কী বললো অর্বাচীন অবুঝে...! কিছু কিছু আছে ঋণ, শোধ হবার নয়
তবু কেন কেউ কেউ অতি আগ্রহী হয়,
নিজের ঘরে সাজায় পসরা সাত পর
যে যা ভাবুক, অনেকের জন্যে এটা শাপে বর...

আকাশ কুসুম ভাবতে নিষেধ করেছি ব'লে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?
তুমি তো জানো না, কেটেছে বেলা মেঘে মেঘে জীবন এখানে অরঙিন শঙ্কায় আর উদ্বেগে, কালে কালে কখন যেন সময় পাল্টায়
মাঝে মাঝে চড় পড়ে আপন গালটায়, স্মৃতিভ্রষ্ট মস্তিষ্ক কেবল ক্ষমতা চেনে চিরকালের দামে ক্ষণিকের সুখ কেনে...

হিসেব-নিকেশ থাক কেবল কাগুজে অংকে
মমতার মূল্য হয় না দরে, কে বুঝাবে 'সঙ'কে! শিকড় ভুলে গাছ যদিবা কখনও উঁচুতে যায়,
ঝড় এলে ভেঙে প'ড়ে মাটিতে নিমেষে লুটায়...

গাছ যতই বাড়ুক, তার শিকড় থাকে মাটিতে, মানুষকেও ফিরতে হয় শেষ আশ্রয় বাটিতে;
'যে' কুটির ছেড়ে গড়েছে দালান, প্রাসাদ, নগর,,
সেই ঘরেই জ্ব'লে থাকে মায়ের প্রদীপ অজর...
দলের চেয়ে দেশ বড় বলেছি ব'লে,
তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?
আর কিছু হোক না হোক, মানবতা বেঁচে থাক
তন্ত্র মন্ত্র বাদ দিয়ে প্রাণে ভালোবাসা ভ'রে থাক...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

নির্ঘুম বিরহ
— পারভেজ শিশির

রুমু, আমার শহরেই আছি, একা...
একেবারে কালো অন্ধকারের মতো...
নিজেকেও দেখতে পাইনা...

রুমু, আপন পর, রক্তের সম্পর্ক আমি এখনো বুঝিনা, আমি যা বুঝেছিলাম তা হলো প্রেম,
যার জন্যে মানুষ খুন পর্যন্ত করা যায়...

সহানুভূতিশীলতা, কর্মক্লান্তির পর একটু আশ্রয়,
একে অনেকেই প্রেম বলে না...
একজন কবির প্রেম কি শুধুই বাতুলতা?!
শুধুই কি কাব্য-ভঙ্গি মাত্র!

আমারো কি অতলান্তিক প্রেম ছিলনা আমার প্রিয়ার জন্যে? ছিল, হাজার বার ছিল,
এখনো সেই চিরচেনা প্রেমের পরশ প্রাণে, তার জন্যে...

কিন্তু কেন আমি আমার একমাত্র কাছের মানুষকে
সেই শুধু একমাত্রিক প্রেম, তাকে মন ভরে জানাতে অপারগ হলাম! কেনো এমন অসময়ে বেলা শেষ হয়ে যায়, রুমু বলতে পারেন?

একটি বছর পার হয়ে গেলো তাকে হারিয়েছি,
কেউ কেউ জানে, আর না জানার দলে আপনি...
আজকের মতো অনেককেই এভাবে জানাতে হয়েছে,
সে সত্য মেনে নিয়েছি বললেও মিথ্যে মনে হয়...

আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে,
এই পৃথিবীতে, হারিয়ে ফেলেছি...
আমার বহুদিনের সাথি, যার সাথে পথচলা রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে...

আমার জীবনসঙ্গিনীকে আমি হারিয়ে ফেলেছি,
সমাধিস্থ করার পূর্ব মুহূর্তেও আমার কাছেই যে ছিল... শেষ স্পর্শ যে কত মন ভাঁঙানিয়া হয়, তা কেমনে বলি!

আমার চোখের আঁড়াল হয়ে গিয়েছে আমার একমাত্র স্ত্রী, যাকে আমি প্রায় হারাতে হারাতে আবার ফিরে পেয়েছিলাম... সবকিছু ছেড়ে যে একদিন আমার জীবনে এসেছিলো
চিরদিন আমার হয়ে থাকবে এই আশা বুকে ক'রে...

কিন্তু আমার মৃত্যু অবধিও যদি,
আমি তাকে এই পৃথিবীর জনারণ্যে খুঁজি
তবুও আর কোনোদিন তাকে ফিরে পাওয়া...
নিদারুণ অসম্ভবতায় পর্যবসিত আজ!

এতদিন চুপ করে ছিলাম, নিজের মধ্যে নিজে হারিয়ে ছিলাম... তবু আপনি আমার এমন একজন বন্ধু,
যাকে দুঃখের অর্থ বোঝাতে হয়না...

কিছু মুহূর্তের জন্যে আকাশে ছড়িয়ে দিলাম
আবার আমার ব্যথার জলকণা...
রুমু, কথা শুধু একটাই, আমি একটুও ভালো নেই,
আমার অর্ধাঙ্গিনীকে হারিয়ে,
আমার ভালো থাকার কোনো কারণ থাকতে পারে না...

তবে, আমার প্রত্যাশার আলো আমি জ্বেলে রাখবো আমৃত্যু.... যদি কোনোদিন আবার দেখাশোনা হয়,
আকাশের কোনো নক্ষত্রে, কিংবা নীহারিকায়...

আপনিই বলেন না, শুধু এই একটা জীবন কি যথেষ্ঠ হতে পারে! প্রাণপ্রিয়কে ভালোবেসে তৃপ্ত হওয়া কি কোনদিনও সম্ভব!
অন্য কোনো কালেও...!

উত্তরীয়ঃ
এ চিঠির অবতারনা শুধু মন তোলপাড় করা প্রশ্নের জন্যে, 'সে কেমন আছে?' হঠাৎ হারানোর যন্ত্রণায় নীলাদ্র প্রেম যে এমন চিরকালীন হয়ে উঠবে তা বোধ করি নিজের জীবনে না ঘটলে অনুভূতির বাইরেই থেকে যায় আমরণ...! কত কোথায় যে এমন জীবন বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে বা যাচ্ছে, প্রাণপ্রিয় জীবনসাথিরা তাদের একমাত্র কাছের মানুষগুলোকে রেখে আগে পরে চলে যাচ্ছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে... আমৃত্যু সেই আশায়, আশংকায় কারো কারো জীবন কেটে চলেছে, সেই মানুষের সাথে তার আবার কোথায় কবে দেখা হবে, আদৌ আর দেখা হবে কিনা...!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

"বিরহী বনতল বিহারিনী রাধিকা আমার
প্রতি যুগে নৈকট্যে ফিরে এসে এসে,
তোমারে আলিঙ্গনে উতলা ক'রে যাবো বারে বার...
ত্রিভঙ্গে কৃষ্ণকুমার,
জন্মান্তরে কেবল যেচেছে তোমার প্রণয়
যে প্রেমরেণু তুমি ছড়িয়ে গিয়েছো অরণ্যে, কেউ কীভাবে কুড়িয়ে নিয়েছে অন্তর ভ'রে,

দেখেছো কী তাঁর রূপ আদল, কেমন আকার...!

প্রণয়স্নিগ্ধা, তুমি শ্যামকিশোর প্রাণে যে কিরণসুধা ঢেলেছো অনুক্ষণে
কোনো এক বিস্মৃত জনমে হৃদিপদ্মে তোমার,
তোমার নয়ন-সরসিতে সেই প্রেম যেচেছিলে..!
যে সত্যপ্রেম আমরা সকৃতজ্ঞ করেছি বিনিময়,
যেন আমাদের সেই নৈবদ্য উপহার
শুধু আমাদেরকে লক্ষ্য ক'রে নয়,
এ যেন জগত অধীশ্বরের দানের প্রতিদানে অবিনিময়যোগ্য উপঢৌকন সদৃশ, যিনি পরম প্রেমময়..."

সবাইকে ভালোবাসি
— পারভেজ শিশির
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শনিবার

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

দুর্বিনীত দ্রোহের গান
— পারভেজ শিশির
৯ জুলাই ২০২৫ মঙ্গলবার

বাংলার সর্বসমতল পাহাড় টিলা চরাঞ্চল জুড়ে কত সাধারণ মানুষের করুণ নিদাঘ আর্তি ~ শোষন পীড়ন বঞ্চনার প্রতিধ্বনি বুকে নিয়ে বয়ে গেছে সুবর্ণ সভ্যতার রূপালি নদী, মহাস্থানগড়ের ইটচাপা অত্যুজ্জ্বল স্বপ্ন আর ময়নামতির বিস্মৃত শিলালিপি,
শোনায় আজও হাজার বছরের পালা পুঁথি...

পাল আর সেনের প্রদীপ নিভে গেছে বহু আগে,
সুলতানী আমলের অহং ঐতিহ্য গেছে মিলিয়ে
নব নব ভোরের পরিমার্জিত মানস সংস্করণে,
নবাবী তুখোড় অশ্বারোহীরা'ও ছুটে গেছে
অস্তমিত কুসুমবর্ণ গোধূলি সূর্যরাগে~
তবু এই মৃত্তিকা ছিল জাগ্রত,
শিশির স্নাত পুইমাঁচায় প্রতিবিম্বিত দিবারাত্রি জেগেছিল ধানক্ষেত, জেগেছিল পদ্মা মেঘনা যমুনা...

তারপর দুঃসহ শৃঙ্খল, নির্মিত হলো কপট কারাগার
অবমাননার বিষণ্ন কালো মেঘ ছেয়ে গেল
ঔপনিবেশিক জটাজালে গ্রন্থিত হলো সীমান্ত,
কৃষকের জঠর শুকিয়ে গেলো বিষনীল অভিশাপে,
ভেতরে জমলো আগুনরঙা নীরব অসন্তোষ
প্রতিবাদের বুকফাটা জ্বালা, অনিবার্য মুক্তির অঙ্গীকার...

একুশে ফেব্রুয়ারি, চারিদিকে শত শত জ্বালামুখ,
রক্তের বিনিময়ে জ্বলে ওঠা অতন্দ্র দীপশিখা।
সেই তপ্ত আলো ছড়িয়ে দিল মুক্তির পথচিহ্ন
একাত্তরের রক্তপ্লাবিত মোহনায়,
কোটি বুকে জ্ব'লে উঠলো স্বাধীনতার সূর্য-মশাল...

সরল শব্দে দলিত আজও বাংলাদেশ
তবু হাজারো পাঁজরভাঙা যন্ত্রণা বুকে,
তিল তিল ক'রে নিজের মানচিত্র আঁকতে শিখেছে
নারীর পদচিহ্ন ছাপ কাটছে বিবিধ কর্মক্ষেত্রে, তারুণ্যের চোখে জ্বলছে প্রযুক্তির তীব্র আলোকশিখা, অথচ তেমনই অবাক অন্ধকার, কী অবাক...!
কেন কেউ জানে না, 'সে' বাঁধা প'ড়ে আছে
বৈষম্য, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্রের অকাট্য শেকলে

বাংলাদেশ থেমে যায় না, রক্তেই যে ভাটা নেই,
ইতিহাস তুমি চিৎকার ক'রে ওঠো,
এই নদীমাতৃক ভূখণ্ড, কারো শাপ শাপান্ত করে না,
কেবল প্রতিবার অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে, মশাল হাতে
প্রতি ফাল্গুনেই চতুর্গুণ হয়ে ওঠে বজ্রনিনাদী সৈনিকেরা...

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, বিদ্রোহী আগুন চোখে
আমি দেখি আবার, আমার সুবর্ণ শ্যামল মানচিত্র,
যেখানে সবুজ ধানক্ষেত, আকাশে রক্ততীক্ষ্ণ সূর্য
বুকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, প্রস্তরিত দুহাতের আলিঙ্গনে, সুঠাম সুদৃঢ় অশঙ্কিত সীমান্তে, প্রতিষ্ঠিত গৌরবে আমাদের প্রিয় একটি বাংলাদেশ,
একই প্রজ্জ্বলিত আভায় সুস্থির নির্ভার দাঁড়িয়ে আছে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অনিশ্চিহ্ন সন্ধ্যের ইতিবৃত্ত — পারভেজ শিশির
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার

তুমি একদিন এমনই ছিলে,
ব্যথা, অশনি আর আনন্দে মেশা,
আমার চোখের সুখস্পর্শে —
কত কত সকালে প্রথম তোমার স্মরণ…

দিনের বিবরে তোমার শান্ত চেহারা, বাতাসে ওড়া তোমার চুলের ঝর্ণা, গোলাপের পেলব পাপড়ি হাসি—
রিকশার পা-দানিতে দুজোড়া পা কাছাকছি আমাদের কাছে আসা দারুণ কিছুক্ষণ, সন্ধ্যায় হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা…

দু সাদা কাগজে শোয়া কলম,
লিখেছে কত কত দিন ভালোবাসি ভালোবাসি— থেমে যাওয়া সময়ের পল্কা সুখ দোল,
অথচ দিনগুলো যেন শিশিরের মত শুকিয়ে গেল…

আজ এতকাল পরেও মনের মধ্যে
তোমার নামের মিহিন সুর,
তোমার কানে আমার নামের প্রতিধ্বনি—
আমরা যে কোথাও হারাইনি,
তুমি থেকে গিয়েছো এখনো ভোরের
নিরলস পাখিদের কাকলিতে…

ভাবনা প্রার্থনার নিরাকার অবয়বে
যে মুখখানি এখনও অস্পষ্ট স্বরে আমার নাম মন্ত্রের মত জঁপে, সে কাছে নেই কাছে নেই— যে কুসুম মখমলি মন আমার আলিঙ্গনে,
সে চ’লে গেলেও হারায় না হারায় না…

তবু রাত্রির পথে অবশিষ্ট আলোর মুগ্ধমেলা, নদীর কিনারে জ'মে থাকা নিশ্বাস,
তোমার হাসি যেন ভৈরব বাঁশির সুর,

বুকের ভিতর অলক্ষ্যে খুঁজে ফেরে বাসা...

দিনের শেষে সন্ধ্যা পাখির ডানায়,
লেগে আছে তোমার তিতলি ছোঁয়া,
সময়ের ধুলো মুছতে গিয়ে,
আবার ফিরে ফিরে আসে অমলিন মুখচ্ছবি,
যে মুখ আমার স্মৃতি দেউলের জ্বলজ্বলে প্রদীপ...

তোমার না থাকা মানে আসলে
আমার না ফুরানো অপেক্ষা,
প্রত্যেক গোধূলি যেন নতুন শুরু,
আর প্রত্যেক ভোর পুরনো প্রেমের প্রতিশ্রুতি...

হয়তো এভাবেই যুগ যুগান্তর পেরিয়ে,
তুমি আর আমি, অদৃশ্য এক মহাজাগতিক আবর্তে
থেকে যাবো কবিতার পৃষ্ঠায়,
কিছু শব্দ, আর কিছু আতরদুঃখী স্মৃতি হয়ে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

চমক জ্বরা বইছে গায়
[সাঁইজি লালন নন্দিনী বাউল জননী 'ফরিদা পারভীন' এর মহাপ্রয়াণে সাশ্রু উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার

উড়ে যাবি পাখি কখন না জানি
না শুনলাম কত হলো কানাকানি,
পারের কড়ি কিছু হলো না নেয়া
নগদ জীবনে রইল বহুত বকেয়া...

জন্ম থেকে মরণ নয়, মহাজীবনে
আদি থেকে অন্ত নয়, নিঃসীমে
দুঃখ থেকে হরষে নয়, মহানন্দে প্রাণপাখি, তুই কোথা থেকে এসে এসে, কোথায় উড়ে যাস হাওয়ায় ভেসে ভেসে?

স্বপ্ন থেকে উত্থান নয়, মহাজাগরণে

অন্ধকার থেকে আলো নয়, মহালোকে
অশ্রু থেকে হাসি নয়, বিনোদ বিহারে প্রাণপাখি, তুই কেন এভাবে গান গেয়ে গেয়ে, কোথায় কারে খুঁজিস ক্লান্ত ডানা মেলে মেলে?

মুহূর্ত থেকে যুগান্তর নয়, মহাকালে
বেদনা থেকে উচ্ছ্বাস নয়, মাহেন্দ্রক্ষণে তৃষ্ণা থেকে জলপ্রপাত নয়, সরোবরে
প্রাণপাখি, তুই কেন ডেকে যাস থেমে থেমে, কোথায় কিসের ধ্বনি শুনিস থেকে থেকে?

প্রেম থেকে বিরহ নয়, মহাপ্রণয়ে
রাত্রি থেকে দিবালোক নয়, চির প্রভাতে
মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম নয়, আদিগন্তে প্রাণপাখি, তুই কেন কাঁদিস নিশ্বাস ফেলে ফেলে, কোথায় মিশিস আকাশের নীল রঙ মেখে মেখে

মৃত্তিকা থেকে অসীমে নয়, গন্তব্যে
স্মৃতি থেকে বিভ্রান্তি নয়, বিস্মরণে
ধূলি থেকে তারকা নয়, অন্তরীক্ষে
প্রাণপাখি, তুই কেন মরিস তাঁরে খুঁজে খুঁজে, কোথায় কীভাবে গড়িস নীড় মনে মনে?

শূন্য থেকে অঢেল নয়, মহাভান্ডে
মায়া থেকে ঘৃণা নয়, আশুমুক্তিতে
ক্ষুধা থেকে চিরতৃপ্তি নয়, চিরবসন্তে প্রাণপাখি, তুই কেন হাসিস লুকিয়ে লুকিয়ে কী খুঁজিস কাঙাল ফিরতি স্রোতে বয়ে বয়ে?

বিচ্ছেদ থেকে মোহনা নয়, মহামিলনে, তরঙ্গ থেকে সাগর নয়, মহাসমুদ্রে
ফুলকি থেকে প্রদীপ নয়, নক্ষত্রে প্রাণপাখি, তুই কেন বেড়াস ঘুরে ঘুরে
কী বলতে চাস বীণার তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে?

পথ ফুরাইলো অহরহ বিপথে গিয়ে ফ্যাসাদ যত বেঈমান পাখিরে নিয়ে, আমার আমি'রে আর হলো না চেনা
তারে এত দিলাম, রইলাম তবু দেনা...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫ জীয়ন সুরতহাল
— পারভেজ শিশির
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শুক্রবার

প্রহর শেষের আনন্দময়ী
তুমি ভালো থেকো,
সন্ধ্যা তারার আলোয় তুমি
এ চোখে চোখ রেখো...

আকাশ পটে হোক অঙ্কিত
মুখের আদল তোমার,
তারায় তারায় হোক লিখিত প্রিয় নাম অনিবার

যা কিছু সুখ ক্লেশ যন্ত্রণা তোমায় আমি দিলাম,
ভেবো তার সম ভাগীদার
এই আমিও ছিলাম...

উজ্জ্বলতর মোহিনী ভোরের স্বপ্ন দেখেছি রাতে,
যাপিত জীবন যতই কাটুক
ব্যথা আর সংঘাতে...

জীয়ন তোমার প্রদেয় পাওনা আঁচল ভরে দিক,
আমি ছিলাম এমনই থাকবো
পৃথিবীর চারিদিক...

আমাকে ঘিরে থাকুক
তোমার আঁচল সারাক্ষণ,
পথের ধারের ঘাস গালিচা নিরিবিলি মায়াবন...

এমন একটা মহাকাল থাক
রাগে আর অনুরাগে,
উদিত হোক প্রেয়সীর মুখ

দিঘল সূর্যের আগে...

এমনি ক'রেই বেঁচে থাক
প্রিয় অভিমানী সুখ,
জীয়নের দিনরাত্রি না হয়
দ্বন্দ্ব দ্বিধায় কাটুক...

ভুলিনি আমি তোমাকে প্রিয়
ভুলবো না কোনদিন,
তোমার প্রেমে বকেয়া থাকুক
আমার সকল ঋণ...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

ইতি
তোমার শিশির
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার
— পারভেজ শিশির

একদিন যখন অপরাজিতা আমার কাছে ছিল
তখন মনের কথা লিখতে গেলেই,
চিঠিতে বা চিরকুটে, পলকেই কবিতা হয়ে যেত ~ আজ আর কিছু লিখলেই কবিতা হয় না,
প্রয়োজনের পৃথিবীতে কবিতা কোনো কাজে লাগে না... আমি ওর সাথে দেখা করতেই পারি
ইচ্ছা যদি করি, ইচ্ছে হতেই পারে,
আবার, ওর সাথে ইচ্ছা করলেই দেখা করতে পারিনা ~ আমি সেই ওর জন্য 'চারণ কবি' আর নেই...
না জানি ওর বর্তমান ঠিকানা,
না চিনি এমন কাউকে, যে ওকে চেনে

আজ আর আমার প্রাণ পোড়ানি হলেই
বুকটা খালি খালি হয়ে উঠলেই
তাঁকে কিছুতেই আর কিছু বলার কোনরকম উপায় অবশিষ্ট নেই সেই প্রচন্ড অস্থির হৃদয়ে ~ কলেজ জীবনের দিন গুলোর মত পাখাল মন আজ আর নেই,

আর কতদিন, পঁচিশ বছর তো হলো!
আর কতদিন, একটা মানুষকে চোখের আড়ালে রেখে, আর কতদিন এর বেশি মনে রাখা যায়?

তারপরেও প্রায় প্রায়ই
এতদিন পরেও ওকে হঠাৎ হঠাৎ
মন তোলপাড় ক'রে মনে পড়ে ~
সেই ওর প্রথম মৃত্যুর পরের দিনগুলোর মত...! আর তো পারি না প্রভু -
এতোটুকু হৃদয়ে এত বেশি ব্যথার ভার
আর সওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছে দিন দিন দিনে দিনে সে ভার আরো বেশি ভারী হয়ে উঠছে!

শোনো, আমাকে তুমি আশীর্বাদ করো না তোমাকে ভুলে যাওয়ার জন্য,
এ যাবৎকাল তোমার এই ধরনের আশীর্বাদ
আমার জন্য শুধু অভিশাপেই পরিণত হয়েছে তুমি যতবার বলেছো - তোমাকে ভুলে যেতে, ততবার তোমাকে খুব বেশি ক'রে মনে পড়েছে... সব কথা, সব চোখ চাওয়া, সব অভিমান
সব চিঠি আর কবিতার অধির পঙক্তি
আমার প্রাণে নতুনতর হয়ে,
হাজার মন্দিরা হয়ে বেজে উঠেছে...

জানিনা অপরাজিতাকে আর কতদিন অনিবার্যভাবে মনে ক'রে চলতে হবে
সত্যিই জানি না... তুমি কি জানো?
হয়তো একদিন আর এইসব ~
তোমার জন্য এই রাত জাগা
খাতা ভ'রে কবিতা লেখা,
হাজার হাজার আঁচড় কেটে ছবি আঁকা
বুকের বাতাস দিয়ে হু হু ক'রে বাঁশি বাজানো চোখের জলে ভেসে গান গাওয়া
রাস্তায় জলপাই রঙের গাড়িতে
তোমাকে অস্থির চোখে খুঁজতে থাকা
এসব আর কিছুই করা হয়ে উঠবে না...
আফসোস, যখন আমি একদিন
ওকে দেখতে চাইবো নিজের থেকে তখন জানি ও খুব খুশি হবে,

এত বেশি খুশি আর কিছুতে হতে চায় না,
অথচ সেই মানুষটাই চেয়েছে
তাকে কোনোদিনই আমার কণ্ঠ না শোনাই
আমি যেন কোনোদিন ওর সামনে গিয়ে না দাঁড়াই...! ওর প্রতিটি আচরণ, প্রায় সব কথাই
আমার এত পরিচিত আর এত অপরিচিত
আমি সন্দিহান হই দ্বিধাবিভক্ত হই
স্ববিরোধী হয়ে পড়ি খুব -
আমার মাঝের অবচেতনা অপার্থিবতা অস্বাভাবিকতা এসব দোষ গুণগুলো -
অপরাজিতার দেয়া অমূল্য সব উপহার
আমি জানি না কিভাবে
প্রদত্ত উপহারগুলো ফিরিয়ে দিতে হয়,
কী হয়েছিল আমার প্রেমের?
জানবো না, শিখবো না কোনদিনও ~
আমায় কি অপরাজিতা ভুলে গিয়েছে পঁচিশ বছর আগের দিনগুলোর মতন?
অনেক কিছুই জানে না,
ও বোঝেও না হয়তো, বুঝবেই বা কী ক'রে 'সে' তো আর আমি না,
আমরা দুজন আলাদা দুটো মানুষ
আলাদা দুটো পৃথিবী,
আর এখন আলাদা দুটো সংসারে...

তবুও জেনো, এই অন্তহীন দূরত্বে থেকেও ভালোবাসা হারিয়ে যায়নি কোথাও,
কেন জানি না, ভালোবাসারা হারায় না ~
জমতে থাকে খনিজ সোনার মত,
রয়ে যায় নক্ষত্রের আলোয়, বৃষ্টির ফোঁটায়, হৃদয়ের নিঃশব্দ কান্নায়,
এক আকাশের নিচে, একই পৃথিবীতে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

সূর্যাস্তের পদাবলী
— পারভেজ শিশির
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃস্পতিবার

নিভৃত নিশ্বাসে জমে আছে দীর্ঘ কুয়াশা
কোনো অদৃশ্য ব্যথার মায়ায় ভিজে থাকে মনাঞ্চল বুকের গভীর অন্তরালে জমাট নক্ষত্রেরা ~ অপূর্ব অন্ধকারের গোপন সংগীতে জ্বলে ওঠে, অমানিশায় যেন এক কৃষ্ণ-ঝাঁলর
নৈর্ব্যক্তিক ছায়া হয়ে,
আমার যন্ত্রণারা সারারাত নৃত্য করে...
কখনো চন্দ্রমনির রুপোলি প্রলেপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আমার বিবর্ণ বেদনারা, কি বিষের ব্যাধি হয়েছিল এই অনামিকা জীবনের...!

এই চিত্রকল্পনায় যেন
কত কত দিনের নীলাভ অভিমান জমে রয়েছে...
কি জানি কেন এই শীতল হাওয়ার সাথে
উষ্ণ অশ্রুর দরবার বসেছে...
জানিনে, জানা নেই...

দেখো শুভক্ষণ কিছু এসে আবেশে বাঁধে মন
করি জীবন স্রোতে ভেসে শত মুগ্ধ আয়োজন,
তার রূপ সুধা পাই প্রাণে সুগন্ধা মাধুরী লগ্ন রহি আজিও তার ঘ্রাণে একই প্রকারে মগ্ন...

জানিনে কেন কোনো খবর আসেনি তাঁর
যেন তাই দিনে দিনে মনে বেড়েছে অন্ধকার,
শীতে সে প্রতিবারই তবুও একই রকম
জড়িয়ে ধ’রে মহামায়ায় আত্মায় দেয় ওম...

তোমায় কি খুঁজে পাবো রইল তেমনি উষ্ণ অশ্রুজল! এসো প্রিয় ‘স্মৃতি ভৈরব’ তেমনি পরাণ বিরহে টলমল

এই সমস্ত শব্দের ঘ্রাণে যেন
মিহিন ধুলো হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়…!
মাঝে মাঝে এ’ও খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছে,
কোথায় আমার কাব্যসাথী
যাকে খুব প্রাণে প্রাণে চেয়েছি
যাকে অন্তরাত্মায় আরাধনা ক'রে দেউলিয়া হ'তে ইচ্ছে হয়েছিল...!

হয়তো কোনো এক অবসরে

অবাক বিস্ময়ে ভেবে নিতে হবে,
কেমন সেই দূর্লভ কাব্য-সমীকরণ
যার উন্মাতাল নেশায়,
কাব্য থেকে কেবলই কাব্যের
অনির্বচনীয় অনুরণন হতে থাকে, হতে থাকে...
সেই নীহারিকার মতো গহিন চোখের মেঘারণ্যে
কত প্রবল সুন্দরতম সেই দৃষ্টির বাইরের প্রণয়রেণু...! কুর্নিশ প্রিয় জীবন... কুর্নিশ...

খুব খুব মন খারাপ ক’রে সত্যিই একদিন
চূর্ণী নদীর তীরে আমি ব’সে থাকতে থাকতে
যেন আমার সামান্য বেলাটুকু’ও ধীরে
ফুরিয়ে আসে, এভাবেই ফুরিয়ে আসে…

অশনি আঘাতে ছিন্ন হয়েছে হৃদয়বীনা’র তার
প্রিয় নামের প্রতিধ্বনি কেবল বাড়িয়েছে হাহাকার, ফিরে আসেনি প্রিয়তম আর প্রবল আক্ষেপেও
আমার দুঃখ কিছুতে ছুঁতে পারেনি কেউ...

না চাইতে কেউ যদি খোলে মন দুয়ার
করে এতটুকুও প্রীতি কামনা,
আমিও ভালোবাসবো চিরতরে
কভুও তারে ছেড়ে যাবো না,
সে যদিও কভু আনে আলোর বিপ্রতীপে
এক জীবনে অনন্ত অন্ধকার
আমার কোনো আক্ষেপ নেই আর…

আমি’ও কখনো চূর্ণী নদী দেখিনি
তবে মনে হয় যদি সত্যিই কোনোদিন
এমন মন খারাপ হয়
তবে সেই যন্ত্রণানাশিনী
অলৌকিক স্বর্গাদপী চূর্ণী নদীর তীরে পৌছে যাবো কোনো না কোনো ভাবে…

সে এইখানে, এইখানে এসে
সে এসে এসে দারুন পেলব আঘাত করে গেল আর ব’লে ব’লে গেল,
প্রিয়তম আমি ভালোবাসি ভালোবাসি… এই একটু চোখের সামনেই যেন… … …

আজ তাঁর অভিশাপের খেলা শেষের ক্ষণে…

আমার কয়েক মুহূর্তের অশ্রু থেকে যাক এইখানে অজানা জনের সাজে যেন কিছুতে
চরণের ধ্বনি চেনা মানুষকে একটুও মানায় না… মানায় না কিছুতেই, মানায় না …

দেখেছো দর্শক সবাই আমাকে কেমন
আঁধারের নির্বাসন দিয়ে রোদপাখি হয়ে যায়… এজন্যেই তোমাকে বলেছিলাম,
আমি কেন 'তাঁর' প্রেম ইথারে ইথারে খুঁজে বেড়াই…!

কোমল পাখায় ভাসছে হৃদয় করুণ প্রজাপতি
অমৃত বিহারে ভূবন ব্যাপিয়া প্রাপ্তি শুধু ক্ষতি…

যেভাবে আমরা বেঁচে আছি তাকেই জীবন বলি
দেয়ার চেয়ে’ও নিয়েছে বেশি জীবনের চোরাগলি

কিছু কিছু অত্যন্ত সাধারণ
অথচ বিমূর্ত চিত্রশিল্প যেমন
সহস্র কৌণিক মনোল্যগ
অথবা মুহূর্তের জার্নাল তৈরি করে,
তেমনি কারো কারো কাব্যকথনে
অপ্রতিম অসামান্য মানসকল্পচিত্র তৈরি হতে থাকে আর এটা হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে,
অনৈচ্ছিক মন্দ্রমেঘের প্রতিশিল্পে…

এমন জমাট বেদনার মেঘ কি
কখনও চুমকি-বৃষ্টি হয়ে,
এই আমার চতুর্দিক ঝিলমিল ক’রে তুলবে?
কি এক শুভ্র আশায়, এক চোখ আকাশ নিয়ে কৃষ্ণকুমারীর আঁচল ছূঁয়ে আমার জীবনদীর্ঘ বসবাস…! কে কোথাও যেন অলক্ষ্যে
আমার হাতে রচনা ক’রে চলেছে,
আমারই মনোস্তাপের ছন্দিত পদাবলী…

শিউলি’র সুরভি আমি কখনও দেখিনি,
কিন্তু হৃদয়ে মেখেছি,
চোখেও যে তার প্রলেপ রয়েছে…

সত্যিই… আর ক’টা দিবারাত্রি,
কয়েক'টা আরও সুবাসিত বিকেল
তারপরে যেন আমার,
আবার সন্ধ্যের সূর্যকুসুম দেখা শুরু হয়…

যা কিছু দুঃখ, যা কিছু স্মৃতির রঙিন দহন
সব মিলেমিশে রূপ নেয় নির্জন গোধূলির রঙে,
আমি শুধু কুর্নিশ করি এই ব্যথার অনন্ত রশ্মিরে অতএব এই যন্ত্রণার অরুণ আলোয়,
আমি নিজেকে সঁপে দিই অশেষ কবিতার কাছে...
যেখানে অভিশাপও পরিণত হয়েছে প্রার্থনায়,
যেখানে প্রেম পরিচিত 'পরম আশ্রয়' শিরোনামে

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

নিঝুম শব্দিতার রাত্রি
[কিছু নিশিথ এমনি এমনি কাটে না; জানি এসব প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই, না থাকুক... এভাবেই কিছু কথা না হয় অনর্থক বলা হোক, তাতেই ঘুচুক না হয় কিছু শোক]
— পারভেজ শিশির
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার

সমুদ্রও কি তবে মানুষের মতো স্বপ্ন দেখে
রাতের কালোয় সমুদ্র কি সত্যিই ঘুমোয়?
যখন শ্রান্ত ঢেউয়ের গহ্বর অন্ধকারে ঢাকে, কখনও তার সৈকতের স্মৃতি সে কি ভুলে যায়? দূরের কোনো জাহাজের এক রত্তি আলোয়
তাকে কখনও কি হঠাৎ দেয় না চমকে?

বনবীথির ঘাসেরাও কি নিস্তব্ধ হয়ে যায় হরিণেরা যখন মধুর তন্দ্রায় চোখ জুড়োয়! বনভূমি কি কখনও রাতের গান শোনে?
পাতার ওপর জমে থাকা মেঘের বাতাস অতীতের মতোই কি তখনও অশ্রু ঝরায়, গোপনে পাখিদের স্বপ্নেও বাজে কি বাঁশি?

পাহাড় কি অবশেষে চোখ মুদে থাকে
তার কপালের ওপর নক্ষত্রের ভারে?

পাহাড়ি সেগুন গাছেরা কি ঘুমোয় অঘোরে,
গহিন গুহায় কি তখনও প্রতিধ্বনি কোনো অস্থির হৃদস্পন্দন হয়ে জেগে ওঠে?
পাহাড় কি নিশ্বাস ফেলে আকাশের কানে?

নারকেল গাছেরা কি ঘোমটা টেনে পড়ে ঘুমিয়ে তারার তরঙ্গেরা চিকন ঢেউ খেলে কি তখনও? কোনো এক শাশ্বতী উল্কা ছুঁয়ে গেলে পৃথিবীকে কিছু রুপালী বাতাস কি তার পাতায় যায় না বয়ে, আলতো আলো কি ছুঁয়ে যায় অদেখা কোনো স্বপ্ন? চাঁদের কাছে জ্যোৎস্নার মূল্য বা আর কতটুকু!

ঝিলপুকুরের জলে কি সত্যিই নীরবতা নামে
সে কি হয় না অধির কাঠালচাঁপার গন্ধে? শুধুই অলসতা ভাঙে তার আদুরী ঢেউয়ে
নাকি কোনো তরুণীর লতানো চুল মনে পড়ে অপেক্ষা করে যায় তাঁর শেষ অশ্রুবিন্দু হয়ে?

নদী কি রাতের নিকষ অন্ধকারে শুয়ে থাকে ঝিরিঝিরি নরম ঘুমের মত শিষ্ট শান্তটি হয়ে?
কেউ কি কারো অপেক্ষায় ছিল তার বাঁকে,
নাকি তার বুকে দূরের কোনো ঢেউ ভেসে আসে
ব্যথামগ্ন কোনো মনের অলক্তসুর গানটি হয়ে?

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

মুক্ত প্রাণের সংগীতে
[অসমীয় সংগীতপ্রাণ 'জীবন বরঠাকুর' (জুবিন গার্গ) এর অবিস্মরণীয় প্রয়াণে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২ 8 সেপ্টেম্বর ২০২৫ রবিবার

শত কোটি কণ্ঠের একক মুখপাত্র
স্থলপদ্ম, নশ্বর এই দুনিয়ার খেলাঘরে,
মেঘের দেশ হতে এসেছিলে মেঘালয়ে~ গানের সুরে ভাসিয়ে নভ পাতাল মর্ত্য ফিরে গেলে ফের অনিবার্য সরোবরে...

সুরের দেউলে উজ্জ্বল প্রেম প্রদীপ

দুঃখ সরব ব্যথিত মোহিনী গানে, গানের কবি, হঠাৎ সুদূরে বিলীন~ কণ্ঠে নিঝর স্রোত অবিরত বহমান কিছু মৃত্যু তবে এভাবেও হার মানে!

চোখে ভোরের আলোর মতো দীপ্তি জেগেছিল সংগীতে পর্বত প্রেমসুধা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, স্থির চোখে অমলিন~ প্রণয় প্রতিধ্বনি ছড়ানো চারপাশে অটল অক্ষয় সে সুরে মাতে বসুধা...

মঞ্চের আলো সে ছড়ালো সংসারে
সবার হৃদয়ে বিনয়মুগ্ধ আপনজন, বাতাসের ঢেউয়ে তাঁর সুরের নূপুর~ বেজেছে আজ বাজবে আগামীকাল সুন্দরপ্রাণ, গীতিময় অনন্যসাধারণ...

সুরে ছিল তাঁর প্রভাতের মতো মায়া দুঃখিত বুকে তাঁর হাসিমুখ অবিচল, সুরময় গীতল কণ্ঠ বেয়ে আসে স্বর্গ~ সূর্যকণ্ঠ, মানব মনে দিয়েছ ছন্দসুর শতকোটি চোখে কেন ঝরে অশ্রুজল!

শেখালে অভয় প্রেমের সহজ ভাষা মমতায় পরিপূর্ণ ভুবন মোহন সুরে, প্রেমরঙ রসে কবিতা হয়েছে রচিত~ মনে মনে বেজেছে নবীন পূর্বরাগ প্রেমসুন্দর, জেগে থাকো মনমুকুরে...

চোখে চোখে আজ ভেসেছে অশ্রুমেঘ
বিদায় জানাই ওগো, সুরের রাজকুমার,
স্মরণে থাকো অনন্ত সংগীত আকাশে~
ভালোবেসে পেয়েছো অমর ভালোবাসা
মুক্তি মিলেছে শেষে সরায়ে অন্ধকার...

'জীবন' নামে শোনাতে মহাজীবনের বার্তা
নেয়ার চেয়ে বেশি দিয়ে সাঙ্গ করেছো যাত্রা, অমৃত সুরের টানে, এসো ফিরে বারে বারে
প্রেম বেঁচে থাক প্রাণে শত জন্মের অভিসারে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

স্বপ্নবতী শরতের গান
[শরতেই কেন এমন সুদূরপ্রিয়ার কথা মনে পড়তে থাকে? কী আছে এই ঋতুর কাব্যপ্রসবী বাতাসে? এই শরতে চিরআরাধ্যের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার

আপনাকে শিউলি কবি না ব'লে
শিউলি কবিতা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে করেছে
শূন্যে ভাসে সেই নাম, চোখে ভোরের সাদা বাষ্পে! আপনি হারালে কি আবারও মনটা খারাপ হবে?
জানিনা, জানি শুধু হারিয়ে ফেলাই আমার কাজ হয়েছে।

কিভাবে আপনি বড় পুজোয়
এখানে ওখানে গিয়েছেন, কেমন সাজলেন!
আপনার পায়ের আলতা বর্ণ,
চোখে দিলেন কেমন কতটা কাজল?
আপনার হাতে বনগাঁদা ফুলের বালা~
কীভাবে মহামায়া'কে দেখলেন,
আমি কিন্তু তার সবই দেখেছি,
খুব ভালো লেগেছে এই সব দারুণ ক্ষণগুলো চিত্রকল্পনায় দেখতে, জানেন শিউলি কবিতা? আপনার উপরে আমার
খুব রাগ করতে ইচ্ছে হয়েছে...!
কেন যে এমন দূরে দূরে চলে যান, জানিনে... যখনই খুব কিছু জানাতে ইচ্ছে হয়েছে, আপনাকে আমি আর পেয়ে উঠিনে...
যদি সত্যিই একটু রাগ ক'রতে পারতাম, বেশ হতো তবে...

যখন একটু দুটো লাইন কোনোভাবে লিখেছি খুব জানাতে ইচ্ছে করেছে, কেমন হলো? পাইনি আপনাকে, আর কিছুতেই পাওয়া যায় না! এ কারণে মনের মধ্যে যেন কেমন,
এক ধরণের সুবর্ণরেণু উপলব্ধ হয়েছে... আমি যশোরে আসার পর থেকে
আর কোনো কবিতা লিখিনি,

এমন আমার মাঝে মাঝেই হয়েছে...
আমি যে আসলেই কাব্য ক'রতে পারি,
এ কথা ভুলে যেতে পারা পর্যন্ত আমার আর কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় না... আমাকে কেউ ভালোবাসেনি,
আমাকে সবাই পেয়েছে ~
বরং আমিই কাউকে হয়তো পেতে চাইনি...

একেবারে নিস্তব্ধ রাতের
গহীন প্রচ্ছায়ার মতই আমাকে
আবিষ্কার ক'রে ফেলি প্রায়শই...
আপনাদের উঠোন যদি আমি হতে পারতাম...! স্বপ্নবতী কবিতা কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো, একেবারে প্রাণে মনে দেহে ছেয়ে গেলো সবটাই... আমার সমস্ত কথা জানতে,
আমাকে প্রশ্রয় দিতে আপনার খুবই ভালো লাগে জেনে আবারও অনেকদিন পরে চমকে উঠেছি...
আমার কি আর সেই অবসর হবে, জানিনে ভাই...!

হারিয়ে যেতে চাইনে তবুও মনে হয়
আরও অজস্র সময় আগে কেন,
আপনার সাথে আমার দেখা হলো না...!
শেষ গন্তব্যের আর হয়তো বেশি দূর বাকি নেই, তবে মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীর
মায়ামুগ্ধ রজনীগন্ধা আমার পথ,
অহেতুক রোধ ক'রে দেয়...
কেন যে এত মায়ার জন্ম হয়েছে
এই ক্ষুদ্র মনে, খুব খুব যন্ত্রণা দেয়~ এই অপূর্ব অনিরাময়যোগ্য বিষের ব্যথায়, তার পরে'ও ভালোবেসেছি...

আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে
কয়েকটা নিস্তব্ধ রাতের কবিতা লিখে দেবো... যে রাতগুলো কখনও এই পৃথিবীতে এসে এসে আমাদের কথা বাতাসের শিসে,
কোনো অধীরচিত্ত প্রেমীবৃন্দকে শোনাবে ভাবাবে যে এভাবে এত দূরে থেকেও
তবে মন তোলপাড় ভালোবাসা যায়...!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা ©২০২৫

প্রাত্যহিক প্রতিশিল্প
— পারভেজ শিশির
১২ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার

এইখানে এইবার তারে ক'ষে ধরো,
“চুক্তি-মেয়াদ শেষ হলে দাবি ছেড়ে দিতে হবে কেবল আমি’র কারণে এত উল্লাস ক’রো না,
নিশির তারা সুস্থির থাকে দিবালোকের বাস্তবে, খাল কেটে কুমির আনে, উভমৌখিক তাড়না...!”

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে উন্মুল উদ্বাস্তুর
জীবনের সাথে সুরম্য সংসার,
কত যুগ আগে পৃথিবীর সামান্য বাতাসে,
বিধুর বেদনার ঋতু কৃদন্ত প্রতিবেশ গড়েছিল? কোনো রকমে সবকিছু পাবার আশ্বাসে,
নাভিঃশ্বাস হৃদয় ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠেছিল? যখন ইমারত নির্মাণবিদ্যা শিল্পকলায় পর্যবসিত, অর্থশক্তি পূজারী, সন্তানের সাথে রক্ত প্রসব করে, "আরও উষ্ণতর হয়না কেন পেয়ালার শেষ চুমুক!"
আবাহন ও বিসর্জনের এক সুতো সিদ্ধান্তে,
আকন্ঠ প্রতিনিয়ত সুরাপান ও আত্মহনন
একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ জেনেও
মহাকবির কন্ঠনালি গুরুচন্ডালী ছুরিকাঘাত এড়াতে চায়...

নিজের চিরাচরিত সত্তা থেকে অনেক দূরে
রজনীগন্ধা ব্যথায় সে ভাসমান….
অজানা এক অন্য রূপে
অন্য কোনো লোক-লোকান্তরে,
"আমার পথের উপর এসে পড়েছে
নীলাভ ধুসর ছায়া, থেকে থেকে
তবু কোকিলের শিসে মনে পড়েছে
বহুদিনের পুরোনো অথচ জ্বলজ্বলে হীরে বিকেলে…" হাতের উপর নিঃসঙ্গ হাত
আর দারুন চোখের মরীচিকা মায়া
মিশে আছে বাতাসে রজনীগন্ধার শেষ সুরভি

বিদায়ী বিকেলের শেষ নিঃশ্বাসে…

সে এই আছে, আতশ বিজলিতে এই নেই
তাঁর অনুক্ষণ প্রাত্যহিক জীবনের পলক্ষয়, সর্বজয়ীর স্রাবিত নিষিদ্ধ প্রলয়োল্লাস জলোত্থিত কোমল প্রাণের নিতম্বঢেউ নৃত্যে, কিন্তু যেদিকে চোখ তোলে, হা-মুখ হয়ে যায় “আকাশ'কে বলেছিলাম
একটু কম কাছে আসতে,
যেন ওকে ভালো ক'রে দেখতে পারি
অথচ কি এক অর্বাচীন লোভে,
আমিই ওর অলিন্দে বসবাস ক'রতে শুরু করেছি...” দুর্নিবার্য দেহঘাতী মেডুসার কাল চাহুনিতে, নির্বাণকালের মরণোন্মুখ মোমের দুঃখিত রৌশনাই,
দুলে দুলে অন্তিমে শুধু শেষ হতে থাকে,
কারিগরী স্বপ্নবাজ আদমের পাথর-প্রতিম অবয়ব…

ফিনিক্সদেহী আত্মঘাতীর অসীম পৌনঃপুনিক
আরও আরও পঙ্গপাল ফিনিক্স,
তার মৃদঙ্গকান্তি’রে সৌম্য গম্ভীর পাষাণ দেবতার অভিশাপে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে সভ্যে ও অসভ্যে পৃথক করে দেয়; জান্তে কিংবা অজান্তে জয় পরাজয়ের আশা ছেড়ে,
শুধু সে আত্মযুদ্ধে উদ্ভিন্ন উদ্দাম স্বক্রিয়, মহাসমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে ঠাই শুয়ে সে ভাবে, "প্রস্তরদেবতার, প্রেমের অবারিত প্রান্তরে জাগে, বাসন্তী শাড়ির সহস্রতম কুঁচি,
ক্ষীর চুমুতে সিঁথির একাকীত্ব গেলে ঘুচে,
নিরর্থক আত্ম-প্রতিকৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ মুছি…”

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বরষা মোহন ব্যঞ্জনে
— পারভেজ শিশির
৩১ জুলাই ২০২৫ বৃহস্পতিবার

পাতে খিচুড়ি, সাথে ইলিশ,
আর বাইরে বৃষ্টিমাধুরী সিঞ্চন বাঙালির নির্ভার নিরুপম এই তো জীবন!

বর্ষা নেমেছে, মাটিতে নূপুরের জলছন্দ জলের লেখনীতে আকাশ লিখেছে প্রেমকাব্য জানালার গ্রিলে মুক্তো মুক্তো জলবিন্দু বৃষ্টিফোটা গায়ে বসে আছে দম্পতি চড়ুই, পাতে ভেসে আছে দারুণ সুগন্ধি ধোঁয়া
সোনালি চালে ডালে আলু মাখা খিচুড়ি,
সাথে লাল কালো সর্ষে ভাজা মরিচ মনোহর

পাতে এ কী অতুলনীয় খিচুড়ির আয়োজন,
স্মৃতির রন্ধনশালায় কত ছন্দিত শব্দ কল্লোল মায়ের হাতে ব্যঞ্জনের কত কত অনুপম ঘ্রাণ! বৃষ্টির সঙ্গে সমানে ভাগ করে নেওয়া সহস্র দুপুর, অথবা নির্জন চোখে ভেসে ওঠা এক মুঠো আনন্দ।

বেগুন ভাজির সবুজ পাড়ের হলুদ সুবর্ণ দিনে, কোনো একজন কিশোরমনস্ক কেউ
খিচুড়ি সামনে বসে থাকে নির্লিপ্ত ক্ষুৎপিপাসিত, স্বাদে আর গন্ধে বেগুন ভাজি খিচুড়ি বলে দেয়, "ভাবছো কেন, পৌড়ত্বের দিন ভুলে যাও
বৃষ্টির দিন মানেই আমি ছিলাম, আমি থাকবো"

তারপর আসে সুগন্ধী ভাজা ইলিশ কুমারী,
বৃষ্টির জলে নেচে ওঠা নদীর বুক ঘুরে ঘুরে, আজকের এই দারুণ বরষামোহিনী ক্ষণে
ভাজা অথবা পাতুরির সাজ সজ্জায়,
বাঙালির নিরন্তর রসনাচুম্বিত আয়োজনে

পিয়াজ আর কাঁচা মরিচে অমলেট
সে তো আত্মার সহজ আকাঙ্ক্ষিত রূপধারা তরুণ জীবনের মতোই বর্ণিল আনন্দে,
কখনো হয়ত ঘিয়ে মেখে ওঠে পুরোটা
করলার তিক্ততায় কেউ খোঁজে জীবনের নির্যাস, খিচুড়ির সাথে তার সামান্য প্রেম মিশ্রণ,
আর পটল-আলুর চচ্চড়ি! সে তো নিত্য সহচর,
এ তো একটু বাড়ির ঘ্রাণ,
এখানেই তো একটু সংসারের ঘরোয়া উপাখ্যান

চাটনি, আচার, স্বাদবাহারী - টক, ঝাল, মিষ্টি, যেন আবেগী জিহ্বায় বিবিধ ব্যঞ্জনী স্বরলিপি;

কখনো অকারণে আনন্দিত হাসির হিল্লোল,
কখনো জলজ মেঘশব্দে একটু সর্ষে কাসুন্দী

অপূর্ব মোচার ঘন্ট আসে কখনো গোপনে,
বৃদ্ধ মাতামহীর মুখে পুরনো সুস্বাদু গল্প হয়ে, শহর আর গ্রাম, সবখানেই খিচুড়ির জয়গান
গ্রামে মেটে হাঁড়িতে সে একটু বেশি সুরেলা সরস, জলের সোদা গন্ধ, মাটির উনুন আর কাঠের আগুনে
সে যেন বর্ষার নিজস্ব কবিতার ব্যঞ্জন রেঁধে ফেলে

বৃষ্টি নামে ছাদে, পাতে, গানের অনুরাগে,
খিচুড়ি হয়ে ওঠে রসনার প্রার্থিত পরিতৃপ্তি সাথে একেকটি ব্যঞ্জন যেন বর্ণিল রঙ,
আর খিচুড়ি সেই সাজোয়া ক্যানভাস
যেখানে বর্ষার চিত্রকলা আঁকা হয় রোজ।

বরষার খিচুড়ি মানেই যেন সাহিত্য
হাতের কাছে অনাবিল একতারা আর করতাল
একটু জসিমউদ্দিন, একটু লালন,
একটু হুমায়ূন আর অসামান্য বর্ষা বিলাস,
একটু তোমার আমার যৌথ ব্যঞ্জনগ্রন্থের দুপুর, যেখানে চাল মসুরি মুগের সংলাপে লেখা থাকে
কত অপ্রকাশ্য প্রেম, কত গৃহি সন্নাসের রূপকথা

খিচুড়ি মানেই আমাদের বাঙালিয়ানা বোধ
চোখে মুখে অলস দিনের নির্মল মৃদু হাসি,
এই মনভেজানো অসুর্যস্পর্শা দিনে,
বৃষ্টির শব্দে ছন্দিত হয়ে ওঠে রন্ধনকাব্য গীতিকা

বর্ষা মানেই খিচুড়ি, খিচুড়ি মানেই কিছু না কিছু স্মৃতি, স্মৃতি মানেই জীবনের অলিগলি
আর জীবনের অর্থই নিরর্থক বিষণ্ন দিনে
এক পাতে তুমি আর অন্য পাতে আমি,
সবার উপরে খিচুড়ির সুগন্ধ-স্নাত প্রেম
এমন বরষা আসুক বার বার,
আমাদের দেহে ছুঁয়ে স্নিগ্ধ জলের অসীম রূপশৈলী

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অনন্ত নীলের অনুরণন
[এক জীবনের যাত্রায় সব কিছু বুঝে নেয়া গেলো না, কিছু হয়তো অনন্তের জন্যে তোলা রইল...! এমনও এক জীবন অপেক্ষা ক'রে আছে, যখন হয়তো আর কিছু বোঝার বাকি নেই, ব'লে খুব আক্ষেপ হবে]
— পারভেজ শিশির
৯ অক্টোবর ২০২৫ শনিবার

কোথায় কবে যেন কেউ বলেছিল,
‘আমার প্রাণে এই যে এমন
নিরন্তর জলপতন শুনতে পাই
তা কী সত্য না শব্দ?’
তুমি কোনো প্রতুত্তর করো না,
ভেবে পাইনে কিছু ব্যাখ্যা, তবু শুনে যাই অক্লান্ত...!

বধির জানালার পাশে বসে শুনেছি,
ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে সংগীত,
যেন এক আশ্চর্য সুরের মায়াজাল,
যা বুনে চলে প্রতিদিন প্রতিবেশে, প্রতিরাত্রি.…

তোমার ছায়ার মতো আরেকটি ছায়া,
আমার পাশে হেঁটে চলে~
সে কি আমারই ভাবনা,
না কি মহাকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে আসা
কোনো ভিন্ন জগতের অপাঠযোগ্য বার্তা?

আমার হাতে জমে থাকা
অযত্নে গড়া একান্ত সাময়িক রূপকথা,
বারবার আমাকে বলে যায়~
সব গল্পের শেষ নেই,
কিছু গল্প চলতে থাকে, ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা হয়ে...

পাহাড়ের নিচে নিঃসঙ্গ নদীর মতো
আমার ভেতরের ব্যথা বয়ে চলে~
কী অসামান্য তার অ'শ্রুত সুর
তবু আশ্চর্য এই যে,
নিরর্থক আশ্লেষ বিশ্লেষের অহমিকায়~
তুমি ছাড়া কেউ তা শুনতে পায়নি...

আকাশের তারাগুলো আজও
আমার দিকে তাকিয়ে হাসে একই ঔজ্জ্বল্যে, তারা কি জেনে গেছে অবশেষে~
তোমার অনুপস্থিতির দীর্ঘতর দিনগুলো, আমাকে কী ধুসর অশ্রাব্য পাঠ শিখিয়েছে?

আমি দেখি, অরণ্যের গহিন ছায়ায়
একটি নামহীন ফুলের প্রস্ফুটন~
সে কি জানে, তার সৌন্দর্যও ক্ষণস্থায়ী?
তবু আমি লিখে যাই,
বুকের ক্যানভাসে রঙ তুলি দিয়ে
একটি আলোকিত দিনের ছবি~
যেখানে তোমার ছোঁয়ায় সব কিছু নূতনতর হয়ে ওঠে...

তোমার নাম আর আমার নিরবতা, আমার অন্ধত্ব মিলে গড়ে তোলে, এক অদ্ভুত সুর~
যা শুধু রাতের বাতাসে ভেসে আসে,
একই ঐকান্তিক মাত্রাবৃত্তে...

হয়তো এভাবেই এমন শূন্য বেঁচে থাকা,
হয়তো এটাই অনন্তের সংলাপ,
নিরন্তর জলপতনের মাঝে
তোমার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে~ প্রতিবিম্বিত অবয়বে, অচিহ্নিত সমান্তরাল জগতে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অনন্ত নীলের অনুরণন
— পারভেজ শিশির
২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ শনিবার

কোথায় কবে যেন কেউ বলেছিল,
‘আমার প্রাণে এই যে এমন
নিরন্তর জলপতন শুনতে পাই
তা কী সত্য না শব্দ?’
তুমি কোনো প্রতুত্তর করো না,
ভেবে পাইনে কিছু ব্যাখ্যা, তবু শুনে যাই অক্লান্ত...!

সব শেষ থেকেই যদি বা
নূতন ক'রে শুরু করা যেতো,
তো বেশ হতো, কিন্তু তা হয় না,
হয়তো হতে'ও নেই—
তোমার কথা কোথাও থেকে ভেসে আসে,
অথচ এখানে আর সব সম্ভবের পরিভাষা নিখোঁজ...

অজস্র কল্পনাপ্রসূত ও অতিজাগতিক
ভাবনিসৃত প্রাকৃতিক দৃশ্যায়ন,
মানব হৃদয়ে স্থানিক ধারণার অবতারনা করলেও,
কোথায় আর সেই দৃষ্টি, চিরকালীন স্থায়ীত্ব পাবে, বুঝিনে— তোমার প্রিয় মানুষ, সে হেরে গেছে,
সে ভয়ানকভাবে অনস্তিত্বে মিশেছে—
এসব বোঝার মতো গ্রে-ম্যাটারের সমূহ স্বল্পতা রয়েছে...

ভাবনা ও চিন্তার আকর ঝেঁড়ে ঝেঁড়ে
যা পাওয়া যায় তাই ভালো, তা-ই শ্রেয়;
চাঁদের পার্থিব নীলাভ আলোকরশ্মিতে
প্রেম সঙ্কুচিত হয়ে আদি গ্রহে ফিরে যায়— নির্বিকারচিত্তে অসামাজিক হয়ে যেতে ইচ্ছুক হয় বার বার...

বধির জানালার পাশে বসে শুনেছি,
ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে সংগীত,
যেন এক আশ্চর্য সুরের মায়াজাল,
যা বুনে চলে প্রতিদিন প্রতিবেশে, প্রতিরাত্রি.…

তোমার ছায়ার মতো আরেকটি ছায়া,
আমার পাশে হেঁটে চলে—
সে কি আমারই ভাবনা,
না কি মহাকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে আসা
কোনো ভিন্ন জগতের অপাঠযোগ্য বার্তা?

আমার হাতে জমে থাকা
অযত্নে গড়া একান্ত রূপকথা,
বারবার আমাকে বলে যায়—
সব গল্পের শেষ নেই,
কিছু গল্প চলতে থাকে, ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা হয়ে...

পাহাড়ের নিচে নিঃসঙ্গ নদীর মতো

আমার ভেতরের ব্যথা বয়ে চলে—
কী অসামান্য তার অ'শ্রুত সুর
তবু আশ্চর্য এই যে,
নিরর্থক আশ্লেষ বিশ্লেষের অহমিকায় — তুমি ছাড়া কেউ তা শুনতে পায়নি...

আকাশের তারাগুলো আজও
আমার দিকে তাকিয়ে হাসে একই ঔজ্জ্বল্যে, তারা কি জেনে গেছে অবশেষে—
তোমার অনুপস্থিতির দীর্ঘতর দিনগুলো, আমাকে কী ধুসর অশ্রাব্য পাঠ শিখিয়েছে?

আমি দেখি, অরণ্যের গহিন ছায়ায়
একটি নামহীন ফুলের প্রস্ফুটন—
সে কি জানে, তার সৌন্দর্যও ক্ষণস্থায়ী?
তবু আমি লিখে যাই,
বুকের ক্যানভাসে রঙ তুলি দিয়ে
একটি আলোকিত দিনের ছবি—
যেখানে তোমার ছোঁয়ায় সব কিছু নূতনতর হয়ে ওঠে...

তোমার নাম আর আমার নিরবতা, আমার অন্ধত্ব মিলে গড়ে তোলে, এক অদ্ভুত সুর—
যা শুধু রাতের বাতাসে ভেসে আসে,
একই ঐকান্তিক মাত্রাবৃত্তে...

হয়তো এভাবেই এমন শূন্য বেঁচে থাকা,
হয়তো এটাই অনন্তের সংলাপ,
নিরন্তর জলপতনের মাঝে
তোমার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে— প্রতিবিম্বিত অবয়বে, অচিহ্নিত সমান্তরাল জগতে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা @ ২০২৪

নক্ষত্র আলোর প্রেম
— পারভেজ শিশির
৩ জানুয়ারি ২০২৫ শুক্রবার

কেন তুমি আর
প্রতিদিন আসো না

ভেবেছ কি তুমি
হয়ে গেছ অচেনা?
পথ চেয়ে চেয়ে
দেখো আমার কি হাল
দৃষ্টিসীমা রুদ্ধ করেছে জনারণ্য দেয়াল...

প্রেম আজ এক
পলাতক শহরের জল্পনা
তুমি নেই তবু
মিনতির আক্ষেপ মেটে না অসহ জীবনে
'যায় দিন ভালো'র বিস্মরণ তোমার সাথে হতে থাকে
অবিরত অবাক সহমরণ...

বিরাট বিস্ময়ে জাগি
কেবল তোমার অপেক্ষায়
একের পর এক
ঋতু পালটানো দিনে,
হয়ত মনের ভুলে
দুঃখ এনেছি কিনে
নিঃসীম আঁধারে
ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে যায়
বাতাসের ঢেউয়ে
রজনীগন্ধা ভেসে আসে
দেহমন অস্থির হয়
অজানা অলীক সর্বনাশে...

কখনো কখনো
আশপাশ কালো ক'রে
মদির মেঘের
রূপোলি বৃষ্টি ঝরে
তখনই প্রিয়
তোমাকে প্রাণে পাই
ফিরে ফিরে আসি
স্মরণ পারের জানালায়...

তোমাকে ডাকি

ডেকে যাই সারাক্ষণ
রাত্রি আঁধারে
সহসাই বোকা মন
বোঝে না তার
ফেরার আশা নেই
মিনতি তবু বাঁচে,
প্রবল আক্ষেপেই...

মাঝে মাঝেই
হঠাৎ মনের দরজায়
তোমার আঙ্গুলের
করাঘাত শোনা যায়
মনের আগেই
চোখ চলে যায় প্রিয়
দেখতে তোমার
চাহনি অতুলনীয়...

"আমায় তুমি কেন
শুধু শুধু ডাকো?
তুমি তো আমার
হৃদয় জুড়েই থাকো...!
এ পৃথিবীর
সীমানা ছাড়িয়ে আবার
মিলন হবেই
দেখবে তোমার আমার..."

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

মহুয়া প্রণয় মাধুরী
— পারভেজ শিশির
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রবিবার

তোমাদের মিলনে জেগেছে অরণ্য
অম্বরতলে মিশেছে ভ্রমর পদ্মফুলে, বিষণ্ণ আঁচলের বাতাসে দিঘল রৌদ্ররশ্মি উৎসবধ্বনিতে বিগলিত সৃষ্টির যত গানে যেন অন্তরীক্ষ–মাটি–জল–অগ্নি
সব মিলেমিশে প্রণয় আনন্দে সিক্ত,

তোমাদের প্রেমের রস মদিরায়
এই জগতে হৃদয়ে হৃদয়ে অমর কথাকাব্য।

বিরহী বনতল বিহারিনী রাধিকা আমার
প্রতি যুগে নৈকট্যে ফিরে এসে এসে,
তোমারে আলিঙ্গনে উতলা ক'রে যাবো বারে বার... ত্রিভঙ্গে কৃষ্ণকুমার,
জন্মান্তরে কেবল যেচেছে তোমার প্রণয়
যে প্রেমরেণু তুমি ছড়িয়ে গিয়েছো অরণ্যে, কেউ কীভাবে কুড়িয়ে নিয়েছে অন্তর ভ'রে, দেখেছো কী তাঁর রূপ আদল, কেমন আকার...!

প্রণয়স্নিগ্ধা, তুমি শ্যামকিশোর প্রাণে যে কিরণসুধা ঢেলেছো অনুক্ষণে
কোনো এক বিস্মৃত জনমে হৃদিপদ্মে তোমার, তোমার নয়ন-সরসিতে
সেই প্রেম যেচেছিলে..!
যে সত্যপ্রেম আমরা সকৃতজ্ঞ করেছি বিনিময়, যেন আমাদের সেই নৈবদ্য উপহার
শুধু আমাদেরকে লক্ষ্য ক'রে নয়,
এ যেন জগত অধীশ্বরের দানের প্রতিদানে অবিনিময়যোগ্য উপঢৌকন সদৃশ,
যিনি পরম প্রেমময়..."

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

প্রাণে প্রেমাঞ্জলি লহ
— পারভেজ শিশির
২৫ অগাস্ট ২০২৫ সোমবার

তুমি কিছু বোঝো?
তুমি কিচ্ছু বোঝো না
বুকের ভেতর বাজো, পাজর-ভাঙা বাজনা...

আসো শুধু স্বপনে,
আসো চির আপন হয়ে,
শুধু ক্ষণিকের তরে, কত কথা যাও ক'য়ে...

রোদপাখি এসো চোখে
আলোকিত ক'রে দাও প্রাণ,
আমি কিছুই দেখিনা, আমারে দৃষ্টি করো দান...

সমগ্র জীবনে প্রিয়,
তুমি সমস্ত অন্তর আত্মায়,
সমস্ত ক্ষতির লাভ তুমি, যা চেয়েছি, তুমি তাই...

আলো হয়ে জ্বলো,
মেঘকুমারী তুমি ছায়া দাও,
কখনো তুমি বৃষ্টি, কখনো বা রোদ হয়ে যাও...

সমুখে এসে দাঁড়ালে,
সময় আমার থমকে যায়,
তুমি ফিরে গেলে, এ পৃথিবীও মহাশূন্যে হারায়...

আমার নিশ্বাসে মেশা,
নীরব বিরহ কান্না অবিশ্রান্ত,
পেয়েও হারাতে হবে, এ কথা কে জানতো!

স্মৃতির দুঃখিত প্রান্তরে,
কিছু কবিতা সংগীত অরক্ষিত,
তেমনই কিছু অশ্রু অঞ্জলি দিয়ে যাই অনন্ত...

তোমাকে ফিরে পাবো,
তোমাকে ফিরে পেতে চাই
অথবা ঠিকানা দাও, খুঁজে খুঁজে পৌছে যাই...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অন্তরতম
— পারভেজ শিশির
২৬ অগাস্ট ২০২৫ মঙ্গলবার

তুমি এসো সোনার রথে
এসো প্রাণের কিনারে
তুমি রেখো প্রাণে ধ'রে প্রাণ দিয়েছো যারে...

কামনা মোহে তোমায় ভুলি আনন্দ ধরা'র জানালা খুলি, গায়ে মাখি পথের ধুলি
ভুল বুঝি তাঁরে বারে বারে...

তুমি অন্তরে আছো গোপনে, জাগাও প্রীতি প্রেম সুক্ষণে, কাল রাত্রির গহন ভুবনে তুমি দাও আলোর ইশারা...

পথ ভোলা মন ফিরে আসে,
তোমার পরশ ভোলে না সে,
দুঃখ সুখের দিন অবকাশে হয়েছি তোমায় ভেবে সারা...

প্রায়শই সব অলীক লাগে, প্রাণের মাঝে পিপাসা জাগে, জনম কাটে রাগ অনুরাগে
আপনাতে হই আপনহারা...

তুমি আমায় করেছো ত্রাণ রেখেছো সদা পাপীর মান,
আমি বেসুরে গেয়েছি গান প'ড়ে আছি পথের ধারে...

পাপ তাপ মোহ মায়াজাল
আমায় করে ভীষণ উত্তাল, এমনি যাবে আর কতকাল
প্রাণের পরে সই পাবো তাঁরে...

জীবন যখন ধ'রে আসে
পেয়েছি তোমায় আমার পাশে,
তুমি ত্রাতা কাল সর্বনাশে
ত'রিয়ে এবার নাও গো পারে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

"আমরা হেঁটেছি পৃথিবীর পথঘাটে

যেমন পথিক নীলিমার নীলে হাঁটে বিলীন হয়েও তবু কত স্মৃতি তার ফুল হয়ে ফোটে বসন্তে প্রতিবার রেখো তুমি আমায় একটু স্মরণে আমার কবিতা গানের অনুরণনে শিশিরের জলে হোক শোধিত প্রাণ
প্রেমে তোমার সুখী হোক অভিমান"
সবাইকে ভালোবাসি
— পারভেজ শিশির
২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার

তরুলতার প্রতিধ্বনি
['বাংলার কিটস' কাব্যনন্দিনী "তরুলতা দত্ত" এর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার

কেউ কি জেনেছে, অতীতের পৃষ্ঠা ওল্টালে
কীভাবে শোনা যায় মহাকাব্যের সুরনিনাদ...!
কড়ি ও কোমলে সেই সুরে যেন ভেসে ওঠে তরুলতার মৃদু বিস্মৃত অজেয় প্রতিধ্বনি।

একুশ বছরের পরিক্রমায় কত স্মৃতির নূপুর রুনুঝুনু করে বেজেছে পিয়ালের প্রশাখায়, স্বাক্ষরিত প্রণয়মুগ্ধ স্বরলিপিতে
যেন ঝরে যাওয়া বিশুদ্ধ প্রভাতী শিশির, রয়ে গেছে অনন্ত মেঘমায়ায়...

পুষ্পিত গাছের ডালে, পাখির বৈকালিক কূজনে বাঁধা রয়েছে এখনও তাঁর সুরভিত নিশ্বাস, পাতায় পাতায় অনুরণিত যেন আজও
প্রেম ও ব্যথার গোপন মৌন সংগীত...

দূরপথের শীতল অনুভবের ভিন্ন আকাশে মুদ্রিত তাঁর প্রাণময় অগ্নিস্নিগ্ধ কাব্য, কেউ কি দেখেনি, বুকের কথা কখনও কখনও
কালো হরফে খুলেছে হৃদয়ের জানালা...!

সে পান করেছে প্রেমার্দ্র ফুল বসন্ত,
এভাবেই বুঝি প্রকৃতির কাছে ফেরা যায়,
দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছে তার মুগ্ধ উচ্চারণ
মাঝে মাঝে এখনও যেন সম্পূর্ণ আকাশ জুড়ে, কবিতাকুমারীর আবৃত্তি শুনতে পাওয়া যায়!
ব্যথিত অনুবাদ তার সুতীব্র হাহাকার হয়ে বিস্তৃত, ক্ষণস্থায়ী জীবনের দহন যাপনে
আর তনুময় অসহনীয় ব্যথার সংক্রমনে...

সঙ্গহীন রাধিকার মতো একাকী
সে হেঁটে হেঁটে পার হয়েছে অসূর্যম্পশ্যা বনভূমি, যেন সে কৃষ্ণ বিরহী পিপাসিত কবিপ্রাণ
আজ তাঁর নাম, তাঁর প্রশস্তি হয়তো
অন্ধকারে ডুবে গেছে,
অনাহুত অশ্রুত প'ড়ে আছে কোলাহলে,
তবুও তাঁর কণ্ঠস্বর এখনো জেগে আছে
ধ্রুব সাহিত্যের গহিন অন্তঃপুরে...

আজও বাতাসের ঢেউয়ে ঝেপে আসে
ঝরা পাতার মর্মর ছন্দ হিল্লোল,
তাতে জেগে ওঠে তরুলতার প্রতিধ্বনি
অমর কালকাব্যে, অনন্ত প্রেমসিক্ত অভিমানে...

প্রচ্ছদচিত্র - কবি, অনুবাদক ও ঔপন্যাসিক তরুলতা দত্ত একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

নীলিমার কৃষ্ণকূপ
— পারভেজ শিশির
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার

তুমি নিজে'ও জানো
আমি দূরে চলে যাইনি, সে আমি পারবো না... আমার ভাঙাড়ি জীবন'কে
অন্যের সমান্তরালে শূন্য মাঠে ব'সে আকাশের স্ক্রিনে প্রজেক্ট ক'রে
আমি যা দেখি
সেটাই আমার শব্দিতায় আকঁতে চাই
এবং প্রতিবারই আত্মসন্তুষ্টি ব্যতিরেকে...

কোনো গল্পকার তাঁর খসড়ায়
অযাচিত ইন্সিডেন্টে
কিংবা পারম্পার্যের প্রবাহ রোবাস্ট রাখতে
এত এত কাটাকাটি করেছে কিনা
আমার সন্দেহ রয়েছে
যতটা আমি করেছি এবং করছি
তোমাকে একটা চিঠি লিখতে গিয়ে...!
শুরুটা ঠিক হয়নি অথবা এখনও শেষ হলো না,
এই ভেবে বার বারই সেন্ড করে'ও আন্ডু করে'ই যাচ্ছি...

আমার চুক্তি দেয়া
ঘুনপোকা বন্ধুদের থেকে
তোমাকে এক্সক্লিউ্যড ক'রে
আমি আমি কোনো ভুল করিনি
প্রিয়তম 'অতলান্তিক'...!
আমি ভালোবেসে দেউলিয়া হওয়া মানুষ, তোমাকে একবার পেয়ে
আমার আর হারানোর কোনো অভিপ্রায় নেই। আমি ভুল বুঝিনি এবং তুমিও...
এটাই আমার দৃঢ় প্রতীতি...

অপরাজিতা'কে কখনও কি লাল
অথবা গোলাপী হতে দেখেছো...!
হয় সে সাদা নয়তো অবশ্যম্ভাবিভাবে নীল... অপরাজিতা'কে আমি লাল,
গোলাপি, হলুদ, কমলা ইত্যাদি কখনো দেখিনি অপরাজিতা তো খুব স্বপ্নিল,
তবে নীল না হওয়া সত্যেও
একটি অপরাজিতা আমি দেখেছি,
শান্ত লেকের জলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উর্মি গোধূলির রঙ লেপটে থাকা ঢেউতে মেঘালো শ্যামলী...! আকাশলীনার কবি ওটাকেই হয়তো
বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন,
"সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,."***

আমি তোমার কোনো অভিযোগে
লাল না হয়ে বরং আরো নীল হতে থাকি,
তখন কেবল মনে হয়,

সবাই যে বলে,
"আমি সবাইকে পাই
কিন্তু কেউ আমাকে পায় না" একথা শ্রেফ মিথ্যে...
আসলে সবাই আমাকে পায়
কিন্তু আমিই কাউকে পাইনে...
এই অপ্রাপ্তি'র যে আক্ষেপ
তার বোধ হয় কোনো শেষ নেই,
যেন হাতের কাছে মেঘনা থাকতে'ও
না মেটা এই পিপাসা,
এর পোটেন্শিয়্যাল ফ্রম হিয়্যের টু ইটার্নিটি রে ভাই...

অতলান্তিক প্রিয়তম,
আমি যশোর থেকে গতকাল ঢাকায় এসেছি...
ঢাকা থেকে হয়তো নিউ ইয়র্ক
সেখান থেকে হয়তো গার্ডেন অব ইডেন
অনবরত আকাশগঙ্গা এক্সপ্রেস চলমান
কোথায় কোথায় চলে এই অর্গ্যানিক কংকাল! আমি আর হাপিত্যেশ এখন পৃথক স্যিনোন্যিম আলোকবর্ষের পথ এক নিমিষে
পার হওয়ার চেষ্টা ক'রতে
আর এই মাঝাধিক বয়সে
আমাদের কে'ইবা বাঁধা দিতে আসছে বলো... চলো...

একটি @শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

প্রেম কিঞ্জল
— পারভেজ শিশির
২৬ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার

আমার চোখের ছানির তলে
ভালোবাসা ছিল তোমার জন্যে
ধীরে চলার বোলে কিছু
মায়ার অবকাশ ছিল
তুমি যখন এলেই না
তবে কাচস্বচ্ছ চোখ নিয়ে আমার আর কি হবে বলো…!

মেঘের উপর ছোট্ট বাড়ি

তোমায় দেয়ার কথা ছিল
কথা ছিল দুহাত ভ’রে
মেঘের শিশির হাতে মেখে তোমার দুটো গাল ছোঁয়ার,
যখন আমার হ’লেই না
তবে এই হাতে গোলাপ ছুঁয়ে আমার আর কি হবে বলো…!

ভোরের মটরশুঁটির ক্ষেতে তোমায় নিয়ে যাবার কথা ছিল আর্দ্র ধুলোর মেঠো পথে
তোমার প্রতি পায়ের ছাপে
আমার পা মেলানোর কথা ছিল
তুমি যখন অন্য নীহারিকায়
তবে মলিন শিশির ভোরে
একটু একটু ক’রে ওঠা
বেকার সূর্যের হাসি দেখে
আমার আর কি হবে!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

সপ্তবর্ণা বঙ্গবন্ধু
— পারভেজ শিশির
১৫ অগাস্ট ২০২৫ শুক্রবার

তুমি কখনও ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু
একটু একটু ক’রে তৈরি হতে দেখেছো কি?
কেউ কেউ আছে যারা চোখের অন্তরাল হলেই
চোখের আগে আরও আরও ঝিলমিল ক'রে ওঠে...!
সেই উজ্জ্বল মহানায়ক শেখ সাহেব, বঙ্গবন্ধু
যার নাম লিখতে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া অবধি,
সবুজ প্রান্তর আর রক্তিম সূর্য ওঠা আকাশ লেগে যায় ~

যার গলায় ঝুলেছিল ষড়যন্ত্র মামলার কণ্টক মালা,
জনতার কাছে যাকে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল দেশদ্রোহী ব'লে... নিজের চোখে যাকে দেখতে হয় নিজের জন্যে খুড়ে রাখা কবর, দেশ মাতৃকার জন্যে তবে তার দুর্বার প্রেম দেখেছো তুমি! কিভাবে ৩২ নম্বর বাড়ির মেঝে দেয়াল সিড়ি,

পারিবারিক উৎসর্গের উৎসবে রক্তরঙ্গিন হয়ে ওঠে...!

যে অগ্নিপুরুষ আলো ছড়াতে চেয়ে একদিন
ছাইচাপা পড়েছিল দুষ্কৃতকারী কিছু কালো হাতে...
অথচ যে আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হবেই,
সেই সুবর্ণ দ্বীপ সৃষ্টিকারী জ্বালামুখ কে রুখতে পারে...!

৭ই মার্চ ১৯৭১, উজ্জ্বল রোদেলা আগুন দিনে
লাল সবুজ পতাকার মাঝখানে প্রাণপ্রিয় বাংলার,
অভিমানী শোষিত প্রজ্জ্বলিত মানচিত্র যেন,
সেই সপ্তবর্ণা বজ্রনিনাদী মহান নেতা'কে
শিখিয়েছিল শিকল ভাঙা দ্রোহের বিদ্যুৎ মন্ত্র ~
যে মন্ত্রে শত সহস্র রক্তবীজ অঙ্কুরিত হতে পারে,
যে অবিনাশী মন্ত্রে মুহূর্তেই ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে ওঠে
যার অপ্রতিরোধ্য মুক্তির স্বরলিপি হাতে,
'যা কিছু' আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা যায়...
বাংলার প্রতিটি ধুলিকণা আজও বুঝি তাই,
স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু সমার্থক ব'লে নীরবে সাক্ষ্য দিয়ে যায়...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

শিরোনামহীন সভ্যতা
— পারভেজ শিশির
১৩ অগাস্ট ২০২৫ বুধবার

ইতিহাসের পাতায় পাতায় উপমার শেষ নেই

রাজমুকুটে জমে আছে অব্যক্ত আর্তনাদ,

কখনো প্রতিশ্রুতি সর্বস্ব হয়ে আসে তারা,

সময়ের স্রোতে মনে তাদের বিপরীত বাতাস।

ক্ষমতা কেন উভ্রান্ত ক'রে দেয় মস্তিষ্ক

মানুষের বিশ্বাসকে করে বাজারী পণ্য,

আদর্শ ন্যায়সঙ্গত কারণ আর ব্যাকরণ মানে না

শুরু হয় অপেক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষা...

বাতাস আজ যেন ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে
কোথাও যেন অদৃশ্য মাতমের মেঘ জমে আছে। নগরের পথে পথে মানুষের ঢল,
দারিদ্র জরা দৈন্য আজ আর জয়ী নয়
সর্বজয়ী হয়েছে মানুষের হিংসা অহংকার দম্ভ - অসংবিধিবদ্ধ অধিকারে ঝড়ের মতো ছুটছে তারা, চোখে সবার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, বন্যতা সহনশীলতা আর ক্ষমা, অভিধান থেকে উধাও
যেন প্রতিহিংসার নব প্রভাতে রক্তিম সূর্যোদয়।

প্রদর্শনী নেই তবু মঞ্চ সাজানো হয়েছে,
না, কোনো অভিনয়ের আয়োজন চলছে না
মঞ্চের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে স্বৈরাচার, শিশুর হাসি কল্লোল, স্বাধীন পতাকার দুলুনি, অজস্র বিস্মিত চোখে সে আজ একমাত্র আসামী!
অথচ একদিন এই অভিযুক্তের সাথী ছিল অনেকেই, পৃথিবীর পথমঞ্চে বার বার একই দৃশ্যের অবতারণা...

কখনো আলোকিত প্রদীপশিখা হয়ে
চতুর্দিকে জীবনের রঙ ছড়িয়ে কেউ কেউ,
শূন্য ক'রে দিয়েছে নিজেকে অনায়াসে
আজ সেই মঙ্গল প্রার্থিত চোখে প্রশ্ন,
কেন জনতার কাছে সুহৃদ বন্ধু
সময় যেতে না যেতেই স্বৈরাচার হয়ে যায়! মানুষের কণ্ঠে মেঘমন্থিত গর্জন,

“যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই” কিন্তু ন্যায়পরায়নতা কোথায়? এ চর্চা কার? শুধুই শাসকের, নাকি জনতার?
অনেক বিপদ ঘ'টে যায় একটি দুটি ভুলে,
জনতার উত্তাল প্রতিশোধের দাবানলে...

শেষে মঞ্চের আলো নিভে গেলে,
শূন্য চত্বরে পড়ে থাকে পতাকা, নির্বাপিত স্লোগান, এবং ইতিহাসের ধুলোর নিচে চাপা কিছু অশ্রু। জনতার আদালত রায় দিয়েছে,
"হটাও স্বৈরাচার বাঁচাও দেশমাতৃকা
দিকে দিকে ওড়াও স্বাধীন পতাকা"
কেউই চিরকাল রাজার আসনে থাকে না,
যে হাত একদিন আশীর্বাদের নৈবদ্যে ছিল পূর্ণ সেই হাত নিজেই ছুড়ে ফেলে দেয় রাজমুকুট, সবাইকে মানায় না ব'লে উৎখাতও হয় কেউ কেউ। রাত গভীর হলে বাতাসে ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাস, এবার কি সত্যিই জেগে উঠবে সভ্যতা মঙ্গলময়তা আর কল্যাণের বাণী শুনিয়ে!
কিছু হোক না হোক, জেগে থাকে প্রতীক্ষা...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

মানুষের মহাকাব্য
— পারভেজ শিশির

১১ অগাস্ট ২০২৫ সোমবার
পূর্বিতা—
[নড়াইলের লাল মিয়া, মাটি ও মানুষের চিত্রশিল্পী, চিত্রাপাড়ের চিত্রগুরু 'এস এম সুলতান' এর ব্রাশস্ট্রোক এখনও আমাদের শোনায় মেঠেল মানুষের গান, দেখায় মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাময় শক্তি, আর শেখায়- শিল্প যদি মানুষের জন্যে না হয়, তবে তা কখনো প্রকৃত শিল্প হতে পারে না...]
কীভাবে তোমরা মানুষ হয়ে উঠেছো?
কখনও কি নিজের শেকড় চেনা যায়,
মানুষের কাছাকাছি না হলে?
মানুষের জন্যে মানুষ হয়ে ওঠো~
যদি তুমি ঘুমিয়ে থাকো,
চোখ খোলো, জেগে ওঠো...

কী এক অপ্রতিম দৃষ্টিতে, কেমন মমতায়, মাটির বুক চিরে উঠে এসেছে!
বলিষ্ঠ বাহু যুগল, রোদে পোড়া তামাটে মুখ, শুধু গ্রীষ্মের রোদ কেন,
দারিদ্রের আগুনও তাদের থামাতে পারে না তাদের কপালে পবিত্র ঘামের চিকচিক,
আর সেই ঘামের প্রতিবিম্বে
আকাশের নীল জমে থাকে।

তুলি ছুঁয়েছে গরুর সুঠাম দেহ,
ফসলে ফসলে ভরপুর ক্ষেত খামার
আর মানুষের শিরা-উপশিরায়
পেটানো পেশীতে লুকিয়ে থাকা
অদম্য অলৌকিক শক্তির রেখাচিত্র। প্রকৃতির সবুজ, হলুদ বাদামী ফসলের মাঠ! প্রকৃতির সবুজ আসলে কি কোনো রঙ!
বরং এ মাটির গর্ভে জন্ম নেওয়া

প্রাচীন আত্মবিশ্বাসের সিলমোহর।

কৃষককে, 'রঙচিত্রী' এঁকেছেন মহাকাব্যের নায়ক, গরু'কে জীবন-যুদ্ধের বাহন,
লাঙ্গল আর কাস্তেকে অস্ত্র ~
কিন্তু ফসলের ক্ষেতকে যুদ্ধক্ষেত্র নয়
বরং জন্মক্ষেত্র, যেখানে বীজ মানে ভবিষ্যৎ।

শিল্প তাঁর কাছে কেবল প্রদর্শনী উৎসব নয়,
এ জীবনদর্শন, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি~
কবি ও কবিতার মত কাছাকাছি, হাতে হাত
যেখানে গতরখাটা ঘাম,
চিত্রশিল্পের রঙের চেয়েও গাঢ়,
আর দু'মুঠো ভাত, স্বাধীনতার স্বপ্ন ক্যানভাসে লেপ্টে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

শিশুর হাতে 'চিত্রকবি' তুলি তুলে দিলেন, বললেন, “তুমি বাসগৃহ আঁকো,
যেন আকাশগঙ্গায় এ পৃথিবী গ্রহ,
দেখায় আরও নীল আরও নীল”
তিনি জানতেন, আগামী প্রজন্ম একদিন
এই বাংলার ধুলো মাটির গান গাইবে,
ওরা মানুষের ছবি আঁকবে,
আর সেই ছবিতে আবারও
ফুটে উঠবে মানুষের মহাকাব্য...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

এ মরণ আমাকে ছোঁবে না
[প্রবাসী অগ্রজ কবিবন্ধুর প্রয়াণে একান্ত শোকগাথা]

— পারভেজ শিশির
৯ অগাস্ট ২০২৫ শনিবার

সে আর নেই..!
দিয়েছিল যে মহাপ্রাণ
এই ক্ষুদ্র শব্দগন্ধী মনে মহাকাশের সন্ধান,
এবার সে পাখি উধাও হলো,
আর সে ফিরবে না কোনো অজুহাতেই...

কীভাবে কত উৎকণ্ঠায়
এই পঁচিশটি দিন কাটিয়েছি, সেটা আর কাকেই বা বলবো...!

আজকে খানিক আগেই, টুং ক'রে
একটা চিরকুট আসলো, টলেডো থেকে, বজ্রপাতের মত... একটা চিরকুটেই যেন গৃহ আমার অন্ধকার হয়ে গেল...

শুধুমাত্র ওর কণ্ঠটি শোনা ব্যতীত,
আমার প্রিয়তম অসমবয়স্ক মানুষটিকে,
আমি কোনোদিন চোখের সামনে দেখিনি,
আর কোনোদিন দেখতে পাওয়ার আশাটাও
আজকে শেষ হলো...!
সেই সাথে, বাংলাদেশ থেকে মার্কিন মুলুকে অভিবাসী, একটি দীর্ঘ উপন্যাসের সমাপ্তি হলো..

তাঁকে নিয়ে হয়তো অনেক অনেক স্মৃতিকথা রয়েছে, অনেক অনেক কবিসাহিত্যিক বন্ধুর,
সেগুলো হয়তো অনেকেই প্রকাশ করবেন,
হয়তো করবেন না...

কিন্তু তাঁর লেখা কবিতা,
সবার সাথে একইভাবে কথা ব'লে যাবে...

বহু বছর আগে কোথাও, ওর লেখা পড়ে,
মন্তব্যে শুধু "অতলান্তিক" শব্দটা লিখেছিলাম, সেই থেকে সে আমায় ভালোবেসেছিল...
তারপর অজস্র অনুভব বিনিময়,
প্রশ্নোত্তর, গান ও কবিতা,
এতদিন বাংলাদেশে অবস্থান ক'রেও
যেন আমি টলেডোর এই মহাপ্রাণ মানুষটির
পায়ের কাছে ব'সে সহস্রাব্দীর পাঠ নিয়েছি...& সেই পাঠশালা আজ বন্ধ হলো...

মুক্তমঞ্চে একদিন সে
আমাকে নিয়ে এসেছিল,
আমার সামান্য লেখা, মানুষটা বড্ড ভালোবেসেছিল... কবি ও পাঠকের প্রেম প্রাচুর্যের যেন এ মহাকাব্য, আজ হাজার হাজার জোনাকি স্মৃতি
মনের মধ্যে নিভছে জ্ব'লছে...

"কবির সমাধি'ও যেন এক
বেদনাময় কাব্যের সৌধ
যেখানে কখনও না কখনও
দেখা যাবে কোনো,
মহাকালের আবর্তে হৃতসর্বস্ব তার মানস-প্রিয়া এসে,
অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে হারিয়ে যায় কালের গহীন অতলান্তিকে...

শুধু কারো দীর্ঘ নিশ্বাস রয়ে যায়...
রয়ে যায় কারো একটি খোঁপার ফুল,
কিংবা মৃদুল পায়ের একটু উষ্ণতায়
জেগে ওঠে হলুদ সবুজ পাতাবাহার..."

ওর প্রিয় গানটি আজ সত্যিই
খুব চোখের জলে ভেসে, কান পেতে শুনছি —

"সাসোঁ ক্যি মালা প্যে সিমরু ম্যে, পিঁ কা নাম...."

যতদিন এই দেহে প্রাণের সঞ্চার থাকবে,
তেমনই সে আমার সাথে সাথেই স্পন্দিত হয়ে চলবে... ...
সে কবিপ্রাণ,
জীবন মন্থন ক'রে এই অকৃতিরে দিয়েছে যে সত্যাসত্য অভিজ্ঞান...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

মানসী মহুয়া
যেন কয়েকটি মুহূর্ত কেবল
তুমি আমার কাছে ছিলে না,
অথচ কেমন রক্তহীন নির্জীব
সাদা শিমুল তুলো হয়ে গিয়েছি ~
তাহলে কি নিরর্থক হলো সকল প্রার্থনা!

রাত্রির স্মরণিতে তাঁর নিক্কন পদধ্বনি যেন কোন সুদূর স্বপ্নদেশি সংগীত,
সে তখনও আসেনি নয়ন ঘিরে

আমি শব্দে শব্দে গড়েছি তাঁর প্রতিমা...

তুমি এখন আমার হয়েছো
আর কোনো বিদ্রোহ হয় না,
যে দ্রোহে প্রতি নিষ্কাম বসন্ত
গোলাপ সুরভিতে হতো দগ্ধ,
রক্তাক্ত হতো সুদৃশ্যমান
হাজার উড্ডীন বলাকা…

যা কিছু প্রবল তীক্ষ্ণ কাঁটাতার
ছিল আমাদের মধ্যেখানে,
কারো কারো মনের নিপাট জ্বলুনিতে সীমা ছাড়াতো আমাদের প্রণয়সন্ধ্যা, সব আবিলতা আর ধ্বংস পার ক'রে…

উচ্চকিত হে মানসী মহুয়া,
তোমায় তবে এবার পেতে চলেছি…
এখন সমান্তরালে হেঁটেছি আমরা
জানি নিশ্চিত একদিন অনন্তে,
আকাশের একটি অদৃশ্য সীমানায়
আমরা তারায় তারায় মিলবো একেবারে…

উত্তরী বাতাসে আজ ভেসে এলে মহুয়া,
স্মৃতির নকশি কাঁথা জড়িয়ে তুমি অনন্ত স্পর্শ, প্রতিটি নিশ্বাসে একটিই নাম ধ্বনিত
মানসী মহুয়া, চিরকাল তুমি কেবলই স্থিরচিত্র...

তোমার স্পর্শ মেদুর অঙ্গুরীয় চোখ
আমার ঝাপসা চোখে চেয়ে
কয়েক ফোটা ঝরায় পান্না অশ্রু,

অথচ মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত
তুমি আমার কাছে ছিলে না…!

উত্তরীয়:
প্রেমিকা 'মানসী মহুয়া' কোনো বাস্তব নারী নয় — সে হয়ে উঠেছে কালজয়ী প্রণয় প্রতিমা, যাকে ছুঁতে গেলে বাতাসের মত শূন্য মনে হয়। প্রেমিকের ক্ষেদবাক্যে চিত্রিত হতে থাকে সময়োত্তীর্ণ প্রণয়ের প্রতিচ্ছবি, যেখানে বিদ্রোহ নীরব, বসন্ত দগ্ধ, আর প্রেমযাত্রা, সমান্তরাল গতিতে অনন্তের দিকে ধাবমান। মহুয়া মানসী, ফুলের মতো পেলব হালকা গন্ধস্নাত সর্বোত প্রাণময় অথচ রক্তশূন্য নিঃসারতায় স্মৃতির নকশি কাঁথায় মোড়ানো এক চিরস্থায়ী স্থিরচিত্র — এই দুই বিপরীত বোধে গাঁথা হৃদয়ালেখ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ করে প্রেম ও বিরহের এক মায়াবী দ্বন্দ্ব, যেখানে প্রণয়ীর প্রাণপোড়ানী অসীম ও অমিমাংসিত।

অহর্নিশ ভালোবাসি
— পারভেজ শিশির
১ আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার
জীবনের হিসেবগুলো কাগজে কলমে
কখনও ঠিকঠাক মেলে না,
কতটা পেয়েছি আর কতটাই বা হারিয়েছি,
তা শুধু হৃদয়ের নীলে লেখা রয়েছে / ভালোবাসার অক্ষরে, নিঃশব্দে, গভীরে, যেখানে তুমি আছো, তুমি আছো
আমার সমস্ত প্রাপ্তির শব্দার্থ হয়ে... / যেটুকু সময় ছিল আমার হাতে, নির্নিমেষে / আমি ভালোবেসে বেসে তার সবটুকু,
দারুণ সদ্ব্যবহার করেছি, অলসতা করিনি আমায় কেউ এমন দন্ডে তাই কিছুতেই দন্ডিত করতে পারে না,
আমি কিছুই করিনি এ জীবনে… /
সূর্য উঠেছে তোমায় ভালোবেসে, ডুবেছেও একইভাবে,
সমুদ্র ও আগ্নেয়গিরির গভীর গোপনে

গাছের পাতায় ও পথের ধুলোয়, নির্জন কাশবনে, / জ্যোৎস্না রুপোলী রাতের নির্জন কার্নিশে
আমার ভালোবাসার অনু পরমানু
স্থল থেকে জলে, থেকে যাবে, থেকে যাবে… /
আমার হাতে এখন অফুরন্ত সময়
আমি তাই তোমাকে নিয়ে বাঁসর সাজাই, তুমি কি দেখনি / প্রতিদিনের প্রতিটি ক্ষণে, অহর্নিশ প্রিয়তম, শিউলি ফুলে মেখে থাকা পেলব মিহিন শিশিরে অতলান্তিক সাগরের নীলে, বলেছি না,
তোমাকে এখনও ভালোবাসি, ভালোবাসি…! /
যা কিছু পেয়েছি, না পাওয়ার চেয়ে তা ঢের বেশি
যা পেয়েছি, তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না/ তোমাকে ভালোবেসে একদিন দেউলিয়া হতে চেয়েছিলাম, অথচ এই এক জীবনের ভালোবাসায় বুঝলাম
ভালোবেসে কেউ কোনদিন দেউলিয়া হয়না… /
যত কাঙালই সে হোক, সে যে প্রণয়মুগ্ধ প্রাণ কিছু না কিছু তার কপালে জুটবেই,
যেমন আমার জুটেছে এক মহাকাল ‘তুমি’
আমার হাতের সমস্ত অলস সময়ে তোমাকে,
আদিগন্ত ভালোবেসে যাবো, ভালোবেসে যাবো কিছুতেই এ ভালোবাসার শেষ হবেনা, শেষ হবে না / শেষ হওয়ার মত কোনো ফুরসতই যে হবে না, হবে না… / এই জীবনের শেষ শূন্য বিকেলে
যদি কোনো কবিতার খাতা খোলা হয়, /
তাতে থাকবে না কোনো বিরহের পঙক্তি,
শুধু স্পর্শের কিছু স্মৃতি, প্রণয় আনন্দিত তোমাকে ভালোবেসে খুব যত্নে যা রেখেছিলাম
তা অনন্ত মেঘের পালকিতে তুলে দিয়েছি;
আমার কবিতায় অহরহ লেখা রয়েছে, দেখে নিও
“সে ভালোবেসেছিল… অহর্নিশ অসীম পূর্ণতায়।”/

তিনটি প্রশ্ন
— পারভেজ শিশির
৩০ জুলাই ২০২৫ বুধবার

[নিঝুম জানে এ রাত্রি, কিভাবে জেগে রয়
পীড়িত আত্মা, কোন্ গহীনের কথা কয়
শান্ত দীঘল মোহিনী সুবাতাস এসে এসে
নিয়ে যায় তাঁরে না দেখা অজানা দেশে]
বিমূর্ত অর্থই কি দূর্বোধ্য…?! বিচ্ছিন্ন শ্বেত কৃষ্ণ স্বপ্নে মাঝে মাঝে দীর্ঘান্ধোকার টানেলের শেষ মাথা থেকে ভেসে আসে কিছু চিত্রনির্ভর নূরানী হায়্যারোগ্লিফিক্স… এসে পৌছতেই এগুলো অনুবাদিত হয়ে যায় প্রায়-বোধগম্য কোনো অত্যাধুনিক ভাষায়… যে যার মতো বুঝে নেয় এর জৈব-গাণিতিক সারাংশ… এর পর আবারও হায়্যারোগ্লিফিক্স, আরও এবং আবারও…
[ইন্সটলেশ্যন স্টার্টস]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⇒

প্রত্যেকের হৃদপিন্ডের দুই নিলয়ে
দুজন রক্তখেকো কবির বসতি আছে
একজন কামার কবি, কুমার কবি অন্যজন
একজন গড়ার জন্যে ভাঙে,
অন্যজন গড়ে ভাঙার জন্যে…

বুঝতে পারলে ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক, না পারলে ঐকিক। তুই কোন্ কবির দলে – কোন্ কবি তোর রক্ত বেশি টানে? দীর্ঘ দুষিত নীল নাকি হৃস্ব লাল বিশুদ্ধ…!
এ হলো প্রথম প্রশ্ন।

দুজনই কবি। পরস্পর আত্মমনোযোগী, পরস্পুরক।
কে কাকে অবহেলা করবে? আদৌ করবে কিনা?
তারা কী একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ…!
এ হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন।

মনে কর্, এ প্রশ্ন তোকে যে করেছে, সে কেউ না!
তুই কাকে উত্তর দিবি? আদৌ দিবি কিনা?
অসীম বিলীনে’ও সত্তা কি থাকে দ্বিধাবিভক্ত…!
এ হলো তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন।

এ হলো কবি যুগের আদি প্রশ্ন। উত্তরাতীত প্রশ্ন।
যে গুলো প্রশ্নই না, তার উত্তরের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নির্মুক্ত প্রহসন। মহাকালের। ও গুলো প্রশ্ন না…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⇐ ⌠ইন্সটলেশ্যন রোল্স ব্যাক⌡

____

⌠প্রাচীর প্রবাহি তেলাকুচা ফল লতা
আরও আরও বেশি স্রোতবাহি হয়ে ওঠে
জানিনে কোথায় পায় এত কথকতা

স্বপ্নেরা প্রায়ই মুক্তিতে মাথা কোটে…⌡
⌠শূন্য দিঘল রাত্রি / সূর্যাস্তের পদাবলী⌡

স্থানান্তর
২৮শে জুলাই ২০২৫
১৩ই শ্রাবণ ১৪৩২ সোমবার

একটা দিনের অপেক্ষায় মাসের ২৯ তারিখ… মেয়েটা পোষা বিড়ালটা ফেলে যেতে চাইছে না, শোকেইসের সব জিনিষ কার্টনে বাঁধা হয়ে গিয়েছে চিনামাটির প্লেট বাটি, চায়ের কাপ, জলের গ্লাস!

জলে ডোবা কাচের গোলকে সাহেবি বর-বউ শ্বেতপাথরের স্যুভেনিয়্যের্ তাজমহল,
ফাঁকা শোকেইসটা এখন শুধুই কাঠের কংকাল!

জানালার শার্শিতে সকাল রোদের কুসুমি আলো বকুল গাছটার পাতাগুলো কেমন ছুঁয়ে থাকে, বিছানার চাদরে ‘রোদের মেঘ’ সরে সরে যায়!

'আমাদের মনে হওয়া' ঘরের চিনে ওঠা ঘুলঘুলি কালো খয়েরি পালকের তিরতিরে চড়ুই,
এখনও একভাবে তাকিয়ে থাকা বেসিনের আয়না!

অফ-হোয়াইট দেয়ালের একটা পেরেক
মনের মধ্যে বার বার খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে, সিরামিক টাইল্সের মেঝেও কেমন ঠান্ডা!

পর্দাহীন শূন্য জানালা দিয়ে আর কিছুতেই নরম রোদের আলো এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে না, শখের খেলনা আর মেঝেতে ছড়িয়ে নেই…

বুকের মাঝখানে সেই একই ব্যথার সাইরেন, কত কতদিন আজ এই পরগৃহে বসবাস…
চলে যাওয়া কত সহজ, অথচ ফিরে আসা!

মেয়েটি ছোট কিন্তু তার ব্যথা অনেক বড় চলে যেতেই হবে, এতটুকুই শেষ সত্যি,
এ পৃথিবীটাই যে একটা বিশাল ভাড়া-বাড়ি!

কোনো কোনো জানালায় মন বসে যায়
বিকেল ফুরিয়ে গেলে মন কেমনের আলো,
সব ছেড়ে গেলেও রেখে যায় একটু যন্ত্রণার রঙ ঘরের মেঝেতেও তবে এত আদর মেখে থাকে!

একটা দিনের অপেক্ষায় মাসের ২৯ তারিখ

পোষা বেড়ালটা ফিরেছে প্রতিদিন একই নিয়মে, শোকেইসের সব জিনিষ কার্টনে বাঁধা হয়ে গিয়েছে
চিনামাটির প্লেট বাটি, চায়ের কাপ, জলের গ্লাস!

পৌনঃপুনিক স্খলন
— পারভেজ শিশির

১২ই শ্রাবণ ১৪৩২
২৭ জুলাই ২০২৫ রবিবার

[মাতৃভূমির স্নেহার্দ্র প্রচ্ছায়ায় অনিবার্য মমতাময় টানে, গভীর যন্ত্রণার অভিমানে প্রহর-প্রহরান্ত বসে থাকে কেউ কেউ, যেন তাঁর অপেক্ষা স্বাধীনতার, স্বীকৃতির অথবা নির্ভুল অনতিক্রম্য শোকের... যা কিছু বিব্রতকর রূপকের অবতারনা হলো, সবই অন্তর্দ্বন্দ্বময় দেশপ্রেমে হয়তো অচিহ্নিত আত্মবলি... সত্যিই নিরর্থক হয়ে যায় এভাবেই কিছু বৈভবী প্রাণ...]

আশায়, আশঙ্কায় নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকি
কখন নীরবে দিনশেষে প্রিয় রাতের অন্ধকার নামবে,
আর তুমি, আমার পূর্বপ্রিয়া থামবে একটু!

জানি, রাত ছাড়া আমায় স্মরণ করো না...
রাতের গা’র কালো পোষাক দেখে
আমার অবয়ব মনে পড়ে,
"আমি কৃষ্ণ এটা আমার সৌভাগ্য,
না হলে এ জন্মে তোমার প্রেম পেতাম না…"

তোমাকে চিঠি না লিখে কবিতা দিতাম রোজ; সত্যিই কবি হতে চেয়েছিলাম
নাকি শুধুই সেজেছি, মনে পড়ে না।

তবে আজ দেশ ও কালজয়ী হয়ে উঠতে
ভারি ইচ্ছে হয়, জানো!?
তুমি তবে একটু অবসর ক'রে
ছুটে আসতেই তোমার কবি’র কাছে…
সে তাহলে এক ভীষন পাওয়া হতো, তুমি কি বোঝো!

আজ বুঝি, তখন বুঝিনি
চিঠির চেয়ে কবিতা বেশি ভারী হয়!
তাই বুঝি ওগুলো ফেলে দিয়েছো?
নাকি চন্দন কাঠের বাক্সে আজও তেমনই আছে!

নীলাভ ধুসর সর্পিল ধোঁয়া দেখে যদি,
তোমার ভাবনায় যতিচিহ্নের অকাল ব্যবহার ঘটে, তাই আলো নিভিয়ে সিগারেট ফুঁকি একটার পর একটা… আজও এ কথা মনে করি আর হাসি,
ঝড়ের বেগে হেসে
বুকের ভেতর ঝুলবারান্দায় যে ইজি চেয়ারে, তুমি হেলান দিয়ে বসে থাকতে, সেটা উড়িয়ে দিই…

তোমার মৌমাছি ভালোবাসাগুলো আমার মৌচাক বুক মধুপূর্ণ করেছিল এক সময়,
নিরেট অকৃতজ্ঞ তো আর হতে পারিনে,
তাই সহস্র ষড়ভূজ শূন্য ফোকর হয়ে
শুধু সুলভ বাতাস খাচ্ছি…
দিনের আলোয় ভরাট মারণাস্ত্রের সামনে অভিনয়ে, বানিজ্যিক অভিনেতা আমি,
কীভাবে এত অকথ্য জীবনযাপন করছি বুঝিনা!? বাস্তবিক আবেগে নাকি আবেগী বাস্তবে??

কিন্তু রাতের কালোয়?!

তোমার ভাবনায় এমন স্বেচ্ছাচারী
গোঁয়ার সম্রাট আর কে হতে পেরেছে?
প্রতিদিন রাতে আমার ছাদ মেঝে হয় আর মেঝে ছাদ, অনবরত ছাদ মেঝে, মেঝে ছাদ…

তখন ছাদে উপুড় শুয়ে শুয়ে
মেঝেতে বৈদ্যুতিক পাখার লাট্টু ঘোরা দেখি,
একটু একটু করে সেটা মাটির গভীরে প্রোথিত হতে থাকে, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত আমি চেয়ে থাকি স্থীর, দ্বিধাহীন, শঙ্কাবিহীন…

স্বপ্ন ঋতুর শহরে
— পারভেজ শিশির

১১ই শ্রাবণ ১৪৩২
২৬শে জুলাই ২০২৫ শনিবার

জন্ম আমার ১ রোদ বৃষ্টির শহরে,
যেখানে রোদ গ'লে পড়ে জল-কাদায়,
আর আকাশের রঙ মিশে যায় আমার চোখে~
স্বপ্নের সোনামাছেরা ঝাঁক বেঁধে আসে যে শহরে...

শিহরিত শৈশবটা বেশি দূরে নয়,
নিষ্প্রাণ খেলার মাঠে অঙ্কুরহীন ঘাসে, চিলেকোঠায় অচেনা স্বপ্ন,
খাঁ খাঁ দুপুরের বুক জুড়ে ছেঁড়া স্কুল ব্যাগ, আরো আছে রাবারের জুতো,
ফেটে যাওয়া, ঢিলে হয়ে যাওয়া মোজা,
যেন এই শহরের মতো, আমিও পুরনো হয়ে গেছি...

২ টাকার টিফিন ~
একটা শুকনো পাউরুটি,
বা কোনোদিন ১ ঠোঙা ঝালমুড়ি ~
সিলভার বাকশের ভীড়ে,
ছেঁড়া স্কুল ব্যাগ নিভৃতে আড়াল খোঁজে, আকাশ জেতার অলীক স্বপ্নে মাথা ধ'রে আসে ~ সে স্বপ্ন আজও সেদিনের মতই মলিন...

নিউজপ্রিন্ট কাগজের মতই
জীবনটা কুঁচকে গেছে,
মায়ের ভ্রুতে জমেছে গভীর কুঞ্চন,
যখন বকেয়া বেতন পিছু নেয়,
অভিমানী পেন্সিল, সস্তা রাফখাতা
নিয়ে ফিরি নিঃসঙ্গ গলির মাথায়,
এখানে কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া গেল না...

প্রায়ই অকৃতকার্য ঘুমপাড়ানী গানের শব্দবাহুল্য রাত, অবিচল বাড়ন্ত চালের সংসার ~
আক্ষেপের দিনগুলোতে আকাশ ভারী হয়,
আমাদের দিঘল স্বপ্নের মতো...
এ শহর জানে না, কেমন ক'রে শাসন করে ক্ষিদে,
ওই ১ই অসভ্য ক্ষিদে ~
যা আমার পেটের ভেতর
দাঙ্গা বাঁধিয়েছে প্রতিদিন...

স্বভাব নষ্টের প্রহর গুনে গুনে বয়ে যায় বছর, নিষিদ্ধ শব্দেরা শহরের দেয়ালে নির্লজ্জ লেপ্টে থাকে, সাথে সাথে আমার কৈশোরও অশ্রাব্য ~
অভিশাপ আর বঞ্চনার মিছিল ডাকে,
তবুও আমি চলি ফিরি, অভিমান করি

আমার মতই অভিমানী শহরে ~
আমার কাঁধে লেগে থাকা ছেঁড়া স্কুল ব্যাগে, থাকে কেবলই জীবনের অঢেল হিসেব-নিকেশ ~ কখনো যোগ হয়, কখনো বিয়োগ...

আকাশ থেকে জলকণা ঝরে পড়ে,
আমার জন্মশহর ভেজে,
আমার ভেতরেও বৃষ্টি নামে,
তবুও সেই জল কখনো মুছে দেয়নি
আমার জরাজীর্ণ যৌবনের ক্লান্তি...
অসন্তুষ্ট তারুণ্যটা গিলে খেতে চেয়েছে অপেক্ষিত সময়, হয়তো সেই সময়েই লুকিয়ে রয়েছে,
আমার সব বঞ্চনার উত্তর...

চোখ বুঁজলে দেখি,
আমার শহরের প্রতিটা গলিতে,
রোদচাটা প্লাস্টারখসা ইটের গন্ধে ~
আমার শৈশব গুম হয়ে আছে...
ফাঁকা মাঠে আমি হুতোশে দৌড়াই,
ছিঁড়ে যাওয়া জামা আমার উড়ন্ত পতাকা, স্বপ্নগুলো পাথরের চেয়ে ভারী হয়ে পড়ে...

আমার শহর ভেজে বৃষ্টিতে,
আমার ভেতর ভিজে যায় ক্ষোভে,
জন্ম আমার এই কষ্টের শহরে,
যেখানে ইতিহাস মাপা হয়
ঐতিহ্যের গালভরা ধন ধান্য পুষ্পে...
তবুও এই শহর আমার,
টুকরো টুকরো অমূল্যবান ব্যথা নিয়ে গড়ে ওঠা আমি, জন্ম থেকেই জ্বলতে শিখেছি...

আমার কলমে, অন্ধকার কালিতে
আমার ক্ষতবিক্ষত হাতে,
লেখা হতে থাকে ১ নতুন সকালের গল্প ~
যে সকাল ছুঁয়ে যাবে ছেঁড়া স্কুল ব্যাগের গ্লানি, শুধু সেই সকালেই হয়তো,
আমার জলজ শহর হাসবে,
শিহরিত শৈশব মুক্তি পাবে,
আর রাবারের জুতো পায়ে
আমি দৌড়ে চলে যাব ~
ক্ষিদে, বঞ্চনা আর ভাঙা স্বপ্নের গণ্ডি পেরিয়ে, অজানা কোনো নতুন পৃথিবীর দিকে...
তখন আমার মায়ের ভ্রু আর কুঁচকাবে না, নিউজপ্রিন্ট কাগজে আঁকা স্বপ্নগুলো
পূরণ হবে আর, কোনো ১ দিন —
উজ্জ্বল অভিমানী এই জন্মশহরেই...

বেখবর বায়সনামা
— পারভেজ শিশির
৮ই শ্রাবণ ১৪৩২,
২৩শে জুলাই ২০২৫ বুধবার

‘কিছু কালো কাক উড়ে এলো
আমায় লক্ষ্য করে,
যাদের কে একদিন দূরে
উড়ে যেতে সাহায্য করেছিলাম যাতে সেগুলো আমাকে বারে বার ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে না পারে…

‘খুব চেষ্টা করেছিলাম
কাকগুলো থেকে বেঁচে থাকার
কিন্তু মুক্তির কোনো উপায় পাওয়া গেলো না, চারিদিকে উঁচু উঁচু দেয়ালের বাগান…

‘সত্য থেকে মিথ্যার দিকে যে ঝোঁক
এর শক্ত প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা গেলো না উদ্দাম ফাঁকা___________________
আকাশে কাকগুলো উড়লোই…
‘আমাকে ভোঁ-তাড়া করে বেড়াচ্ছে কাকগুলো সকাল সঁন্ধ্যে, অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত
পারেও বটে…
অপর্যায়ক্রমিক হারি আবার জিতি’ও মাঝে মাঝে…

‘মিথ্যেচারীর কাছে
কাকগুলোকে ভালোবাসতে শেখা প্রথম
অতঃপর অন্যান্য পাপ শুরু হলো,
ক্রমাগত…
নিয়মিত স্খলণ কেবলই অলক্ষ্যে থেকে গেল
প্রাথমিকে উত্তীর্ন হলেও মাধ্যমিকে আটকে গিয়ে বুঝলাম, কাকগুলো লুসিফারের সাথে চুক্তিবদ্ধ…
‘আলোকিত পথে যে কোনোদিন হাটিনি, এমন নয়,
তাই, আলোই ছিল উদ্দেশ্য, পথকে দোষ দিইনি…

অবশেষে আলো তো দূরের কথা,
একটা জোনাকিও মিললো না,
নিদেনপক্ষে যেখান থেকে এসেছিলাম
ফেরা যেতো!
‘যেখান থেকে তোমরা আসো,
যেখান থেকে আমি এসেছি,

খুঁজে খুঁজে হারিয়ে ফেলেছি; চেষ্টা জারি থাকলেও কাকগুলো খুব বিভ্রান্ত করে, ঘুলুট পাকায়…'

‘নিষিদ্ধের অমোঘ আকর্ষণই খেলো চিরকাল,
বেড়ার ওপাশের ওগুলো ঘাস,
এপাশের গুলো লোম,
স্বনির্মিত কারাগারে এখন পঁচে মর্…
তুই কাঁথা, সুঁইও তুই…
‘কালো কাক’কে আর বিশ্বাস নেই, একটুও না,
এর হাতে পড়েছো কি মরেছো, একেবারে কালো টানেল…

ফিরে আসলেও নির্ঘাত
কিছু না কিছু ফেলে আসবেই… এই রে!
‘পরশপাথরের মতো তুমি’ও
হতে পারতে কেউ বা কিছু,
‘শুভাশীর্বাদের দানে তুমি’ও
হতে পারতে কেউ বা কিছু,
মানুষের মাঝখানে থেকে হতে পারতে উর্বর,
তেঁতো শোনালেও কথাটা মিষ্টি, এখনও দেখেশুনে চলো হে…

‘যার যায় শুধু ‘সেই’ বোঝে,
সন্তান শয়তানের দোসর হলেও
কোন্ এক কি টানে যেন বুকে ঝিম্ ধরে মা’বাবার-ই,
আগে বুঝিনি, এখনও বুঝতে কষ্ট হয়…
কোথায় যে যাবো!
‘অপচিত সময় এখন আমকে
নিশ্চিন্তে অপচয় করছে,
কাকগুলোকে মেরে ফেলতেই হবে,
উপায় নেই আর…

আগে তবুও আকাশ দেখা যেতো, আর এখন~! নাহঃ… ‘মরণোন্মুখ সব্বাইকে
বলার মতো কথা একটাই,
কোথাও কোনো কালো কাক দেখেছো,
মেরে দাও____________________
এখনো কারো কারো হাতে নিশ্চয় সময় আছে,
একটু দাড়িয়ে নীল আকাশে নিষ্পাপ চেয়ে থাকার…

"কত প্রাণ এভাবে অন্তর্হিত হবে
জানিনে, জানা নেই কবে?
কীভাবে এমন সমস্ত ব্যথার্দ্র মুখ
প্রাণময় কোমল কিংশুক,
চলে যাবে হঠাৎ হঠাৎ না ব'লে
যাবার সময় হ'লে,
কখনও আর দেখা হবে না
প্রিয় আঙুল এই চিবুক আর ছোঁবে না
চাইবে সে অন্তিমে সামান্যতম তৃষ্ণার জল
অথচ কী করুণ অদৃষ্ট, শূন্য এ করতল...!"
[শোকের ভাষা নীরব,
তাই চারিদিকে আরও আরও অনবরত প্রাণক্ষয়ী উৎসব... ... ...] How many lives will vanish like this
I do not know,
Nor when it will cease?
How do such tender, pain-soaked faces,
So full of life like soft, blooming silk-trees
Leave all at once, without a word,
When it is time to depart
Never again shall we meet,
Will there be a chance to greet
Beloved fingers will no longer touch this cheek,

For a final sip of thirst, will they seek …

Yet oh, what a cruel fate !

Nothing's here to conpensate

This palm remains empty, nothing's to send

Holding truly nothing at the end.

[Grief speaks in silence,

And thus, all around us, the festivals of death go on and on…]

#Milestone_tragedy

#bloody_july_2025

[illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রাত্রির বুকে শোনা যায় নিঃস্তব্ধ হাহাকার জেগে রয়েছে জানালার ধারে,
যুগক্লান্ত তখনও কোনো অরুন্ধতি বৃক্ষ
কত কত যুগান্তর যাবে অশেষ অভিশাপে,
কে জানে, আজকেও কারো কারো ঘরে
আনকোরা কাঁচা ক্রন্দণ শুরু হবে,
কার নিশ্বাস থেমে যাবে নিঃসাড় দ্বিপ্রহরে...!

কত প্রাণ এভাবে অন্তর্হিত হবে
জানিনে, জানা নেই কবে?
কীভাবে এমন সমস্ত ব্যথার্দ্র মুখ
প্রাণময় কোমল কিংশুক,
চলে যাবে হঠাৎ হঠাৎ না ব'লে
যাবার সময় হ'লে,
কখনও আর দেখা হবে না
প্রিয় আঙুল এই চিবুক আর ছোঁবে না,
চাইবে সে অন্তিমে সামান্যতম তৃষ্ণার জল
অথচ কী করুণ অদৃষ্ট, শূন্য এ করতল...!
[শোকের ভাষা নীরব,
তাই চারিদিকে আরও আরও অনবরত প্রাণক্ষয়ী উৎসব... ... ...]

এখন বিমূর্ত মৃদঙ্গপ্রাণ জায়গা নেয় খবরে, দীর্ঘশ্বাসী প্রাকৃতজন অভ্যস্ত অভাবের সাহচর্যে, তবুও কি আমরা সত্যময়তায় বেঁচেছি?
নাকি নখদর্পণে নির্বোধ অভিমানী
আমরাই সবাই ভীতসর্বস্ব মিথ্যে মহাকাব্য

চেনা জীবনবোধ আজ অপরিচিত
জানাশোনার সীমান্তে কাঁটাতার,
ভালোবাসাও গিয়েছে মহাশূন্যে ~

প্রগতির নামে নির্মিত পাপগ্রস্থ প্রাসাদে এত এত দীর্ঘশ্বাসে মৃত, সে অনন্ত ছুটি চাইছে সেই অশনি পীড়ন কেউ শুনতে পায় না,
শুধু চলচ্চিত্রিত নিঃশব্দ মৃ'ত্যুর মহড়া...

তবু কোথাও হয়তো
এক চিলতে আলোক বীজ অঙ্কুরিত
কোনো একটি হৃদয় মন্দিরে
হয়তো কোথাও নূতন প্রতিবেশে;
যতক্ষণ সেইটুকু আত্মবোধ বেঁচে আছে
নয় আর কোনো প্রতিহিংসা, নয় ক্রোধ আর কোনো~ কেবলই 'বিসর্জন' নয় প্রিয়,
পাষাণ পৃথিবীতে তোমার 'আবাহন' হোক সূচিত...

বিচ্ছিন্ন প্রলাপ
— পারভেজ শিশির
৬ই শ্রাবণ ১৪৩২
২১শে জুলাই ২০২৫ সোমবার

পাঁজরে ব্যথা ছড়িয়ে যায় প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে তবুও জীবনের নামে রুদ্ধ অবকাশে
উদযাপিত হয় প্রবল প্রতারণা,
নিজস্ব বলয়ে হারায় অমানিশা
দগ্ধ হয় দিন, আলোর প্রতীক্ষার ভারে
দেশের সীমান্ত কাঁটাতারে.
জ্বলজ্বলে তেলাকুচা ফুল উলটো ঝুলে থাকে; যেখানে ঘুম নেই, নেই কোনো স্থিতি,
শুধু বিষাদিত আনন্দ স্মৃতি

জন্ম আর মৃ'ত্যু, মাঝে অজস্র বিন্যাস

আত্মার অবিরাম চিৎকারে মানবিক ইতিহাস
পথ হেঁটে হেঁটে তারা ক্লান্ত হৃদয়,
খোঁজে উত্তর, বাজে প্রার্থনার ধ্বনি ছন্দ লয় প্রতিফলিত হয় শুধু নির্বাক নক্ষত্রের চাহনি অলঙ্ঘনীয় বর্তমানের ধুসর ধরণী

আমার দিনরাত্রি বেঁচে থাকা,
মহাশূন্য... সব ফাঁকা
রাতদুপুর ভরপুর অন্নগ্রহণ আর মল নির্গমন এই তো শুধু মোটে দুটো কাজ,
বৃষ্টিতে ভিজি, মাথায় পড়েনা বাঁজ...

অথচ সেদিন শুনলাম হাটে,
নাঙ্গল ঠেলতে গিয়ে কঙ্কালসার কৃষক মাঠে
বাঁজ পড়ে গেছে ওপারে! কে সে? সর্ব্বনেশে?
ধন্য বলি তারে, সে বিশ্ববিধাতারে!
কাকে ফেলে কাকেই না সে, সুনিবার্চিত করে রেখেছে!

পাথর ভবিষ্যত । বর্তমান হিমবাহবৎ,
আর অতীত যেন মেরুপ্রদেশীয় শীত
কোথাও কোথাও শুধু কাব্য-বিলাস,
আর কোথাও শুধু লা'শের উপরে লা'শ...

দিন সপ্তাহ, কাটে কি কাটে না,
যাপিত জীবন যেন দুর্গম গহীন অ্যামাজন! বিস্ময়ে বিবশ বোধ, আজ নিতে চায় প্রতিশোধ... জনসাধারণে ভীতি আজ দ্রব্যমূল্য স্ফীতি, কোথায় বরফ গলে
আর কোথায় উচ্চতা বাড়ে জলে!

উত্তরহীন প্রশ্ন, কত কত ছোট বড়,
হৃদপিন্ডে বঁড়শীর মতন, ভীমরুলের হুলের মতন ঘাতক টেটার মত বিঁধে,
আকাশের দিকে ঝুলে থাকে!

কী করে কী করি আমি!
হায় অন্তর্যামী...
মসজিদ আমার ঘরের নিকটে, রহমান সে কোন তল্লাটে? প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন, টন কে টন প্রশ্ন
আমি অচঞ্চল চক্রবাক, অসহায় সতৃষ্ণ!

উত্তরের আশা নাই, তাই হে বন্ধু বিদায়...
চির বিদায়, হাতের কাছেই যেন আঁধার ছোঁয়া যায়, উত্তরের আশা নেই, আমার সর্ব্বনাশ সেই
যে আমি আর এতটুকুও আমার মধ্যে নেই...

প্রীতিমুগ্ধতা
— পারভেজ শিশির
৫ই শ্রাবণ ১৪৩২
২০শে জুলাই ২০২৫ রবিবার

মনের মধ্যে রহস্যময় নীল আকাশ
ভর দুপুরে ডাক দেয় কেউ দূর থেকে,
শূন্য মাঠে ভেসে আসে ঢেউ আলোর
নিভু নিভু স্বরে থেকে থেকে সুর ওঠে …

অজান্তে কার চোখে যেন সুখ ছাপে
নূতন ভাঁজে চেনা মুখের প্রত্যাশায়,
দোল খায় এক নিবিড় স্বপ্ন অন্তরে
হাওয়ায় কাঁপে প্রেম পুষ্প উচ্ছ্বাসে…

মাছের মত হিমেল দুটো কাঁজল চোখ
যখন কারো মন বাগানে ফুল ফোঁটায়, কোথাও তখন বাঁশী বাজে এমনিতেই
উতল রাঁধা অভিসারের দিন গোনে...

প্রাণে তাথৈ তাথৈ প্রেমের তাল ওঠে নিখুঁত ছন্দে সঙ্গত করে একতারা,
এমন দিনে সকাল আসে ভোরবেলা
সমর্পণের অধীর আশায় রাত কাটে...

যখন যেমন যেথায় খুশি মন ছোটে
প্রাণের ভেতর মহুয়া সুবাস উন্মাতাল শুধু শুধুই পথ হারাতে ইচ্ছে হয়,
অকারণে কারো জন্যে মন পোঁড়ে...

কারো জন্যে নিপীড়িত অবুঝ মন
সারাবেলা একই রকম দলছাড়া,
থেকে থেকে ঘুড়ির সুতোয় সুখ খুঁজে আকাশপথে প্রিয়ার দেশে রওনা দেয়..

জীবনানন্দে সে কী এক বিষাণ বাজায় ঝরে তাতেই বিরস দিনের ফুলগুলি চুপিচুপি কারো জন্যে এ মন কাঁদে নূতন রসে জগত সাজায় বৈরাগী...

শুভপ্রার্থনা
— পারভেজ শিশির

৪ঠা শ্রাবণ ১৪৩২

১৯শে জুলাই ২০২৫ শনিবার

[এই জগতের প্রতিটি প্রাণে শান্তি, প্রেম আর শুভবোধের বার্তা পৌঁছে যাক, এই আমার লেখনীচারণের একমাত্র কামনা। কবিতা তথা সাহিত্য যেন হয়ে ওঠে শোকের মধ্যেও আশার দীপ্ত আলো, যে আলোয় মানুষ মানুষকে চিনে নেয় হৃদয়ের ভাষায়। সব ভেদাভেদ, বিপর্যয়, দুঃখ আর অন্তর্জ্বালার পরেও, আমরা বিশ্বাস করতে চাই — মানবিক ভালোবাসাই একমাত্র চিরস্থায়ী জীবনানুষঙ্গ। সকলের শুভ হোক জীবন, সুন্দর হোক আগামী দিন।]

ভুলে গিয়েছি পেছনের কিছুক্ষণ
স্মরণে রেখে অন্তস্থঃ কিছু গান,
আনন্দে হাসে সুগভীর অভিমান
নূতন হাওয়ায় মিশলে পুরাতন

কাল মহাকাল নবজন্মের ক্ষতে
ফিরিয়ে দিয়ে সুখের যত প্রহর, নীরবে আসে রঙীন দিনের খবর
কিছু ব্যথা জেগে থাকে দিগন্তে

ক্ষতি নেই, কিছু উল্লাস ক'রো যেয়ো না ভেসে অর্বাচিন স্রোতে, কী'বা দিলে কী নিলে এ জগতে
প্রতিদান পেতে কিছু ধৈর্য ধ'রো

কোন একদিন দুঃখিত এ প্রাণে
সব হারানোর কষ্ট হবে বিলীন,
জীবন হবে বেদনা অশ্রু বিহীন
জরা দূরীভূত অকলুষিত ঘ্রাণে

দুঃখ আছে, চলে যাওয়া আছে ব'লে সুখ পেতে তাই অমর হতে চাওয়া, বিরহের পরে মিলনের গান গাওয়া

অজর আত্মা পৃথিবীর ব্যথা ভোলে

সুফলা ভূমির মায়াবতী মৃত্তিকা সজীব করেছে নিয়ত দেহগ্রন্থি,
বিষাদ ভোলো নবীন প্রেমপন্থী
সাজাও তীর্থ মলিন অববাহিকা

বিগত ঋতুর ভুলে সমূহ অশনি
লেখা হোক তবে বর্ণিল স্বরলিপি, সানন্দে বাড়ুক ত্বরান্বিত বিটপী
প্রতিটি প্রাণে বেঁচে থাক ধরণী

বরষা দিঘল বিষণ্ণতায়
— পারভেজ শিশির

২রা শ্রাবণ ১৪৩২
১৭ই জুলাই ২০২৫ বৃহঃস্পতিবার

[বিরহগীতিকার ব্যথিত সুরে বর্ষার আকাশ, বৃষ্টি আর হৃদয়ের গভীর অথৈ অভাব মিলেমিশে এক অপার্থিব শোকগাথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে সহসাই। প্রেমের প্রতীক্ষা এখানে শুধু সময়ের নয়, ঋতুরও; আর শ্রাবণের প্রতিটি ফোঁটা যেন প্রিয়তমের অসহ অনুপস্থিতির প্রতিধ্বনি। বৃষ্টির মতোই বিস্তৃত, শোকাবহ নিরন্তর এই বিরহ, যেখানে প্রকৃতি নিজেই বিরহী প্রাণের নিবিড়তম সাক্ষী। শব্দ, জল, আর মুহূর্মুহূ দীর্ঘ নিশ্বাস মিলে গড়ে উঠেছে অতল শূন্যতার দৃশ্যচিত্র]

বরষার শাদা আকাশে থেকে থেকে
কলকা-নকশী বৃষ্টির ঝালর
চোখের জানালায় ভেসে ওঠে ধীরে,
যেন আঁচলভেজা শ্রাবণ-শয্যা
মেঘের গা ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সব অলিন্দ
বৃষ্টিভেজা আলোয়, তখন

হাত দুটো’কে বড্ড অবুঝ আর নিঃসহায় মনে হয় আমি কোথায় আর ফিরে যাবো!
যেমন ফিরে যায় কদম গাছে পাখি,
বুকের ঠিক এইখানে, ব্যথার্দ্র কোণে
একটা নোনা 'জলব্যথা'র ভৈরবী
থেকে থেকে বেজে ওঠে — শ্রাবণী বাঁশির মতো...

ব্যস্ত শহরের আজানুলম্বিত ভেজা কৃষ্ণচূঁড়া বৃষ্টিমুখর চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে,
‘তোমার মন খারাপ? কেন এমন মুখ ভার?’
আমি বলি, ‘ভালো নেই';
তখন থেকেই ভালো নেই, যখন সে বলেছিল 'ফিরে আসবে’, কত কত কাল, সেই কবে থেকে
চোখে বৃষ্টি নিয়ে বসে আছি
সে আর আসে না… সে আসেনি এখনো
পৌষ, ফাল্গুন, বৈশাখ পেরিয়ে
শতবার সজল রঙে
বর্ষা আসে, তবু সে আসে না…

স্নানান্তে তাঁর চিবুকের জল ঝ'রে পড়ে
জলরঙা আকাশের গায়,
তবু সে আর আসে না, সে আসেনি।
রুপালি বৃষ্টি ঋতুতে ফেনিল ধুসর আঁচল নিয়ে শুয়ে থাকা নদীটিও কি জানে না, সে কোন জলধারায় ভেসে গেছে?
পায়ে ধরে বলি বৃষ্টিবতী মেঘকে,
জলে নেমে বলি বাতাসকে,
সে কোথায়, কোন অসীম অন্তরীক্ষে?
তোমাদের শ্রাবণবিধুর জল তরঙ্গে
সে কি আমার মতো ভাসে না?
সে কি আমার মতোই, অন্তহীন বৃষ্টিতে ভিজে যায় না?

আমার কষ্টে প্রতি বর্ষায়
দুলে ওঠে কদমপাতার নৌকো,
ঝরতে থাকে জলসিক্ত পলাশের ঘ্রাণ,
বলি পাখনাভেজা মৌমাছিকে, বিরহী ডানার হাহাকারী চিলকে; ‘যাও না, একবার বলে এসো তাকে…
এই শিরিশিরি জলে ভিজে, এই বৃষ্টি পক্ষে
আমি আর পারি না অপেক্ষায় থাকতে।’
ওগো শ্রাবণের প্রজাপতি,
যে পাহাড়ি জলঝর্ণায় সে লুকিয়ে থাকুক,
তাঁরে একটিবার আমার মেঘস্বপ্নে ডেকে আনো...

ব'লো তারে, বর্ষার অশ্রুমতি ফুলেরা
আমার বুকের অন্তঃসলিলা নদী,
কত জল, কত ব্যথা বিলিয়ে দেয় সে রোজ,
তার দুঃখিত কলতান কি সে শোনে না কখনো? আমার কাছে কেন সে ফিরতে পারে না?
ওগো মেঘ, ওগো বৃষ্টি, যদি চেনো ছায়াপথ, তবে খুঁজে আনো তাঁকে,
হয়তো সে এমন দূরেও নেই!
মেঘে নয়, এবার জলে ভিজে কাঁদি এই বর্ষায়, সে কি বরষা শেষের মিঠে রোদেও
আমার কাছে ফিরে আসবে না…?

প্রাণ বিনিময়ের বেলা
— পারভেজ শিশির

১লা শ্রাবণ ১৪৩২
১৬ই জুলাই ২০২৫ বুধবার

[এই কবিতা বিদায়প্রেমের অন্তিম উচ্চারণ — যেখানে ভালোবাসা অনুভূতি আর অস্তিত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। আমি চাইনি তাকে ধরে রাখতে, বরং মুক্ত করে দিতে চেয়েছি, নিজেই বিলীন হয়ে। 'প্রাণ বিনিময়ের বেলা' — ভালোবাসার বিনিময়ে প্রাণেরই সমর্পণ। এই কবিতা সেই মুহূর্তের ভাষ্য, যখন প্রিয়জন শুধু দূরে নয়, চিরতরের জন্যে হারিয়ে যায়। ভালোবাসা এখানে বাঁধা নয়, বরং আত্মা দিয়ে প্রলেপিত চির আকাঙ্ক্ষিত মহা-মুক্তির আরাধনা-গীতিকায় দুটির প্রাণের নিঃশর্ত সম্মীলন।]

নির্জন মাইল-ফলকের কাছে তোমাকে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝেছিলাম
তোমাকে বিদায় দিতেই হবে।
এ পথ আর এখন আমাদের নয়,
চেনা গন্তব্যে তোমাকে যখন ফিরতেই হবে,
নিজের হাতে তোমাকে ফিরিয়ে দিই চলো মহাকালের আঁধারে।

তোমাকে বেঁধে রাখার সাধ্য আমার কোথায়?
অকৃপণ অক্লান্ত ভালোবেসেছি মাত্র
অর্বাচিনের মতো লুকিয়ে আড়ালে।
তোমাকে বেঁধে রাখার সাধ্য কি আমার ছিল কখনও?
তুমি তো ছিলে দিকচিহ্নহীন স্বাধীন নক্ষত্র,
বুকের আকাশে এখানে ওখানে বারবার জ্ব'লে উঠেছো আমি কেবল ভালোবেসেছি, নির্বাক নির্লোভ নিরস্ত্র

তোমাকে বিদায় দেবার অর্থ কী জানো?
তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়া
প্রতিটি অতীত মুহূর্তের মত।
তোমাকে বিদায় জানানো মানে
আমার সমস্ত অতীতকে বারবার বিসর্জন দেয়ার মতো, প্রিয় গানের ভুলে যাওয়া সুরের মতো
তবু এ বিদায় অনিবার্য, হয়তো আমরা বুঝিনি, শুধু ভালোবাসা কখনও কাউকে ধ'রে রাখতে পারে না।

এত যে কাছে, এই প্রাণ প্রকোষ্ঠে রয়েছো
তবুও এক মুহূর্ত না দেখে তোমাকে
থাকতে পারা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল!
তুমি ছিলে আমার হৃদয়ভূমির একমাত্র বসত,
তবু প্রতিটি সকালেই মনে হতো,
তোমাকে না দেখলে যেন আমি অন্ধ হয়ে যাবো,
তোমার গন্ধ না পেলে যেন পৃথিবী শ্মশান হয়ে যাবে।

যদিবা ভালোবেসে থাকো, এই প্রস্তরাধিক প্রাণ যদিবা আরও কিছু বলার থাকে বাকি
তবে তুমি পিপাসার্ত হয়ে হাহাকার ক'রো,
যদি এখনো কোথাও একটু ভালোবাসা লুকিয়ে রাখো
ঐ প্রস্তরপ্রায় বুকের নিচে, তবে অন্তত আজ রাতে, নীল পেয়ালায় জমে থাকা, দীর্ঘশ্বাসটুকু পান করে নিও, তাহলে বুঝতে পারবে, কীভাবে প্রেম হারানো গিয়েছে।

তুমি কী আমার শিরোচ্ছেদকারিনী হবে প্রিয়!
তোমার চোখ খোলো, দেখতে পাবে
একটা নীলাভ ছায়া শুধু দুলছে দূরে...
আমার নির্বাক কণ্ঠের নিচে ঝুলছে এখনও তোমার নাম, প্রগতিবাদী সংসারের অকথ্য আবেগহীন জোয়ারে,
একটা অপার্থিব স্রোতে তুমি ভেসে গেলে, তুমি আর নেই! এবারে একেবারে, তোমাকে তবে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছি।

রাহুমুক্তির ইশ্তেহার
— পারভেজ শিশির

২৯শে আষাঢ় ১৪৩২
১৩ই জুলাই ২০২৫ রবিবার
[“রাহুমুক্তির ইশ্তেহার” একটি গহিন অস্তিত্ববাদী ও প্রতিবাদী কবিতা, যার জন্ম হয়েছে সভ্যতার অন্তর্জ্বালা ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্তিম সময় থেকে। এ কবিতা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর অলীক অবসাদের ফল নয় বরং একটি অনিবার্য সার্বজনীন আত্মঘোষণা; একটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট আত্মবোধ, বিবেকবান মানুষের আত্মনিবেদন, যে দেখছে চারপাশের মানবতাবাদী প্রতিবেশ উধাও হয়ে গিয়ে উন্মোচিত হয়েছে একটি বিবেকবর্জিত পৃথিবীর নিরেট নির্মম প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি স্তবক এখানে আত্মজিজ্ঞাসার এক একটি পর্যায়, যেখানে প্রশ্ন উঠেছে — কেন প্রেমহীন, বিবেকহীন, গন্তব্যহীন কৃত্রিম এই মানবসভ্যতায় 'মানবজন্ম' নিজেই একটি অনাকাঙ্ক্ষিত চুক্তিপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে?]

কী কারণে এই ক্ষণিকের মানবজন্মে
এমন রুহঘাতী অহমের উৎপত্তি...!
প্রেমই সবকিছুর প্রাণ,
এ প্রবাদের প্রতিষ্ঠায় কেন তবে
এত এত স্বার্থের খানাখন্দ আর নিশিঠেক...!
আজকে কোথাও না কোথাও চলে যাবোই
সংসারের সব মায়া আর রঙিন মমতা কাটিয়ে,
কোনদিন আর ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞায়,
নতুন কোন মানবিক পৃথিবীর
অনিবার্য প্রয়োজনীয়তায় অথবা অবশ্যম্ভাবীতায়…

খুবই কী কঠিন মনুষ্যত্বসহ বেচে থাকা?
সত্যিই সুকঠিন, ভাইসব…
আমরা কি মানুষ, না হাইব্রিড...!
এই তথ্যও শিফট ডিলিট হয়ে গেছে,
যখন সুস্বাভাবিক প্রতিদিনই মানুষ হ'ত্যা, ধ'র্ষ'ণ, প্র'তা'র'ণা, জা'লি'য়া'তির দূর্বিনীত কলাম প্রকাশিত হতেই থাকবে, থামবে না…
সততা, সত্যবাদিতা শুধু পাঠ্যপুস্তকেই থেকে যাবে, চরিত্রহীন হাতে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় যুগান্তর হয়ে চলবে অলক্ষ্যে,

অথবা পাষণ্ড স্মৃতিভ্রষ্ট নির্লিপ্ততায়...! অভাবে স্বভাব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়
আর অজ্ঞানী শিক্ষার বুনিয়াদে,
এমন অকথ্য পৃথিবীতে
আমার সন্তানকে রেখে যেতে হবে…!

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক’রে,
আহত চোখ কান বুজে,
সারাজীবন শুয়ে থাকতে পারবো না,
ঝিঁ ঝিঁ ধরে যাবে;
বাইরের জনাকীর্ণ শাব্দিক জীবনও কাম্য নয়, ঘেন্না ধরে গেছে...
তাই ভাবছি অজ্ঞাতকুলশীল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে, অথবা নিদেনপক্ষে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে,
চলে যাবো যেভাবে পারি, দৌড়ে, ভেসে অথবা উড়ে… কেউই এমনকি আমিও জানতে পাবো না
আমি কোথায় চলে গিয়েছি,
কিংবা কোথায় যেতে থাকবো…
নিজের কাছে আর কত কত কাল
সাদা-র'ক্ত টিকটিকি হয়ে থাকবো...!

বছরের পর বছর ধরে কেবলই
সর্বনাম সংগ্রহের এমন ভাবনা ভাবাই জ্ঞানীর কাজ, আর বাদবাকি সবাই হৃতসর্বস্ব মুর্খ,
একথা যেমন বলা যাবে না
তেমন নীরব নপুংসক দর্শক হয়ে,
সংসার ঠেলে চালিয়ে যাওয়া,
এই পৃথিবীর ঘটনাবলীর সমাবেশ আর বিন্যাস দেখতে থাকা, এ আর কোনোভাবেই চলছে না, চলবে না
চোখেও চালশে পড়তে শুরু করেছে…

তাই আজকে কোথাও না কোথাও চলে যাবোই,
নিশ্চিত চলে যাবো, আর ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞায়…

পাষাণ ঘুমের পৃথিবী
— পারভেজ শিশির

২৮শে আষাঢ় ১৪৩২
১২ জুলাই ২০২৫ শনিবার

দম ফুরানো ঘড়ির মতো যেন থেমে গেল বিকেল,
একটা মাথা থেতলে গেল ঘাতক পাথরের নিচে— না, সে শাসক ছিল না, শোষকও নয়,
নামের সাথে হতো না উচ্চারিত কোনো খেতাব। একটা মানুষের উপর কীভাবে,
কারো এতদূর প্রতিহিংসা জমতে পারে!

কে আছো এই নগরের পাপলোহিত উপাসনালয়ে,
যেখানে ঈশ্বরের মুখোশ প'রে
নেমে আসে কোনো নরকপুরুষ...!
দীক্ষা দিয়ে যায় আদিম শব্দার্থে -
উৎকোচে কেনা পদবীর পিশাচ পদচারণা,
অবাস্তব স্বপ্নে রক্তরঞ্জিত হিসেবের খতিয়ান..

যারা পাথরে পাথরে লিখে রেখেছে
কালের সাক্ষী সব মৃত্যুঞ্জয়ী নাম,
তাদের শেষ নিশ্বাসে কোন বসন্ত আসবে?
যে সমস্ত সর্বনাম মুছে যাচ্ছে একে একে
তারা নেই কোনো প্রতীক ব্যালটে,

নেই কোনো স্মারকলিপিতে, সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাবনায়...

তবু একেকটা পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কেঁপে কেঁপে ওঠে সময়ের সেতুবন্ধ,
বাতাসে ভেসে আসে কালান্তিক স্লোগান,
ইতিহাস তুমি কথা কও, কথা কও...

তুমি কি দেখেছিলে সেই সব মুখ?
মানুষের দেহ নিয়ে যারা গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল!
কীভাবে তাদের নপুংসক চোখে,
কী ভীষণ নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেল!
রক্তচক্ষু তীক্ষ্ণতায়, হাতে পাথর, চেহারায় জান্তব প্রখরতা! তুমি কি শুনেছিলে সে সব মথিত চিৎকার?
যেখানে ছিল না কোনো দলছুট আত্মা,
না ছিল কোনো নিজস্ব পতাকা,
ছিল শুধু বাঁচার আকুতি, সাধারণ জীবনবাজি...!
তারা এবং আমরা কিছু শুনিনি,
ভয়ে, চুপে, নির্লিপ্ত স্বার্থপরতায় আমরা কিছুই দেখিনি, আমাদের সাক্ষরিত সীমানা অক্ষত থাকলেই চলে..!

আজ এই শহরের মানুষ, পাথরের নিচে পাথর,
তারা জানে না, তাদের নির্জ্ঞান মাথায় নেই,
তারা আর বেঁচে নেই বেঁচে নেই;
প্রাগৈতিহাসিক শিলালিপির দুর্বোধ্য অক্ষরের মতই,
তারা আজ এই অন্ধকারে চরম অপাঠযোগ্য হয়ে গিয়েছে...

উত্তরীয়:
এই কবিতাটি একটি নগ্ন, নির্মম বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে রচিত। এটি রাজধানীর একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী 'সোগাগ'কে ২০২৫ সালের ৯ জুলাই বুধবার, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে পাথর মেরে হত্যা করার প্রেক্ষিতে লেখা, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে বড় দলীয় পরিচয় আর ক্ষমতার দম্ভ নিরীহ মানুষের জীবনের ওপর চেপে বসেছে নির্মমভাবে। কবিতাটি দল-মত-

বর্ণ নির্বিশেষে একটি মৌলিক মানবিক প্রতিবাদ, যেখানে ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং সমাজ — তিনটির নিষ্ক্রিয়তা, ভয়ের সংস্কৃতি এবং বিচারহীনতার শব্দচিত্র অঙ্কিত। বিশ্বজিৎ হত্যার স্মৃতিও এই কবিতায় ফিরে এসেছে, যেন বোঝানো যায়, আমরা ইতিহাস থেকে শিখিনি কিছুই, কেবল হাতিয়ার বদলায়, শিকার বদলায়, কিন্তু হিংস্রতা একই থেকে যায়...

স্বপনময়ীর অনন্ত প্রার্থনায়
— পারভেজ শিশির
২৭শে আষাঢ় ১৪৩২
১১ জুলাই ২০২৫ শুক্রবার
[পূর্বিতা —
কোনো কোনো প্রেম কেবল প্রাপ্তির নয়, তা যেন একমাত্রিক অবিচল ধেয়ান... যেখানে নাম নয়, স্পর্শ নয়, শুধু প্রতিদিন জেগে ওঠা, একান্ত প্রাণময় প্রিয়তমের উপস্থিতিতে। এই কবিতা তেমনই এক অনন্ত প্রার্থনা, যেখানে প্রেমময় যেন বিনোদিনী ছায়াবীথি, যার হাসি জাগ্রত ক'রে তোলে আত্মার উচ্ছ্বাস। ভুলিনি তাকে, ভুলবো না কখনো... এই কবিতার প্রতিটি স্তবক, স্বপনময় তাকে ফিরে পাওয়ার সার্বজনীন স্বরলিপি…]
তোমার নামেই প্রতিটি দিনের সূচনা
পবিত্রতম প্রভায়,
জেগে উঠি বিনোদিনী নরম প্রার্থনায়;
তোমার হাসি প্রভাতী সূর্যমুখী বন্দনা
প্রাণ প্রণত করায়,
অশোক পত্রের সুষমাময়ী স্নিগ্ধ ছায়ায়... উচ্চারিত প্রিয়তম নাম প্রতি নিশ্বাসে নিরুপম প্রতিশ্রুতি,
জপে যাই নিয়তই ভালোবাসার শব্দপুঁথি; যদি একবার দেখা হয় অসীমিত আকাশে স্বপনময়ী সারথি,
মননে সঞ্চিত আরাধনার অনন্ত প্রীতি... ভোরের ঘুম জড়ানো চোখের প্রিয়তম তোমায় আমি ভুলিনি,
আমার জীবন মরণ তোমাতেই সম্পূর্ণ অন্য কাউকে খুঁজিনি…

যা কিছু দেবার সবটুকু তুমি আঁজলা ভ’রে দিয়েছো আমায় নিজেকে অতিশূন্য ক’রে, প্রাণে আমায় দিয়েছো মধুকর
প্রেম অমৃত নীলকণ্ঠ স্বপ্ন চরাচর, আমারে যা কিছু করিয়াছে মহীয়ান
সকলি হে প্রিয় তোমার অকুন্ঠ অবদান… তোমায় পেয়েছি অনেক কষ্ট স’য়ে
পেতে চেয়েছি যেকোনো বিনিময়ে,
এ পৃথিবী তেমন দামি কই?
তোমায় ছাড়া আধাঁর গৃহে রই…
না থেকেও তুমি রহিয়াছো
আমার আকাশে একেলা চাঁদ,
শুধু এতটুকু জেনে নিও
যেখানে আমাদের প্রেম-প্রাসাদ,
সেথায় তুমি মহারানী প্রিয়তম…
ভোরের ঘুম জড়ানো চোখের প্রিয়তম তোমায় আমি ভুলিনি,
আমার জীবন মরণ তোমাতেই সম্পূর্ণ অন্য কাউকে খুঁজিনি…
হৃদয় অলিন্দে বাজে সানন্দ প্রতিধ্বনি আদ্যান্ত বেজে যায়,
তোমার নামের সুগন্ধ নিভৃত প্রেরণায়; কতটা আর এগোলে তোমার গৃহ-সরণি দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বেলে যাই,
ক্ষীণ এ প্রাণ হবে অমর, প্রণয় পূর্ণতায়?

প্রিয়ম পিঞ্জিরা
— পারভেজ শিশির
২৬শে আষাঢ় ১৪৩২

১০ জুলাই ২০২৫ বৃহস্পতিবার
[পেতে পেতে’ও হারিয়ে ফেলা মনের মানুষের জন্যে যে শব্দাঞ্জলি, আমি কোমলতম মুহূর্তে ইথারে ভাসিয়ে দিই, এই আশা ক’রে, এই বিশ্বাসে যেন ‘সে’ ‘প্রাণপ্রতিম’ যেখানেই থাকুক, শুনতে পাবেই আমার আকুলতা, তাঁর জন্যেই বিরহ ব্যথা সুর, অনন্তে যে তাঁর আবশ্যিক মিলনাকাঙ্খা জাগিয়ে রেখেছে… কেউই কি দেখেছে, অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আমি তাঁকে অবিশ্রান্ত কোথায় কোথায় খুঁজে চলেছি…!
‘মনের মানুষ’ নিশ্চিত ধীরে ধীরে যেন নিকটবর্তী হয়ে চলেছে, শুধু জানা নেই, সেই দূরত্ব আরও কত মহাকাল…!]
বুঝি আমার আর হবে না জানা,
কোথায় থাকে মনের মানুষ, কোথায় ঠিকানা…!
দিন-দুপুরে দেখতে না পাই, রাতের আশা বৃথা
আমার প্রাণে থাকে যে জন, চিনতে পারি না,
অভাগারে কেউ পোঁছে না, কেউ দেয়না কথা অন্তর-জ্বালা দ্বিগুন বাড়ে, জলেতে নেভে না যাপন করি শূন্য চোখে, প্রিয়মের 'প্রেম প্রথা'… দেখিনি কত কাল তাঁর 'গোলাপ পাতা' চোখ
চারটি চোখে ছিল কত রঙিন স্বপ্ন বোনা,
আমার প্রেমের সুরভি র'বে শতাব্দী শতক
না বলা তাঁর অনেক কথা হইল না শোনা,
না হইলো আর এ জন্মে দেখা, পরজন্মে হোক... খুঁজি তারে পাহাড়-চুঁড়ায়, সর্ব সমতল মাঝে মাঝে ভাবি বসে, এ কী কারখানা! কোথায় পাবো পিরিতি সাধনার ফলাফল,
মন যেন ফেরারি পাখি, শোনে না মানা
সারা দেহে আগুন জ্বালে বিরহ জীবন জল… ভাবে বসে 'অন্তর্যামী বন্ধু'র মুখখানি দিগন্ত চেয়ে চেয়ে চক্ষু হইল কানা, মনস্তাপে বাষ্পীভূত হইল চোখের পানি
জনম গেল বন্ধুর সনে মিলন হইল না,
সবার অলক্ষ্যে তোমায় আমি জীবনসাথী মানি…

বুঝি আমার আর হবে না জানা,

কোথায় থাকে মনের মানুষ, কোথায় ঠিকানা…

বরষাময়ীর এসো নৃত্যোৎসবে
[কেন এমন বরষা ভালো লাগে...! বরষা যেন এক নৃত্যরত রমণী—যার শাড়ি সাদা বৃষ্টিবতী মেঘ, যার খোঁপায় তৃষ্ণার মিনার। এ বৃষ্টিধারা হৃদয়ের অন্তর্গত সংগীতের মতো ছন্দিত, যেখানে ফুল, পাতার দোলা, ঘাসের প্রান্তে ঢেউ, কিশোরীর ভেজা গাল, সব কিছুই মেশে প্রেমের মহোৎসবে]
— পারভেজ শিশির
১৭ই আষাঢ় ১৪৩২
১ জুলাই ২০২৫ মঙ্গলবার
বাদল বনে তোমারে দেখেছি বঁধু
সবুজ পাতার ছন্দিত দোলনায়,
কিছু নয়, তোমারে চেয়েছি শুধু বরষা জলের স্পন্দিত মদিরায়

সাদা শাড়ি পরিহিতা অম্বর আজ চুলের খোঁপায় তৃষিত মেঘমিনার, কিশোরী নন্দিনীর শর্মিলী সাজ নাচে থরথর, হৃদয় বিকশিত তার

ফুলেরা আজ রূপময়ী জল ঝালরে,
ঢেউ খেলে যায় ঘাসের ডগায়,
হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রণয় মেঘ সাগরে সাজে বিজলি রুপার নূপুর পায়

মনোরঞ্জনী জলকুমারী বা যেন সবারে জানিয়ে যায় শুভ কামনা, তাল বেতসের ছায়া ছুঁয়ে দেখো করেছে সে প্রেমের জয় ঘোষণা

জলমঞ্জরী কিশোরী হিজল বুকে, ভেজা তার গাল জলমগ্ন সিঞ্চনে,

তার কানের হলুদ দুলের ছন্দ সুখে নেচে ওঠে লহরী আষাঢ়ী চরণে

চোখের কোণে শ্রাবণী কৃষ্ণা জলে ভেসে আসে কোনো বিরহী বেহাগ, মেঘ বরণিয়া মনটি তখনই বলে
চাই প্রিয়জন আসুক নিয়ে সোহাগ

চাঁপা ফুলের সুরভি মাখা বাতাস নাচিয়ে যেতেছে শিহরিত পাটপাতা, তোমার চোখে এক জন্মের আবাস
পেয়েছে হৃদয় প্রণয় অনাঘ্রাতা

কাদামাটি গ'লে যায় চরণ ছাপে, থামে না তবু আমাদের প্রেমছন্দ, বৃষ্টি কুসুম হৃদয়ে হৃদয়ে ঝাপে ফুলে ফুলে কেবলই প্রিয়ার গন্ধ

ঠোঁটে তোমার হীরে বৃষ্টি জলে, জ'মেছে যেন কবেকার ভাষাচিত্র, বরষায় তুমি এমনই আমার হলে
আমিও তোমার হয়েছি চিরমিত্র

বরষার জলে শিহরিত সাঁঝ এসে
জ্বালে প্রণয়ের অনুপম দীপাবলি,
এই শুভক্ষণে প্রাণময় ভালোবেসে
দিয়েছি প্রাণের বেদনা জলাঞ্জলি...

সুরক্ষিত পাপকাব্য
[পৃথিবীতে মানব মানবীর যে অমোঘ প্রেমবৈদূর্য, কত কেউ তাঁর সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছে...! সংসারের সুরম্য অচলায়তনে কিছু তার উৎসর্গিত, কিছু তার সুরে শব্দে ঝংকৃত তরঙ্গিত — তবে প্রেম, হ্যাঁ প্রেমই সব কিছুর প্রসবী উৎস, অনস্বীকার্য অম্ল মধুর চিরসত্য]

— পারভেজ শিশির
১৬ই আষাঢ় ১৪৩২
৩০ জুন ২০২৫ সোমবার

তুমি দাঁড়িয়েছিলে বিকেলের বাতাসে,
তোমার চোখে ছিল সরস বিমুগ্ধতা,
আর আমার কণ্ঠে আত্মবোধের স্তবক ~
আমরা কেউ কারো ছিলাম না,
তবু চেয়েছিলাম, সামান্য কিছু আশ্রয়
শ্যামল ছায়া হয়ে থাকি, একে অন্যের জীবনে
যেন খুঁজে পাওয়া হারানো কানপাশায় সম্পূর্ণ আকাশ।

তুমি বলেছিলে ~
"যা পেয়েছি তা পাপ, তা গরল, তা ত্যাজ্য ~
তবু এত কোমল কেন হৃদয়ের ফুলগুলো?"
আমি বলেছিলাম ~
"সব সত্যরই একদিন দাঁত গজায়,
আর অচঞ্চল বৈরাগী ভালোবাসা
একশো বছরেও মুখ ফুটে কাঁদে না।"
আমরা একে অন্যের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম
অসময়ে প্রাপ্ত নিরেট প্রেমের পদ্মপাপড়ি তুমি সংসারের পবিত্রতা নিয়ে কথা বললে,
আর আমি শরীরের অস্থিমজ্জায় চেয়েছিলাম মুক্তি।

আমরা কি আদৌ প্রেম পেয়েছিলাম?
নাকি শুধুই মোহের রুদ্ধ কারাবাসে
একে অন্যের শরীরের গন্ধ ছুঁতে চেয়েছি?
যখন তুমি বললে ~
"বিলাসী মৈথুন প্রেমহীন হলে,
আবেশী মরনও বৃথা পাপমুগ্ধ উৎসবে"

তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম ~
যে 'ভালোবাসা' দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে,
তা কোনোদিন নিরাপদে হৃদয়ে রাখা যায় না।

আজ আমি চাই, খুব চাইছি অনবরত
তুমি ফিরে যাও তোমার স্বপ্নবোনা সংসারে,
তুমি উষ্ণ করে দাও, শীতল কাঁধে তোমার শিশুর মুখ, তুমি আবার বলো প্রিয় মানুষটিকে ~
"তুমি আজও আমার শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।"
আর আমি? আমি জেগে থাকি নির্ঘুম,
আমার অন্তরের নীচতম কামনাকে
বিশুদ্ধ ক'রে তুলতে চেয়ে,
একটা শ্রাবণ ডেকে আনি নিজের জন্যে।

আমি ভুলে যেতে চাই
তোমার কণ্ঠের করুণতর সুর,
বুকের উপর ভেসে থাকা মেঘের মতো আঙুল,
তোমার চোখের দংশন, বৃশ্চিক ভ্রুকুটি, সর্বান্তকরণে ধারণ করতে চাই,
তুমি একজন মানুষ, মনোমুগ্ধকর স্বৈরিণী
যার কাছে পবিত্রতাও হতে পারে পাপের প্রলোভন।

তাই আমি বলেছি, তুমি যা শুনেছো ~
যে প্রেম অস্থি অপেক্ষাও কঠিন,
শোনিতের চেয়ে লোহিত রক্তিম
তাকে তুমি আর প্রত্যাশা ক'রো না,
তোমার মায়ায় সে শুদ্ধ হতে চায় না আর।

এখন, তুমি নেই, তুমি থাকবে না
আমি আছি একা এক নিষ্ক্রিয় আগুনে,

নিজেকে বারবার ধুয়ে ধুয়ে নিয়েছি
অভ্যাসের গ্লানিতে নয়, মুক্তি আকাঙ্ক্ষা ক'রে নয়~ একদিন, তুমি বুঝবে, এ ফিরতি পথের শব্দার্থ,
তুমি হয়তো ঠিকই বলেছিলে~
"মোহ এক ধরণের আগুন, প্রথমে যা ফুল মনে হয়"
আর আমি নিশ্চুপ থেকেছিলাম ~ কারণ বুঝেছিলাম, সত্যি সত্যিই ভালোবাসা যদি না থাকে,
তবে দেহ কখনো ঈশ্বরের মন্দির হতে পারে না।

তাই আমি শপথ নিয়েছি~
পাপ থেকে ফেরারি না হয়ে,
পাপকে চিনে, তাকে পেরিয়ে যাওয়াই আমার মুক্তি, এইসব পঙক্তি কোনো প্রেমের নয়,
নয় কোনো উদ্ভিন্ন কামনার,
এ যেন এক সুরক্ষিত পাপকাব্য~
যেখানে নিজেকে জিতিয়ে আমরা ফিরেছি
মোহমুগ্ধতাহীন ভালোবাসার পৃথিবীতে,
আমরা আজও ভালোবাসি, ভালোবাসি জীবন
সেই আলোকিত বিকেল, যা ধ্রুব প্রেমময়,
যা আর অন্ধকারে বিলীন হবে না কোনোদিনও...

বেদনার অনুবাদ
[স্বপ্নের সাদাকালো রঙে যদি কেউ দেখে ফেলে নীল সবুজ মহিন ফুল, সে কি ফিরে আসতে চায় আর ধুলোর পৃথিবীতে...! এ স্বপ্ন দিঘল বাতাসী জীবন তাঁকে কত রঙে রাঙায়, কাঁদায়, ভাবায়...]

— পারভেজ শিশির
১৪ই আষাঢ় ১৪৩২
২৮শে জুন ২০২৫ শনিবার

আজ একটা অদ্ভুত সুরভি পেলাম
যেন কেউ ভেতর থেকে
আমায় ডাকছে, ডেকে যাচ্ছে খুব আস্তে... ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ উড়ে গেল,
জানালার কাচ ভেঙে পাখা মেলে
কেউ কি হেঁটে গেল আয়নার ভিতর…!
আমি কি সত্যিই একা,
না কি কারো প্রতীক্ষায় ছিলাম?

সেই কখন থেকে তোমাকে
বাড়ির ছোটদের দিয়ে,
ডাকিয়ে চলেছি, এই হয়তো এলে…!
ওরা আমার সামনে এসে
ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকছে,
আবারও পাঠিয়ে অপেক্ষায় থাকছি...

নিশ্চিন্তে আমাকে তোমার উপেক্ষার চেহারাটা নিজের চোখে চেয়ে দেখতে,
আমাকেই এবার পা ওঠাতে হলো~
আমি জানি, তুমি ঐ ঘরে রয়েছো,
কত কত দিন তোমাকে দেখিনি…!

তোমার ঘরটায় ঢুকে দেখি
তুমি খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে,
আমার শরীরের শব্দে শুধু একবার তাকালে তোমার মুখাবয়বে সবুজ ফ্লুর্যোসেন্ট দ্যুতি, কুমড়ো লতার আলশির মতো
তোমার বাহুর লোমে শিশির জমে রয়েছে,
তোমার দাঁতেও একই রঙের আভা…
চোখ নামিয়ে কি একটা ভাবতে গিয়েছি

তোমার চেহারার রঙ আবার পালটে গেলো,
এবার আকাশী ফ্লুর্যোসেন্ট রঙে তুমি তাকালে “কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?”

আমি তোমাকে পদ্মদিঘীর কাছে
হাত ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছি
সেখানেই আমাদের জ্যোৎস্না বাসর
“তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, মনে নেই!”
আচ্ছা, তুমি তবে বিয়ের অনুষ্ঠানের সাজে ব্যস্ত! কোথায় কোথায় আমি তোমাকে খুঁজে হয়রান,
আর তুমি এমনভাবে সেজে রয়েছো!
কিন্তু তোমার মুখ কেন এমন আনন্দ বিষন্ন?
আমি তোমাকে ডাকছি, তুমি আসছো,
তুমি আসছো আমার একটু একটু পেছনে
নিঃশব্দে আলতো পা ফেলে ফেলে…

তোমাকে ছুঁয়ে রয়েছে ছিটেফোঁটা কিছু বৃষ্টি তুমি যেন চলতে চলতে ইথারদেহী হয়ে গেলে~ আমার চোখে তখন কেবল তুমিরঙা ঘাসফুল
আমি জিজ্ঞেস করছি, “তুমি কি আসছো!”
আমার চারপাশে তোমার মধু ‘হুম’এর অনুরণন… তোমার দেহলতা আমি হারিয়ে ফেলেছি
যা কিছু তোমার কন্ঠে কথা বলছে
সে কিছু কী তবে আকাশী ঘাসফুল…!

তুমি আমার পেছনে আসতে আসতে
কখন যে পথ হারিয়ে ফেলেছো…!
চোখের উপর একটা মিঠে সোনালী আলোর ছোঁপ আরও কিছুক্ষণ তোমার সাথে হেঁটে হেঁটে আমার পথ ফুরিয়ে আসুক, ফুরিয়ে আসুক…

আমার কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বেরোলো না আর, শুধু বাতাসে তোমার পায়ের ধ্বনি
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল~
তুমি কি এখনো পেছনে হাঁটছো,
নাকি নভোস্মৃতির ফাঁদে গিয়েছো আটকে?
একবার যদি চোখ তুলে দেখতে...!
আমি এখনো এই দাঁড়িয়ে রয়েছি,
চোখে এখনো সেই আকাশী ঘাসফুলের অম্লান দ্যুতি…

অনিশ্চিহ্ন স্বরলিপি
[কিছুটা সময় জীবনের কাছ থেকে ধার নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, দিগন্তে তেমনই তখনও প্রিয়তমের মুখ... এইসব মুহূর্ত আর মুগ্ধতা আরও কিছু কাল অক্ষত থেকে যাক]
— পারভেজ শিশির
১৩ই আষাঢ় ১৪৩২
২৭ জুন ২০২৫ শুক্রবার
নিশ্বাস ফেলে রাখা রয়েছে আঁচলে
কিছু অপূর্ব ডাকনাম জমে আছে ঠোঁটে
হয়তো ছিল কেউ, ছিল না—
তারপরও কেউ হেঁটে যায়
দিঘল চোখে, ক্রান্তি রেখার ধুলো মেখে...

দুটো শুখনো চোখের একটু আগে
তুলো নরম চুল, রঙধনু ভ্রুযুগল,
নিভৃত উদার মসৃণ কাঁধ
শাপলা পাপড়ি আঙুল,
আমি আবার উধাও, আবারও...

সমস্ত সাপ্তাহিক তৃষ্ণা
বুকের মধ্যে অগোছালো বাতাস,

দুটো নির্জন হাতের বর্ণমালা
নির্বাপিত হয়ে যায়, মৃদুমন্দ হয়, সশব্দ হয়, কে বলেছে, আমার মন ভালো নেই...!

সিল্কের কামিজ, মেরুন কথার সুর
ডান গালের সুগন্ধি তিল,
সাদাসোনা ঘামের ফুল
ছোট্ট নোলকিত নাক,
আমি আবার উধাও, আবারও...

আঁধার আসে সন্ধ্যে ঘনায়
রাত প্রগাঢ় হয়, শেষ হয়ে যায়,
গা এলিয়ে বসে আছি, শুয়ে আছি
অলীক সবুজ সমুদ্রে,
কখন ভোর হয় কখন ক্ষীণ সকাল
রাস্তায় কীসের কোলাহল,
কবে কাঁচা বাজারে বাড়তি দাম
সমস্তই অন্তরাল অন্ধকার অন্ধকার...

গলার আদুরী রেখা
কপালের উজ্জ্বল কিছু চুল,
চামড়ার বেল্টের হাতঘড়ি, মিনিটের কাঁটা চাঁদের পাশ কেটে যাওয়া মেঘ,
কখন কোথায় হারিয়ে যায়
উড়ে বিলীন হয়ে যায়,
আমি আবার উধাও, আবারও...

সবাই উৎসব মুখর, বাতাসে পাখি
পার্কের বেঞ্চ, বইমেলা শোভাযাত্রা, বালক বালিকা খেলছে, হাসছে হাওয়াই মিঠাই

সবাই সবার হাসি চেনে, চোখ চেনে,
কি এমন হাতি ঘোড়া হবে
যদি কেউ এই মুখ দেখে,
এই হাসি যদি অচেনা লাগে
চামড়ায় ভাঁজ খাওয়া অবিশ্বাসী চোখ...!

খুব সতর্ক কানের আড়ালে
ভালোবাসি'র ধ্রুব ঘোষণা শোনা যায় না, ভীড়ের মানুষগুলো বড্ড বধির, জানো...!
ওরা কি জানে, এই শুখনো চোখে,
কেমন কীভাবে বাসন্তী ফুল ফোটে?
দিন ক্ষণ শেষ হয়ে যায়,
সন্ধ্যে আবার গাঢ় হয়ে আসে
দুটো হাত, আঙুলে আঙুলে কথোপকথন,
কিছু উৎকণ্ঠিত খয়েরি শব্দ, মিনিটের কাঁটা আর আমি আবার উধাও, আবারও...

মন অপরাজিতার কাছে
— পারভেজ শিশির
৮ই আষাঢ় ১৪৩২
২২ জুন ২০২৫ রবিবার
"শুধুমাত্র 'ভালোবাসি'
যেন এক সুরভিত রক্তবীজ
আরও প্রেম আরও গান
আরও নৈবদ্যের সরসিজ"
আবার মুহূর্তের জন্যে
একটি বছর আগের বিকেলে
ফেব্রুয়ারিতে ফিরতে খুব ইচ্ছে করছে... আমি আজ ব'সে আছি

একটি বছর পরের ফেব্রুয়ারিতে~
তবু যেন মুহূর্তান্তে আমি,
অপরাজিতার সাথে হেটে বেড়াচ্ছি, আমঝুপি’র জড়োয়া মৌ’ঘোমটা পরা
লাজুক মৃত্তিকা বধুঁর বুকের উপর দিয়ে… মনে হচ্ছে যে, এই তো অপরাজিতা
আমার পাশে হেলে হাঁটছে…
দুচোখ ওর সামনের শূন্যতায় ওঠানো… মাঝে মাঝে যেন প্রলাপের মত শোনাচ্ছে, ওর শব্দ বাক্য নিঃশ্বাস…
'তুমি আমার কাছে
তোমার কবিতা ফেরত কেন চাও?' অপরাজিতা দুলে হাঁটছে আমার পাশে…

ওর শরীরের যেন কেমন অপরিচিত, কিছুটা অপ্রত্যাশিত বাতাস
এসে এসে লাগছে আমার গায়ে…
দিনটা যেন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সাল, অপরাজিতা কোনো কারণে
খুব আবেগজড়িত বুঝতে পেলাম,
অপরাজিতা আমার পাশে
শরীরের লাজুক ছোঁয়া নিয়ে হাঁটছে, চারপাশের উঁচু গাছ, কালচে সবুজ পাতা, সাদাটে খয়েরি বাকল, আমের ঝাঁপসা হলদে বৈল অপরাজিতা আর আমার দিকে
একইভাবে তাকিয়ে আছে!
আশেপাশে পরিচিত চোখের অপরিচিত চাহুনি, খানিকটা না, বেশটাই বিব্রত আমরা,
এসব ছাঁপিয়ে অপরাজিতা বাষ্পাচ্ছন্ন আবেগে আমার সাথে মিশে মিশে যাচ্ছে,

অপরাজিতা নিশ্বাসে শব্দ তুলে আমার একেবারে পাশেই হাটছে,
অবাক কিছু বলতে চাওয়া
জল বুদ্ বুদ্ কথা নিয়ে…

সময় ফুরিয়ে আসছে,
সন্ধ্যের আর বেশি বাকি নেই,
আমার কানে মনে মাথায়
শির শির করছে বিদ্যুৎ ঢেউ,
কি হবে আজকে! সাগর উন্মাতাল...
আমার গহিন উৎকন্ঠা নিয়ে জানতে চাওয়া
ওর অনেক কাঙ্ক্ষিত অথচ শঙ্কিত
বলতে চাওয়া’কে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে… অপরাজিতা যেন সত্যিই সুপ্ত সিক্ত শিশিরের আয়না প্রতিবিম্ব নিয়ে আমার পাশে হাঁটছে, আজ যেন আমি অপরাজিতার চেহারা ভুলে যাচ্ছি, কিছুতেই মনে করতে পারছিনা…

আমি সত্যিই ওকে
আর ওর ফটোগ্রাফ দেখে’ও চিনে উঠতে পারছিনা, ওর আমার কাটানো শ্বেত মুহূর্তগুলোর চেহারা এত বেশি মনে গেঁথে গিয়েছে,
যে ওর আসল চেহারা
আমার কাছে ধোঁয়াশা মনে হচ্ছে…
অপরাজিতা আমাকে আপন ক'রে
আমার পাশে অনাদিকাল ধ'রে হাঁটছে…
কি তুলতুলে ভালো লাগছিল বয়স্ক বিকেলটা যেন এখনই আমার শরীরে
শিহরণ কাঁপুনি দিয়ে অনুভব ক’রলাম, অপরাজিতা কাঁপা চোখের দৃষ্টি

শূন্যে ছড়িয়ে আরও একটু দূরে চেয়ে এই যেন এখনই বললো,
'যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি!'
অপরাজিতা মহাশূন্যের অনন্তে
স্থান কালহীন সামান্যের দিকে তাকিয়ে
আমার দশ দিগন্তে হাঁটছে...

আক্ষেপের স্বরলিপি
[স্বতঃপ্রার্থনীয় যে প্রাণ আমারে শুধায়েছে, তুমি কেমন আছো... এই দুর্ভিক্ষে, কিছুতেই কি তারে বলা যায়, তুমি যেমন রেখেছো...! এই সব অব্যক্ত কথার মেয়াদোত্তীর্ণ প্রতিধ্বনি শুনি]
— পারভেজ শিশির
৬ই আষাঢ় ১৪৩২
২০ জুন ২০২৫ শুক্রবার

সহজাত প্রাণেশ্বরী হে, সহজে দিলেনা ধরা
জানতে হলো বড় যাতনায়, তুমি কী কঠিন...

ঠিক কি হয়, এমন বিমুখ থাকা, অন্তহীন? বহুমুখী মনস্রোত জগত, সংসার প্রেমপীড়া দিয়ে গেল অসীম নরকজ্বালা বেদনা গহিন...

নানান রঙের প্রাণবরণী জীবন ভ'রে এলে কখনও চিরস্থির তবু কোথাও না রইলে, অহর্নিশ খুঁজি ফিরি যারে, সে চকিতে আসে, বিজলী ঝলক খে'লে ফের হারায় হিয়ার মাঝে...

পরকে আপন ভাবার চির অজানিত ভুল
আর কত কত বার তুমি করবে মন বাউল,
'অমরা' ছিড়ে যেতেই সহসা সকলে পর

দ্বিধান্বিত মেঘ ভেসে থাকে মেঘের উপর...

নিজেকে চিনতে যাবে আরও কত কাল
সামান্য কাচও সে নয়, ভেবেছি যা হীরে, মনের পর্দা সরাতেই ব'য়ে গেল মহাকাল ঘাতক ভ্রমর, মধু ফেলে বিষই শুধু নিলে...

সাধের এই জনম রইল নিতুই যন্ত্রণায় ভরা এভাবেই তাই কেউ কেউ থেকে যায় অন্তরীণ বিচিত্র রঙিন কৌতুকী এই আমরণ বাঁচা মরা, সহস্ররঙ বসন্ত, চোখে লাগে বিবর্ণ মলিন...

চেনা ভেবে চেয়ে দেখি, প্রতি মুখেই মুখোশ, ব্যথা ভাগাভাগির ছলে লুকাই হিংসার আকর— তোমার মতোই সবকিছু ফাঁকি, ধোঁয়াশা ধূসর, ভালোবেসে চেনা হলো অচিন প্রাণের পরশ...

চিরন্তন চাওয়া, এ হাতে কেউ রাখবে হাতখানি, কারণে অকারণে ঢেউ হয়ে নীরব সময় গভীরে,
যার একটু হাসিতে অভিমানের দিন যাবে ফিরে
অথচ সে বিলায় না প্রেম, বিলায় বিষাদবাণী...

প্রেম, তুমি কি তবে শুধুই একাকীত্বের প্রচ্ছায়া? আলোক আঁধার মাঝে ডুবে থাকা কষ্টস্নিগ্ধ গানে, পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে যে শূন্যতার মহামায়া আক্ষেপ হয়ে বাজো কি হৃদয়ে নীল অভিমানে...!

তুমি তো দেখলে না হৃদয়ে কী ভীষণ খরা,
কীভাবে দহনে ক্ষরণে এখন কতটা দুর্দিন...!
সহজাত প্রাণেশ্বরী হে, সহজে দিলেনা ধরা,

জানতে হলো বড় যাতনায়, তুমি কী কঠিন...

বাদল দিনের গান
[আষাঢ়ের এমন ঘন বরষা হিল্লোল না হলে হয়তো এই মেঘাঞ্জলি প্রাণময় শব্দমুখর হতে পেতো না... বাংলাদেশের মন বরষায় স্বাগতম]
— পারভেজ শিশির
৩রা আষাঢ় ১৪৩২
১৭ জুন ২০২৫ মঙ্গলবার
আকাশ হতে ঝর্ণাধারায় মধুরসময়ী বৃষ্টিতে
মনে মনে কেন এমন বিচ্ছেদের ভার থাকে?
প্রাণময়ী কারো অশ্রুবিন্দুর মতো
জলফোঁটা গুলো নিচে নেমে আসে,
প্রতিটি বৃষ্টির তাজা ফোঁটা
কুঞ্চিত হৃদয়ে আমার ব্যথার প্রতিধ্বনি করে,
মিহিন মেঘরেণু কোন্ ব্যথিত চন্দ্রময়ীর মুখ স্মরণ করে...! যেন আকাশ আজ আমার সাথে কাঁদছে,
সে আর আমি যেন পাশাপাশি
দুঃখিত দিনের অনবদ্য নির্বাক সংলাপ করছি,
পদ্মের আঁচলে বসে যেন
কেউ প্রণয় সংগীত স্বরলিপি আঁকছে,
যেন বৃষ্টির কাচফোঁটা গুলো তার
আমাদের ভালোবাসার টুকরো টুকরো,
হাসি কান্নার অনুক্ষণ অশেষ অভিমানী খুনসুটি মনে করছে... নিরলসভাবে ঝরে যাও তুমি 'জলবান্ধবী'
আমি যে ব্যথার কাব্য করছি,
তোমার চোখের অতি স্বচ্ছ আয়নায়
প্রতিটি মেহেকি ফোঁটা যেন কোন মায়ানগরী হতে,
ছুটে ছুটে এসে আমার চোখে লেগেছে~
মেঘপথ ছেঁড়ে আমার কোলে সে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, আমার মাধবীর কথা খুব মনে পড়িয়ে দেয়

আমাদের অসম্ভব দূরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বৃষ্টির অবিরাম ছটফটে ফোয়ারা
ভীষণ কুন্ঠিত আমার একাকী কান্না হয়ে যায়...
বৃষ্টির ছন্দ মিলেমিশে যায় আমার দুঃখের ছন্দে,
একটি বিষণ্ন শতদ্রু স্যিমফোনি,
যেন আমাদের অদৃশ্য আগামীকালের জন্য বাজছে
আমার ক্লান্ত মুখ স্পর্শ করা প্রতিটি ফোঁটার সঙ্গে, আমি নির্মিলিত চোখে অনুভব করি
আমাদের বিরহের প্রতিধ্বনি, অসীম শূন্যতার প্রতিধ্বনি... বৃষ্টির ফোঁটা মিশে যায় আমার চোখের জলে
এই বৃষ্টিতে আমি সান্ত্বনা পাই, মুক্তি পাই, নির্ভার হই, বৃষ্টি যেন ক্ষণিকে টুকরো টুকরো যন্ত্রনা মুছে দেয় তবুও বৃষ্টি আমার নয়ন তৃষ্ণার তুমি'কে,
তোমার অসহ্য অনুপস্থিতির
জ্বলুনিময় শূন্যতা পূরণ ক'রতে পারে না~
আমাদের যে শূন্য মাত্রার দূরত্ব
তোমার যে এই বুকেই জনমের আবাসন প্রিয়,
"আমি আর কোথায় বা তোমাকে খুঁজতে যাবো...!" বৃষ্টির আলিঙ্গনে, জলমুক্তো ছোয়ায়
আমি যেন সুপরিচিত স্পর্শের সংযোগ খুঁজে পাই, বৃষ্টির আদুরে ফোঁটা মুখে মেখে আমি উজ্জ্বল হই... স্বর্গজলের মৃদু স্পর্শে যেন আমি
আমাদের সমগ্রের সবগুলো টুকরো খুঁজে পাই,
শীতল ফোঁটার এই অমোঘ বৃষ্টি যেন
ভালবাসার দারুণ ফিসফিস এর মত,
আমার ললাট, উন্মুখ অধরে, কর্ণলতিকায়, বিরহী চিবুকে তোমার সুগন্ধী শিহরন মনে করিয়ে দেয়,
এই আপন বরষায় আজন্মবিরহী এ প্রাণ
অবশেষে সর্বাংশে তোমার হয়ে যায়...

সুন্দরতম জাগো
[অবিস্মরণীয় চিরসবুজ কণ্ঠস্বর শ্রীমান হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর ১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি]
— পারভেজ শিশির
২রা আষাঢ় ১৪৩২
১৬ জুন ২০২৫ সোমবার
যে গান আমি বেঁধেছি তোমার সুরের মায়ায়
চোখ রেখে ঐ রূপকথা চন্দ্রময়ী চোখের তারায়, তোমার প্রেমে অমর আমি নিখিলে আত্মহারা
“সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা”

দিয়েছো আশ্রয় অক্ষম এই ভিখারিরে তুমি
মায়ের স্নেহ অক্লান্ত জীবন ভ'রে অনন্ত জন্মভূমি, কয়েছি কথা তোমারই অমৃত মধুর বোলে
জীবনে মরণে তোমার বুকেতে রবো,
“পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহ ভরা কোলে
তব মাগো, বলো কবে শীতল হবো”

কত ব্যথিত জীবন থাকে চোখের আড়ালে
বন্ধু কি মেলে তবু করুণ দুহাত বাড়ালে? জীবন কোথাও ফুলে ফসলে ভরা কোথাও মরুময়
তবুও জীবন বাঁচে অসামান্য অভিমানী মমতায়, “কোনো এক গায়ের বঁধুর কথা তোমায়
শোনাই শোনো রূপকথা নয় সে নয়…”

আঁধার হতে আলোর পথে ফিরে আসে ধরণী
মঙ্গল প্রেম সুধাজলে শত প্রাণে কাটে অশনি, তুমি কি তবে দেখোনি আনন্দিত জীবন প্রতিচ্ছবি? “খিড়কী থেকে সিংহ দুয়ার এই তোমাদের পৃথিবী”

দিবসরাত্রি কত জীবনে কত ব্যথা সঞ্চিত তুমি কি জেনেছো কত মায়ায় এ পরাণ বঞ্চিত, কি যন্ত্রণা বাহিত হয় চৈত্র থেকে বৈশাখে! “পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে…!”

করুণ চোখে চেয়ে থাকি তোমার মমতা আশা ক’রে
আমি ভিখারী শূন্য হাত আমার অঞ্জলি দাও ভ’রে, যদি দেবে তবে দাও আঁধার ভূবন আলোয় ভরায়ে
“চরণ ধরিতে দিও গো আমারে নিও না সরায়ে”

খুঁজেছি যারে দু'নয়নের প্রদীপ জ্বেলে অনুক্ষণে জানা নেই ওগো জানিনে সে কি রেখেছে স্মরণে, অনিঃশেষ ভালোবেসেও, আজো চিনিনি সে কে...!
"আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে"

কিভাবে আনন্দ সুখের নাগাল পাওয়া যায়…!
কিভাবে উজ্জ্বল দিনে সন্ধ্যা পেরিয়ে আঁধার ঘনায়, আমি জানিনে এ জীবনে সুখে বেঁচে থাকে কারা…! তবুও থেকে থেকে, “আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা”

তুই কি জানিস কেন সে আমার কাছে আসেনা…!
মরু সাহারার তিয়াস কেন অতলান্তিকে মেটে না?
কেন সে আমায় অসীম প্রেমে ডুবায় আবার ভাসায়
কেন তারে খুঁজে না পাই, বেঁধে এ বুক আশায়,
নীল অম্বরে নীল নিথুয়া গহিন পাথারে...!
“ও নদীরে একটি কথাই শুধাই শুধু তোমারে”

এক পৃথিবী প্রিয় বন্ধু তোমায় ভালোবেসে যেচেছিলে যা তারও অধিক দিয়েছি নিঃশেষে,

তুমি চলে গেলে, আমার ঘর আঁধারে রইল ছেয়ে জীবনের শত প্রশ্নে কিছু উত্তর সহসা মেলেনা...! “যাবার আগে কিছু বলে গেলেনা,
নীরবে শুধু রইলে চেয়ে…”

ব্যথা নিয়ে এই অনন্ত পথ পার হতে হবে জানি তোমার প্রেমের দান আমার পাথেয় বলে মানি, তোমার চোখের তারা এখনো অদৃশ্য মায়া আঁকে “মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে…”

প্রেমময় তুমি আমার ছায়া হয়ে থেকো সাথে
সন্ধ্যা বিকেল দুপুর নিশিথ রাঙা অরুণ প্রভাতে,
বোশেখ থেকে চৈত্র তোমারে শুধু ভেবেছি
“আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি,
আর মুগ্ধ এ চোখে চেয়ে থেকেছি…”

আব্বা
[আমার আব্বা আমার জীবনের প্রথম নায়ক। আমার ‘শিশির’ নামটি আব্বা’ই রেখেছিলেন… আব্বা আজকে নেই ঠিকই কিন্তু তাঁর দেয়া নামটি এখনও সরব... আব্বার সাথে কত কত স্মৃতি… কত আহ্লাদ কত অভিমান… কত ইচ্ছে শখ স্বপ্ন পূরণ…! আব্বা তুমি ভালো থাকো…! পৃথিবীর সব আব্বা’রা ভালো থাকুক]
— পারভেজ শিশির
১লা আষাঢ় ১৪৩২
১৫ জুন ২০২৫ রবিবার
সহস্র মাইল দূর হতে
আমি তোমার নিরাপদ যাত্রা আশা করেছিলাম আজ থেকে এক যুগ আগে…
প্রতি দিবারাত্রি একইভাবে,
আজও আশা করি, যাত্রা শুভ হোক…

তুমি যশোরের বাইরে গেলে,

তোমার দিক ঠিক থাকে না…
এ কথায় একদিন আমি হাসতাম,
অথচ আজ আমি অবাক অশ্রুমুখী
কিভাবে তুমি এত দীর্ঘ যাত্রা করবে…!

যেদিন তুমি আমার ১৫ বছর বয়সী কাঁধে
রা'ই'ফে'ল রেখে একটা ঘুঘু’কে নিশানা করেছিলে, খুব ভয় পেয়েছিলাম কানফাটা গুলির আওয়াজে; সেদিন বুঝিনি, তবে আজ বুঝি
তুমি আমায় তারুণ্য থেকে যৌবনের পাঠ দিয়েছিলে…

আজো তোমার সুরমা রুপালী T5 ভেসপা চালাই
তুমি আমায় সুদক্ষ হাতে চালাতে শিখিয়েছিলে, কারণ আমি ছোটখাটো দূর্ঘটনায় পড়তাম…
আজো আমি আমার গতি মন্থর করি,
যখন তোমায় বলতে শুনি,”সব সময় নিয়ন্ত্রণ রাখো”
যা এখনো ব'লে চলো ঠিক পিছনের সিটে বসে…

তুমি প্রায়শই আমার কাছে থাকো বলেই
তোমার কাছে অনেক কিছু পরামর্শ নিয়ে চলি,
কেননা তুমিই আমার লাইটহাউজ…
মাঝে মাঝেই ব'লে ফেলি, "আব্বা, ব্যাপারটা কী করা যায়..!" তুমি এখনও আমার ‘ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার’ তোমার সাথে কোন না কোন একদিন দেখা হবে,
তোমাকে বলা হয়ে ওঠেনি যা, তা বলা প্রয়োজন
আমি দিনে দিনে তোমার আরো নিকটবর্তী হচ্ছি…

‘রাব্বির হামহুমা কা’মা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা’
হে আল্লাহ্, আমার মাতা-পিতার প্রতি
আপনি সেই ভাবে সদয় হউন,

তাঁরা শৈশবে আমাকে যেমন
স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছেন…

আলোকচিত্র - পারভেজ শিশির, ১৯৮৯ সাল, আমার আব্বা মো: আলতাফ হোসেন, ১৯৬৫ সাল

কোথায় তুমি, হিরণ্ময়ী...!
— পারভেজ শিশির
৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১৩ জুন ২০২৫ শুক্রবার

"যে রাতের আঁধারে হারিয়েছি তোমারে রক্তিম ভোর কি তারই শোকে
এমন অগ্নিতে মেশা!
সৌদামিনী, জানিনে সে কোন্ সুদূরলোকে
কী ক'রে তাঁরে ফিরাবে এ প্রাণ,
অহরহ দিনমান চলে তারই অন্বেষা"

প্রেম রইলো প্রাণে প্রিয়…
আসলেই কী বিরহের উত্তাপ
শুধু অন্তরের খোঁজে স্তিমিত হ’তে পারে…!
‘সাধনা’ ‘আরাধনা’ ‘ভজনা’ ‘উপাসনা’ ‘বন্দনা’ ‘অর্চনা’… প্রিয়ালব্ধির যত সম্পাদন হ’তে পারে, অর্বুদমাত্রিকতায় তাঁকে যে পেতেই হবে…
এর আর কী ব্যত্যয় রয়েছে…!!
জানা নেই… জানিনে প্রিয়…
আমার প্রিয়া’ই যে পরম সত্য ও সুন্দর…
◌
মাটিতে রোদের উষ্ণ আলো পড়ে থাকে
সে নেই..! সে আছে হৃদয় দিয়েছি যাকে

সে আছে…! সর্বদা হৃদয়ের কাছে কাছে

নিভৃতে চেয়ে যাকে, চেয়ে থাকি দূরে সুদূরে হারায় সে করুণ যোগিয়া সুরে আশাহত… প্রাণ জপিঁছে নাম প্রিয়তম

রূপোলী চাঁদে রূপ আঁকি আঁখিজলে জনমের প্রেম নিমেষে হঠাৎ ফুরোলে
সে থাকে স্মরণে… শত সহস্র মরণে

তারার আলোয় সে শুধু ক্ষণেক হাসে হাসিমুখে যেন সে রয়েছে আশে পাশে
তাকে পাই… মনের বিষাদিত ছলনায়

মিলন চেয়ে পোড়া দু’চোখ শুধু কাঁদে অকাল বিরহে পুড়ি নিঃশব্দ আর্তনাদে… নিঃশব্দে সে, চলে যায়, নিঃশব্দে আসে

সে আসে আপনহারা প্রাণের কিনারে
নিকষ আঁধারে পরাণে পেয়েছি যারে…
সে নেই…! অথচ আছে একমাত্র সে’ই

নিশি দিন এই নিষ্ঠুর স্বপ্নখেলা কবে তোমাকে পাওয়ায় চিরতরে শেষ হবে
কোথায় তুমি প্রিয়? এতটুকু দেখা দিও…

একদিন ভেবেছি যে আর
কোনোদিনও কিছু লিখবো না…
কি হবে আর চোখের জলরঙে কাব্য ক'রতে গিয়ে? কোন্ এক অচিন সমুদ্রের মাঝরাত্রির ঢেউ

থেকে থেকে ডেকে নিয়ে ডুবিয়ে দিতে চায়, আমার প্রেমের সকল আতরগন্ধী অহংকার তার বিরহী নোনা জলের গহিনে~
বার বার এত এত মরণে'ও
তাঁকে শুধু একটিবার ফিরে পেতে চেয়ে
শুধু শুধু নিভতে নিভতে জ্বলতে থেকেছি, হয়তো চোখের বাইরে অন্ধকারে
সে এসে ফিরে ফিরে যায়,
আর আমার দিঘল নিশ্বাস বলে, কোথায়... কোথায়...!

জীবন্ময়ের দীক্ষা
— পারভেজ শিশির
২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১২ জুন ২০২৫ বৃহস্পতিবার

এভাবেই চলতে থাকে যাওয়া
আর আসার রোদ-মেঘ-বৃষ্টি,
এ এক অবোধ জীবন চক্র…

আমি তো কিছু লিখিনি কোথাও
কোনো আক্ষেপের দিনলিপি,
জীবন যেমন এ পৃথিবী গ্রহের
পাহাড়ের মতন অমসৃণ,
ক্লেশ কিঞ্চিত অচিন মনের আরও
এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশে ভাইরাসের মত, শীত নিদ্রায় রয়ে থাকতে পারে সুপ্ত…

কেমন ক’রে তোমাকে বলি
আমি খুবই শূন্যপাত্র একজন লোক,

কোনো সুদৃড় শেকড় নেই
তার লবন-জলের নেই তৃষ্ণাও …

যখনই একটু পলকা ‘বায়ূ-পরশন’ লাগে
এর “ম্যায় কিনু কিনু দাসসা…!”* দশা হয়… সে তখন আমাকে ছেড়ে যায়,
মানে সেই স্বেচ্ছা-অত্যাচারি* দৈত্য, যে আমাকে ক’ষে ক’ষে ধরে মাঝে মাঝে,
আবার ক্ষণিকের তরে ছেড়েও দেয়…!

কিছু মানুষের, এ জগতে
শুধু প্রলাপ ও বিলাপেই
সুখ ও দুঃখ জারিত হয়,
আর যা প্রচারিত হয় সে
আসলে অন্য মানুষ,
সে সময়ে সময়ে নিজেকে অবধি
চিনতে পারে না, নির্নিমেষ দৃষ্টি তার এমনই তার ‘ডুয়্যেল আইডেনটিটি’*…!

কখনও কোথাও এক এক করে
দরবারী যোগিয়া সুরে,
খেয়াল গেয়ে ওঠে কেউ কেউ,
যাদের শুধু দূর থেকেই কারণে অকারণে,
ভালোবাসতে ইচ্ছে করে,
খুব এক উষ্ণ চোখের জলে ভেসে…

★ "ম্যায় কিনু কিনু দাসসা" একটি পাঞ্জাবি ভাষার ক্ষেদবাক্য, অর্থ — "আমি কাকে কাকে বলবো..!"
★ ডুয়্যেল আইডেনটিটি — দ্বিমুখী চরিত্র
★ স্বেচ্ছা-অত্যাচারি — নিজেকে যে নিজে কষ্ট দেয়

জগত সমান্তরাল
— পারভেজ শিশির
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১১ জুন ২০২৫ বুধবার
[সুর ও প্রকৃতিঃ উদাসী ভৈরব
ভাবাদর্শঃ সাঁইজি ফকির লালন শাহ ও হযরত মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি মূর্ছনা কালঃ বিনিদ্র রৌদ্রোজ্জ্বল যামিনী]

কারে সে আর বলে,
আমারে চিনতে আমার কাটলো চিরকাল,
আমি ও আমার দেহ, জগত সমান্তরাল...

আমারে কখনও আমি চাক্ষুষ দেখিনি
ইহলোক যেমন আজো দেখেনি পরকাল,
অথচ জীবন প্রবাহ বয়ে যায় তেমনি
আমি ও আমার দেহ, জগত সমান্তরাল…

সাধে কি আর জনম ভ'রে এমন পথ ঘোরা
পথে পথে সন্ধান মেলে কেবলই কাঁটাবন, কান্দে পরাণ কায়া আমার হেসে আত্মহারা চোখে আমার মায়ার আগুন জ্বলে সারাক্ষণ...

খুঁজে ফিরি নিয়ত আমার দেহের দোসর তৃষ্ণার্ত চোখে চাহি, মায়া মরীচিকা, অথচ সবই ফাঁকিজুঁকি, বিবর্ণ ধূসর নামের আড়ালে আমি কেবল অনামিকা…

শতরূপে শত রিপু আমারে তাড়ায়

পাপ করে দেহকান্ড, আমি করিনা,
দেহ আমার অন্তস্থ যন্ত্রণা বাড়ায় আপন মাংসে সন্ত্রস্ত বৈরী হরিণা…

জলে থেকেও দেহ আমার নিরেট নির্জলা হাওয়ার মধ্যে খেলা করে নিঠুর বংশীয়াল, রুহ আমার ভরা গাঙে নৌকো পাল তোলা বিশাল বানে ডুবে মরে নেই কোনো খেয়াল...

শমন আসে তবু দেহের কাঙ্ক্ষা সীমাহীন দেহের পর্দা টেনে দিলেও কলব বেপর্দা, প্রভুর নিকট পানাহ্ চাহি আমি দীনহীন মরার আগে মরার কথা ভাবছি সর্বদা…

জীবনের সংগে মরণ চলে পাশাপাশি
অমর হবার বান্ছা তবু থাকে চিরকাল, আমি কান্দি, দেহ আমার করে হাসাহাসি আমি ও আমার দেহ, জগত সমান্তরাল…

আনোয়ার বলে,
আমারে চিনতে আমার কাটলো চিরকাল, আমি ও আমার দেহ, জগত সমান্তরাল...

আমার আছে শূন্যতল
— পারভেজ শিশির
২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১০ জুন ২০২৫ মঙ্গলবার

আমার আকাশে কোনো চাঁদ ওঠে না

কেননা তাঁর হাসি মুখ কোথাও নেই খুঁজেই চলেছি আজও পাওয়া হয়নি
কেন জল চাইতে মরীচিকা শুধু মেলে…!

এই বোধের কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই কারো কাছে কোনোদিন শুধানো হয়নি, তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না
কেন এমন ক'রে গলা শুকিয়ে আসে…!

বহু সহস্রাব্দী তাকে এই কথা বলা হয়নি তুমি ছাড়া সত্যি আর আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া এ পোড়া চোখে ঘুম আসে না
কেন কোন্ দোষে আমাকে গেলে ফেলে…!

যার পথ চেয়ে চেয়ে সময় কাটে না
কত কত দিন যার মুখ দেখা হয়নি,
যে আমার কাছে আজ বহুদিন নেই
কেন তাঁর স্মৃতি-বালুচর বুকে জাগে…!

সে কিছুতেই আমার কাছে আসে না
আমাকে সে বোধ হয় কখনও ভালোবাসেনি
তাঁর সমতুল্য এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই কেন সুপ্রিয় আজ শুধু ছবি হয়ে থাকে...!

তাঁর কথা, চোখ-চাওয়া, হাসি আর নেই
তবুও এ হৃদয় তাঁকে কখনো ভোলে না,
তাঁর প্রেমের সুগন্ধ আজো অতীত হয়নি কেন অসীম বিরহে হিয়া অনুক্ষণ কাঁদে…!

সে যে কোথায় ঠিকানা জানা হয়নি

তাঁর খবর জানাবে এমন কেউ নেই,
কীভাবে তাঁকে ফিরে পাবো জানি না
কেন সে আমায় বিনে সুতোয় তবু বাঁধে…!

এই বোধের কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই কারো কাছে কোনোদিন শুধানো হয়নি, তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না
কেন এমন ক'রে গলা শুকিয়ে আসে…!

চন্দ্রগ্রহণ
— পারভেজ শিশির
২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৯ জুন ২০২৫ সোমবার

চোখ ছিল সাশ্রু আর অবয়ব হাসি মাখা~

বন্ধু তুমি আমার পথ চেয়ে থাকতে একা, প্রিয়তমা, তোমার আর কি পাবো দেখা?

প্রেমে নিষিক্ত তুমি হয়েছ উজ্জ্বল কাঁচপোকা~ কেমন ক'রে কাঁদতে তুমি আমায় মনে ক’রে,
কী দূর্ভাবনা ভাবতে ব'সে সমস্ত দিন ধ’রে?

কেমন ক’রে কোথায় হলো দুটি হিয়ার মিলন
একত্রিত হ’লো তোমার আমার দুটি জীবন,
কত দিনের আনন্দ হাসি কান্না অভিমান,
আপনার চেয়ে আপন ক’রে পূর্ণ করেছে প্রাণ

তুমি অনন্ত শাশ্বতী – হৃদকমলে পূর্ণ চন্দ্রমুখী

থাকতে কাছে ভাবোনি দূরদেশে যাবো চ’লে কাঁদবে হিয়া, তোমার চোখের একটু আড়াল হ’লে, তোমার করুণ সজল নয়ন, নিত্য দীর্ঘশ্বাস সাক্ষী থেকো চন্দ্র সূর্য ধরনী আকাশ বাতাস

নীহারিকাপ্রায় আমার রুহে তোমার আবাস
শত সহস্রাব্দ গেলেও প্রিয়তমা, এই আমি,
তোমার অশ্রুজলে অমর জীবন্ত প্রাণস্বামী

প্রিয়তমা, তোমার আর কি পাবো দেখা?
বন্ধু তুমি আমার পথ চেয়ে থাকতে একা

চোখ ছিল সাশ্রু আর অবয়ব হাসি মাখা...

অনন্ত ঈদের গান
[ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ এ, বিশ্ব নিখিলের সমস্ত প্রাণের অবিরত শুভ ও কল্যাণ প্রার্থনায় বিশেষ আনন্দগীতি]
— পারভেজ শিশির
২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৭ জুন ২০২৫ শনিবার
আজকে খুশির ঈদ আনন্দে
মাতলো সারা দুনিয়া,
চলো এবার তবে ঈদগাহে যাই
হিয়াতে মিশায়ে হিয়া।।
ভুলে যাই চলো হিংসা বিদ্বেষ প্রেমের বাণী শোনাই,
অহংকারে যেন না হই নিঃশেষ
পাথরে ফুল ফোটাই,
আলোকিত করি আঁধার প্রতিবেশ প্রেম প্রদীপ জ্বালিয়া।

আমীর ও ফকিরের সমান পরিচয়
ঈদগাহের কাতারে,
গরীব হইলে'ও সে কভু ছোট নয়
আল্লাহের নজরে,
হাশর দিবসের মালিক প্রেমময় কিতাবে গেছেন বলিয়া।
ত্যাগের উপমায় জেগে উঠুক প্রাণ কুরবানি তার শরিয়ত,
ইব্রাহিম, খোদার প্রেমেতে মহীয়ান পুত্র'রে করেন অসিয়ত,
সর্বপ্রিয় কিছু নবী দেবেন কুরবান রব'কে ভালোবাসিয়া।
জগত চরাচর ভালো ও মন্দে
চলছে মিলিয়া মিশিয়া,
প্রভু এ জীবনের তাল ও ছন্দে ঈদেরে দাও বাঁধিয়া।
আজকে খুশির ঈদ আনন্দে
মাতলো সারা দুনিয়া,
চলো এবার তবে ঈদগাহে যাই
হিয়াতে মিশায়ে হিয়া।।

ঈদ আনন্দিত কান্নায়
[পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২৫ এর প্রাক্কালে সবাইকে ঈদ মুবারক ও বিশেষ নিবেদন] — পারভেজ শিশির
২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৬ জুন ২০২৫ শুক্রবার

কোথা থেকে এসেছিলে তুমি পথিকবন্ধু?
তোমাকে আমার কোনোদিনও
আর পাওয়া হবে না জানি,

একদিন কেবলই স্মৃতি হয়ে যাবে
আজকের বিনিদ্র রাত্রির কথোপকথন,
খুব আপন হয়ে পাশাপাশি বসে থাকা
বিকেলগুলো হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়বে,
তোমার পরিচিত নিশ্বাসের শব্দ মনে পড়বে, হাতে হাত রাখা মোহন মায়া,
গাল ছুঁয়ে দেয়া মনে পড়ে, পড়বে,~
আমাকে হারানোর আশঙ্কায় কুঞ্চিত ভ্রু, আকুল হয়ে ফেলে না যাওয়ার প্রাণান্ত অনুরোধ, সব কিছু সবিশেষ মনে পড়বে~
বিষাদিত ঈদের প্রেমপত্রের প্রাপিকা, তোমায় আমি ভুলিনি, তুমিও আমায় ভুলো না...

আজ এই ঈদের আনন্দ আবহে
তুমি তেমনই আমার কথা ছুঁয়ে রয়েছে,
তোমার হাসিটুকু এখনও চোখে অম্লান, এখনও সকাল আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে প্রতিদিনই সতেজ হয়ে উঠছে,
অথচ তোমার এই মায়া মুখখানি হয়তো
সামনের ঈদে আর দেখতে পাবো না,
তখন না হয় ঈদের চাঁদে
অশ্রুভারে নত একটি দুঃখিত চোখের মায়া,
তোমার চোখের জলে মিশিয়ে নিও...

আমার স্বল্প দিনের সুহাসিনী গল্পময়ী প্রিয়তম, যদি আমি সত্যিই দূরে চ'লে যাই
তবে আমায় একটু ছোঁয়ার বাহানায়
তোমার আঁচলের স্পর্শ নিও,
যেমন তোমার গাল ছুঁতো দুঃখিত আঙুলগুলো
কোনো গাঢ় খয়েরি সন্ধ্যায়,

তোমার আঁচলের নরম ছোঁয়ায়
আমাকে তুমি নির্দ্বিধায় স্মরণ ক'রো, প্রতিটি ঈদের শুভ সময়ে
তুমি আমায় ভালোবেসে ভালো থেকো...

ঈদের চাঁদে আমি যেন ফেলে এসেছি
তোমার ব্যথিত নীল মুখ~
তোমাকে আমার কোনোদিন পাওয়া হবে না,
এ যেন অলিখিত প্রতিধ্বনিত আজান,
আমার হৃদয় মসজিদের মিনার ছুঁয়ে যায় বারবার, শুভময়ী তোমার চোখের জলে ওযু ক'রে
যেন আমি এখনও ঈদের নামাজে দাঁড়ায়ে যাই....

আজকের এই কথোপকথন হয়তো
অকালেই স্মৃতি হয়ে যাবে,
যেমন দিঘির জলে পা ভিজিয়ে,
যেখানে আমরা পাশাপাশি বসতাম চুপচাপ,
সেইসব সুখ অমৃত শিরশিরানি হয়ে
আমার দেহজুড়ে রয়ে যাবে~
সব যেন বিষণ্ণ বাতাসে ভাসা কামিনীফুলের মতো, তোমার কত কত কথার সুগন্ধ ছড়াবে...

আজ এই ঈদে নির্মেঘ আকাশের নিচে
আমার জায়নামাজের উপর
তোমার হাসিমুখ এখনও উজ্জ্বল~
সামনের ঈদে হয়তো আমার মুখখানি
তুমিও আর দেখতে পাবে না,
তখন যদি চোখে জল আসে
তোমার কম্পিত ঠোঁটে আমার নামের স্মরণ নিও~

সত্য ত্যাগের মহিমায়
[ঈদ-উল-আজহা ২০২৫ এর অর্থপূর্ণ শুভক্ষণে আত্মত্যাগ ও ভোগ বিসর্জনের সশব্দ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৫ জুন ২০২৫ বৃহস্পতিবার

আয় তোরা ভাই, সত্য ত্যাগের মহিমায়
কী হবে এত সঞ্চয়, বল 'আমি' কিছু নয়, বদলে ফেল পুরোনো ভাষা,
জবেহ কর হিংসা লোভ লালসা,
এ জগত হবে শান্তিময়~
কুরবানির ঈদ এসে ব'লে ব'লে যায়...

জিলহজ্জের প্রথম চন্দ্র মনজিলে,
লোহিত মদির গন্ধে ভিজে উঠেছে শহর,
শান দেয়া কাটারি ঝলসে উঠেছে সূর্যের আলোয়~ কে বলবে, অনাদীকালের এই কুরবানি কেন? সত্যিই এ কি ইব্রাহিমের আত্মবিসর্জনের পথ? কেন ত্যাগের মহিমা আজ সমাজ থেকে ফেরারী? মাংসের খণ্ডে খণ্ডে গৃহস্থালী মেজাজে,
এ কোন নতুন অহংকারের অভিনয় হলো শুরু! কুরবানির কাটারি কোন রিপুর গায়ে কাটে আঁচড়? হিংসা নয়, লোভ আর দম্ভ নয়,
আত্মা থেকে দুশমনী স্পর্শ ধুয়ে ফেলা
আজ সবচেয়ে বেশি জরুরি...

শহরের অলিতে গলিতে কত চোখ
কিন্তু নেই কোনো চোখে অশ্রুবাষ্প,
নেই ভালোবাসা আর বিনয়ের আহ্বান~

আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন মানুষের কাফেলা, তোমার আসল পশু কি মাঠে হাঁটেই থেকে গেল? অন্তরে লুকানো লোভী হায়েনা,
ছিনিয়ে নিয়েছে বিধবার ভাতা,
খাস জমি সব করেছে আত্মসাৎ,
আগুন লাগিয়েছে নিত্য পণ্যের বাজারে, কিতাবী নির্দেশনার ফাঁকা বুলি আওড়ে তোমরা কোন নতুন দিনের বার্তা বয়ে এনেছো!

সভ্যতার মানচিত্রে এসো নতুন রেখা টানি, এসো হিসেব করি, নজরবন্দী করি
কোথায় কত শিশু মরছে পিতার কোলে,
ক্ষমতার লোভে একই পৃথিবীর মাটিতে
কোথায় কোন জাতি কুরবানি হয়ে যাচ্ছে, সম্পদের ভাগাভাগিতে কোথায় কত দ্বন্দ্ব~ জেনে রেখো, ইসলাম কেবল উৎসব করে না,
যে মানুষ কুরবানির মানে জেনেছে,
আত্মত্যাগের দায়বদ্ধতায় সে-ই শুদ্ধ মানুষ, প্রাণে প্রাণে সে উজ্জ্বল উপমা,
নিজের লড়াই তার নিজের বিরুদ্ধে,
মানুষের জন্যে মানুষ হয়ে সে বাঁচতে শিখেছে...

মুসলিম তুমি যদি নবী ইব্রাহিমের উত্তরসূরি হও যদি তাঁকে তুমি আত্মসমর্পণকারীর প্রতিভু বলে মানো, তবে কাটারি চালাও নিজের অহংকারে, নিজের জ্ঞানে~ তুমি যাকে গরিব বলে দেখছো
তাকে একদিন জিজ্ঞেস করো, কুরবানির মানে কী?
সে বলবে, একদিনের মাংস, কিছুটা রসনা বিলাস, একবছরের খালি হাঁড়িতে জিভেয় জল আনা হাহাকার তোমার ভাবনায় আর গরীবের তৃষ্ণায়,

দেখেছো কী ভীষণ ফারাক...!

সত্য কুরবানি মানে নিজের হিংস্রতা জবেহ করা নিজের লোলুপতাকে শুদ্ধ করা,
নিজের ভোগ-বাসনাকে গলাটিপে ধরা~
সত্য কুরবানি মানে প্রতিবাদী বিপ্লব যেখানে অন্যায় হলে মুখ বন্ধ না রেখে
বলে ওঠা, ‘না, এ ইসলাম নয়!’ না, এটা হজ্ব নয়।
যদি হজ্বে গিয়ে ফিরে এসে
তুমি ভ্রুণ হ'ত্যাও সমর্থন করো,
না, এটা কুরবানি নয় অর্বাচীনের দল....!
তুমি কি কুরবানি করেছো,
আজও তোমার শ্রেণি-অহংকার?
কুরবানি মানে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সীমান্ত প্রহরা এ কেবল উৎসবী ঈদ নয়,
আত্মোপলব্ধি আত্মপরিমার্জনের শুভসূচনা...

মেঘলা বিরহের গান
- পারভেজ শিশির
২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৪ জুন ২০২৫ বুধবার

ফিরে এসো আর থেকো না অন্ধকারে,
অভিমান কেন ক'রে আছো, যারে খুব ভালোবেসেছিলে…!

শুভ্রকাচ বৃষ্টির শত-সহস্র ফোটা শব্দে
তোমার কথা আজও একই নিয়মে মনে পড়ে,
রূপালী বিকেলে মেঘের পালকিতে চ'ড়ে
তোমার রঙধনু মুখে প্রেম লজ্জা ফিরে আসে…

হিসেব রাখিনি কতকাল কেটে গেছে
করুণ মনে ভাবি যেন গতকালও পাশে ছিলে,
জানিনে কিভাবে তোমাকে পাওয়া যাবে
সবই ঐচ্ছিক তবে অনিবার্য তোমায় পেতে হবে…

স্থিরজল দীঘির মৃদু কম্পিত ক্যানভাসে
মাঝে মাঝে দুএকটি পাখি আলতো ঘরে ফেরে,
দিগন্তের উপরিসীমার সমস্ত আকাশ জুড়ে
তোমাকেই শুধু খুঁজি, নিরন্তর খুঁজতে ইচ্ছে করে…

ব্যথার নীলঢেউ আছড়ে সাগর সৈকতে
জানায় কেমন আছে এ হৃদয়, প্রতি দিনশেষে,
আমার ব্যথায় পরিযায়ী মেঘও কাঁদে
বিরহ কত ডোবায় কত ভাসায় সে’ও জানে…

রাতের কালোয় জোনাক যেমন জ্ব’লে
ক্ষণিকের তরে হারিয়ে ফেলা সঙ্গীকে নেয় খুঁজে, তেমনি তোমায় ফিরে পাবার আশ্বাসে
ঠাই জেগে আছি, থাকবো প্রিয় অহর্নিশ একইভাবে…

চির-আরাধ্য যাকে না পাবার অভিমানে
মনের সুগহিন তলে নিটোল ব্যথা জ'মে থাকে,
করুণ চোখে করি অনুরোধ করজোড়ে
ফিরে এসো, যেওনা আর আমাকে একলা ফেলে…

ফিরে এসো আর থেকো না অন্ধকারে,
অভিমান কেন ক'রে আছো, যারে খুব ভালোবেসেছিলে…!

একটি ফুলকে বাঁচাবো ব'লে...
[বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ উচ্চারণ]

— পারভেজ শিশির
১৮ই জৈষ্ঠ ১৪৩২
১ জুন ২০২৫ রবিবার

"তোমরা ওদেরকে মেরে ফেলো না,
বিশ্বময় যে প্রতিদিনই অজস্র ফুল ফুটছে...! ওদেরকে সুরভি বিলোতে দাও..."

শিশু কোনো জাতপাত জানে না~
সে জানে কেবল মায়ের কোল,
বাবার ডাকে দেখে ভোরের আলো,
আর এক টুকরো বিকেলের রোদ
ধনী হোক কিংবা গরিব,
নগরের বহুতল ভবন
কিংবা গ্রামের কুড়ে ঘর,
শিশু সংসারে স্বপ্নদিশারী হয়ে আসে...

সেই স্বপ্ন বিচূর্ণ হয়ে যায় হঠাৎ ঝড়ে, যুদ্ধ বিগ্রহে সে হয়তো মুহূর্তেই অনাথ, কোথাও সে চিমনির ধোঁয়ার নিচে শ্রমিক, কোথাও গৃহ নির্যাতনের নির্মম শিকার, কোথাও অপুষ্ট শরীর নিয়ে পড়ে থাকে, অস্পৃশ্য হয়ে রাস্তায়, কারো বারান্দায়, অথচ তারও অধিকার আছে ~
ভাতের, বইয়ের, খেলাধুলার, ভালোবাসার... শিশুর প্রথম আশ্রয় মা জননী~
সুস্থ মাতৃত্বে শিশুর সুস্থ জীবন শুরু, শিশু বড় হয় ঘ্রাণ, ছোঁয়া, শব্দ আর সুরে, সাহিত্য তাকে কল্পনার ডানা দেয়, সংগীত শেখায় প্রেম আর মানবতার সুর,

একটি কবিতা তার মনে
বুনে দেয় ভালোবাসার ভাষা,
একটি বিপ্লবী গান তাকে শেখায়
প্রতিবাদের জীবন ছন্দ...

এই পৃথিবী শিশুর জন্য নিরাপদ হোক
এটাই আজকের প্রত্যাশা,
এই পৃথিবী অন্তত শিশুদের জন্যে হোক স্বর্গ~ আজকের এই অধুনা পৃথিবী,
ওদের স্পর্শে সত্য সুন্দর শুদ্ধ হোক.. শিশুরা বেড়ে উঠুক মুক্ত বাতাসে,
সংবেদী প্রগতিশীল সমাজে,
জ্ঞান আর কল্পনার আলোকরাজ্যে,
শিশু যেন কেবলই বেঁচে না থাকে,
সে যেন বিকশিত হয়,
গড়ে তোলে সুন্দরতম ভবিষ্যৎ...

মঙ্গল দিনের শুভ আলো যেন পড়ে ওদের চোখে,
ওদের প্রাণে প্রতিফলিত
হোক মহাপ্রাণের জীবন দীক্ষা,
ওদের চোখে আমরা যেন আজ
পৃথিবীকে প্রতিদিন নতুন করে দেখতে শিখি...

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ
[জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্সটিটিউট আয়োজিত মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা এর নজরুল কনসার্ট ২০২৫ উপলক্ষে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৩১ মে ২০২৫ শনিবার

সুন্দর তুমি সুন্দর সব বর্ণিল এই পৃথিবীর কেবল অর্থনীতি অস্থির,
সুস্থিত যুদ্ধ ও রাজনীতি
সমানে চলে খুনোখুনি, তবু কণ্ঠে সম্প্রীতি

বন্ধুবেশে শত্রুরা সব কেড়ে নেয় অধিকার প্রাপ্তি কেবলই কারাগার,
মিছিলে মুখর সারাক্ষণ
আসে অশনি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বিনীত মরণ

কী দরকার যখন পথময় কাঁটা ফুলেল বিছানা! সারা দেহময় যাতনা,
আত্মা করে হাহাকার
মুক্ত সজোর সকাল গোধূলি, নৃশংস চিৎকার

চোখে মোহের আলোক দৃষ্টি, ভেতরে অন্ধকার হিংসা লোভে জেরবার,
চুক্তিপত্রে গোপন বিষ
শিশুর চোখে ঘৃণা অবিশ্বাস আর দুঃখ অহর্নিশ

নবযুগের নামে সবখানে লুটতরাজের গান
পায়ে পায়ে অপমান,
প্রতিহিংসা যথা তথা
স্বাধিকারের সব প্রশ্নে নাকাল ব্যর্থ মানবতা

মানুষের মুখোশে পরিচালিত স্বপ্নের দোকান প্রতিনিধির পদে কেবল মিথ্যাচারীর খানদান

আকাশছোঁয়া ইমারত, তার নিচে কান্নার ঢল শোষিত শুধুই দুর্বল,

গোপনে গিলে খায়
সভ্যতা ও মানুষ অলীক, সব দেশে মৃতপ্রায়

কেউ তো লেখে গান কবিতা, তোলে প্রতিবাদ
হৃদয়ে আগুন নিনাদ
জেগে থাকে অবিচল
বাঁচে মানুষ, বাঁচে প্রেম, বাঁচে ক্ষুব্ধ ধরণীতল

পৃথিবীর বুকে হতাশা আর দুঃখের দিন ঘুচুক
আবার নতুন সূর্য উঠুক
হোক বিদ্রোহ ঘরে ঘরে
স্বপ্নেরা বেঁচে থাকুক অম্লান আশাহীন প্রহরে

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

রজনীগন্ধা ব্যথা
— পারভেজ শিশির
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
২৯ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার
অনেক কথার বৃষ্টি নামে দেবী তোমার উপর যাবজ্জীবন কারাদন্ডে আমার সকল প্রহর, এমনই দিন এমনই রাত এমনই সব সন্ধ্যা
একলা দোলে নিজের ব্যথায় অবুঝ রজনীগন্ধা…

নির্লিপ্ত জ্ব'লে ওঠে কোনো পুরনো প্রদীপ আঁধার আলোয় খেলা চলে দারুণ উদ্গ্রীব, স্মৃতিরা করে বুকের পাটে কেবল চিৎকার আমি আর আমার যন্ত্রণার বিমুগ্ধ সংসার...

স্মৃতির পাখিরা দিবস শেষে ফিরেছে কুলায়, জীবনের যত প্রীতি সমাহার মিশেছে ধুলায়

তোমার স্পর্শ নেই আর তবুও উন্মাতাল বাতাস, তোমাকেই ভালোবেসেছি, তুমি আমার সর্বনাশ...

এভাবেই বুঝি কেটে যাবে সারাটা রাত নিঝুম আসি আসি ক'রে আসবে না আর এ দুচোখে ঘুম, প্রিয়তি তোমার চুলের কালোয় আমার সব অন্ধত্ব ধুয়ে যাবে যত পাপ আর ভুল, করেছি বন্ধুত্ব…

তুমি গান গাইবে কখনো, যদি বৃষ্টি নামে ধীরে? প্রজাপতি সব এসেও ফুলে, আবার যাবে ফিরে…

হিসেব নেই, রাখিনি কখনো, কবে কেটে গেছে বেলা কপালে জুটেছে পথের ধুলো, একরাশ অবহেলা, অনেক হলো কথা আর নিরেট পাথর কাব্য
এখন শুধু তোমায় নিয়েই সারাটা ক্ষণ ভাববো…

এইসব প্রেম নৈবদ্যের মালা শুধুই তোমায় দিলাম জেনো পুরো একটা জনম আমি তোমার ছিলাম,
থাকবো রক্তে মাংসে শিরায় মনের গহিন গোপনে পাপে পাপে আমি নিলক্ত হবো, সর্বান্তকরণে…

এতক্ষণ যা প্রচারিত হলো তার দায় আমার নেই অপরাধী সেই, যেই আমি আমার মধ্যে নেই,
হে প্রস্তরদেবী,
এখানেই সব শেষ হবে না, র'বে আরো কিছু বাকি অসীমের মেঘে যা দৃশ্যমান তার সমস্ত নয় ফাঁকি…

মাঝে মাঝে রুদ্ধপ্রাণে আমার চকিতেই আসে বান কথার কথায় বেদনাগুলো সব হয়ে যায় গান,
“কেন কর এমন প্রার্থনা, যার যোগ্য আমি নই

নিঃসীম সেই পরকালে যেন আমি তোমার হই…”

অজানা পথের এই অপরাধী সুপরিচিত লোক
চেয়ে যায় শুধুই কেবল তোমার শুভ হোক
তুমি প্রস্তরদেবী, তোমার বোঝার কথা নয়
সেই বোঝে যার সাদা বুক শুধু সবুজ র'ক্তময়…

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী
[অনন্ত প্রেমিক, বিরহী ও অভিমানী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ কাব্যাঞ্জলি - ৪র্থ অংশ]
— পারভেজ শিশির
১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
২৮ মে ২০২৫ বুধবার

তুমি এসেছিলে বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়,
যখন দিগন্ত ছুঁয়ে নেমেছিলো অশ্রু সজল দীর্ঘশ্বাস, আর আমি… আমার মনের তিয়াসায়
আমার চোখে তখন কোনো দহন স্বপ্ন
যার প্রতিটি ক্ষণে আমায় স্মরণ করেছিলে
বাঁশির সুরে, ঝুমকো লতার বাতাসে...

আমার কবিতার প্রতিটি অক্ষরে
তুমি সেজে উঠছিলে হয়ে অন্তরনন্দিনী প্রতিটি স্তবকে তোমার জন্যে প্রেম, তুমি হেসে উঠেছিলে,
যেন অদূরের মেঘে জ্বলে উঠেছিল
কোনো সোনালি সৌদামিনী ~
সেই চমকেই দেখেছিলাম অপরূপ
আমার একমাত্র প্রিয়তমের মুখের ছায়া...

আমি তো ভালোবাসিনি তোমারে প্রিয়, নিজেকে দিয়েছিলাম বিলিয়ে অযুতবার তোমার নীরব অবাক চাহুনির মায়ায়, হাতে তোমার সযত্নে রেখেছিলাম প্রণয়, তুমি ফিরেও তাকালে না…
তবু বিশ্বাস করো,
তোমাকে ভাবতে, ভালোবাসতে,
সারা জীবন আমার কষ্ট হয়নি কখনো...

তুমি পাখি হয়ে উড়েছিলে দূরের আকাশে চাঁদের আলোয় তুমি বার বার হেসে চেয়ে ছিলে জ্ঞান, মর্যাদা আর আলোয় চমকিত
তুমি কোনো দূর দ্বীপবাসিনী মেয়ে,
আর আমি, তোমার পায়ের কাছে ব'সে লিখেছি ~ তোমার "কর্ণে দোলাবো তৃতীয়া তিথির,
চৈতি চাঁদের দুল, দেব খোঁপায় তারার ফুল..." কত আমি তোমারে যাচিয়াছি চির নিভৃতে...

আমার গানের সুরে তুমি ছিলে মিশে
যেমন শিশিরে মিশে থাকে ভোরের গন্ধ,
আমার ঘর হাহাকার ক'রে উঠেছিল,
তবু কেমন এক অসীম শূন্যতায়,
প্রতিদিন তোমার মুখের স্মৃতি স্মরণ ক'রে আমি বুঝেছি "এই যে বিরহ, এক জনমের নহে..."

জীবনের শেষে একদিন আমি ফিরে গিয়েছিলাম তোমার নগরের নির্লিপ্ত রাস্তায়— কোথাও দেখিনি তোমায়, বাতাসে বেজেছিলো তোমার চুড়ির শব্দ, যেন তুমি কাছেই আছো, কোনো গোপন জানালায় বসে শুনছো

আমার গানে তোমার জন্যে যত প্রেম...

যেন শত জনমের প্রেমে, আমি শুধু চেয়েছি
তুমি একবার বলো,“সে আমারই ছিল”
তুমি বলোনি… তবু আমি জেনে গেছি,
"তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয় শতরূপে শতবার" যখন ধুয়ে যাচ্ছিলো আকাশের সমস্ত কুয়াশা,
আর আমি, তোমার নির্বাক কবি,
হাতে নিয়েছি ব্যথার দান, তোমার অমূল্য অবহেলা শুধু তোমার জন্যে প্রিয়
একটি গানের সহস্র সুর খুঁজে পাওয়ার আশায়।

আমি তো জানতাম,
আমার রণতূর্য তোমার কাছে শ্রুতিমধুর নয়,
তাই গানে আমার, তোমার জন্যে আঁখিজল
আমার কবিতার প্রতিটি বিরতি চিহ্নে তোমার নিশ্বাস, তুমি জানো না প্রিয়,
অজস্র চিঠির ভাঁজে তোমার এই 'অভিশাপ',
যে হয়তো ভুল ক'রে
কারো আকাশের চাঁদ হতে চেয়েছিল,
তোমার জন্যে আজো প্রণয়ের জ্যোৎস্না রেখেছে... তুমি চলে গেলে~
তবু সেই ভাদরের নদী এখনো কাঁদে,
ছলছল সুরে, তোমার নাম নিয়ে, তোমার স্মরণে। তোমাকে আর এ জনমে পাওয়া হলো না~
শুধু এই বুকে, এই চির বিরহী প্রণয়গাথায় তুমি থেকে যাও অবিরত, তুমি থেকে গেলে...

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে…

[সত্য, সাধনা ও ধেয়ানের কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ১২৬তম জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ উচ্চারণ - ৩য় অংশ]
— পারভেজ শিশির
১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
২৭ মে ২০২৫ মঙ্গলবার

বাংলার মর্মস্পর্শ যেখানে যেভাবে লেগেছে,
তোমার অগ্নিসুন্দর কথাকাব্য
সেখানে তেমনই জেগে আছে,
ঘুমাও মহা বিদ্রোহী তুমি, গভীর ঘুমে,
বিষের বাঁশি যে একদিন দুর্বার বেজেছিল,
তোমার অচঞ্চল মুখখানি দেখে, কে বুঝবে, কে জানে..! আর তুমি আগুন শব্দে বলবে না —
"আমি চির বিদ্রোহী বীর!"
এখন তুমি শব্দহীন ঘুমিয়ে থাকো,
আজকে আর নেই গানের বান, তুমি ঘুমাও...

কে এই নিশ্চুপ মানুষ? শিশুর মতো মুখ!
কী কথা সে তার বুকের মধ্যে
চির জীবনের মত সমাহিত ক'রে রেখেছে!
অথচ যার বুক ছিল বজ্রের অক্ষরে খচিত,
যার কবিতায় কাঁপত সমুদ্র চরাচর,
সে আজ নিরুপায়, শব্দবাক্যহীন
অতরঙ্গিত প্রশান্ত দিঘির জল...!

তুমি কি ভুলে গেছো ‘দ্রোহের’ শব্দার্থ?
না কি সেই অগ্নিমন্ত্র খুঁজে পায় না কোনো হৃদয়...! জানি, তুমি মগ্ন সংগীত হয়ে গিয়েছো।
তবু প্রশ্ন রাখি — কেন কুসুম ঝ’রে যায়?
কেন কেউ ব'লে ব'লে যায় ~

"বাসব ভালো নীরবে,
আর অভিমান জানাব না...."
কেন কবিতা আজ দরাজ কণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছে? একবার এসে ব'লে যাও প্রিয়,
কেন আগুন কেবল ভস্মে রূপ নিয়েছে,
আলো হয়ে উঠলো না আর কোনো কালে?

উর্ধ্ব গগনে মাদলের ধ্বনি শুনায়ে
ঊষার দুয়ারে দুর্দম আঘাত হেনে,
আজ স্থির চোখে তুমি ধ্যানমগ্ন ঋষিপ্রায়~ কীসের এত অভিমান তোমার?
কোন আঘাতে তুমি এমন চির নির্বাক হয়ে গেলে?

তোমার স্তব্ধতা আমাদের নিঃস্ব ক'রে দেয়~ শুধু চেয়ে থাকে চোখ… চেয়ে থাকে…
চোখের আরশিতে এখনও তোমারে দেখি,
যেন এখনই তুমি বলে উঠবে,
“চির বিস্ময়, আমি বিশ্ব বিধাত্রীর”।

আকাশে এখনও ছড়িয়ে আছে
তোমার কথার ফুল, তোমার গানের মালা,
মাটি, মানুষ, প্রেম আর প্রতিরোধের সুরে গাঁথা, তোমার নীরবতায় যেন বিদ্রোহের ইশারা পেয়েছি, এক মহাকালের গান তুমি গেয়েছো,
যার সুরের বিজলিতে দিগন্ত আলোকিত...

ভেবেছি তুমি হয়তো এবার আমার হলে,
অথচ বিস্ময়ের ঘোরে তোমায় বলতে শুনেছি,
"মোছো আঁখি দুয়ার খোলো, দাও বিদায়"
মহৎ জীবনের জয়গান শুনায়ে,

সবারে স্বাভিমানে বাঁচতে শিখিয়ে
কী ক'রে এমন তুমি করুণ বিদায় নিলে!

আমরা শুনি তোমার সমুদ্র সংগীত সম্ভার, তোমার বাকরুদ্ধ ঠোঁটে এখনো, সকালবেলার সুর আর নিশিথের কথাকলি
আর সে মোহিনী সুরে তুমি আজো,
আমাদের প্রাণে প্রাণে, দেহে মনে
নিঃশব্দতম জোয়ার উন্মুখ কবি তুমি,
মৌন মগ্ন গান হয়ে বেঁচে থাকো...

হৃদয় কেন চাহে হৃদয়
[অভিমান ও বিরহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ১২৬তম জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ নৈবদ্য - ২য় অংশ]
— পারভেজ শিশির
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
২৫ মে ২০২৫ রবিবার

তুমি কী জেনেছো, কতোটা ক্লান্ত আমি
তোমার নীরবতার ক্রমশ দারুণ আঘাতে, কিছুই কী বলে যাওয়া যেত না প্রিয়...! আমি যে প্রেমিক, তাকে কেউ চেনেনি, তোমার কাছেও চির অচেনা রয়ে গেলাম~ হয়তো আমাকে আর মনে নেই...

আমি তোমার মতো ক'রে ভালোবাসিনি ভবিষ্যতের হিসাব মেলাইনি বড়,
আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম~ বিকেলের মৌন ক্ষণে ফুলের বাগানে যেন কত জনমের আকাঙ্ক্ষার শেষে

আমি তোমারে কবিতার মতো পেয়েছিলাম, যেখানে শুধু হৃদয় চেয়েছে হৃদয়...

আমার চোখে যেন আজো লেগে আছে
তোমার আর ফিরে না তাকানো গোধূলি, অভিমানে আমি বলিনি সেদিন কিছুই
হয়তো কোনো একদিন তুমি বুঝবে,
কোনো এক শীতল রাতে ~
হঠাৎ তোমার জানালার শার্শিতে
আমার না বলা কথার কুয়াশা এসে জমবে~ সেদিন তুমি বুঝবেই বুঝবে,
তোমার বুকের সামান্য একটুখানি প্রেমে যে অসীম শূন্যতা রেখে গিয়েছো,
কী ক'রে আমি সেই শূন্যতায়~
তোমার অশ্রুমতী চোখে বাসর সাজিয়েছি...

তুমি আমার পাশে এলে না আর,
তোমার তাই জানা হলো না~
এ বুকের অজস্র গানে তোমার সুরের মায়া, তোমার চোখে গোপন রেখে সেদিনের অশ্রুটুকু আজ আমি চিরতরে কেমন অশ্রু সাগরে ভেসেছি~ নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার অবাধ্য প্রতিজ্ঞায়, তোমার প্রতিটা না বলা কথা
আমি শুনেছি হৃদয়ে রেখে হৃদয়,
যেন আজো তুমি আমারে বলে গেলে,
"তুমি যেয়ো না ওগো সুন্দরতম,
দেখ, এই আমি তোমার হয়ে ফিরে এসেছি"

তুমি তবুও চলে গেলে!
তুমি চলে গেলে অথৈ আঁধার রেখে,

অথচ তোমার চলে যাওয়া পথের ধুলোয়
তোমার জন্যই লিখি আজো প্রীতিকাব্য… জানি, তুমি পড়বে না, জানবেও না
আমি তাই আমার অভিমানে,
তোমাকে সাত সাগরের অশ্রুজলে ভালোবেসেছি...

তুমি আর আসবে না জানি~
এই অপেক্ষার মাঝেও যদি কোনও দিন
তুমি আমার নাম ভুল করেও উচ্চারণ করো,
তবে এই করুণ কবিতার পঙ্ক্তিগুলো হয়তো তোমার ঠোঁট ছুঁয়ে বাঁচবে নতুন করে~ তোমার প্রেমে আমি বিশ্বাস হারাইনি প্রিয়, তোমার উপর হারিয়েছি…
এই তো আমার অভিমান!

তোমার নাম শুনলেই
এখনো আমার বুক কেঁপে ওঠে... এখনো!
যেন কোন ভোর-রাতের নদীর স্রোতের নিচে
শুয়ে থাকা পাথরগুলো কেঁপে ওঠে চুপি চুপি~
তোমার অভিমান আমি রেখেছি বুকের পাঁজরে,
জেনে রেখো, আমি সেই প্রেমিক~
যে ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখে, কিন্তু প্রার্থনা করে না;

শোনো, আমি প্রেমে পাগল হয়ে যাইনি,
আমি প্রেমেই সংযত, প্রেমেই ঋজু!
"ভালোবাসা হারিয়ে গেলে সে হার নয়,
সে হয়ে ওঠে এক নিঃসঙ্গ অথচ উজ্জ্বল দীপ্তি~
তুমি সেই দীপ্তি, যাকে নিয়ে আমি পথ হাঁটি
ভরা চাঁদের মদির জোছনা আলোয়~
তুমি আমার শেষ আশ্রয়…

অভিমানে পোড়া কবিতার মধ্যে রাখা একটি প্রণয়শব্দ
যে 'প্রণয়' আমার বুকের মধ্যে রেখেছি,
তুমি তো পাষাণ, তোমার বোঝার কথা নয়,
আজ এতকালের বিরহেও সে পর হয়নি~
সে 'প্রণয়' আমার আরাধনায় আরও আপন হয়েছে

আমারে দেব না ভুলিতে...
[প্রেম ও দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ১২৬তম জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি - ১ম অংশ]
— পারভেজ শিশির
২৪ মে ২০২৫ শনিবার
১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আমার কণ্ঠে ভীষণ আগুন ছিল,
প্রাণময় কারুর নিছক প্রেমে তাই নিঃস্ব হতে চাইনি, অথচ যুদ্ধে গিয়ে সেই প্রাণময়ীর মায়ায় আমি কেঁদেছি! আমি হেঁটেছি এমন রাস্তায়,
যেখানে জ্যোৎস্না ভেঙে পড়েছে ভাষাহীন বেদনায়।

কে বলেছে আমি কেবল বিদ্রোহ জানি?
প্রেম বুঝিনে? জানিনে কাঁদতে?
আমি জেনেছি, প্রেম মানে শুধু বরণ নয়~
প্রেম মানে তোমাকে খুঁজে পাবার স্বাধীনতা, যেমন তোমায় আমি খুঁজেছি গোধূলি আলোয়,
যেখানে আকাশ আর দিগন্ত চুমোচুমি করেছে…

আমি বুঝেছি, ভালোবাসা সুখ নয়,
ভালোবাসা কেবল দুঃখ বিলোতে জানে~
তবুও ভালোবেসেছি অজস্রবার, প্রাণে প্রাণে নিজের অস্তিত্ব ভাঙতে ভাঙতে,

জীবনের প্রতিটি প্রশ্নে তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

আমি বলেছি,
যদি তুমি আর একটিবার ফিরে আসো~
তবে সেদিন না হয় দ্রোহের মূল্যে
আমার আঁখিজল দিয়ে তোমার চরণদুটি ধুয়ে দেব,
যেমন আমি দ্রোহের আগুনে পুড়ে,
একদিন তোমার বিদায় প্রার্থনা ক'রেছিলাম,
আমার অন্তরতম, তোমায় চেয়েছিলাম আমার সর্বনামে…!

আমি হেঁটেছি দহনের পথে,
যেখানে পায়ের নিচে ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরানো গান~ তবুও আমি সেই দহনের গান গেয়েছি,
অথচ আনন্দ নয়... বুঝেছি আমার দ্রোহে,
সহস্র প্রাণের বিজয় জেগে ছিল...

আমি দ্রোহের পথে ঈশ্বরকেও ডাকিনি—
তোমার প্রেমকেই আমি প্রাণেশ্বর ভেবেছি,
সেই প্রেমেই আমার বিদ্রোহের বান ডেকেছে কেননা আমি প্রেমপথিক,
প্রেমকেই আমি দ্রোহের মন্ত্র মেনেছি…

আমার কবিতা যেন যুদ্ধদিনের প্রেমপত্র, যেখানে শব্দেরা কাঁদে, গর্জে, অভিমান করে গুলির শব্দের ভেতর আবার জেগে ওঠে~
‘তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে,
তাই আমি আমার কবিতায় বিদ্রোহের দাবি করেছি…

আমি শুধুই কোমলতা চাইনি,
আমার দাবী ছিল অভিমানের অন্তর্গত আগুনে,

যা প্রেমিককে দাঁড় করায় 'একা' অথচ উদ্দীপ্ত চোখে যে চোখে শত জন্মের আক্ষেপ জ্ব’লে থাকে
আমি সেই অন্নহীন, বিনিদ্র ক্ষুধিত অগ্নিগিরি যে, ভালোবাসার নামে 'ফুলহার' নয়,
অধিকারের দাবীতে আগুনের 'ফুলকি' বেছে নিয়েছে...

'আমি অনাগত ভবিষ্যতের প্রেমিক হয়ে ফিরেছি আমার বুক ভরা স্বাধীন বাতাসে,
আমি অক্ষুণ্ণ রেখেছি প্রিয়তমার শাড়ির গন্ধ, যখন আমার প্রিয়ার পায়ের বিষণ্ন নূপুর, শোষিতের ভুবনবিদারী ক্রন্দনসুর হয়ে উঠেছে আমার প্রেমিক প্রাণে দ্রোহের আগুন জ্বেলেছে…

আমি তবুও ভুলিনি প্রেম~
ভুলিনি আমার বুকের প্রিয়ারে,
যে আমার প্রাণান্ত প্রার্থনায়
ঈশ্বরপ্রায় আদৃত হয়ে উঠেছিল,
আমি কিছুতেই ভুলিনি সেই মুখ,
যা একবার ভালোবেসেছিল এই ক্রুদ্ধপ্রাণ কাঁদতে কাঁদতে যে 'অশনি' বিদ্রোহ করেছিল
তারই মুকুলিত ভালোবাসার মহৎ সম্প্রদানে...

প্রিয়তম, আমারে দেব না ভুলিতে~
কারণ আমি ছিলাম, আছি, তেমনই থাকব,
প্রেমিকের দ্রোহী অভিমান
আর মানুষের চেতনার গহিন গহ্বরে,
যেখানে প্রতিটি ব্যথিতের বঞ্চিতের অসহ কান্না যুগে যুগে একেকটি ‘আগুন-কবিতা’ হয়ে জ্বলে ওঠে— একেকটি দ্রোহে... একেকটি অসীম আগুন প্রেমে…

অন্তর্লীন সন্ধ্যের কথকতা
— পারভেজ শিশির
২২ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কত আঁধারবর্ষ হয়ে গেল
তোমাকে দেখিনা, দেখিনি অধর~
যখন প্রহরগুলো ক্রমান্বয়ে ক্ষুধিত অকৃতি বিবশ হয়ে আসে,
তেমনই তোমার অবিনিময়যোগ্য
আদরের কথা স্মরণ হয়, স্মরণ হয়... যখন রাত্রির আঁধার কৃষ্ণপক্ষ ক্রমশঃই আরও পুরু হ’তে থাকে… তোমার স্মৃতির মেঘ শ্রুতির উদ্বেগ চন্দ্রালোক ঢেকে দেয়, ঢেকে দেয়… চতুর্দিকে এক সুপরিচিত ঘ্রাণ তখন নৃত্য ক’রে বেড়ায়,
আর তোমার চিরন্ময়ী ঘ্রাণ
ধীরে ধীরে সুস্পষ্টতর হতে থাকে, এই তুমি এলে… এই এলে হয়তো…!

কত আঁধারবর্ষ হয়ে গেল
তোমাকে দেখিনা, দেখিনি চোখ~ আলোকবর্ষ তো তবু পার হওয়া যায়, স্নানান্তে লজ্জা-লোহিত তোমার জলমুক্তো ধরে থাকা গাল,
আর নীহারিকার মত নক্ষত্রপুঞ্জিত চুল কী এক সর্বনাশের মাথা খাওয়া ঘ্রাণ, ছড়িয়ে দিতে তোমার সম্পূর্ণ তুমিটা...

তোমার গালের সৌরবর্ণ জলমুক্তো আজ পর্যন্ত এ পৃথিবীর
কোনো ঝিনুকের বুকে জন্ম নেয়নি... কত আঁধারবর্ষ হলো
তোমাকে দেখিনা, দেখিনি মুখ~
বুকের জমিনে তোমার কবর
অপ্রকট অশ্রুবাষ্পে তেমনই সতেজ...

কত আঁধারবর্ষ হয়ে গেল
তোমাকে ছুঁইনি, ছুঁইনি শব্দ~
যখন নিশ্বাসেরা অহংকারে রূপ নেয় না আর, শব্দেরা কেবলই আহত হতে থাকে
তোমার অনুপস্থিতির শুখনো বাতাসে,
মনে হয়, এখনও তুমি আছো,
শব্দ হয়ে, স্পর্শ হয়ে, মেঘ হয়ে
সেই পুরোনো সাদা চাদরের ভাঁজে
যেখানে একদিন তুমি নিঃশব্দে শুয়ে ছিলে...

কত আঁধারবর্ষ হয়ে গেল
তোমাকে লিখিনি, লিখিনি শব্দিতা~
কালির গায়ে শুকিয়ে গেছে
তোমার ঠোঁটের শেষ উচ্চারণ,
বেদনা যেন কাকতাড়ুয়ার মতো
দাঁড়িয়ে থাকে আমার অনুচ্চারিত স্তবকে, হৃদয়ের উপত্যকায় ঘন হয়ে ওঠে
তোমার হারিয়ে-যাওয়া একগুচ্ছ স্বরবর্ণ, যারা আজো সন্ধ্যের অন্ধকারে
জ্বলে ওঠে আমার অলীক জানালায়...

কত আঁধারবর্ষ হয়ে গেল

তোমাকে লিখিনি, লিখিনি শ্রুতলিপি~ প্রচ্ছদের নিচে চাপা পড়ে গেছে তোমার দৃষ্টির সেই নীলাভ আগুন,
যা একদিন পুড়িয়ে দিয়েছিল
আমার যাবতীয় অপূর্বরচিত কবিতা,
এখন শব্দেরা আসে~
দগ্ধ হয়ে, ছাই হয়ে, দাবানল হয়ে
অসংখ্য মৃত তারা হয়ে পড়ে থাকে
আমার খেরোখাতার আনাচে কানাচে~
যেখানে আজও তোমার শূন্যতা
একই মাত্রায় উজ্জ্বল, একই মাত্রায় উজ্জ্বল...

বাংলাদেশের মাটিতে বুনেছি প্রেম
[২১ মে ২০২৫ বিশ্ব সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষ্যে দেশাত্মবোধক বিশেষ উচ্চারণ]
- পারভেজ শিশির
২১ মে ২০২৫ বুধবার
৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাংলা মায়ের কোলে জ'ন্মে ধন্য এ জীবন
পবিত্র এই দেশের মাটি, জল আর সমীরণ,
সবাই থাকি একত্রিত, ভুলে সব ভেদাভেদ মোকাবেলা করি ঝড় ঝঞ্ঝা দুঃখ কষ্ট ক্লেদ...

বাংলাদেশ, তুমি ভাষাচিত্রের আটপৌরে ভোর, কেবল মানচিত্র নও, তুমি নকশীকাঁথার ফোঁড়, মাদল ছন্দে বেজে ওঠো তুমি গাঁ'র মেঠো পথ বেয়ে, ভেসে যাওয়া ভাটিয়ালি তুমি আড়িয়াল খাঁর ঢেউয়ে...

শরৎ প্রভাতে শিউলি ফু্লের সাজাও তুমি ডালা,

শাড়ির জমিনে, এ বুকে ও বুকে বাংলা বর্ণমালা

পাহাড়ী পথে চাকমা মেয়ের সুষমা স্নিগ্ধ হাসি বিজুর বিকেলে ঝরণার জলে বনফুল রাশি রাশি, হিজলের রঙে রাঙিয়ে লেখা সাঁওতালী প্রেমপত্র বাউল গানের দেহতত্ত্ব আর সাধু মারেফতি মন্ত্র...

কেউ ধর্ম কর্ম বিশ্বাসে, কেউ রীতিনীতিতে ভিন্ন, সবার বুকেই একই এ বাংলা, একই স্মারক চিহ্ন

রূপ বৈচিত্র্য, তুমি ঐক্য, বাঙালির ধারাভাষ্য ভুলে যাওয়া এ শিকড়ের প্রতি টান অবিশ্বাস্য, নদীর বাঁকে জ'মে থাকা তুমি মানুষের ইতিহাস মাটির গন্ধে ভেজা হৃদয়ের অপ্রতিম নিশ্বাস...

জোড়াতালি দেওয়া জীবনের, তুমি শিল্পিত রূপ, অকৃতজ্ঞ বাঙালির প্রতি, তুমি ভয়ানক বিদ্রুপ

মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমে জননী সংস্থিতা মানুষের দ্রোহে ও বিজয়ে তুমি বিদ্রোহী কবিতা, পাহাড় থেকে সমতল, জলাভূমি থেকে নগরে
একই সূত্রে বাঁধো সবাইকে, গ্রাম থেকে শহরে...

প্রতিটি ঋতুর সূচনায় জাগে প্রতিটি উৎসব ছয়টি ঋতুর সমাহার, এই দেশেতেই সম্ভব, লোকসংগীতে জেগে রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতি
সব মানুষে মিলেমিশে থাকে, দারুণ সম্প্রীতি...

বাংলা ভাষার ভঙ্গিমা রূপ — কত রকমের টান! পালা পার্বণে জাতীয় দিবসে, সব মনে একই গান,

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি দূর প্রবাসে গেলেও শেষে, এখানেই ফিরে আসি...

দেশ আমার মাটি আমার, দেশকে ভালোবেসে
মরবো আমি এই মাটিতেই শান্তিতে অবশেষে, বাংলা মায়ের কোলে জ'ন্মে ধন্য এ জীবন পবিত্র এই দেশের মাটি, জল আর সমীরণ...

জ্যৈষ্ঠ গীতিকা
— পারভেজ শিশির
২০ মে ২০২৫ মঙ্গলবার
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

চৈত্রের ভাই জ্যৈষ্ঠ মধুমাস
তোমার তাপিত নিঃশ্বাসে,
আকাশ জ্ব’লতে জ্ব’লতে হয়রান
ফল ফসলের ধুমে জাগে প্রাণ
অগ্নিশিখা প্রতিদিন ফিরে আসে, দ্বিপ্রহরে দেহে বান হানে
ক্ষণে ক্ষণে মনে বরষার অপেক্ষা, কাল্পনিক বৃষ্টিজলে চাতক নয়ন বৈকালি বাতাসে বৃক্ষপত্র নড়ে না, সন্ধ্যেও যেন বৃদ্ধের মত হাটে চেহারায় তাঁর শত বছরের ছাঁপে, চিত্রিত হয় আগুন যুগের ইতিহাস! তাতে কী, কত বিকেলই তো আর
কারো কারো কাছে ফিরে আসে না,
সবাই কি আর রবি ঠাকুরের বয়স পায়!

এমন একটা স্থান, কোনো প্রান্তর

যেখানে আমার যাতায়াত প্রায়ঃশই, নিরালা শান্ত এক দৃষ্টির চরাচর~ যেন ক্লান্তিহীন সুন্দর অনুপম অবকাশ, শান্ত গাছ সবুজ পাতার মখমল
নীল বাতাস আর আকাশ বিশাল,
সেখানে আমার কবিতার খেরোখাতা দূর্বাঘাসের গালিচায় ফেলেছে দুটো পা, দুঃখ বিষণ্ণতা বা সুখ আনন্দ যখন
আমার হৃদয়কে বিরক্ত করে ভীষণ,
যে প্রশান্তি খুঁজেছিলাম পেয়ে যাই~
এই উন্মুক্ত আকাশের অববাহিকায়…

জ্যৈষ্ঠের শুরুতেই একটি দিন
অথবা একটি সম্পূর্ণ চান্দ্রমাস, বিষণ্ণতা অসন্তোষের সঙ্গে ‘আড়ি’
কোনো অজুহাতে সে সব পড়ে এসে,
এই জ্যৈষ্ঠের দিনে, জ্যৈষ্ঠের রাতে~ স্তব্ধ শিথিল প্রাণহীন চারিদিক,
যেন আদিগন্ত জ্ব’লে জ্ব’লে শেষ
আমার কিছু পাপ অপরাধ’ও এমন উত্তপ্ত, ম্লানমুখী আকাশও তাই যেন
চকচকে ধারালো রোদের মধ্য দিয়ে,
আমায় দেখে মৃত নীল চোখের মতো…

যথেষ্ট স্বাভাবিকতায় আমার হলুদ দৃষ্টি বিবিধ মেজাজের সমস্ত ছায়ায়,
অথবা অবান্তর দুঃখে অবোধ
রোদের চুম্বন করে না অস্বীকার,
মাঝে মাঝে রোদ ফাঁকি দিয়ে
কৃষ্ণবর্ণ হয়ে আসে ধূসরিত মেঘ প্রায়,

ঘামতে থাকা নিরুপায় ক্রোধ
মাঝে মাঝে ভীষণ অবশ মন,
শান্ত থেকে প্রশান্ত হতে থাকে বিরক্ত চোখের সম্মুখে যখন,
বসে পাখপাখালির স্নানের আসর~
জলে থেকে থেকে অবাক ডানা নাড়ে,
ঝ’রে পড়ে কিছু জ্বলজ্বলে জলমুক্তো বিরক্ত চোখ আর মন শীতল ক’রে ক’রে, নিদারুণ এমনই জ্যৈষ্ঠের চরাচরে...

শত রূপে শত বার
— পারভেজ শিশির
১৯ মে ২০২৫ সোমবার

শূন্য চোখে চেয়ে থাকি
কে জানে, 'সে' কোন গহিনে?
ভোরবেলা ফুল ফোটে, সন্ধ্যা নামে ধীরে তবু যে দেখি না মুখখানি ~
স্বপ্নে এলেও সে তো অবলীলায় চলে যায়, যেন জন্মান্তরের ভাষা মুখে তাঁর,
আমি বুঝি না মানে, সে প্রীতিকথার,
পাশে তাঁর হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত পায় আমি শুধুই প্রণয়ের ঘ্রাণ খুঁজি,
তাঁর খোঁজে আমি ক্লান্ত হই না কোনো দিনে, ফিরি না আর নিজের কোনো ঠিকানায়,
তাহারে ব্যতীত নেই কোনো অভিপ্রায়...

শুধু জানি~ ভালোবেসেছি বার বার
শত রূপে রূপময়ী, হৃদয়ে থেকেছে অবিকল আমি তাঁকে নিয়েছি চিনে শতবার,

কখনো বৃষ্টির জল হয়ে, কখনো বা ঘাসফুল এখানে ওখানে, সে এসেছে কম্পিত নিশ্বাসে, বিদীর্ণ অভিমানে হয়তো কখনো জননী হয়ে, কখনো বা প্রেয়সী,
কখনো পূর্ণিমার আলো সঘন সজল
সে বাস করেছে আমার দিকে, চারিদিকে,
আমি চিনেছি তাহারে, ভুলেছি আমি কী, আমি কে..!

রোজ ঘুম ভাঙে নাম ধরে তাঁর
অসহ অন্ধকারে দেখি না মুখখানি,
বুকের ভিতরে বাজে নাম, এমনই বাজুক,
দীর্ঘশ্বাসে জেগে থাকুক সহস্র জনমের ক্লান্তি হাহাকার, তাহারেই খুঁজি ঘাসে, বাতাসে, বৃষ্টির ঘ্রাণে
চেনা শব্দের আড়ালে সে অনন্তের সমার্থক,
তাঁরে প্রার্থনা করি, অনন্তে সে আমার হোক...

হৃদয়ের ধ্বংসাবশেষে তাহারই গন্ধ—
একটা বিশেষ শব্দে রয়ে গেছে সে,
আমারে ছুঁয়ে যায়নি কখনও,
তাঁর অনুপস্থিতির বিস্ময়ে জেগে উঠি
কোনো কথা হয়নি আজও, চোখে পড়েনি চোখ,
তবু একটা শ্বাস ফেলে রেখে গেছে জানালার ধারে,
একটা শব্দের দিঘল দীর্ঘশ্বাস~ ভালোবাসি, ভালোবাসি, আমারে সে ছুঁয়ে যায়নি কখনও, অথচ রয়েছে পাশাপাশি...

আমি যেন তাঁর কণ্ঠস্বর বহুবার শুনেছি
সে কি ঘুমিয়ে থাকা ক্লান্ত গান, পাখির ডানার নিচে? নাকি প্রাচীন কোনো শিলালিপির হারিয়ে যাওয়া ভাষা? তাঁকে ভালোবেসেছি যেন জন্মান্তরের দীর্ঘ ভ্রমণে প্রতিবার সে ফিরেছে অন্য নামে, অন্য চোখে,
নিয়ে অনন্তের প্রেম, এমনই প্রণয় ভালোবাসা..!

আর আমি— একই প্রেম নিয়ে দাঁড়িয়ে, অদ্বিতীয় তাহার স্মৃতির উৎসব করেছি,
আমি তাঁর চিরদিনের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেছি...

তাঁর মুখ দেখি না আর কখনও
আর কোন সে প্রভাতে দেখা হবে তাঁর সাথে! কিছুই জানা নেই, কিছুই জানিনে
জানিনে কোন অবিশ্বাস্য কারণে,
তাঁরে একই রকম ভালোবাসি এখনও
আমার সমস্ত কবিতা, জানিনে
আজও কেন কেবল তাঁরে নিয়ে রচিত
সমস্ত স্মরণগীতিকা কেন তাঁর নামে নিবেদিত...!

শেষ নিশ্বাসের সহযাত্রী
[দ্বৈত কণ্ঠে আবৃত্তির উপযোগী বিশেষ মানবতাবাদী শব্দচিত্র: বিক্রমজিৎ সাহনি ও জ্যোতি নূঁরা'র কণ্ঠে গীত "তু হি ইক তু" হতে অনুসৃত]
— পারভেজ শিশির
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
১৬ মে ২০২৫ শুক্রবার
[আবহসঙ্গীত শুরু: ধীরে বাজতে থাকা বাঁশির করুণ সুর, পেছনে হালকা কাঁসরের ঝংকার ও সেতারের নরম ছোঁয়া]
(কণ্ঠস্বর: শান্ত, গভীর ও দার্শনিক ভঙ্গি)
আমি জ্বলে থাকা মঙ্গল প্রদীপ,
শিখার ভিতরেও যার অনুচ্চারিত কম্পন
(ছোট বিরতি)
জানি না কোন ঝটকা বাতাসে নিভে যাব হঠাৎ, জানি না কী হবে আগামীকাল অথবা একটু পরেই... (দীর্ঘশ্বাসের মতো থেমে যাওয়া...)
আমার দিন গোনা হবে শেষ
রেখে যাব বাতাসে কিছু অপ্রকাশিত শব্দার্থ,

একটি প্রিয় মুখের কাছে, তাঁর প্রাণের পরে অগ্রন্থিত আত্মকথার প্রতিধ্বনি সহ,
বুকভরা সমুজ্জ্বল বিদায় বাণী শোনাবে...
[আবহ বদল: দূরে ভেসে আসা সানাইয়ের মৃদু হাহাকার] (স্বরে বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে)
হে অনন্তের চারু শিল্পী,
তুমি আমার চারপাশে ছড়িয়ে রেখেছো আলো,
অথচ অন্ধ নিরানন্দ আমি, দেখি না শুনি না, প্রতিটি পাথর, প্রতিটি শিশিরবিন্দুতে
কেমন তোমার মহিন কারুকার্য খেলে যায়...
(ধীরে ধীরে নিমগ্ন স্বরে)
তোমার সৃষ্টি মর্ম কেউ জানে না,
জানে না জ্ঞানী, না পণ্ডিত, না তাপস,
তোমার খেলার নিয়ম জানো শুধু তুমিই...
[বাঁশির করুণ সুর উঠতে থাকে; দূরে বাজে গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি] (নির্লিপ্ত স্বরে বাস্তবতার দৃঢ় কণ্ঠে)
এই দুনিয়া, এই বিশাল আয়োজন
বাহারী বাণিজ্য মেলার মতো ক্ষণস্থায়ী,
যেখানে মেলা শেষে সন্ধ্যের আলোটুকু
সকাল অবধি টিকে থাকে না।
জীবনও যেন এক ভাঙা কলসি
যার জল ফুরিয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না... (ধীরে ধীরে ঘনিয়ে ওঠা কণ্ঠে)
তুমি এই মহাবিশ্বের নির্মাতা মহাপরিচালক, মানুষ তোমারই সৃষ্টি হয়ে
নিজের অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়,
তারা জানে না, তোমার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, তোমাকে ভুলে যায়, তোমাকে ভুলে গিয়েছে! (উচ্চারণে আক্ষেপের সুর ধীরে আরোহে) চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রেরা

অন্তরীক্ষে তোমার ধেয়ানে নত হয়ে আছে;
আর কী করছি আমরা?
আমরা গড়ে তুলেছি
লোভ, প্রতিহিংসা আর অস্ত্রের বর্ণিল অসুন্দর নগরী।
[আবহে আরোহী স্বর হতে অবরোহে এসে মিলিয়ে যাওয়া ভৈরবী সুর] (কাঁপা গম্ভীর কণ্ঠে)
তবু আমার হৃদয়ে কম্পিত, স্বতঃমুদ্রিত
তোমারই নাম, তোমার নামের আরাধনা,
প্রতিটি রোম, প্রতিটি শিরা
তোমার নামের জপে সুর তোলে অহরহ,
(বিনম্র স্বরে)
ক্ষমা করো হে করুণাময়,
আমরা তো সবাই পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত,
তবু আমরা আশ্রয় খুঁজি সবার আড়ালে,
দিনশেষে তোমার করুণার স্নিগ্ধ ছায়ায়...
[আবহ বদল: বাতাসের শব্দ, হালকা বৃষ্টির টুপটাপ] (আত্মমগ্ন স্বরে ধীরতর কণ্ঠে)
জানি না, আমি আগামীকালের ভোর দেখবো কিনা,
জানি না, কাল আমি থাকবো কিনা।
তবু আমি অদক্ষ হাতে লিখে যাই
তোমার নাম, তোমার সৃষ্টির বন্দনা;
আমার প্রেমময়কে জানিয়ে যাই,
আমি মৃত্যুকে ভালোবেসে জীবনের জয়গান করি, আমি তোমার পবিত্র আলোর অংশবিশেষ,
তোমার নিশ্বাসে মিশে থাকা অযুত শব্দমায়া... (দ্রুত ছন্দে, কিছুটা আশ্চর্য কণ্ঠে) মানুষ তো এখন কেবল হিসেব কষে,
কে কতদূর ভবিষ্যত সঞ্চয় করে রেখেছে
কার সন্তান কতটুকু হলো প্রতিষ্ঠিত;
কেউ জানে না, কোথায় এই ভাবনার শেষ হবে,

তুমি ভাগ্যের ভান্ডারে কী রেখেছো কার জন্য! [আবহ থেমে গিয়ে মুহূর্তের নীরবতা]
(অতঃপর সামান্য দ্বিধান্বিত কণ্ঠে)
আমরা সবাই কেবলই ভ্রমনরত
একটি অনিশ্চিত সকালের দিকে।
তুমি সাথে না থাকলে, জানিনা
এই সময় সমুদ্র পার হবো কীভাবে? (একটু জোরে, সংবেদনশীল স্বরে)
কলসির জল ফুরালে
তখন কীসের অতীত আর কীসের ভবিষ্যত! আমরা সবাই ভাঙা কলসিতে জীবনের জল, কেউ ভালোবাসে, কেউ প্রত্যাক্ষান করে,
কেউ প্রার্থনায় ডুবে যায়,
কেউ বিস্মরণের জালে জড়িয়ে পড়ে,
ফিরে দেখে না অতীত, ভবিষ্যতও অন্ধকার
তবু সব যন্ত্রনার শেষে,
তোমারই করুণা চায় মানুষের হৃদয়।
[আবহে ধীরে ধীরে এসে পড়ছে ভোরের পাখির ডাক] (স্বীয় অপরাধ স্বীকারোক্তির অনুতপ্ত স্বরে) ক্ষমা করো হে আলোবর্তিকা,
যারা অন্ধকারকে আলিঙ্গন করেছে,
যার হৃদয় তোমার নাম ভুলে গেছে।
তোমার নিঃশব্দ আলিঙ্গনে
ফিরিয়ে নাও আমাদের সকল ভীতি শঙ্কা,
আমরা যেন নামেই শুধু মানুষ না হই আমরা যেন সত্যিকার অর্থে,
মানবতার দীপ্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠি। (শেষ স্তবকে গভীর আশ্বাসের সুর)
হে প্রভূ, তুমিই শেষ ভরসা
তুমি সেই মহাসমুদ্র

যার জলে ডুবে গিয়েও ফিরে পাওয়া যায় প্রাণ। আমরা তোমার গন্তব্যে ফিরে চাই,
এই মৃত্যুভীত দীর্ঘ রাতেও
আমরা চাই একটি নিশ্চিন্ত সকাল,
আমাদের স্থির করো, আমাদের শীতল করো...
(শেষ পঙক্তিতে দীর্ঘতর নীরবতা রেখে আবৃত্তি) তুমি আছো, তুমি ছিলে, তুমি থাকবে
এই জেনে, এখনো লিখি আমি জীবনের পাতায়,
সকল সম্ভাব্য কল্যানকর স্বরলিপি,
অন্ততঃ তোমাকে যারা ভুলেছে দম্ভ অহংকারে,
তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনায়,
আমাকে তুমি শক্তিময় কর, আমাকে তুমি প্রশান্ত করো...
[আবহসঙ্গীত ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়: শেষে শুধু নিঃশব্দতা]

তোমারে করিব নিবেদন
— পারভেজ শিশির
১৫ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

তাঁর না ব'লে যাওয়া বিদায় সন্ধ্যে ভ'রে
ধীরে ক্রমশ আমাকে দেয় বিবশ করে,
নিশীথের কালোয় বকুল বন বীথিকায়
তাঁর সর্বনাম নিয়ে নিশ্বাস ফেলে যাই, বিদায়ের অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে প্রতিশ্রুতি, ফিরবে কি আর কোনো ভোরে? শূন্য ঘরে?

সে চলে গেল সব কবিতা নির্বাক ক'রে
তেমনই চোখের ভাষা অশ্রুতে মিশিয়ে
বিদায় প্রহরে তাঁর ছিল না কিছু বলার, শুধু এক নিমেষ মৌন চোখের চাহুনি

ভুলে ভরা একটুখানি মনের অন্ধকার,
বুকে ছিল জমা রক্তিম আকুলতা, প্রীতিকথা...

সেদিন এমনই ছিল রাতভর নীরবতা, বিহ্বলতা চুপিসারে ব্যথিত হেসেছিল কানন কেয়া, প্রীতিমুগ্ধতায় লুকোনো সোহাগের মালাখানি তাহার গলায় জড়িয়ে দেয়ার ছিল সাধ,
স্বপ্নে ছিল প্রণয় আনন্দ, ছিল অলীক গান
আজও তার সুর বাজে মাঝে মাঝে, খয়েরি সাঁঝে

তাঁকে ছাড়া আমার কিছুই ভালো লাগে না যে
দুঃখ আনন্দ স্মৃতি আর শ্রুতির অখন্ড অবসরে
যে দিঘল প্রেমের হয়েছিল অকুণ্ঠ সম্প্রদান
আজ তার কিছুই ফিরিয়ে আনা গেল না
না সেই প্রেমকুসুমিত মুখ, না প্রণয়সিক্ত চোখ
না এই চোখে চিরস্থির হয়ে থাকা সন্ধ্যে, নিরানন্দে...

চাইলেই পারতাম হয়তো ভাসতে জীবন ছন্দে
জীবন ভালোবাসি, এক পা আরও এগিয়ে বলতে,
কত সুন্দরতম পৃথিবীর মানুষ, তার ভালোবাসা
কিন্তু যে চলে গেছে চাঁদের সীমানা পেরিয়ে,
যেখানে চোখের জলে স্নাত পবিত্র প্রাণপ্রতিমা
বসে আছে সে প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে, যুগ যুগ ধরে...

প্রাণেশ্বরী সে পূর্ণিমার প্রায়, অনন্ত বাসর ঘরে জ্যোৎস্নায় ধোয়া আকাশ তাঁরে স্মরণ করে,
তাঁরে শুধু দেখবে বলে এ প্রাণ এমনই উতলা
তিথি যায় তিথি আসে, জেগে থাকে প্রত্যাশা
সে তবে পার করে আসবে সমস্ত অমানিশি
নিজে সে ফিরে আসে না কখনও আর, আবার...

আমি তাঁরে ভুলিনি এখনও, ভুলিনি মুখ তাঁর ফেরানো যাবে না জানি, ডাকি তবু শতবার
তবু চিরপ্রহরে জেগে থাকবে হৃদয়ে প্রণয়
প্রাণে প্রতিবিম্বিত তাঁর ছবিতে সাজে নীলিমা
ভুলেও যদি আসে ফিরে, কোনো স্বপ্ন-বিপ্লবে,
যদি একবার কাঁপে বাতাসে তাঁর নামের তরঙ্গ,
তবে এই নিঃস্পন্দিত প্রাণ জাগ্রত হবে আবারও...

স্বপ্নদ্রোহীর লাল স্লোগানে
[চিরবিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ৭৮তম প্রয়াণ দিবসে বিশেষ দ্রোহব্যঞ্জনা]
— পারভেজ শিশির
১৪ মে ২০২৫ বুধবার
৩১ বৈশাখ ১৪৩২
জীবন তো কেবল একটাই
এক জীবনে আর কত যুদ্ধ করা যায়!
দু'হাত আলগোছে রেখেও
যার চোখে পাল্টাচ্ছিল বিপ্লবের মানচিত্র, আঙুলের সাথে আঙুলের আলিঙ্গনে
যেন দ্রোহের আগ্নেয়লিপি হয়েছিল রচিত, যার কণ্ঠে উচ্চারিত অনাহারী শব্দার্থ, আর কলমে ছিল জাগরণের হাড়-জ্বালানো পঙতি সদ্যযুবা শরীরে কোথা থেকে আসে
এত অধিকারের ন্যায়বোধী জ্বালাপোড়া! কিন্তু ক্ষুৎপিপাসিত জঠর কিছু যে বোঝে না ভেতরের আগুনে সব হয়েছিল ছারখার
চুপ ক'রে থাকা শহর, নতজানু কাঁধ,
হতভাগ্য মানুষের নিঃশব্দ আহাজারি
কেউ কেউ কানে আঙুল চেপে সহ্য করেনি

ক্ষুধা শুধু ক্ষমতারই থাকে না,
এ নির্ঘুম জেগে থাকে জঠরের ক্ষরণে,
থাকে ভিখিরির অনাহারে ঘুম না আসা রাত্রিতে, থাকে বৈভবের গন্ধে, উৎকট খ্যাতির মোহে যেখানে অলৌকিক নির্বাক ভবিষ্যত,
সারাদিন স্বপ্নক্ষুধায় ক্লান্ত কাতর থাকে জনসাধারণ যেন সিঁড়ি হয়ে বেঁচে থাকে, অট্টালিকার অগুনতি সিড়ি কতকাল
কিছুতেই কোনো আঘাতে শব্দ করেনি,
সিড়ির প্রতিটি ধাপে যেন লেখা শ্রেণিবিভেদের অসৎ ফন্দিবাজী,
কেউ কখনও সিঁড়ির আঘাত মনে রাখে না সুতরাং কারো না কারো দ্রোহী হাতে তৈরি হবেই ঘুণখাওয়া কাঠামো ভাঙার খসড়া আমরা প্রগতির ভাষা বুঝিনা, বুঝি ক্ষুধা আজ একটা নতুন ভাষার হোক জন্ম,
যে ভাষায় দেয়ালগুলো হলে খচিত কুকুরেরা আর ক্ষুধার্ত শিশুর পাশে এসে, করুণ চোখে তাকিয়ে থাকবে না,
ছন্নছাড়া উদ্বাস্তুর জান্তব আক্রমণে কিছুতেই আর ধ্বসবে না দালানকোঠা...
জীবন তো কেবল একটাই ছিল
শেষ আশ্রয় ছিল তাঁর বিত্তহীন কক্ষ,
কিন্তু জানালার ফাঁকে তাকিয়ে সে তখনও
স্বপ্ন দেখেছিল একটি পৃথিবীর যা হবে বাসযোগ্য, যেখানে সজ্ঞানে গানে কবিতায় আর
অন্তমিলের প্রয়োজন হবে না,
যেখানে মানুষ ছন্দিত অহমিকার জারিজুরি ছেড়ে মুক্তছন্দ কবিতার মতো স্পষ্ট হবে একদিন কোনোদিন... সে কোনো আবেগাক্রান্ত স্মরণ দিবস চায়নি,

সে চেয়েছিল একটি বিশুদ্ধ নূতন সকাল,
যেখানে আর কোনো মন্বন্তর থাকবে না খবরে, যেখানে স্বৈরতন্ত্রের স্থান হবে
ইতিহাসের অফেরতযোগ্য আস্তাকুড়ে
আজ তার মৃত্যু দিবস সাতাত্তর পেরিয়ে আটাত্তরে, কিন্তু তার বয়স থেমে আছে একুশের তারুণ্যে
সে এখনও হেঁটে বেড়ায় বিপ্লবী মিছিলে মিছিলে অনাদিকাল ধরে যেন সে হেঁটে চলেছে অনন্তের পথে তাঁর শব্দের রেণু সংক্রমিত স্লোগানে শ্লোগানে, রাজপথের সমস্ত দেয়ালে এখনও সেই তরুণের
দিন ও মানুষ বদলের গহিন গ্রাফিতি অঙ্কিত... এমন কিছু মৃত্যু আছে, যারা বেঁচে যায়...
তাদের কী সত্যিই চিরমুক্তি হয়!
অথচ লক্ষ মানুষের ক্ষুধা পেটে নিয়ে,
যে বিপ্লবী, যুগ পরিবর্তনের চিত্রকল্প এঁকেছিল
তাঁরা জীবনেও বাঁচে না, মৃত্যুও তাদের জোটে না,
শিরায় শিরায় আজও তাঁরা একই রকম আন্দোলিত,
তাঁরা শোষিত নিপীড়িত ক্ষুধিত জনতার চিৎকারে বেঁচে থাকে...

কবিতা পড়ার প্রহরে
[প্রিয়তম প্রবাসী কবিবন্ধু প্রয়াত মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ স্মরণে বিশেষ উচ্চারণ] — পারভেজ শিশির
১৩ মে ২০২৫ মঙ্গলবার

গুলমোহরের বাসন্তী দিন পেরিয়ে
তোমার বয়সী হয়ে জানিনে কেন
আমারও খুব তীব্র আগুন রোদে,
একা একা হাঁটতে ইচ্ছে ক’রছে গ্রিন রোড থেকে মিরপুরে!
তুমি কি গ্রিন রোড থেকে আগারগাঁও

শেওড়াপাড়া কাজীপাড়া হয়ে মিরপুরে যেতে? কী কী তোমার চোখে ও মনে প’ড়তো?

ঠিকই খেয়াল করেছো,
ইদানিং তেমন উর্দু, হিন্দি, ফারসি শব্দ ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছি।
আসলে বাংলা ভাষায় আগত বিদেশি শব্দ ছাড়া অপ্রচলিত বা অর্থ না জানা শব্দে
এর অনুভব-প্রত্যানুভব-দ্যোতনা
মাঝে মাঝে আমাকে খুব আলোড়িত করে,
তাই বিশেষত তোমাকে লিখতে গিয়ে
এবং বিশেষ কিছু লেখায় অমন শব্দের প্রয়োগ আমার খুব ভালো লাগে।

সেদিন মনে হয় ‘রৌদ্র জলের গান’ কবিতায়
একটা মারাঠি এক্সপ্রেশ্যন “কায়্যে ঝা’লা…!” ব্যবহার ক’রেছিলাম যা’র অর্থ “কি হয়েছে…!” কিন্তু এটার ব্যাপারে আমাকে কেউ কিছু বলেনি… তবে তোমার যে এসব ‘দিল্লাগি’ লাগতো এবং লাগে এবং বার বার পড়ো এটা জেনে,
আমার খুব ভালো লাগছে…

মাঝে মাঝেই আমি আমার কোনো লেখায়
পাঠকবন্ধুদের মন্তব্যের প্রত্যুত্তর করার
সময়টুকু ক’রে উঠতে পারিনে –
এর বহু রকম কারণ আছে
কিন্তু সবার মন্তব্যেরই উত্তর দিতে ইচ্ছে করে, জানো! আবার একটি মন্তব্যে সবাই’কে
শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানানো আমার কাছে সুখকর নয়… তাই মন্দ লাগলে’ও আমার বিশ্বাস,

আমার সুন্দর মনের কবি সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমাকে ভুল বোঝেন না,
এবং আমার কবিতা আবারও পড়তে আসেন, মন্তব্যও লেখেন, যেমন তুমিও…
এই পাঠক মন্তব্য থেকেই যে আমার
কত কত কবিতার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে…!

অতলান্তিক প্রিয়,
কবিতা’র পুরোটা না বুঝতে পারার
অসুখটা কিন্তু আমার মধ্যে’ও রয়েছে,
হয়তো তোমাকে কোনোদিন বলিনি…
মানুষের যে কত রকম জীবনানুষঙ্গ
বুঝে বুঝে কাল কাটাতে হয়,
সেখানে পুরো কবিতা বুঝতে যাওয়া
সবার দ্বারা সময় ও অনুভূতি স্বাপেক্ষ না’ও হতে পারে… তুমি আমাকে বলেছিলে,
আমি যখন ভাই নিজের জীবনের কথা ভাবি,
আমার নিজেকেই অনেক 'প্রগাঢ়' একজন অস্পৃশ্য মনেহয়! “কেননা আমি এই কবির ব্যক্তিগত অন্তরালটা
অন্তত কিছুটা জেনেছি, বুঝেছি এবং অনুভব করেছি,
তাই হয়তো আড়ালে আড়ালে আমি তখন তুমি হয়ে যাই”

দিলীপ কুমারের লিপ-সিঙ্কে তালাত মাহমুদের গানটি, তোমার চোখ কালচে জামা ঘামে ভেজা রোদের দিনে সত্যিই কোনো নিরর্থক অনুষঙ্গ নয়,
'এ মেরে দিল কাহি ও্যর চ্যল...'
এ সত্যিই চিরজন্মের বেদনা,
যা সবার মধ্যেই কমবেশি থাকে…
এই গানখানি আমার অত্যন্ত প্রিয় গানগুলোর অন্যতম… আবারও সেই একই মোহন বাউণ্ডুলে দুপুরের ছাঁচে

কত কত ঝলসিত 'চক্ষু-চমকিত-কবি’র
থেকে থেকে যে জন্ম হচ্ছে,
বুকের ভেতরে মাথার ভেতর যার
অনুক্ষণে একাকীত্বই কেবল সহযাত্রী,
যেথায় এ ধরিত্রী কেবল
ম্লান ব্যথিত চোখে চেয়ে থাকে,
আর আকাশও নিশ্চুপ হয়ে সমস্ত মঞ্চায়ন দেখে যায়…

প্রিয় অতলান্তিক, তুমি'ও আমার কাছে 'দিল্লাগি'
যখন কাব্য থেকে'ও কোনো কোনো কবি
হয়ে ওঠে 'আরাধ্য' 'অনিবার্য' 'অবিচ্ছেদ্য' 'অত্যাগসহন'... আমার এক জীবনেরও আগে,
ভেবে নিচ্ছি আমি রোদে হাঁটছি, মিরপুর রোড দিয়ে
আর আমার "জ্যৈষ্ঠ গীতিকা" পড়তে পড়তে,
যে শান্তিময়তার হালকা মিঠে মধু-রেণু
চোখে মনে শরীরে ব্যাপিত হচ্ছে,
তার অনুপ্রভাবে যেন তোমার ব্যথা শূন্য হয়, শূন্য হয়…

৩৭ নম্বর জলরঙ
[জীবন ও যৌবন জিজ্ঞাসায় অন্তর্লীন একটি বিশেষ মৌলিক পরাবাস্তব উচ্চারণ] — পারভেজ শিশির
১২ মে ২০২৫ সোমবার
আসার পথের লাইটপোস্টের
সবগুলো বাল্ব ভেঙ্গে, অন্ধকারে,
এই মুহূর্তে আমি, ওর নিষিদ্ধ প্রীতম, বসে আছি,
রেল-লাইনের স্লিপারে,
দু’পা ইংরেজি উলটো ওয়াই…

আকাশে দূরে দূরে একটি শহর,

নগরের বেদনা যেমন গুঞ্জে
মেঘের ট্রেন একই দিকে ঝলসে বারবার স্বপ্নের সমুদ্রে ডুবে পড়ছি আমি, রাত্রির ট্রেনে, সবাই একলা থাকে
আমি ও সে সেই শহরে নির্ঘুম জেগে থাকি...

জেট-ব্ল্যাক রাত্রি,
দু’ধারে অ্যাফ্রিক্যান নিগার বাবলা গাছ, হাতে এক তালু সিদ্ধি, সাথে বাদামী-চিনি মনে মনে যতই ফকির হই না কেন!
নির্জলা ভিখারী…!

হাতের কব্জির সুইস-ওয়াচ্
আমাকে সাময়িক রেখেছে…
ওরে পাগল! বনের বাঘে খায়নি আমায়,
মনের বাঘে খেয়েছে…
দুপাশে ছড়ানো ভাঁঙ্গা পাথরের নীচে, মুদ্রাস্ফীতির আস্ফালনে
লাল পিঁপড়েরা তৈরি;
নিমন্ত্রণ আছে যে আজ ওদেরও…

আজ মহা ধূঁমো-ভোজ হবে!
মন ফর্সা করতে ঝেড়ে কাশি;
নিখোঁজ আমি অতিথি
এবং আমিই আপ্যায়ণকারী!
যা যা ভাবছি তা সব পরিস্কার, স্পষ্ট, নিরবিচ্ছিন্ন…

এসি রুমে যে চিন্তা, এখানেও তাই,
সমান্তরাল রেল-লাইন
‘ও’ কেন না বলে,

আমাকে নিষিদ্ধ করে চলে গেলো!
কোথায়, কোন্ অপরিচিত জনারণ্যে
আমাকে বিসর্জন দিল সে…

প্রশ্নটা আমার, উত্তরটা আমাকেই জানতে হবে! কে জানাবে তা অধর্তব্য…
মোমবাতি জালিয়েছি, সিদ্ধি আর কষ্ট একসাথে পিষে নিয়ে কল্কে প্রস্তুত;
[মশায় রক্ত খাচ্ছে...!]

নিখুঁত রাংতার প্যানে
বাদামী-চিনি চড়বে একটু পরেই
লেভি’স-এর কোমরে আঁড়-বাঁশী,
আমার ঠোঁটের একশো চুমুতে ও নারী হবে…

কল্কে ফেটে গেলো, চিনির স্টক শেষ প্রায়, সহস্রাকাঙ্খিত হৃদপ্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে… রাত্রির কালো অন্ধকার
ক্রমান্বয়ে নীল হতে শুরু করেছ…

একটা অত্যুজ্জ্বল আলোর ফোঁটা
চোখে এসে পড়লো,
ধীরে ধীরে সে আলো আর কিছুতেই
চোখে নেয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে…

কুমারী বাঁশী মুহূর্মুহূ কাঁদছে যন্ত্রণায়, নির্বিঘ্নে, আর সে কান্না আরেকটা কান্নার সাথে সমতানে উঠলো হঠাৎ! ইস্পাত-তীক্ষ্ণ কান্না…
এ কোন্ বেঘরের আর্তনাদ!
একটা ভীষণ ধাতব-ধাক্কা,

হাড়, মন, মাংস – গুড়িয়ে, ভেঙে, কচ্লে তালগোল;
বাঁশী থামেনি …………………………………………………
আমার কানে অপার্থিব স্বরে কে বলল যেন,

যাচ্ছি / চলে যাচ্ছি / আর খুঁজো না / দেখা হবে না / বি…দা…য়
কালো আলোয় দেখলাম,
আমার মনের ঘর, চোখের জান্লা দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে…দূরে কোথাও দূরে…

উত্তরীয়ঃ
নীল-বিষাচ্ছন্ন কেউ তার আশংকিত মনের প্রাক-দূর্ভাবনা সমূহ একে একে বর্ণনা করে যাচ্ছে আর মুখোমুখি উপবিষ্ট তার অনন্যোপায় সহগামী নির্বাক শ্রোতা হয়ে কাল-রাত্রিক্ষেপণ করছে। পার্থিব মায়া-মোহগ্রস্থ উত্তরাধুনিকতায় কি অজানিত বিষয়ের অবতারনা হতে পারে এ তারই কল্প-চিত্র, এ স্থলে মাঝ-রাত্রির সালোক-রেল এবং তাৎক্ষণিক দূর্ঘটনা সকলই মেঘের উপর মেঘ… সকলেই যদি নীল-কন্ঠ হবে, সর্বত্রই যদি দর্শক-শ্রোতাকে কুশীলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় তবে তো কাব্য-কারিগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া নিশ্চিতপ্রায় … এই পরাবাস্তব লেখ-চিত্র-কর্মখানি আমারই এক উহ্য সত্তার প্রয়োজনাতীত দুষ্কর্মকান্ডের অনতিবিলম্ব বিবরণ, বাস্তবের কোনো স্থান, কাল ও পাত্রের সাথে এর বিন্দুমাত্র কোনো প্রকার সংশ্রব অবর্তমান …

'মা’
['মা দিবস'-এ বিশ্বের সকল জন্মদাত্রী স্তন্যসুধাদানকারী জননীকে প্রাণময় শ্রদ্ধাঞ্জলি]
— পারভেজ শিশির
১১ মে ২০২৫ রবিবার
তোমার কোলেই পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম একদিন
তোমার হাসি-মুখখানি আমার কাছে পৃথিবী সমান,
জানি না ঠিক কবে শুরু করেছিলাম ‘মা’ বলে ডাকতে, আমাকে, এ পৃথিবী দেখাবে বলে, তুমি উন্মুখ হয়ে থাকতে…! স্মরণে নেই তোমার অসহনীয় অবাক বেদনাশ্রু
সন্তান অর্জনে নয়ন যখন ভারী অশ্রু ভারাক্রান্ত,
অথচ আপাদমস্তক অপূর্ব এক আনন্দস্রোতে ভাসতে,
আমাকে, এ পৃথিবী দেখাবে বলে, তুমি উন্মুখ হয়ে থাকতে…! সামান্য আঁচড়’ও পেতে দিতে না তুমি

অসম্ভব তোমার তুলনা খুঁজতে যাওয়া,
‘মা’ বলে ডাকি, ‘মা’ বলেই থাকি ডাকতে,
আমাকে, এ পৃথিবী দেখাবে বলে, তুমি উন্মুখ হয়ে থাকতে…! জীবনে হয়েছে অসংখ্য অজস্র ভুল ভ্রান্তি
‘মা’ তুমিই শুধু আদরে শুধরে দিয়েছো,
সতত’ই সঠিক পথ ধরে শিখিয়েছো চলতে
আমাকে, এ পৃথিবী দেখাবে বলে, তুমি উন্মুখ হয়ে থাকতে…! যাপিত জীবনের কঠিনতম দুঃসময়ে’ও
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে থেকেছো পাশে,
যা কিছু চেয়েছি, দিয়েছো তার’ও অধিকাংশ
আমাকে, এ পৃথিবী দেখাবে বলে তুমি উন্মুখ থাকো…!
এ জীবন ধন্য আমার, ‘মা’ তোমাকে পেয়ে
চির নতুন তুমি, আমার জীবনে বহমান
তোমার কাছে শেখার আছে অনেক কিছু আজো…!
আমাকে, এ পৃথিবী দেখাবে বলে, তুমি উন্মুখ থাকো…!
বেদনা-মলিন দুঃসহ দীর্ঘ চলার পথে
অদ্যাবধি তোমাকে একই রকম লাগে,
তোমার ঋণ স্বীকার করি অকপট, অকুণ্ঠ
আমাকে এ পৃথিবী দেখাবে বলে, তুমি উন্মুখ থাকো…!

গীদাল প্রাণের হাওয়া
[লোকসংগীত সাধক মুস্তাফা জামান আব্বাসী সাহেবের মহাপ্রস্থানে বিশেষ উচ্চারণ] — পারভেজ শিশির
১০ মে ২০২৫ শনিবার
তুমি ছিলে গানের লোকজ পাটাতনে
দোতারায় সংকলিত হৃদয়ের ধ্বনি,
যখন সাধারণেরা আত্মম্ভরি হয়ে উঠেছে,
তুমি বলেছিলে— গীদাল আমি, গীদালই আমার পরিচয়। না সংগীত সম্রাট, না মহারত্ন,
না উৎসবের মঞ্চে ঝলমলে পদক ভূষিত,

তোমার বিনম্র মুখই ছিল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার.… তুমি আজ চলে গেলে—
যেমন নদী ফিরে যায় তার উৎসে,
যেমন বাতাস গাছের গোপন কথাগুলো নিয়ে
মিশে যায় দিগন্তের ফিসফাসে,
তুমি চলে গেলে সেই গুনটানীর সাথে
যে নদীর পাড় বেয়ে, সংসার ফেলে
দূর থেকে সুদূরে হেঁটে চলে যায়..
কত কত শিল্প প্রতিনিয়ত অলংকৃত হয়েছে
তবুও কারো গলায় তুলে দেওয়া হয়নি মালা...!
যে গীতিমাল্য মানুষের কথা বলবে,
তবুও কেউ থেমে শোনেনি প্রাণময়ী দোতারা
যখন মানবতা, ভাটিয়ালি রাতের বুক চিরে আসে—
তুমি তখন বেদনায় আহত, অথচ উপস্থিত অভিমানে,
দেশ মৃত্তিকার প্রতি প্রস্থ তোমার সাথে কেঁদেছে... তুমি ছিলে সময়ের অগ্রগামী সাধক—
তুমি ছিলে গানের সেই প্রান্তিক সন্ন্যাসী,
যার ছায়া পড়ে মাটি আর মানুষের মুখে।
তুমি মানুষের সারল্যের কথা মানুষকে শুনিয়েছো ক'জনই বা আর মানুষের জন্যে
এমন নিরহংকার গীদাল হতে পেরেছে!
তুমি সেই প্রশ্নেই থেকে গেলে,
উত্তর হতে চাওনি কোনোদিন
কারণ তোমার আত্মপরিচয় ছিল—
শরীর ভেজানো বৃষ্টির মত অঝোর
নির্বাক, নির্লোভ, স্বতঃবিনম্র...
আজ গানের মধ্যে গান খুঁজে পাবে না,
বাণীর ভেতরে নেই বীণার ক্রন্দন
তুমি দেখেছো সেখানে অনুপস্থিত সাধনা মন্ত্রণা, শুধুমাত্র এখন অনুশীলনের ভনিতা,

যেন শিল্প আজ শুধুই প্রস্তুত পণ্য
মাটির গন্ধ নেই, কণ্ঠের কান্না নেই।
তুমি বলেছিলে—
গাছতলাতেও শিক্ষা হতে পারে,
যেখানে থাকবে রবিবাবুর মত শিক্ষক,
গুরুমুখী শিল্পে শুধু প্রেমের সম্প্রদান হবে, যারা জানে সাধনার গোপন পাঠমন্ত্র...
আজ আমরা চলে যাচ্ছি গন্তব্যহীনতায়,
নেই কোনো সময়ের চেতনা,
নেই কোনো শৃঙ্খলার অভ্যাস—
আমরা সবাই রাজা, কিন্তু নই সাধনের সময়ানুবর্তী। তোমার শেখানো বাক্য এখনো বাতাসে ভেসে বেড়ায়— সময়ের সাধন ছাড়া মোক্ষ লাভ হবে না...
তুমি চলে গেলে সময়ের মতো,
যে সময় জানে তার দায়, তার ধর্ম,
চৈনিক দেবতার মত গম্ভীর উচ্চারণে
তুমি রেখে গেলে বিদায়ের চিহ্ন—
সময়ই ধর্ম।
তুমি ছিলে সেই ধর্মের গীদাল,
ভাওয়াইয়ার ভোরের মত
ধ্বনিত হয়ে উঠেছো হে সৌম্য পবিত্র—
যেখানে নাম নয়, শিরোনাম নয়,
শুধু মানুষের গান তুলে ধরেছো মানুষের কণ্ঠে... তোমার দোতারার নিঃসঙ্গ তারে রয়ে গেল— ভাটিয়ালির বেদনা, ভাওয়াইয়ার উদাসী পোড়ামন, বিরহ ভরা নদীর বাঁকে বাঁকে,
আর সাধনার নির্জন মন মন্দিরে...

মঙ্গলময়ের উদ্বোধনে

[বিশ্বকবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ আয়োজন - ২য় অংশ]
— পারভেজ শিশির
২৬শে বৈশাখ, ১৪৩২
৯ মে ২০২৫ শুক্রবার

চিনেছি তোমাকে না চেনায়, অদেখায়
তুমি কোথায় ছিলে, কোথায় থাকো!
সে জানি না, জেনেছে কি কেউ?
শুধু জানি এই, মঙ্গলালোক ছড়িয়ে
হৃদয়ের কিনারে তুমি আড়াল হয়ে বসে রয়েছো...

তোমার কথারা ভেসে এসে বাতাসে, আশ্বাসে
আমাদের প্রাণে আনন্দ জোয়ার আনে,
সরল পত্রলেখায়, প্রতিটি পদক্ষেপে,
সময়ের গোপন ধ্বনিতে তোমাকে শুনেছি—
কে জানে কবে থেকে তুমি হেঁটেছো এই কালের যাত্রায়...!

আজ, যখন নূতন সভ্যতার নামে, সংগ্রামে
বর্ণহীন সকল চেতনার শব্দ জেগে ওঠে,
মঞ্চ জুড়ে কেবল প্রগলভ চিৎকার
লক্ষ্যহীন ভাবনারা পোড়ে নীরবে—
তখনই যেন কোন অন্তর্গত কান্না বলে ওঠে—
"তুমি মোর পাও নাই পরিচয়..."

কালের যাত্রায় এই তো সেই মুহূর্ত,
যখন শব্দের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নীরবতা— যখন নিসর্গ কাঁপে অস্থির মানুষের মতো
আর মানুষ নিজেই হয়ে ওঠে নির্বাক বৃক্ষ...

দেখো, দূরে ধানক্ষেতের আল ধরে, আনপ্রহরে
হেঁটে যায় বিদগ্ধ কোনো কৃষক,
তার পেছনে ছায়া হয়ে হেঁটে চলে অতীত—
তার পা ভিজে ওঠে অর্বাচীন শিশিরে,
যেন সে কোনো এক প্রাচীন কালের জলছবি থেকে নেমে এসেছে...

শহরের আলো-আঁধারে হঠাৎ থমকে যায়, মৃতপ্রায় যন্ত্রবোধির ব্যস্ত কারখানার ঘণ্টা—
কেউ একজন বলে ওঠে—
"সময় কি তবে থেমে গেছে?"
না, সময় তো চলে যায়, কেবল কেউ কেউ
তার ধ্বনি প্রতিধ্বনিকে হৃদয়ে ধ'রে রাখতে পারে...

যে চেতনার আলো আমাদের গ্রাস করে, সমস্বরে অন্ধকারে সহস্র প্রাণের সজোর আর্তনাদে
সে আলো আসে অন্তর্দৃষ্টি হয়ে,
আসে উত্তপ্ত আঙুলের ছোঁয়ায়,
আস্তে আস্তে খুলে দেয় অন্তরের সিংহদুয়ার...

তাকে চিনতে হলে চাই নিঃশব্দ বোধ, প্রতিরোধ চাই ছায়াবীথির নিচে বসে থাকা,
চাই ভালোবাসার পিছু হাটা,
চাই এমন এক অলৌকিক প্রেম—
যা কিছুই বলে না, কিন্তু বোঝায়:
“তুমি আছো, আমি বুঝি... আমি শুনি...”

সে যে চিরকাল অচেনা হয়ে রয়েছে নিঃশেষে, অবশেষে অগণিত চেনা নামের ভিড়ে—
তবুও, তারই বাণী আজও ভেসে আসে বাতাসে— ঝুলবারান্দার গায়ে লেগে থাকা সূর্যরেখায়,

নদীর ধারে হেলে থাকা কাশফুলে, সন্ধ্যাবেলার একাকী শঙ্খধ্বনিতে...

তাঁর নাম আমরা করি না উচ্চারণ, সর্বক্ষণ তাঁর দর্শন সময়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে— কিন্তু সেই চেতনাটি, সেই গভীর আহ্বান— আজও আমাদের শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে...

চোখ মেলো, তবে হৃদয় খুলে দাও—
"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?” কোন মহাকালে তাঁর হয়েছে পদার্পণ জাগতে হবে, জাগাতে হবে সেই সত্য,
যা ঘোষণা করেছে—
মানুষই বড়— তার চেয়ে বড় কিছু নয়!

আজকের এই আনন্দময় ভোরে, চরাচরে
মন ভবনের কোণে বসে থাকা কোনো তরুণপ্রাণ,
ভুবনের যত যন্ত্রণাকে প্রদক্ষিণ ক'রে
হুতাশ ছড়িয়ে দেয় আকাশে,
তাঁর কণ্ঠ এমনই জ্বলে উঠেছিল সেই ক্ষণে,
"এসো দুঃখ জ্বালো শিখা, দাও ভালে অগ্নিময়ী টীকা...”

একটি যুবক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা প'রে, উচ্চৈস্বরে শোনায় নূতন কবিতা, নূতন দিনের অজর শব্দিতা,
সে মানুষকে শব্দার্থ শিখিয়েছে জীবনের—
যেখানে আর কোনো চিরচেনা মুখ নেই,
তবুও চেনা চেনা বোধ আছে জেগে...

সে-ই তো, সে প্রেমাত্মা, সে মনীষী তপস্বী
বাংল মায়ের আদিগন্ত আদরে প্রতিপালিত,

যে আমাদের হৃদয়ের অন্তরালে রেখে গেছে,
এক আশ্চর্য অমোঘ প্রীতিচিহ্ন—
প্রেমবাণীর আনন্দধারা আর সত্য সুন্দরতম জগতে,
আমরা আরও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছি
দেবত্র মোহনপ্রাণ আনন্দময়ের আগমনে...

আনন্দময়ের আগমনে
[বিশ্বকবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ১৬৪ তম জন্মজয়ন্তীতে বিশেষ আয়োজন - ১ম অংশ]
— পারভেজ শিশির
২৫শে বৈশাখ, ১৪৩২
৮ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার
"মহাপ্রাণ তুমি ধরায় এসে
মুগ্ধ করেছ সকল দেশ,
স্পর্শ করেছ যেথায় তুমি
সোনা ফলেছে সেথা অশেষ
সূর্য তুমি গো প্রতি প্রভাতে
এনেছ শৌর্য প্রাণে সবার,
সোনার বাংলা গর্বিত আজ
জয় হোক জয় হোক তোমার"
আজ পঁচিশে বৈশাখের সকালে, বাংলার বুকে সূর্য উঠে অন্যরকম পবিত্র দীপ্তিতে, পাখির কণ্ঠে ভৈরবী গান,
ধানের গন্ধে ভিজে থাকা মাঠ,
শাল-পিয়ালের নিচে বাউল বসে আছে~
একটি চিরপরিচিত সুর ভেসে আসছে
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে বাতাসে তার সুরভিপ্রভা... কোথাও নেই কোন নাম,
তবুও গানের প্রতিটি শব্দে সে আছে~
সে মহীরুহ প্রানপুরুষ আনন্দময়

যার শব্দে প্রেম, বুকে কুসুম পরশ,
বেলা শেষের আকাশে জমে মেঘ~
কিন্তু বৃষ্টি আসে গানের মতো,
নরম কোমল, ধীর, অদ্ভুত মায়াবী...
আজ প্রাণবরণী উৎসব, গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে আল্পনা আঁকে কিশোরীরা, মুখে হাসি,
গলায় কাঁচা সোনার মত সুর~
তুমি যে রঙে রাঙালে জীবন,
সে রঙ ধুয়ে যায় না মেঘান্ধ কালবৈশাখীতে... পথে-প্রান্তরে প্রেম আজ সরল ও শুদ্ধ~ বাঁশির সুরে সে আসে, কুঁড়ি থেকে ফুলে, তাঁরাই ভালোবাসে, যাঁদের হৃদয়ে
বসন্ত চিরকাল বাসা বেঁধে আছে~
"তুমি আমাকে ভালোবাসো,
ভালোবাসি তোমাকে আমিও
তোমাকে বেঁধেছি প্রাণে,
তুমিও আমাকে বাঁধিয়ো..."
প্রেম এখানে কোনও একটিমাত্র মুখ নয়~ এ এক সত্তা, এক নিরাবরণ জ্যোৎস্না,
এক সংলাপহীন আলোর বিচ্ছুরণ...
দেখো, দূরের নদী তীরে কিছু শিশু খেলছে~ তাদের গানে, খেলায়, বালির ঘরে
গড়ে ওঠে এই চরাচরের নন্দিত স্বপ্ন।
তারা জানে না ইতিহাস, জানে না নাম,
তবে জানে~
কীভাবে শুদ্ধ হতে হয়, মুগ্ধ হতে হয়
কীভাবে গাইতে হয় হৃদয় মোহন সুরে
নগরীর ব্যস্ত রাস্তায়ও থেমে গেছে গাড়ির বহর~ বাতাসে এখনও সেই চিরচেনা সুর,
যা শুনলে চোখ ভিজে ওঠে,

আর বুক জেগে থাকে অহরহ প্রশান্ত।
যুবক ফুল কিনে নিয়ে হাঁটে ধীরে,
তার হাতে নেই চিঠি, নেই ছবি~
তবু কাঁপে কণ্ঠ, কারণ আজ এই ক্ষণে
প্রেম হবে প্রেমাস্পদ আনন্দময়ের আগমনে... বইয়ের দোকানে থেমে যায় কিশোর,
একটি পাতায় চোখ পড়তেই
তার ঠোঁটে সবিনয় উচ্চারণ~
"আমার মাথা নত করে দাও..."
যেন কেউ নয়, কোনো দেবতা নয়,
শুধু এক গভীরতম মানবপ্রেম
তাকে এমন উচ্চারণ শিখিয়েছে।
সে-ই তো, সে কবিপ্রাণ শিখিয়েছিল~
কীভাবে চোখে প্রেম জাগিয়ে রাখতে হয়,
কীভাবে বিপ্লব করতে হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে,
কীভাবে মনুষ্যত্বকে ধর্মের চেয়ে বড় করে দেখতে হয়। সে ছিল না ধর্মপ্রচারক, না রাজনীতিক~
তবু তার কাব্যেই জেগে ওঠে
জাতির সুষম সর্বসম আত্মা।
আজকের এই দিনে তাই
বাংলা ভাষা, বাংলা মাটি, বাংলার গান,
বাংলার কিশোর-কিশোরী ~ সবাই বলে:
সে তবে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর অনামিক আনন্দময় ~
শুধু দরকার চোখ, যে চোখ দেখে
"জল পড়ে, পাতা নড়ে"
ফুল ফোটে কেবলই ভালোবাসায়...

কেউ এক আনাও একা না
[সুফি সাধক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি সাহেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিশেষ কালাম]

— পারভেজ শিশির
৭ মে ২০২৫ বুধবার
যারে ভালোবেসেছো আমার চাইতে বেশি,
আমি তাকে সরিয়ে দিই তোমার দৃষ্টির অন্তরালে একাকী রাখি তোমারে সীমানাহীন প্রান্তরে, তোমারে শেখাতে চাই ভালোবাসার স্বরলিপি বোলো না কখনো—
“আমি তারে ছাড়া বাঁচবো না”,
আমি তোমাকে বাঁচাবো, তার স্মৃতি ছাড়াই,
নতু্নের হাত ধরে, নতুন সূর্য আলোয়।
দেখো না কি তুমি?
ঋতুরাও বদলায়, সময়ের তরঙ্গে,
ঝ'রে পড়ে যায় ছায়া-দেওয়া পত্র-পল্লব,
শুকিয়ে যায় কেমন ভালোবাসার প্রাচীন প্রতিচ্ছবি...! তবুও— স্রষ্টা ধৈর্যশীল, পরম দয়ালু,
পাতা ঝরা ডালেও ফোটায় নতুন কুঁড়ি,
মৃত হৃদয়ে জাগায় নবতর ছন্দ,
শুকনো বুকেও বহায় প্রেমের স্রোতধারা
যারে ভেবেছিলে আত্মার প্রতিলিপি,
সে-ও একদিন অচেনা হয়ে যায়;
যারে আপন ভেবেছিলে হৃদয়ের নির্যাসে,
সে-ও একদিন তোমাকে রেখে অন্তরীণ হবে হয়তো... বন্ধু ক্ষণে ক্ষণে বদলায় শত্রুতে,
শত্রুও হাসে বন্ধুর হাসি,
কোনও বাঁধন স্থায়ী নয় এখানে,
এখানে তুমি চিরকাল থাকতে আসোনি
তুমি ভরসা রাখো মানুষে, স্রষ্টায় রাখোনি ভুলে যাও স্রষ্টাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অথচ এ রঙবাহারী দুনিয়া—
এক অদ্ভুত কালচক্র, প্রকৃত গৃহ অভিমুখী...

ভেবেছিলে, "এ কখনো হতে পারে না", কিন্তু সেটাই হয়— নীরবে, চুপিচুপি। বলেছিলে, "আমি কখনো হারবো না",
তবু হেরেছো, অহংকারে ক্ষয়েছো দিনে দিনে নিজের বিজয় সবাই দেখে যেতে পারে না বলেছিলে, "আমি বিস্মিত হবো না",
তবু প্রতিদিন বিস্ময়ে উঠেছ জেগে
বলেছিলে, "আমি ম'রে গিয়েছি",
তবুও শিরায় বহে অগণিত জীবন কণিকা...
কেননা তোমার স্রষ্টা—
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে, আঁধারে জ্বালে আলো, নির্জলা মরুতে ফোটায় ফুল দেখো না কী! নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব তাঁর চেয়ে কে বোঝে বেশি? তোমার দুঃখে কখনো বা তাঁর মুখে হাসি
সে তোমার ভাঙা হৃদয় চেনে,
তুমি যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ো,
সে তোমার আত্মায় ঢেলে দেয় নবজীবন,
চোখের অশ্রুতে ধুয়ে দেয় যাবতীয় মলিনতা। ভেবো না— তোমার বেদনা বৃথা,
ভেবো না— তোমার নিঃসঙ্গতা অভিশাপ;
তোমার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, প্রতি ফোটা অশ্রু তাকে আরও কাছে টানে, আরও আপন করে।
যাক শত জন তোমার হাত ছেড়ে,
তোমার পাশে একজন দাঁড়িয়ে থাকে,
সে-ই সত্যিকারের সঙ্গী—
সে-ই তো তোমার একমাত্র প্রেম,
তোমার স্রষ্টাকে কী তুমি চিনেছো? খালি চোখেই কেবল অন্তরীক্ষ দেখেছো বুকের ভেতরে যে পিদিম জ্বলে আছে সেটা দেখছো কি কখনও?

সব আলো নিভে গেলে, মনে রেখো,
সবচেয়ে গভীর অন্ধকারের বুকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা জ্বলে।
তুমি বেঁচে থাকো ভালোবেসে
তুমি ভাঙো, তুমি গড়ো, তুমি ক্ষমা পাও কারণ তোমার স্রষ্টা—
অমলিন প্রেমে তোমায় ধরে রাখে, অদৃশ্য এক কোমলতায়, চিরকাল
কী অপরূপে তোমায় কত মায়ায়,
কত নিখুঁতভাবে তুমি হয়েছ সৃষ্ট তোমার একাকীত্ব তাই একটি শব্দ মাত্র সবাই শোনেনি সে কণ্ঠস্বর অদৃশ্য — "তুমি একা নও, আমি রয়েছি সবখানে", কেউ কোনোভাবেই তুচ্ছ নয় জগতে মহাকালে সবাই রেখে যায় পদচিহ্ন, তোমার নিশ্বাসেই বাজে তার সংগীত, কেউ এক আনাও একা না, এই জন্মে
তুমি বোঝো না, তুমি কিছুই বুঝেছো কি?

নানা রঙের দিনগুলি
— পারভেজ শিশির
২৩শে বৈশাখ ১৪৩২
৬ মে ২০২৫ মঙ্গলবার
আমার এই বেদুইন জীবনের সাতচল্লিশটি বছর, সত্যিই আশ্চর্শ বিচিত্রভাবে নেড়েচেড়ে যাচ্ছি… ভাবতে মন্দ লাগে না, আমি পড়াশোনা
আর লেখা ছাড়া কিছুই করিনা…
কীভাবে কীভাবে জীবনের চারটি দশক পেরিয়ে,
আজকে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছি…!
মাঝখানে কিছু চঞ্চল বছর,

আমার কিছুই স্পষ্ট মনে ছিল না কোনো প্রয়োজনও হয়নি…
কিন্তু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নষ্ট ক’রে যাকে ভুলতে চেয়েছি,
সে চোখের আগে ঝিলমিল করেছে কেবল…

ইচ্ছে হয়েছে মাঝে মাঝেই
“তারে দেখি, যদি একবার কাছে পাই
সে সুযোগ হবে কি, জীবন তো শুধু একটাই…!” যাকে একদিন ভেবেছিলাম ভালোবেসে
রাত্রির তারায় চাঁদের রংধনুতে পরাজিত করেছি, আমার সেই অর্ধেক মানবী অর্ধেক কল্পনার, বিষন্ন নীল অপরাজিতাকে হারিয়ে ফেলবার পর একটা সত্য ভালো ক’রে অনুধাবন করেছি
মানুষের সত্যিকার ভালোবাসার স্বরূপ…

হয়তো জানতেই পেতাম না এই মহাসত্য! অপরাজিতা’কে পার্থিব জীবনে
আমার দিবারাত্রির ছায়াসঙ্গিনী ক’রে পেলে! চিরবিদায় নিয়ে অপরাজিতা চ'লে যেতে যেতে, আমাকে কিছু অমূল্য সত্য ব’লে গিয়েছে— “ভালোবাসা কোনো পরাধীন অনুভব নয় –
যে সত্যিকার ভালোবাসে, সে ত্যাগও ক’রতে পারে,
আর ত্যাগ ক’রতে পারে ব’লেই
সে সত্যিকার ভালোবাসে…”

সত্যি কি কোনোদিনও মিথ্যে হ’তে পারে!
সত্যি চিরকালই দূরারোগ্য সত্যি—
পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও সত্যি কখনও মিথ্যে হবে না: অপরাজিতা আমাকে আরও সত্যি বলেছে—

মায়াবী সুন্দরতম সত্যি…
“কোনোদিন বুঝতে পারিনি,
ছোট্ট এক অবোধ বালকের
বর্তমান দীর্ঘশ্বাসের কারণ আমি,
তার সব কষ্টের দায়িত্ব আমার…!”

জানিনে, এমন সত্য মন্ত্রোচ্চারণের পর’ও
কীভাবে সে আমাকে ফেলে অন্তর্হিত হ’লো…!
অথচ কথা ছিল, সে আর আমি
একসাথে শেষ সাঁঝবেলার সূর্যকুসুম দেখবো— শুভপ্রার্থনা করি সর্বজয়ী হও...
আমি আর সে এবং সে আর আমি
সেই বাড়ি ঘর, সেই রাস্তা, সেই রজনীগন্ধা সন্ধ্যা, কল্যাণ হোক তোমার, শুভ হোক—
সেই জলপাই রঙ গাড়ি
সেই কলেজের বারান্দা, সেই আমি আর সেই তুমি— তোমার অনন্ত শুভ হোক...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

____

“বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে!”

⌠কেউ কথা রাখেনি / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়⌡

যন্ত্রবোধি বিষণ্ণতায় মগ্ন
[প্রযুক্তি বৈদূর্যের যুগে আবার জ্যোৎস্নার সারল্যে ফেরার অনুশোচনা — একটি বিশেষ আবৃত্তি কাব্য]
— পারভেজ শিশির
৫ মে ২০২৫ সোমবার
[শুরুতে মিহি বাদ্যযন্ত্র— মৃদু পিয়ানো বা একতারা—পেছনে হাওয়ার শব্দ]

(নরম, ধীরে ধীরে উচ্চারিত)
প্রযুক্তির শিরায় এখন নদী নেই...
তবু সে বয়ে চলে— তথ্যের ঢেউয়ে, শব্দের নিঃশব্দতায়,
আমি আছি, তুমি কোথায়..!
(একটু জোরে, তবু বিমর্ষ)
মানুষ বসে থাকে কাচঘেরা ঘরে,
তার আঙুলে সূর্য, পারমানবিক ঔজ্জ্বল্য
অথচ... বুকে অন্ধকার।
[পিয়ানোর স্ট্রোকের সাথে নগরের শব্দ ঢুকবে— গাড়ির হর্ন, ট্র্যাফিক পুলিসের হুইসেল]
(নিরাসক্ত নাগরিক, যেন বলছেন শহরের রোজনামচা)
নগর— তাকে বলে স্মার্ট,
কিন্তু তার প্রতিবেশ প্রচ্ছায়ায় ক্ষুদ্রায়তন হয়ে যাচ্ছে শিশুর খেলার মাঠ। শপিং মল আর আইসিটি পার্কে সয়লাব সমস্ত শহর...
(আবেগ দিয়ে ধীরে)
আধুনিকতার ব্যস্ত পায়ে থেমে থাকছে অপেক্ষা,
এক বৃদ্ধ মা প্রাণপনে পাঠ করতে চাইছে সন্তানের মেসেজ—
স্বাগতম প্রিয় প্রযুক্তি, আরও এগোও...
[পিয়ানো বন্ধ, এবার বাজে কণ্ঠজড়ানো বাউল তান— আলগা ভাবে] (উপলব্ধিময় স্বরে)
মাঠে রাজপথে সবাই অনুপস্থিত
সংস্কার এখন আপলোড হচ্ছে,
ব্যাপক বেতাল স্পিডে...
কোনো কিশোর গলায় তুলে নিচ্ছে না বাউলের গান...
ভিডিও গেম আর রিলসের উদগ্র নেশায় আকাশ এখন খুব কাছে... (ঠান্ডা অথচ দৃঢ় স্বরে)
স্বাধীনতা— এখন কি কেবল একটি উৎসবী দিবস?
না কি নিজের সিদ্ধান্তে হাঁটার সাহস?
মুরব্বির নসিহত কি মাঠে মারা যাচ্ছে...!

[পেছনে মৃদু রিদম, যেন হার্টবিটের মতো]
(তীব্র উচ্চারণে, আবেগ নিয়ে)
দেশ মানে শিকড়ের ঘ্রাণ, যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের গল্প,
প্রতিবাদের দেয়ালে লেখা দূর্দান্ত স্বপ্ন স্লোগান..!
(জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে)
খুব অচেনা লাগছে এখন অতীত,
প্রযুক্তি কি আমাদের মজ্জায় মিশে যাচ্ছে?
না কি আয়নার মতো— প্রতিবিম্ব, নিঃসঙ্গতায় অপরূপ সান্তনা প্রশান্তি? (মৃদু, অনুভবী স্বরে)
স্মার্টফোনে আত্মার মাতৃভাষা নেই,
তবু কেউ কেউ তাতে খুঁজে ফিরছে হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা।
যন্ত্রবোধির হেদায়েতে বহু পথ বহু মতে
মেশিন জীবন দারুণ খাবি খাচ্ছে...
[পেছনে বৃষ্টি ও নদী স্রোতের শব্দেরা উপলব্ধ আস্তে আস্তে] (বিরহ মিশ্রিত আবেগে)
পরিবেশ ধুঁকছে, প্লাস্টিকে পলিথিনে আটকে আছে নর্দমার মুখ... (চিন্তিত, তবু মায়াবি সুরে)
আন্তর্জাতিকীকরণ মানে— এক ছাঁচে সবাই?
তবে গান কোথায়? কবিতার কী দরকার?
গান কবিতা তো ছিল আত্মার মুক্তি...
(নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণের জন্য থামুন)
[তরুণীর হাসি, শিশু কণ্ঠে চিৎকার—পেছনে ক্ষণিক কোলাহল] (আবেগভরা কণ্ঠে—উচ্চারণে দৃঢ়তা)
গার্মেন্টস কন্যার স্বপ্নও এক ধরণের তথ্য,
রোজ ভোরে সে আপলোড করে জীবনের কষ্ট।
(ধীরে, স্তব্ধতার দিকে নিয়ে যাওয়া)
আমরা কি তা পড়ি? পড়তে চাই কি?
না কি স্ক্রল করে এগিয়ে যাই...
দেশ এগিয়ে যাওয়ার মত, প্রতিনিয়ত...!
[পেছনে ধীরে শোনা যাচ্ছে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি শব্দ]

(জোর দিয়ে, আশাবাদী সুরে)
তবু আমরা দেখি
এক কিশোর হেঁটে যায় লাইব্রেরির দিকে,
বুকভর্তি প্রশ্ন আর জেদ নিয়ে।
(মায়াবি, অন্তর্মুখী স্বরে)
প্রযুক্তি হোক মানবতার সাথী,
নির্দেশক নয়— অনুপ্রেরণা হোক, প্রতিবন্ধকতা নয়...
[পিয়ানো আবার ধীরে বাজে— এবার একটু বেশি আবেগ নিয়ে]
(শেষ চার লাইন আস্তে, নরমভাবে, শ্রোতার চোখে চোখ রেখে বলার মতো) রিলসের কবিতার মতো পৃথিবী হোক—
যেখানে তথ্যের ভেতরেও দোলা দেয়
ভালোবাসার নরম নরম পঙ্ক্তি—
“যন্ত্রবোধি হে, তুমি একা নও...”
[শেষে পিয়ানো একটু একটু ক'রে থামে, আরো শেষে অদ্ভুত নীরবতা।]

আমার পৃথিবী বাংলাদেশ
[কয়লা খনি শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দীর্ঘ স্বরলিপি] — পারভেজ শিশির
৪ মে ২০২৫ রবিবার

প্রিয় স্বর্গাদপী গরীয়সী মাতৃভূমি,
এই মাটি, এই মুখ, এই চিরচেনা বাংলা উচ্চারণে
আমার জন্মভূমি, আমার শোনিতবাহী— বাংলাদেশ
তুমি কেমন আছো, সারাদিন সমস্ত প্রহরে...! তুমি তবে নিশ্চিত আমার রূপসী স্নেহভূমি...

তুমি আমার ভূস্বর্গ, তুমি অনন্ত প্রতিবেশ, নও কোনো বিভাজন রেখায় আঁকা মানচিত্র,
নও দুর্নীতির ছায়া ঘেরা প্রগলভ প্রাসাদ, নও হিংসার ছোবল, নও বৈষম্যের বিষদাঁত,

নও প্রতারণার কারুকার্যখচিত মুখোশ।
তোমার পরিচয় - তুমি আমার আমৃত্যু বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একই মমতায় জৈষ্ঠ্য থেকে আবার বৈশাখে এ দেশ— আলোর ফোটা ধরে কৃষকের ঘামে,
একটুখানি শিশিরে, ধানের গন্ধে জাগা স্বপ্নে, যার হৃদয় ফসলের মাঠে মাঠে বাতাসে দোল খায়, চাষার পায়ের ছাপ মাটির গভীরে স্নেহ মাখে...

যত ফুল ফোটে— শিউলি, কামিনী, রজনীগন্ধা—
ততোধিক গন্ধে মাতোয়ারা হয় আমার কবিতার পাতাগুলি,
আর রসনা বিলাসে ভরে থাকে শত ব্যাঞ্জন,
খেজুরের রসে ভেজা সকাল ও রাত্রি,
চিতই পুলি পিঠার অমৃত উনুনস্মৃতি...

বাংলাদেশ, তুমি আমার মুগ্ধ চোখের মণি,
শুধু আহার নয়— আছে উৎসব, বৈশাখী মেলা, চৈতী চন্দ্রসুধা নৌকা বাইচ, আলপনা আঁকা উঠোনে
কুমুদ কিশোরীর হাতে সঞ্চয়িতা আর অগ্নিবীণার পদাবলী, সন্ধ্যা আহ্নিকে ঝংকৃত কান্না ও আনন্দের ঘন্টাধ্বনি...

সারল্য আর সাহসের এ মহাস্থান
এখানে ছিল না কৌশলের নগ্ন রাজনীতি,
নেই এখনও কারচুপির অসৎ বিজয়মঞ্চ,
আছে মাঠ, প্রান্তর, নদী, খাল, চরাচর—
একটাই ভাষা, একই মাটি ধোয়া নদীতে ভেজানো গা
আমি, তুমি, সেই সে সব বীর মুক্তিযোদ্ধা,
আমরা তোমার সদা জাগ্রত সন্তান...

একই মুখে শুনি 'মা'— আর তার সবটুকু স্নেহের প্রলেপ

একই উচ্চারণে প্রীতি ঝ'রে পড়ে পল্লীগানে,
আধুনিক প্রেমকাব্যে, অথবা মৃন্ময় প্রতিমার ঠোঁটে, আমাদের প্রাণে আছে অসীম প্রেম,
নেই কোনো অযাচিত আক্ষেপ...

আমার বাংলাদেশ মহীয়ান
এ দেশ জুড়ে অগণিত মুখ— তবু কেমন যেন আদল একটাই,
একটাই চোখে জ্বলে ওঠে আশ্বাসের আলো,
যে দেশের মেহনতি শ্রমিক হাসিমুখে
লিখে রাখে তার বেদনার কথাকাব্য,
একই ভঙ্গিমায় হাসে, কাঁদে, বলে—"আমি বাংলাদেশের সন্তান।"

তুমি আমার কাছে প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়
কত কন্ঠে গাওয়া হয়— "আমার সোনার বাংলা",
কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যে বলে ওঠে
"তুমি আমার জননী জন্মভূমি",
সে আমরা, সে আমি, সে তুমিও।

এ দেশ এই মৃত্তিকার সুরভিস্মৃতি
এই দেশের পলিতে পলিতে ব্যাপৃত
ব্যঞ্জন আর স্বরবর্ণের স্বাদ,
এই জল-হাওয়ার পাঁকে জড়িয়ে থাকে—
প্রেম সুরমা চোখে সহস্র কবিপ্রাণ, কাব্যতনয়ারা, বাংলাদেশে ফসলের মাঠে মাঠে চলে কবিতার আবৃত্তি...

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলী—
তাদের স্রোতে বহে আমার শৈশব,
জীবনের অক্ষর, তার যত বিন্যাস
সমুদ্রের জলে একসাথে ডুব দিয়ে উঠি—
একই ফেনায় গড়িয়ে পড়ে সুখ ও সমবেদনার জলধারা,

যতবার ঝড়ে ভাঙে এ দেশ, ততবার গড়ে তুলি...

এই তো আমাদের দেশ, তোমারও আমারও—
যেখানে বিভেদ কেবল রাজনৈতিক বুলিতে,
জীবনের কাব্যে তারই নাম 'সহযাত্রা'।
আমি দেখতে পাই,
প্রতিটি ঘরে একটি ক'রে গ্রাম বাংলা—
একটুখানি ধানক্ষেত, একটুখানি খাল, একটুখানি মা। এই তো চিরচেনা মুখ— কখনও কৃষাণ,
কখনও রাঙাবৌ নাচে ঢেঁকির তালে
কখনো দোয়েলের গলায় গায়,
"এই মাটি আমার, এই আকাশও।"

কেন অন্ধকার তবু ছেয়ে যায় প্রভাতে
তবু কেন উত্তপ্ত হয় গলি থেকে রাজপথ? কেন কিশোরের চোখে অশ্রু
আর হাতে পতাকা একসাথে ওঠে ঝলসে?
কারা রাখে অদৃশ্য বিষ মিশিয়ে—
এই সুরভিত ধান ভরা মাঠে,
অবুঝ শিশুর দুধ মাখা ভাতে...!
আমি সে সব কিছু বুঝিনে, বুঝতে চাইনে,
যদি আঘাত আসে তবে প্রেম প্রতিঘাত হবে, মমতার পথে আর প্রতিশোধের কাঁকর ছড়াব না,
না, আমি সে সব পথে যাবো না—
আমি লিখে যাবো তোমার সত্য গল্প—বাংলাদেশ, ফুলের, ফলের, ভাষার, মুখের মায়ার
এক আশ্চর্য অন্তর্জগৎ।

তুমি আমার কাছে কাব্য, তুমিই কথকতা
আমি তোমারই হয়ে থাকি— তুমি ছাড়া আমি কি আর কিছু?

একটি বাংলা নাম, একটি সহজে বলা প্রেম— তোমারই তো বুকের কোণে লেখা।
তোমায় ভুলে গেলে কবিতা হয় না—
তোমায় ভালোবেসে,
এঁকে যাই দেশের প্রতিটি সাদা কালো মুখ, মাটিতে প্রক্ষেপিত রোদ আর ছায়ার কাব্যকথা, সোনালি ধান হাতে কৃষাণীর হাসি,
আর বৃষ্টি বাদলের মুখরতা...

বাংলাদেশ, আমাকে ভালোবাসতে শেখায়,
আমি তোমার সব কিছু ভালোবাসি,
প্রাণে ধারণ করেছি তোমার সব কিছু আর সবাই,
বাংলাদেশ, তুমি আমার সমস্ত পিপাসা আর তৃষ্ণার জল—
আর আমরা তোমার সেই সন্তান,
যে প্রতিদিন তোমার জলবায়ুতে অবগাহন ক'রে,
বেঁচে থাকি আর বাঁচার স্বপ্ন দেখাই...

ভাঙাগড়ার কারিগর
[মহান মে দিবসের শ্রমিকবন্ধুগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি] — পারভেজ শিশির
১ মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার

ভোর হয় একজোড়া কর্কশ হাতের অস্থিরতায়,
রোদ ফুটে ওঠার আগেই
ঘামের ফোঁটা ঝরে শহরের কপালে—
নির্মাণের শব্দে ধ্বনিত সভ্যতার গান, জরাজীর্ণ দেয়াল পেছনে ফেলে
গড়ে উঠে নূতন দিনের স্বপ্ন নন্দন...

সে জানে না,

কে থাকবে এই দালানকোঠার শীর্ষে,
কে করবে অধিকার সংরক্ষণ বিলাসী নীতি চাতুর্যে...! সে শুধু জানে, কাঁধে তুলে নিতে হবে
ইট–সিমেন্ট পাথরের ভার
আর সাথে অনাহারের দায়ও—
কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে থাকে সে বহুতলের কিনারায়, আকাশ ছোঁয়া দালান গড়তে গড়তে
হঠাৎ মনে পড়ে তার নিজের কুঁড়েঘর—
ছাউনি ফাঁটা চাল, বর্ষায় চোরা জলের ধারা,
আর ভিতরে শিশুর অনাদৃত কাশি,
ঘরণীর গুমরে ওঠা দীর্ঘশ্বাসের ছন্দ...

সে ভেবেছে—
এই যে সাততলা, দশতলা, আলোকিত রাজপ্রাসাদ,
একটাও কি তার?
তার কি আছে এমন জানালা, যেখানে বসে
দেখা যাবে সূর্যাস্ত, শহরের আলো?
তার কি আছে এমন বিছানা,
যেখানে দিন শেষে ক্লান্তিকে আয়েসে সমাহিত করা যায়?

তবু সে গড়েই চলে, নির্ভুল হাতে, নিঃশব্দে,
যেন সে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে—
অন্য কারও দেওয়ালে, অন্য কারও ভবনে,
যেন প্রতিটি ছাঁদের নিচে সে রেখে যাচ্ছে,
নিজের না-পাওয়া প্রকল্পিত আশ্রয়ের প্রতিচ্ছবি...

তার চোখে নেই নিজস্ব কোনো স্বপ্ন নকশা,
কিন্তু প্রতিটি দেয়ালে দেয়ালে গাঁথা তার শ্রমের মহাকাব্য— সে ভাঙে — পুরনো শোষণের গ্লানিময় দেয়াল, অমানবিক দেয়াল
সে গড়ে — নূতন ভবিষ্যতের শ্রম-নির্ভর সকাল, নূতন ঘামের সকাল

হে ভাঙাগড়ার কারিগর,
তোমার থুতনির নিচে জমে থাকা ধুলোই সভ্যতার অলংকার— তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত অধিকারই
বিশ্বজুড়ে ন্যায়ের সজোর প্রতিধ্বনি...
তুমি যে গড়েছো শহর, নগর, সেতু, সভ্যতা ও ইতিহাস— যতই হোক না অলীক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত,
তুমি যেন কোথাও নেই, কোনো চিহ্ন নেই—
সুতরাং তোমার নামটাই হোক
ভবিষ্যতের নির্মাণ ফলকে ফলকে লিখিত...

ভবিতব্য
— পারভেজ শিশির
৩০ এপ্রিল ২০২৫ বুধবার
নিরন্তর এই পৃথিবীর পথে হেটে চলা, ঠিকানাবিহীন…. আত্মীয়তার হাস্যকর বন্ধন, ক্ষণিকের প্রেম, স্বার্থ-কার্পণ্যতাকে পুঁজি করে আগামীদিন—
বড় নিষ্ঠুর, বড় বৈরী এ জীবন
কতদিনই বা বাঁচে একজন মানুষ, সততায়? বিশুদ্ধ রক্তে?

কয়েকটা সমুদ্র আর মরুভুমি!
এছাড়া কি আছে এই বারাঙ্গনার বুকে?
দেখাশুনার প্রাচীর পেরিয়ে যেতে চায় আজ অবাধ্য স্নায়ূ… চোখের সামনের সাংঘর্ষিক পৃথিবী,
চোখ, মগজ আর মনন কে আঘাত করে যায় বারে বার…
পৃথিবী কি আসলেই এক নাগাড়ে ভালো ছিল কোনোদিন!

তাই, আশা করি
মহাপ্রলয়ে দারুনভাবে এ পৃথিবী কম্পিত হোক,
ইউটোপিয়্যান কল্পস্বর্গ সত্যি হয়ে যাক এখনই…!

সেই সাথে দৈববাণীর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছণীয়। মানবজাতির উদ্দেশ্যে মহাপ্রভূ কিছু বলবেন অধিকাংশ বাধিয়ে রাখবেন!
সেটা হবে না … … হোক সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন!

পৃথিবীর মানুষ যখন মানুষ হত্যার উৎসবে
রক্ত শারাব্ পানে উন্মত্ত,
একই মায়ের সন্তান, জীবনের হুমকি,
আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বিরহী অতীত!
মৃত্যু! তুমি আমার প্রতি মুহূর্তের স্মৃতি, বিদ্রোহ ও প্রেম… নূতন করে স্মরণ করতে শেখাও!

মৃত্যু, কত পুরোনো, প্রাকৃতিক অথচ কত নূতন, সার্বজনীন; নিরপরাধ মানুষ হত্যায় যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় (!)
মানুষ এভাবেই যদি পশু হবে,
কিতাবী জ্ঞানের প্রয়োগযোগ্যতা কোথায়?
কেউ অন্যায় করছে, কেউ অন্যায় সহ্য করছে,
দু প্রকার মানবসন্তানই একই গোত্রের, পাপী গোত্র…
‘মেমেন্তো মোরি’ সবাইকে একদিন মরতেই হবে,
অনিবার্য এ সত্যি!

পাপী অথবা পূণ্যবান কেউই এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকে না…
পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে
চেষ্টা মহামানব সন্তানেরা কম করেনি;

তবুও…… ইম্মরট্যাল লর্ড নির্বিকারচিত্তে তাঁর পুতুল খেলা জারি রেখেছেন…

দাউদ হায়দার (১৯৫২–২০২৫)
বাংলা কবিতার এক অনমনীয় প্রতিবাদী কণ্ঠ নিভে গেল। দাউদ হায়দার, যিনি তাঁর কলম দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, যিনি দেশান্তরে থেকেও মাটির গন্ধ ভুলে

যাননি, আজ তিনি চিরনির্বৃত্ত। তার কবিতায় ছিল ধিক্কার, ছিল ভালোবাসা, ছিল বিদ্রোহের আগুনকণা। আমরা যারা শব্দের আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে চাই, তারা আজ অনাথ। তীর্যক বিদ্রোহের এই নক্ষত্রের প্রস্থান বাংলা সাহিত্যের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। নক্ষত্রের দেশে শান্তিতে ঘুমান প্রিয় কবি। আপনার স্বপ্ন ও তিতিক্ষা আমাদের বুকে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

নির্বাসনের নীলাভ ইশতেহার
[কবি দাউদ হায়দারের প্রয়াণে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২৭ এপ্রিল ২০২৫ রবিবার

ভূমিকা—
[এক ঝাঁক নির্বাসিত পায়রা উড়ে গেল কাল সন্ধ্যায়, সীমান্ত কাঁটাতারের উপর দিয়ে—
একটি সংসার ফাঁকা হয়ে গেল নিঃশব্দে...
বুকের ভিতরে কাঁপছে শোক আর দ্রোহের বাতাস। মাটির গন্ধে লেখা একটি নাম
আজ আবার নির্বাসিত হলো,
আমাদের কী এমন ক্ষতি হলো তাতে
যদিও তাঁর শব্দেরা রয়ে গেল
আমৃত্যু আমাদের রক্তের প্রতিধ্বনিতে...]

মাটির গন্ধে লেখা ছিল তোমার নাম,
সময়ের পাঁজরে ছিলো বিষণ্ণ চিহ্নেরা, নির্বাসনের প্রহর গুনে তুমি গেয়েছিলে পুড়ে যাওয়া কালের বিষাদ-রাগ।
কত নদী ডেকেছে তোমায় ফেরার মিনতি নিয়ে,
কত আকাশ জমিয়ে রেখেছে অকথ্য যন্ত্রণার নীল। শিশিরের মতো জমে থেকেছ আত্মার প্রান্তরে, লেখা হয়ে থেকেছ এক অবিনশ্বর প্রত্যয়ে পৃথিবীর সমস্ত শিকল ভেঙে

তুমি ছিলে চিন্তা মুক্তির অঙ্গারবর্ণ মন্ত্র।
তোমার শব্দে ফুঁসে উঠেছিলো স্বদেশের ব্যথা,
তোমার অক্ষরে জেগে ছিল কালরাত্রির কথকতা—
বিপ্লবের হাতে জ্বলছিল তোমার কবিতার মশাল,
বিদ্রোহের মেঘে বাজছিল তোমার নামের বিজলি,
কে বলে প্রবাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষের স্বদেশ? তুমি তো প্রামাণ্য ছিলে, স্বপ্নের নির্বাসিত রাজপুত্র..! তোমার কবিতায় আমি শুনেছি অদম্য মানুষের হাঁক,
তোমার নির্জনতা থেকে উঠে এসেছিল জনতার আগুনকণ্ঠ।
ভাঙা খাঁচার পাখির মতো,
তুমি ডেকেছ দুর্ভাগা জন্মভূমিকে।
সাম্রাজ্যের কোলাহলে হারায়নি তোমার নির্ঘুম কণ্ঠ, সভ্যতার প্রগতিতে দগ্ধ বৃক্ষপত্রের মতো
উত্তাপ ছড়িয়েছে তোমার চেতনা।
শরীর গেল, রইল কণ্ঠস্বর,
রইল দুর্বিনীত ভাষার দাবানল—
রক্তস্নাত অস্পৃশ্য জন্মভূমির নামে,
তুমি যেন এক বারুদ শপথ!
নির্বাসনে থেকেও
তুমি লিখেছ স্বাধীনতার জয়গান।
একটি শিশুর প্রথম কান্না যেমন পবিত্র,
তেমনই পবিত্র তোমার কবিতার ক্রন্দন।
শূন্যতার দেশেও তুমি খুঁজে পেয়েছ বাংলার ধুলো, নির্জনতার শহরে দাঁড়িয়ে বাজিয়েছ প্রতিবাদের বাঁশী।
আজ, যখন অন্তরীণ হয়ে গেছে আলোর উচ্ছ্বাস,
তোমার অগ্নিমন্ত্রে আমরা খুঁজব পথ।
তুমি শিখিয়েছ— স্বাধীনতা মানে কেবল মাটি নয়, স্বাধীনতা মানে আত্মার অবিনশ্বর উড়ান।
সত্যের নামে যারা পথে নেমেছিল,
তাদের সবার অন্তর্গত কবি তুমি।

তোমার প্রস্থান,
কেবল একটি দেহের পতন নয়—
একটি প্রতিবাদী যুগের ফিনিক্স অবসান...
তুমি হারাওনি, হারিয়েছে সময়,
হারিয়েছে আমাদের সাহসী স্বপ্নের আপাত প্রচারণা...! আজ তোমার কবিতার শিরা বেয়ে
চুপচাপ,
রক্ত ঝ'রে পড়ছে আমাদের নিস্তব্ধ বুকের পাঁজরে— তুমি পাখির ডানায় লিখে গেছো শোক-বার্তা,
তুমি বাতাসের ছায়ায় রেখে গিয়েছো বিদ্রোহের গান। নির্বাসিত হয়েও তুমি যে ছিলে—
বাংলার অনাদৃত, অথচ অমর সন্তান।

বিদায়ী পংক্তি—
“যেখানেই থাকো প্রিয় কবি,
আমরা তোমার শব্দের আঁতুড়ঘরে রচনা করবো একটি নব্য ভোর।”

আশা পরশ
— পারভেজ শিশির
২৭ এপ্রিল ২০২৫ রবিবার
যে দন্ডেই দন্ডিত করুন না কেন,
মাথা পেতে নিতে কোনো দ্বিধা নেই;
স্বর্গের লোভ আমি কোনোদিন করিনি, শুধুমাত্র সেই অপার প্রেমময় ঈশ্বরকে
এক নজর দেখার খুব ইচ্ছে হয় মনে মনে!
সাধু ফকিরের কাছে গিয়ে কবি পা জড়িয়ে ধরে,
নতশির হয় বার বার, “আমাকে আশীর্বাদ করো”;
ফকিরের দৃষ্টি অনন্তে, “কী অভিপ্রায়?”
কবি ভাবিত ও পার্থিব দৌর্ব্বল্যতাড়িত…
গভীরতম প্রিয় কিছু বোধ, ভাবনার দ্বার ক’রে প্রতিরোধ

নির্নিমেষ চেয়ে শূন্যতায়, আপনার মাঝে আপনি হারায়, আশা’র বরষা শুকায় হঠাৎ, কোথায় যেন চলে যায় অকস্মাৎ! “আমি কবি, আমাকে আশীর্বাণী দাও,
শব্দমুখর হোক আমার জগৎ”
সাধুর সমাপণী প্রশ্ন, “শব্দ না সত্য?”
কবি’র কাছে যথোপযুক্ত শব্দের চেয়ে
আর আকাঙ্ক্ষিত কী হতে পারে?
কবি স্থিরচিত্ত, “শব্দ…”
সাধু হাতের শূন্য জলঘটি আর থালা
হন্টন ছড়িটি দিয়ে বেদম প্রহার শুরু করলেন,
“পেয়েছিস শব্দ!?! এখন, যা ভাগ্ এখান থেকে!”
'সত্য' হারিয়ে গেছে, ভাইসব…!
একদিন খুব ভেবেছি, প্রাণের পরে প্রাণ সঁপে
আমায় যদিবা কেউ কোন কাল-সন্ধ্যায় মন্ত্রের মত জঁপে… … দূরাশা… ! তা বলে আমি এতটুকুও নৈরাশ্যবাদী নই,
যেটুকু আলো বেঁচে-বর্তে আছে, পরার্থপরতার জোরে,
তাই দিয়ে কিছুটা এলাকা আলোকিত করতে পারলেই—
আমি আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, আশার পরশে বেঁচে উঠতে থাকি…

চুড়ান্তিকা
— পারভেজ শিশির
২৬ এপ্রিল ২০২৫ শনিবার
কেন শুধু কারো কারো জীবন থেমে যায়
বেঁচে থাকার আশাটুকু নিমেষে হারায়,
কেটে যায় বছর মাস, রাত ফুরোয় না
ওষ্ঠ থাকে, ওষ্ঠে কোনো বাণী যোগায় না…

কী লাভ স্বদেশে, যখন সবাই পরাধীন
বিরাজ করে দেহ শুধু, আত্মা অন্তরীণ, কিভাবে এর মুক্তি হবে ভাবে সর্ব্বজন

মৃত্যুতে কী মুক্তি মেলে, ওহে নিরঞ্জণ!

থাকে প্রেম অলক্ষ্যে, জীবনের দেনা বাড়ে হা-ভাতের ঘরে অভাব শেষ সম্বল কাঁড়ে,
বেঁচে থাকার আগ্রহ ধীরে হয়ে আসে ক্ষীণ
শত অবদান শেষেও অমরতা হয় বিলীন!

বিবিধ শব্দে ভ’রে যায় দিনলিপির পাতা অনিচ্ছাকৃত স্বপ্নদোষে বাড়ে প্রতিকুলতা,
যে মৃত্যু শুধুমাত্র জন্মের ঋণ করে শোধ
স্বার্থ হাসিল, বিনিময়ে দূরাশার অবরোধ!
এভাবেই যদি হতে থাকে সব শুরুর শেষ
আশার বদলে শুধুই যদি থাকে হাপিত্যেশ,
যা ইচ্ছে তাই হোক, জীবন প'ড়ে থাক
গণতন্ত্র নিপাত যাক, স্বৈরতন্ত্র মুক্তি পাক!

জেনেই যাবো, সে যতকাল লেগে যাক
কল্পনা আর অনুর্বর বাস্তবতার ফারাক,
অনুপলব্ধ চতুর্মাত্রিক যাপিত দিবস রাত
অজানিত সম্পূরক ব্যথায় বক্ষে করাঘাত…
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

____

ড্রাগনের দিন হয়নিকো অবসিত
কিন্তু তোমার বর্শা অকেজো আজ
দ্যাখো ভীষণের নৃত্যনাট্য দ্যাখো
দ্যাখো জনপথে জন্তুরা জাঁহাবাজ

… … … … … … … … … … … … … … … … …

এ যুগের আঁধি রুখবে কি দিয়ে বলো লুকাও বরং অতীতের কোনো গড়ে
বল্লম আর সাধের শিরস্ত্রাণ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(illegible illegible illegible / illegible illegible)

illegible illegible illegible

- illegible illegible

illegible illegible illegible illegible,

illegible illegible illegible illegible

কখনো কখনো এভাবেই আসে রাত
দিন চলে যায় আকাশের গা বেয়ে, নখের দৈর্ঘ্য শুধু শুধু বেড়ে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত আগাছায় ফুল ফোটে…

মাটির দেহে কীভাবে কোনো কুমার এমনি অমৃত রসের ধারা বহায়…! কিভাবে এমন প্রতিকৃতি গড়ে,
মন পবনে আলোর চমক ছোটে…

কোন এক মাঝি আজব নৌকো নিয়ে
ঘাটে এসে এসে অবিরত ডেকে যায়… নিশ্চিত তাকে কোন না কোনদিন ফেরানো যাবে না কোন অজুহাতে মোটে…

নিজের হাতেই নিজের যত সুপথ
বন্ধ করে ভব কাঙালের ব্যাটা,
ভিক্ষে চেয়ে দোরে দোরে ঘুরে মরে বিনিময়ে তার আঘাত শুধু জোটে…

প্রাচীর প্রবাহি তেলাকুচা ফল লতা আরও’ বেশি স্রোতবাহি হয়ে ওঠে
জানিনে কোথায় পায় এত কথকতা
জ্যোৎস্না ভোলে সাবলীল কাঁটানটে

ঝকমারি এই রকমারি দুনিয়ায়
হাওয়ার পাঁজরে সবকিছু ভেসে থাকে…

ঝিম পাঁজরের গান

— পারভেজ শিশির

২৫শে আষাঢ় ১৪৩২

৯ জুলাই ২০২৫ বুধবার

[সুফি বাউল আধ্যাত্মিক আবেশে কাব্যনিবন্ধ - ব্যাখ্যা ও ভাবসমীক্ষা]

সুত্রপাত —

যদিও এর ভাবনার বীজ বোনা হয়েছিল আরো আরো আগে, কবিতাটি 'পাঁজর' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে, বাংলা-কবিতা নামে একটি অনলাইন কবিতা, আবৃত্তি ও সাহিত্য আলোচনাসমৃদ্ধ সাইটে। পরবর্তীতে মুক্তমঞ্চ, তুলট সহ এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য সাহিত্য পরিষদেও প্রকাশিত হয়েছে। ফেসবুকে এটি বর্তমানে 'ঝিম পাঁজরের গান' শিরোনামে প্রদর্শিত হচ্ছে। কবিতাটি অনেকদিন ধরে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল। একান্ত মনোনিবেশ ক'রে ও সময় নিয়ে পাঠের অনুরোধ জানিয়ে, বিদগ্ধ কবিসাহিত্যিক বন্ধুদের সবার কাছে আজকে সেটি সানন্দে উপস্থাপিত হলো।

জীবনের সকল আর্তনাদ, সকল ক্লান্তি যেন কোথাও গিয়ে থেমে থাকে, ধেয়ানি মগ্ন বিলাসী অনুভবের ভেতর। এই জগৎ, তার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ঘটনা বৈচিত্র, আমাদেরকে টেনে নিয়ে যায় অস্থায়ী মায়ার জগতে — যেখানে সবকিছুই ধোঁয়াটে, বাতাসে ভেসে থাকা অনির্বচনীয় অদৃশ্য অথচ বিরাজমান সত্যের মতো।

ঝকমারি এই রকমারি দুনিয়ায়

হাওয়ার পাঁজরে সবকিছু ভেসে থাকে…

এই লাইন দুটি বিশ্ববীক্ষণের অনির্ণয়যোগ্য ধূসর, বিমূর্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে — যেখানে জগতের সবকিছু এক প্রকার অস্থায়ী, বাতাসে ভাসমান এবং অনির্দিষ্ট। বাউল-সাধনায় এই দুনিয়াকে “মায়ার সংসার” বলা হয় — সবই ক্ষণিক, যেন বাতাসের পাঁজরে আটকানো এক অস্থায়ী অনুরণন। লালনের ভাষায়, “বেঁধেছে এমন ঘর শূন্যের উপর পোস্তা করে” এখানে 'ঝকমারি' শব্দটি একধরনের আকস্মিকতা ও বিশৃঙ্খলার ইঙ্গিত দেয়, যার ভিতরেই আত্মা তার অভীষ্ট পথ খোঁজে।

ভেবেছি যে, মাঝি কত দূর কত দূর

ফিরে ফিরে এসে নূতন বসত গড়ি,

দূরের সানাই এমনই লেগেছে ভালো

অথচ সুরের অমৃত সন্নিকটে…

মানুষ দূরের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু খুব কাছের আত্মিক সত্য তার অগোচরে থেকে যায়। মাঝি এখানে আত্মা বা গুরু-প্রতীক; আমরা কৈশোর তারুণ্যে মন আনন্দে কখনও ঘরছাড়া হলেও বারবার যেমন ফিরে আসি সংসারে, বারবার 'নতুন বসত' গড়ি — এ যেন তেমনই পুনর্জন্মের আভাস। 'দূরের সানাই' হ'ল ইন্দ্রিয়ের মোহ, অথচ আত্মার সুর — যা অমৃতস্বরূপ — তা থেকে দূরে থাকি। এই দূরত্বটাই মানবজীবনের মূল ট্র্যাজেডি। হাফিজ যেমন বলেন, "সুরার টানে পাগল হয়ে আমি কোথায় কোথায় ঘুরেছি অথচ সুরার ভান্ডার আমার বুকের মধ্যে ছিল, খেয়ালই করিনি, "I was seeking wine everywhere else, but the tavern was in my heart."

কখন কী ভেবে অস্থির রোদপাখি

ডানা ঝাপটে এপার ওপার করে,
কেউ কি তার হিসেব লিখে রাখে
কেন সে খালি বাতাসে দানা খোটে....!
এখানে রোদপাখি আত্মার প্রতীক — অস্থির, উদ্দেশ্যহীনভাবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে বেড়ায়। 'খালি বাতাসে দানা খোঁজা' হলো মায়ার জগতে অধরাকে অর্জনের প্রচেষ্টা। সুফিবাদে একে বলা হয় ইন্দ্রিয়ের (নফ্স) -এর বিক্ষিপ্ততা। এই খোঁজের কোনো স্থির বৈষয়িক অর্থ নেই, কিন্তু তবুও আত্মা অনবরত খোঁজে। যা স্পর্শযোগ্য সে আদতে অদৃশ্য, তাকে কখনও পাওয়া যায় না বলেই, এই খোঁজেরও অন্ত নেই, খোঁজ ফুরোয় না কোনোদিনই... তবে প্রশ্ন জাগে — এই অনন্ত তৃষ্ণার কোনো গন্তব্য আছে কি?
যে যাবার, সে এমনিতে চলে যায়
পতিত রেখে অনুর্বর যত জমি,
ফসল ফলাতে হিমশিম খেতে হয়
যাপিত জীবনে হাজার প্রশ্ন ওঠে…
সব চলে যাওয়াই অর্থহীন না হলেও 'মৃত্যু' জীবনে অবধারিত গতিপ্রবাহ আনয়ন করে । অনুর্বর জমি আমাদের হৃদয় ও সম্পর্ক, যেগুলো মৃত্যুর পর শূন্য হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকা মানুষ হিমশিম খায় দুঃখে, শূন্যতায়, উত্তরহীন হাজারো প্রশ্নে। বাউল মতে, “মরিলে কান্দিস না আমার দায়” বলে পরাণপাখী আর্তনাদ ক'রে ওঠে — কারণ আত্মা তো অনন্তপথের যাত্রী। অথচ এই যাত্রা আমাদের অস্তিত্বের গভীর সংকট তুলে ধরে, নানান হয়রানি প্রশ্নে — 'কে আমি, কোন স্থানে ছিলাম, এখানে কেন এসেছি, আবার কোথায় যাব?' কী সব পাথর একে অন্যের শানে
এগোয় পথের কর্দম ধুয়ে ধুয়ে,
ক্ষয়িষ্ণু প্রাণে কিশোরীর গালে তিল
অধীর মৃত্যু আফসোসে মাথা কোটে…
পাথরের মতো জীবনে মানুষের সংঘাত, সহাবস্থানে সংঘর্ষ কিন্তু সেই সংঘাতই শুদ্ধির প্রক্রিয়া হতে পারে — পথের কর্দম ধুয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতে। কিন্তু এই শুদ্ধতা ব্যথাহীন নয়। কিশোরীর গালে তিল — নির্দোষ সৌন্দর্য; অথচ তার মাঝেও মৃত্যু এক অতৃপ্ত অকাল দহন নিয়ে হাজির হয়। এই পঙক্তি সেই সৌন্দর্য-সংবেদন ও মৃত্যুবোধের দ্বৈততা প্রকাশ করেছে, যা সুফি সাধনার আবেগঘন আকুতি — ফানা (লীন হয়ে যাওয়া) ও বাক্বা (নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা)।
কখনো কখনো এভাবেই আসে রাত
দিন চলে যায় আকাশের গা বেয়ে,
নখের দৈর্ঘ্য শুধু শুধু বেড়ে যায়
অনাকাঙ্ক্ষিত আগাছায় ফুল ফোটে…
মানুষ এ সংসারে নিমগ্ন মনোযোগী হয়ে সাময়িক জীবনযাপন করে। নখ এখানে অবচেতন সময়ের পরিমাপক — যা আয়ুর মত দৈর্ঘ্যে বাড়ে, কিন্তু তাতে আত্মার কোনো উৎকর্ষ ঘটে না।

অনাকাঙ্ক্ষিত আগাছায় ফুল ফোটে — অর্থাৎ মায়ার দুনিয়ায় অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলোতে মন আকৃষ্ট হয়, আর সত্যচিন্তা দূরে সরে যায়। এটি লালনের —
“মনেরে আর বুঝাই কিসে
ভব-যাতনায় আমার জ্ঞানচক্ষু আঁধার
ঘিরিলো যেমন রাহুতে এসে” জাতীয় বোধ — আমরা বেঁচে থাকি, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? মাটির দেহে কীভাবে কোনো কুমার
এমনি অমৃত রসের ধারা বহায়…!
কিভাবে এমন প্রতিকৃতি গড়ে,
মন পবনে আলোর চমক ছোটে…
দেহ মাটির, অথচ সেই দেহে রয়েছে রসের ধারা, অদেখা অমৃতলোক হতে উৎসারিত — সেই উৎস আত্মা। কুমার (গুরু, ঈশ্বর বা স্রষ্টা) সেই মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন প্রেমময় অতুলনীয় প্রতিকৃতি। এখানে আত্মার জাগরণ, হৃদয়ের অভ্যন্তরে আলোর ঝলক (দিব্যজ্ঞান) ফুটে ওঠে। সুফি দর্শনে, দেহ ভাণ্ড — আর হৃদয়েই রয়েছে সেই আলোক-প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানের এই উপলব্ধিই একজন ধেয়ানীর সাধনার ফল।
কোন এক মাঝি আজব নৌকো নিয়ে
ঘাটে এসে এসে অবিরত ডেকে যায়…
নিশ্চিত তাকে কোন না কোনদিন
ফেরানো যাবে না কোন অজুহাতে মোটে…
মাঝি হলেন মৃত্যুদূত বা কালপুরুষ, যিনি নৌকা নিয়ে আত্মাকে পারাপার করতে আসেন। তিনি আসেন বারবার, এবং একদিন তিনি কাউকে ফেরার সুযোগ দেবেন না — এই অনিবার্যতার ভিতরেই চরম আত্মজিজ্ঞাসা নিহিত। লালন বার বার বলেছেন, দিন থাকতে যা চেনার চিনে নাও, সন্ধ্যা নেমে এলে চেনা দায় হয়ে যাবে, "সময় গেলে সাধন হবে না..." পার্থিব জীবনই সাধনার সময়।
নিজের হাতেই নিজের যত সুপথ
বন্ধ করে ভব কাঙালের ব্যাটা,
ভিক্ষে চেয়ে দোরে দোরে ঘুরে মরে
বিনিময়ে তার আঘাত শুধু জোটে…
এখানে আত্মদ্রোহী মানুষের কথা বলা হয়েছে — যে নিজের কল্যাণের উপায় পন্থা নিজেই বন্ধ করে দেয়। 'ভব কাঙাল' সেই জীবাত্মা, যে ঈশ্বর বা আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে জগৎ থেকে ভিক্ষে চায় — ভোগ, সুখ, স্বীকৃতি, খ্যাতি। কিন্তু সে আত্মার শান্তি পায় না — পায় শুধু আরামের পরিবর্তে আঘাত আর হীরের পরিবর্তে কাচ। এই আত্ম-বিদ্রোহই মানুষের আধ্যাত্মিক পতনের মূল কারণ।
ঝকমারি এই রকমারি দুনিয়ায়
হাওয়ার পাঁজরে সবকিছু ভেসে থাকে…

শেষে এসে আবার সেই সূচনার অনুরণন — এই ভাসমান, বিপরীতমুখী, অস্থির জগতে সবকিছুই বাতাসের পাঁজরে ধরা পড়ে, আবার হারিয়েও যায়। এ যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে স্থিত অদৃশ্য ঝিম ধরার গান — যেখানে আত্মা স্থির হতে চায়, কিন্তু মায়া তাকে টানে।

সমাপন —

কবিতাটি বাউল-সুফি আখ্যান হিসেবে রচিত — একটি দেহবন্দী আত্মার আত্মসন্ধান ও সমাজ-সংসারের দ্বন্দ্বময় বাস্তবতায় তার ছটফটানির প্রতিচ্ছবি। এখানে গানের ছন্দে সুফি ভাবনায় ‘ঝিম পাঁজরের গান’ গাওয়া হয়েছে — যেখানে প্রত্যেকটি স্তবকই একেকটি দেহতরঙ্গের মধ্যকার মরমিয়া গুঞ্জন।

একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

মেঘমনের আয়নায়

— পারভেজ শিশির

২৩শে আষাঢ় ১৪৩২

৭ জুলাই ২০২৫ সোমবার

[পূর্বিতা — শবনমের কবিতা "অন্ধের আরশি দর্শন"কে কেন্দ্র করে লালন সাঁই ও হাফিজ শিরাজি'র মধ্যে একটি গূঢ়, আধ্যাত্মিক ও দর্শনসমৃদ্ধ কথোপকথন প্রবাহিত হলো...

মনের যত আক্ষেপ আছে তার সব যদি ঝেড়ে ফেলা যেত… কিন্তু তা তো আর হবার নয় কেননা আক্ষেপের উৎসই যে আমি… সুতরাং আক্ষেপ’ও আমার এবং যন্ত্রণা’ও…শুধু কোনো অভিযোগ নেই কারো প্রতি কেননা যে আরশিতে সবকিছু ঝাঁপসা তা আমার অশ্রুবাষ্পে আর মনের ময়লায় দিনে দিনে অদর্শনযোগ্য হয়ে উঠেছে, এ দায় কারো নয়…]

দৃশ্যপটঃ

সুপ্রভাতের মেঘভেজা মাঠ, চাঁদমাখা জোনাকিপীঠ ভোর, একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন আরশি সামনে রাখা, পাশাপাশি বসে আছেন লালন আর হাফিজ। আরশিতে কবিতাটি উদ্ভাসিত হচ্ছে ধীরে ধীরে…

হাফিজ (দীর্ঘদৃষ্টিতে আরশির দিকে তাকিয়ে):
"আরশিতে যা দেখি তাহাই ঝাঁপসা মদির কৃষ্ণ মায়া..."
মায়া! এ যেন সেই মদ,
যা আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে চেয়েছি শত শত কবিতায়,
কিন্তু কখনো পান করিনি সম্পূর্ণ জেনে বুঝে,
এই যে দেহমোহ— কায়ার সাথে কায়া বাঁধার আকুলতা—
এ কি প্রেম, না শুধু অস্তিত্বের গহন প্রতারণা?

লালন (হেসে, একরকম রোদ্দুরে মোড়া ধ্যানমগ্ন গলায়): ওগো হাফিজ,
কায়ার সাথে কায়া বাঁধে বলেই তো বাঁধা পড়ে মন।
আমার গুরু বলতেন,
"মানুষ ভেতরের মানুষ খোঁজে না, বাইরের খোলসেই হারায়।" শবনম দেখো তাই বলেছে —

“আমার খোঁজে নিখোঁজ পথের ভিখারি…” সে তুমি আমি এক, খুঁজে ফেরে নিজেরে, যার মোহে সে নিজেই পথ দেখায় নিজেকে…

হাফিজ (আবেগ মেশানো):
বাহ, কী সুন্দরতম বয়ান!
আমি তো বলেছিলাম —
"আমি আত্মার পাখি, উড়ি স্বপ্ন-আকাশে,
দেহের খাঁচায় আজন্ম বন্দি অভিশাপে।
ডানা মেলে ডাক দিই নীরব মুক্তি প্রভাতে, শরীর ছেঁড়ে ডুবি আমি আত্মার সংগীতে।"
আর তুমি বলছো,
এই পাখি নিজেই নিজের খাঁচার প্রেমে পড়েছে...! তবে সেই মুক্তির সুপথ কোথায়?
“যাহার লাগি প্রাণ সুজন কাঁদে…”
এই কান্না কি মোক্ষ, না মোহ?

লালন (চোখ বন্ধ করে গাইতে গাইতে):
"পথভোলারে, পথ চেনানো যায় না"…
এই কান্নাই তো সাধনার শুরু, হাফিজ প্রিয়!
ভাঙে বসত ভিটে, উচ্ছন্নে যায় প্রেম,
ক্ষণিকের মধু-মহুয়ার নেশায় আমরা নিজেরে ভুলে যাই। তাই তো দেখি —
“জগত জেতে শুধু আমি হারি…”
এই হারা মানেই নিজেরে খোঁজা শুরু…

হাফিজ:
তবুও প্রশ্ন থাকে—
যখন সে মেরে কেটে পায়ে ধ'রে বলে,
“পেয়েছো যা তাই শোকর করো…”
তখন কি এ দুনিয়ার ভালোবাসা-প্রাপ্তি যথেষ্ট? না কি 'মরার আগে মরো' কথাটির মধ্যেই আসল মুক্তি?

লালন:
“মরার আগে মরো” — এ কথায়ই তো সব কথা!
এখানেই আত্মা নিজেকে চিনে ফেলে,
নামে না পাপে, নামে আত্মশুদ্ধির অনলে… আত্মার আয়নাতেই তো সাফ দেখা যায় কে আমি!
আর সেই আয়নাতে এখন কেবল
“ঝাঁপসা মদির কৃষ্ণ মায়া”…

হাফিজ (নীরব হয়ে কিছুক্ষণ):
তাহলে আয়নাকে ঘষে ঘষে জ্বলাতে হয়,
প্রেম নয় শুধু; জ্বলন, কাঁদন, বিচ্ছেদ— সবই পরমের প্রতি উপাসনা…
যার দরজায় পড়ে থাকা ভিখারির মতন পরাণ ময়ূর সইতে পারে না, একলা সাধুর কাঁদন…
“হয়না তাহার সময় সাধন…”

লালন (চোখ খুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে): তবে কি জানো হাফিজ,
এই সাধন তখনই হয় পূর্ণ,
যখন তুমি নিজেই 'তুমি' থাকো না,
'আমি' মিশে যায় সেই 'সে'-তে
যার কোনো নাম নেই, রঙ নেই, দেশ নেই—
শুধু একটি আলোক শিখা যেন, জলন্ত স্থির...

হাফিজ (কবিতাটির শেষ চরণে আঙুল রেখে):

“আর কবে আর পাব তারে কায়ার সাথে বান্ধা কায়া…”
হয়তো পাবো, যদি কায়ার ভিতরেই তাকে খুঁজি
কায়ার মোহে নয়, বরং কায়ার মাধ্যমে…

সমাপনী দৃশ্য:
আরশির ওপর কুয়াশা ভরে আসে। কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তি নিঃশব্দে গলে গিয়ে রয়ে যায় শুধু দুটি সুর — কায়া ও মুক্তি। লালন ও হাফিজের চোখ এখন শূন্যে ছড়িয়ে দেয়া, সত্যিই কত অদ্ভুত সুন্দর অসামান্য এই মায়ার দুনিয়াবাজি...!

একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অন্ধের আরশি দর্শন
[মহামতি সাঁঈজি লালন ফকিরের স্মরণে তাঁর অমৃত চরণে সামান্য নৈবদ্য]
— পারভেজ শিশির
১৭ অক্টোবর ২০২৫ শুক্রবার

আরশিতে যা দেখি তাহাই ঝাঁপসা মদির কৃষ্ণ মায়া
আর কবে আর পাব তারে কায়ার সাথে বান্ধা কায়া।।

আমার খোঁজে নিখোঁজ পথের ভিখিরি,
বিবাগী আমায় সে খুঁজে ফেরে অহরহ,
আমিই তাহার পথ খুঁজে দিই
আমাতে যার অপার মোহ গো।।

কোথায় কাঙ্ক্ষিত সেই সে সুপথ
যাহার লাগিয়া প্রাণ সুজন কাঁদে,
কোথাও যখন জল মেলে না
আপনি এসে পিরীত সাধে গো।।

দুইদিন না যেতে ভাঙে বসতভিটে
এমনই কু-প্রেমের জোয়ার ভারি,
মহুয়া মধু জোর-তৃষ্ণা বাড়ায়
জগত জেতে শুধু আমি হারি গো।।

মেরে কেটে তার পায়ে ধরে বলি
পেয়েছো যা তাই শোকর করো
উপরি পাওনা শিকেয় তুলে
মরার আগে আপনি মরো গো।।

এত কাল সোনা ছুঁয়ে কয়লা হলো বিধি কলের উপর কল ফেঁদেছে

কালে আমায় পাগল পেয়ে
যা খুশি তাই কর সেধেছে গো।।

আমার পরাণ ময়ূর সইতে নারে
দীন ভিখিরি সাধুর একলা কাঁদন
যাতে তাতে মন মজে যায়
হয়না তাহার সময় সাধন গো।।

জগত আমার আন্ধার ছিল ভালো
ঝোঁক ছিল না কারো এ অন্ধজনে
এখন সাধের রূপ বাজারে
জ্বলছে নয়ন ক্ষণে ক্ষণে গো।।

আরশিতে যা দেখি তাহাই ঝাঁপসা মদির কৃষ্ণ মায়া
আর কবে আর পাব তারে কায়ার সাথে বান্ধা কায়া।।

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

ইষৎ পরিমার্জিত, ১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত এই চিঠিখানি, বিশ্ব চিঠি দিবস এ 'বাংলাদেশ রিডস' ফেসবুক গ্রুপে চিঠি উৎসব ইভেন্টের জন্য দিয়েছিলাম। চিঠির প্রাপক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টোলেডো, ওহাইয়্যো নিবাসী কবি ও কথাসাহিত্যিক বন্ধু মেসবাহ আহমেদ -এর সাথে এখানে শুধুমাত্র বয়সের একটা প্রতিসাম্যতা বুঝাতে আমার বয়স ৫৫ রাখতে হয়েছে... জুলাই ২০২৪ আন্দোলনের একটি বিশেষ সময়কে ধারণ করা এই চিঠিটি সকল কবিসাহিত্যিক বন্ধুগণের সাথে শেয়ার করা হলো।

উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রিয় কবি বন্ধুবর মেসবাহ,

তোমাকে অনেক দিন ধরে লিখতে পারিনি। জানো, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখার প্রেরণা এসেছে সেই আন্দোলন থেকে, যা গত জুলাই মাসে আমাদের ছাত্ররা করেছে সংঘটিত করেছে... বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন— শুধু একটা ছাত্র আন্দোলন নয়, এ যেন আমার নাতি-নাতনির বয়সী তরুণদের একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন, যেখানে বৈষম্য নেই, শোষণ নেই। ভাবতে পারো, ৫৫ বছর বয়সে এসে আমি যেন আবার সেই তরুণ বয়সের আগুন অনুভব করছি, যখন তুমি আর আমি সমাজ বদলানোর জন্য কবিতা লিখতাম, বিদ্রোহের সুর তুলতাম।

কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিদ্রোহী কবিতার লাইনগুলো থেকে থেকেই মনে পড়ে—

“বল বীর –

চির-উন্নত মম শির!

শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!”

এই কবিতার মতোই, এই ছাত্রদের কণ্ঠে সেই একই বিদ্রোহের সুর, তারা একবারও পিছু হটেনি।

তুমি তো প্রবাসে, বিদেশের আলো-হাওয়ায় আছো, তোমার জন্য হয়তো এই লড়াইয়ের আঁচ অনেকটা দূরের মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে, বাংলাদেশে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এই তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রাম দেখে আমি বারবার স্তম্ভিত হয়ে যাই। তারা যেন সেই আগুনকে পুনর্জন্ম দিয়েছে, যা একসময় আমরা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করেছিলাম।

জুলাই ২০২৪-এর সেই আন্দোলন, মেসবাহ, কেমন একটা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে আমাদের দেশের ইতিহাসে। যখন দেখলাম, আমার নাতির বয়সী ছেলেমেয়েরা রাস্তায় নেমেছে, বুক ভরা সাহস আর চোখে স্বপ্ন নিয়ে, তখন নিজের বয়স যেন ভুলে গিয়েছিলাম। সেই দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত আমি মনে করতে পারি — রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা তরুণদের দৃঢ়তা, পুলিশের গুলির আওয়াজ, আর সেই সাহসী কণ্ঠগুলোর স্লোগান।

আমাদের নাতিরা কেমন একটা জাতির জন্য জীবন দিয়ে দিল, ভাবতে পারো?

তাদের প্রত্যাশা ছিল বৈষম্যহীন একটা সমাজ, যেখানে সবাই সমান হবে। কিন্তু আমরা কি তা দিতে পেরেছি? আমাদের সময়ের নেতারা, শাসকরা, আর আমরা, যারা সমাজের পরিবর্তন চেয়েছিলাম, আমরা কি সত্যিই সেই পরিবর্তন আনতে পেরেছি? তুমি কি মনে করো, আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পেরেছি?

সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো এই তরুণ প্রজন্মও যেন বলে উঠছে—

“এ পৃথিবী এমনিতেই পায়নি কেউ

একদিন আমরাও তেমনিই যাব চলে,

তবু রেখে যাবো আমাদের সাধনা,

আমাদের স্বপ্ন।”

এই স্বপ্নগুলো, মেসবাহ, আমাদের জন্য শুধু একটা লক্ষ্য নয়, এটা এক ধরনের যুদ্ধ।

এই ছাত্রদের আত্মত্যাগ আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমি জানি, তুমি প্রবাসে থাকলেও দেশের খবর নিশ্চয়ই পাও। তুমি শুনেছো, কীভাবে ছাত্ররা তাদের জীবন বিপন্ন করে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের চোখে সেই আগুন, সেই স্বপ্ন, যা আমাদেরও ছিল। আমি যেন নিজের প্রতিচ্ছবি তাদের মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ করতে কি আমরা সফল হয়েছি?

মেসবাহ, এই প্রশ্নটা আমাকে প্রতিদিন পোড়ায়। তারা যে সমাজ চেয়েছিল, সেই সমাজ কি আমরা তৈরি করতে পেরেছি? এখনও তো সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান। ধনী-গরিবের ব্যবধান, ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্যায়ভাবে শোষিত মানুষের কান্না — এগুলো কি আমরা মুছে ফেলতে পেরেছি?

তুমি ভাবতে পারো, কতগুলো জীবন চলে গেল, কত স্বপ্ন ভেঙে গেল। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন আজও বেঁচে আছে। আমি দেখি, আজকের তরুণ প্রজন্মের চোখে সেই স্বপ্ন জ্বলজ্বল করছে। তারা একটি নতুন বাংলাদেশের জন্য লড়ছে। তারা এমন একটা দেশ চায়, যেখানে সবার জন্য সমান অধিকার থাকবে।

এই প্রজন্ম আমাদের চেয়ে আরও শক্তিশালী, আরও সাহসী। তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা আমাদের সেই পুরনো কথা নতুনভাবে বলে যাচ্ছে, নতুন সুরে, নতুন ভাষায়। মেসবাহ, তুমি যদি তাদের লড়াই দেখতে পারতে!

আমার মনে আছে, তোমার কবিতায় সবসময় দ্রোহের সুর ছিল। তুমি সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে। এই নতুন প্রজন্মও সেই একই সুরে কথা বলছে, কিন্তু তাদের কণ্ঠ আরও প্রখর, আরও সাহসী। তাদের প্রত্যাশা খুবই স্পষ্ট — একটি বৈষম্যহীন, স্বাধীন, এবং ন্যায়ের সমাজ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই স্বপ্নের পথে হাঁটছি?

আজকাল আমাদের সমাজের যে চিত্র দেখি, তা বেশ হতাশাজনক। আমাদের সংস্কার আন্দোলন শুধু একটা প্রতীকী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থের জন্য এই আন্দোলনকে ব্যবহার করছে, আর আমাদের তরুণরা প্রতিদিন আশাহত হচ্ছে। আমাদের নীতি-নির্ধারকরা, যারা ক্ষমতায় আছে, তারা এই সংস্কার আন্দোলনকে তাদের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখছে, কিন্তু এই তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

তবু, আমি আশাহত নই। কারণ আমি দেখি, এই প্রজন্মের চোখে আজও সেই আগুন জ্বলছে। তারা হয়তো আমাদের মতো বিক্ষুব্ধ, আমাদের মতো হতাশ, কিন্তু তারা লড়াই থামায়নি। তাদের লড়াই এখনও চলছে, এবং আমি বিশ্বাস করি, তারা একদিন সেই নতুন বাংলাদেশ গড়বে, যা আমরা কেবল স্বপ্নে দেখেছি।

তুমি কি মনে করো, আমরা সেই স্বপ্নকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিতে পারি? আমাদের প্রজন্মের দায়িত্ব কি এখানেই শেষ? আমার মনে হয় না। মেসবাহ, আমাদের হাতে এখনও কলম আছে, আমাদের কণ্ঠে এখনও সেই সুর আছে, যা একদিন সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমাদের প্রিয় নজরুল বলেছেন —

“দুর্বল কর হে, দুর্বল,

তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছো বল,

জ্বলুক ক্ষুধার আগুন, তবু তুমি কর না কিছু?”

তাদের আগুন যেন আমাদের আরও জ্বালিয়ে দেয়, যেন আমাদেরও সেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

আমি জানি, তুমি বিদেশে থাকো, কিন্তু তোমার কবিতা এখনও এই মাটির গন্ধ বহন করে। তোমার কবিতায় আজও সেই দ্রোহের সুর আছে, সেই প্রতিবাদের জ্বালা আছে, যা একদিন আমাদের পথ দেখিয়েছিল। আমি চাই, তুমি আবার কলম তুলে নাও, আমাদের সেই প্রজন্মের কণ্ঠকে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে যুক্ত করে দাও। আমাদের কলম আজও শক্তিশালী, মেসবাহ। তোমার নিশ্চয়ই ভুলে যাবার কথা নয়, তোমার আর আমার একসাথে লেখা কালান্তিক কবিতাটি কিভাবে ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে লাল দ্রোহের গান হয়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল -

"সুন্দর তুমি সুন্দর সব বর্ণিল এই পৃথিবীর
কেবল অর্থনীতি অস্থির,
সুস্থিত যুদ্ধ ও রাজনীতি
সমানে চলে খুনোখুনি, তবু কণ্ঠে সম্প্রীতি

বন্ধুবেশে শত্রুরা সব কেড়ে নেয় অধিকার প্রাপ্তি কেবলই কারাগার,
মিছিলে মুখর সারাক্ষণ
আসে অশনি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বিনীত মরণ

কী দরকার যখন পথময় কাঁটা ফুলেল বিছানা! সারা দেহময় যাতনা,
আত্মা করে হাহাকার
মুক্ত সজোর সকাল গোধূলি, নৃশংস চিৎকার

চোখে মোহের আলোক দৃষ্টি, ভেতরে অন্ধকার হিংসা লোভে জেরবার,
চুক্তিপত্রে গোপন বিষ
শিশুর চোখে ঘৃণা অবিশ্বাস আর দুঃখ অহর্নিশ

নবযুগের নামে সবখানে লুটতরাজের গান
পায়ে পায়ে অপমান,
প্রতিহিংসা যথা তথা

স্বাধিকারের সব প্রশ্নে নাকাল ব্যর্থ মানবতা

মানুষের মুখোশে পরিচালিত স্বপ্নের দোকান প্রতিনিধির পদে কেবল মিথ্যাচারীর খানদান

আকাশছোঁয়া ইমারত, তার নিচে কান্নার ঢল শোষিত শুধুই দুর্বল,
গোপনে গিলে খায়
সভ্যতা ও মানুষ অলীক, সব দেশে মৃতপ্রায়

কেউ তো লেখে গান কবিতা, তোলে প্রতিবাদ
হৃদয়ে আগুন নিনাদ,
জেগে থাকে অবিচল
বাঁচে মানুষ, বাঁচে প্রেম, বাঁচে ক্ষুব্ধ ধরণীতল

পৃথিবীর বুকে হতাশা আর দুঃখের দিন ঘুচুক
আবার নতুন সূর্য উঠুক,
হোক বিদ্রোহ ঘরে ঘরে
স্বপ্নেরা বেঁচে থাকুক অম্লান আশাহীন প্রহরে"

তুমি তো জানো, আমাদের সময়ের কবিতা ছিল একটা আন্দোলনের অংশ। আমরা কেবল সৌন্দর্যের কথা বলিনি, আমরা বিদ্রোহের কথাও বলেছি। আজকের প্রজন্মের কাছে সেই কথাগুলো আরও শক্তিশালীভাবে পৌঁছাতে হবে। তারা আমাদের মতোই বিক্ষুব্ধ, আমাদের মতোই স্বপ্নদ্রষ্টা। কিন্তু তাদের পথ আরও কঠিন। তাদের সামনে আছে আরও বড় বাধা।

আমরা যেটা শুরু করেছিলাম, তা আজকের প্রজন্মের হাতে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের সেই লড়াই থেকে পিছু হটলে চলবে না। আমরা এখনও তাদের পাশে থাকতে পারি, তাদের সংগ্রামের শক্তি বাড়াতে পারি।

তুমি জানো, মেসবাহ, এই প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা শুধু নিজেদের জন্য লড়াই করছে না।
তারা আমাদের জন্যও লড়ছে, আমাদের স্বপ্নের জন্য লড়ছে। তারা আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা পুনরায় সতেজ করেছে, যে প্রতিজ্ঞা আমরা একসময় নিয়েছিলাম — একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, ন্যায়ের সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা।

আমাদের কবিতা, আমাদের কথার মাধ্যমেই তাদের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের এই ছোট্ট ভূমিকা হয়তো তাদের বড় লড়াইকে কিছুটা সহজ করবে। তুমি কি তাদের এই লড়াইয়ের অংশ হতে চাও? আমি চাই, তুমি আবার কলম হাতে তুলে নাও। তোমার কবিতার সেই আগুন আমাদের প্রজন্মকে যেমন প্রেরণা দিয়েছিল, তেমনই এই প্রজন্মকেও প্রেরণা দেবে।

তারা আমাদের মতোই স্বপ্ন দেখে, আমাদের মতোই ভালোবাসে, কিন্তু তারা আরও বেশি সাহসী। তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাদের লড়াই আমাদের সবার লড়াই। আমি আশা করি, আমরা তাদের পাশে থাকতে পারব, তাদের সেই স্বপ্নপথকে সুগম করতে পারব।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি,

তোমার অগ্নিযুগের বন্ধু

— পারভেজ শিশির

একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

~ যখন তুমি নেই ~

(When There's No You)

{ Dil-e-naadaan tujhe hua kya hai? Aakhir is dard ki dawa kya hai? - Mirza Ghalib }

['গালিব' তাঁর গজলের দার্শনিক প্রেম ও অন্তর্গত বেদনার সূত্রে বলেন, ‘তুমি’ এক অস্পর্শ বেদনার নাম — যে হৃদয়ে রয়ে যায় চিরকাল। 'কবীর' আত্মজিজ্ঞাসামূলক প্রেম ভাবনায় বলেন, এই ভালোবাসা একটি আত্মিক বন্ধন, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তবু সেই 'তুমি' মানুষকে কবি বা জ্ঞানী করে তোলে... এই "তুমি" কোথাও নেই বলেই হয়তো এত এত হয়রানি...!]

— পারভেজ শিশির

২১শে আষাঢ় ১৪৩২

৫ জুলাই ২০২৫ শনিবার

[দৃশ্যপট: নিস্তব্ধতায় চাদরে ঢাকা শূন্যতা-ভরা আঙিনা। দুই ঋষিপ্রতিম কবি মুখোমুখি। এক পাশে বসে আছেন কবীর, অন্যপাশে গালিব। মাঝখানে অনুজ নন্দন শবনমের একটি কবিতার বিবিধ পঙ্ক্তি বাতাসে ভেসে বেড়ায়।]

"তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না

কেন এমন ক'রে গলা শুকিয়ে আসে…!" কবীর:
(ধীর স্বরে)
এই যে ‘তুমি’– যার কোনো ঠিকানা নেই, তাঁকে কি ঈশ্বর বলা যায়, না প্রিয়তম?
গালিব:
(এক চিলতে হাসি দিয়ে)
হয়তো দুটোই, কবীর।
সে যে নেই, তবু তাঁর অভাব সর্বত্র।
“তুমি ছাড়া এ পোড়া চোখে ঘুম আসে না”
দেখো, ভালোবাসা যেমন, তেমনি অভাবও তো এ রকমই। কবীর:
(চোখ মুদে ভাবনায় ডুবে গিয়ে)
“কেন সে আমায় বিনে সুতোয় তবু বাঁধে…”
এই তো মানুষের আত্মা,
'যে' বন্ধনে বাঁধা পড়েছে সেই 'বোধে',
তার ব্যাখ্যা নেই।
গালিব:
বাহ্! ব্যাখ্যাহীন এই বোধই তো আমার গজলের আত্মা। এই শবনমের পঙ্ক্তিগুলো যেন আমারই দুঃখ!
আমি যখন লিখেছিলাম,
""নাদান হৃদয়, তোর কী হয়েছে?
এ যন্ত্রণা কি নিরাময়ের দাওয়া পেয়েছে?""
সে বোধহয় এই শূন্যতলেই জন্ম নিয়েছিল।
কবীর:
"যার পথ চেয়ে চেয়ে সময় কাটে না
কত কত দিন যার মুখ দেখা হয়নি,
যে আমার কাছে আজ বহুদিন নেই
কেন তাঁর স্মৃতি-বালুচর বুকে জাগে…!" তবে কি মানুষ শুধু ভালোবাসে

সেই তাকেই, যাকে সে খুঁজে পায় না?
গালিব:
না, মানুষ ভালোবাসে সেই ব্যথাটিকে
যেটা তাঁর মধ্যে অনন্ত হয়ে থাকে।
"তুমি ছাড়া সত্যি আর আমার কেউ নেই"
এটা ঈশ্বরের ডাকও হতে পারে, আবার
হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের শেষ স্বীকারোক্তিও। কবীর:
শবনম বলেছে,
"তাঁর সমতুল্য এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই
কেন সুপ্রিয় আজ শুধু ছবি হয়ে থাকে...!
তাঁর কথা, চোখ-চাওয়া, হাসি আর নেই
তবুও এ হৃদয় তাঁকে কখনো ভোলে না", কিন্তু গালিব,
প্রেম যদি পরম সত্য হয়—
তবে কেন সে "ছবি হয়ে থাকে"?
কেন হৃদয় তাঁকে "কখনো ভোলে না"?
গালিব:
(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে)
কারণ স্মৃতিরা কখনো মরে না।
যাকে ভুলে যেতে চাই,
যা কিছু ভুলে যাওয়া ফরজ হয়েছে,
তারা রাত্রির নিঃশব্দে আরও গভীরভাবে ফিরে আসে। কবীর:
তবে কি এই কবিতা,
"বহু সহস্রাব্দী তাকে এই কথা বলা হয়নি
'তুমি' ছাড়া সত্যি আর আমার কেউ নেই,
'তুমি' ছাড়া এ পোড়া চোখে ঘুম আসে না"
এই যে 'নেই' আর 'না' এর হাহাকার,
মানুষের ভেতরের অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি আর্তি?

গালিব:
আর কীই বা!
ভালোবাসা, স্মৃতি, মহামহিম,
সবই তো একই অস্তিত্বের ভিন্ন ছায়া। আর “তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না”
সেটা তো তাঁর আত্মারই সজলতৃষ্ণা!
কবীর:
(মৃদু গলায়)
"এই বোধের কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই…"
তাই এত অস্বস্তি, এত তরঙ্গ ঘরে বাইরে
তবুও মানুষ লিখে চলে, গেয়ে যায়, হাসতে হাসতে কাঁদে …
বোধহয় এই অভাবই তাকে কবি বানিয়েছে।
গালিব:
তবে চলো, আমরা শবনমের জন্য দোয়া করি।
সে যেন একদিন "সেই" মুখ ফিরে পায়,
আর না-হোক, অন্তত সেই শূন্যতল যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে।
[আলো ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়। তাঁরা দুজন নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। হয়তো সেই মুখের খোঁজে — যার হাসি মুখ কোথাও নেই।]
একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

~ যখন তুমি নেই ~
(When There's No You)
{ Dil-e-naadaan tujhe hua kya hai? Aakhir is dard ki dawa kya hai? - Mirza Ghalib } ['গালিব' তাঁর গজলের দার্শনিক প্রেম ও অন্তর্গত বেদনার সূত্রে বলেন, ‘তুমি’ এক অস্পর্শ বেদনার নাম — যে হৃদয়ে রয়ে যায় চিরকাল। 'কবীর' আত্মজিজ্ঞাসামূলক প্রেম ভাবনায় বলেন, এই ভালোবাসা একটি আত্মিক বন্ধন, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তবু সেই 'তুমি' মানুষকে কবি বা জ্ঞানী করে তোলে... এই "তুমি" কোথাও নেই বলেই হয়তো এত এত হয়রানি...!]
— পারভেজ শিশির
২১শে আষাঢ় ১৪৩২
৫ জুলাই ২০২৫ শনিবার

[দৃশ্যপট: নিস্তব্ধতায় চাদরে ঢাকা শূন্যতা-ভরা আঙিনা। দুই ঋষিপ্রতিম কবি মুখোমুখি। এক পাশে বসে আছেন কবীর, অন্যপাশে গালিব। মাঝখানে অনুজ নন্দন শবনমের একটি কবিতার বিবিধ পঙ্ক্তি বাতাসে ভেসে বেড়ায়।]
"তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না
কেন এমন ক'রে গলা শুকিয়ে আসে…!"
কবীর:
(ধীর স্বরে)
এই যে ‘তুমি’– যার কোনো ঠিকানা নেই,
তাঁকে কি ঈশ্বর বলা যায়, না প্রিয়তম?
গালিব:
(এক চিলতে হাসি দিয়ে)
হয়তো দুটোই, কবীর।
সে যে নেই, তবু তাঁর অভাব সর্বত্র।
“তুমি ছাড়া এ পোড়া চোখে ঘুম আসে না”
দেখো, ভালোবাসা যেমন, তেমনি অভাবও তো এ রকমই। কবীর:
(চোখ মুদে ভাবনায় ডুবে গিয়ে)
“কেন সে আমায় বিনে সুতোয় তবু বাঁধে…”
এই তো মানুষের আত্মা,
'যে' বন্ধনে বাঁধা পড়েছে সেই 'বোধে',
তার ব্যাখ্যা নেই।
গালিব:
বাহ্! ব্যাখ্যাহীন এই বোধই তো আমার গজলের আত্মা। এই শবনমের পঙ্ক্তিগুলো যেন আমারই দুঃখ!
আমি যখন লিখেছিলাম,
""নাদান হৃদয়, তোর কী হয়েছে?
এ যন্ত্রণা কি নিরাময়ের দাওয়া পেয়েছে?""
সে বোধহয় এই শূন্যতলেই জন্ম নিয়েছিল।
কবীর:
"যার পথ চেয়ে চেয়ে সময় কাটে না

কত কত দিন যার মুখ দেখা হয়নি,
যে আমার কাছে আজ বহুদিন নেই
কেন তাঁর স্মৃতি-বালুচর বুকে জাগে…!" তবে কি মানুষ শুধু ভালোবাসে
সেই তাকেই, যাকে সে খুঁজে পায় না?
গালিব:
না, মানুষ ভালোবাসে সেই ব্যথাটিকে
যেটা তাঁর মধ্যে অনন্ত হয়ে থাকে।
"তুমি ছাড়া সত্যি আর আমার কেউ নেই"
এটা ঈশ্বরের ডাকও হতে পারে, আবার
হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের শেষ স্বীকারোক্তিও। কবীর:
শবনম বলেছে,
"তাঁর সমতুল্য এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই
কেন সুপ্রিয় আজ শুধু ছবি হয়ে থাকে...!
তাঁর কথা, চোখ-চাওয়া, হাসি আর নেই
তবুও এ হৃদয় তাঁকে কখনো ভোলে না", কিন্তু গালিব,
প্রেম যদি পরম সত্য হয়—
তবে কেন সে "ছবি হয়ে থাকে"?
কেন হৃদয় তাঁকে "কখনো ভোলে না"?
গালিব:
(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে)
কারণ স্মৃতিরা কখনো মরে না।
যাকে ভুলে যেতে চাই,
যা কিছু ভুলে যাওয়া ফরজ হয়েছে,
তারা রাত্রির নিঃশব্দে আরও গভীরভাবে ফিরে আসে। কবীর:
তবে কি এই কবিতা,
"বহু সহস্রাব্দী তাকে এই কথা বলা হয়নি

'তুমি' ছাড়া সত্যি আর আমার কেউ নেই,
'তুমি' ছাড়া এ পোড়া চোখে ঘুম আসে না"
এই যে 'নেই' আর 'না' এর হাহাকার,
মানুষের ভেতরের অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি আর্তি? গালিব:
আর কীই বা!
ভালোবাসা, স্মৃতি, মহামহিম,
সবই তো একই অস্তিত্বের ভিন্ন ছায়া।
আর “তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না”
সেটা তো তাঁর আত্মারই সজলতৃষ্ণা!
কবীর:
(মৃদু গলায়)
"এই বোধের কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই…"
তাই এত অস্বস্তি, এত তরঙ্গ ঘরে বাইরে
তবুও মানুষ লিখে চলে, গেয়ে যায়, হাসতে হাসতে কাঁদে …
বোধহয় এই অভাবই তাকে কবি বানিয়েছে।
গালিব:
তবে চলো, আমরা শবনমের জন্য দোয়া করি।
সে যেন একদিন "সেই" মুখ ফিরে পায়,
আর না-হোক, অন্তত সেই শূন্যতল যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে।
[আলো ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়। তাঁরা দুজন নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন আকাশের দিকে। হয়তো সেই মুখের খোঁজে — যার হাসি মুখ কোথাও নেই।]
একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

তনু রুহের সমাবর্তনে
[এই কথোপকথনে আধুনিক কবি'র আত্মসংকট ও রুহ-দেহ দ্বন্দ্বকে জালালউদ্দিন রুমির সুফিবাদী আলোকময় বোধ জাগ্রত করেছে। রুমি আত্মসন্ধানের পথ দেখিয়ে দেহ-আত্মার বিরোধ নয়, বরং তাদের ঐক্যের দিকেই কবিকে আহ্বান জানান। ফলে ‘সমান্তরাল’ সত্তা একটি গভীর আত্মদর্শনের পথে যাত্রা শুরু করেছে]
— পারভেজ শিশির
১৮ই আষাঢ় ১৪৩২

২ জুলাই ২০২৫ বুধবার
দৃশ্যপট:
সন্ধ্যার আবছায়া আলো। একটি নির্জন বাগানে, বকুল গাছের নিচে বসে আছেন আনোয়ার। পাশে ধীরে এসে বসেন জালালউদ্দিন রুমি। বাতাসে অপার্থিব নীরবতা।
রুমি:
(নরম কণ্ঠে)
শুনলাম তুমি বলছিলে — “আমারে চিনতে আমার কাটলো চিরকাল”
কিন্তু এ চেনা তো বাইরে নয়, প্রিয়জন।
তুমি কবে ভেতরে তাকালে?
আনোয়ার:
(দীর্ঘশ্বাস ফেলে)
আমার চাওয়া ছিল স্পষ্ট—
আমি আত্মাকে ছুঁতে চেয়েছি,
কিন্তু দেহের এই কাঁটাবন,
এই রিপুর ব্যস্ত সড়ক,
আমায় পিছু টেনেছে রোজ…
রুমি:
(মৃদু হেসে)
দেহ তোমার প্রতিপক্ষ নয়,
এ একটা তৈজস মাত্র— রুহের মঞ্জিল। তুমি তার কষ্ট বোঝোনি,
তাই কাঁদে, হাসে, করে পাপ
তুমি ভাবো তুমি দায়মুক্ত!
আনোয়ার:
(মৃদু কাঁপা কণ্ঠে)
আমি নিজেকে কখনও দেখিনি,
যেমন ইহলোক জানে না পরকাল…
এই পৃথিবী আমার কাছে একটা সমান্তরাল আয়না — আমি যেন শুধু প্রতিবিম্বের মধ্যে বাস করছি আমি কেবল স্বাধীনতার দণ্ডে দণ্ডিত…

রুমি:
তাহলে আড়াল ভাঙো, প্রিয়জন।
তুমি হয়তো বুঝবে —
"আমরা মনে উন্মুক্ত, অথচ নিজের দোষে আমরা মাটিতে বাসা বেধেছি"
নিজেকে অনামিকা ভাবো কেন!
তোমার নাম তো খোদার হস্তাক্ষরে লিখিত… আনোয়ার:
কিন্তু আমার চোখে তো আগুন—
মায়ার, বিভ্রমের, মরীচিকার…
সবই তো প্রতারণা,
জীবন যেন অন্তঃসারশূন্য,
কেবলই আত্মা, বিষাদে ডোবা, আনন্দ নেই থাকলেও দীর্ঘাকার নয়…
রুমি:
মায়া যদি ধোঁয়া হয়,
তবে অন্তরে আগুনই তো আলো!
যে কাঁদে, সে তো বাঁচে—
তাই বলি, কান্নাকে ভালোবাসো। জীবনের সংগে মরণ চললে চলুক,
তুমি তো সেই মাঝি,
যার হাতে মাস্তুল ধরা, চিন্তা কী…! আনোয়ার:
(চোখে জল)
কিন্তু আমি ক্লান্ত…
মাঝে মাঝে আমি আর পারি না,
দেহ হাসে, আর আমি কাঁদি।
কখনও নিজেকেই আর চিনতে পারি না। রুমি:
(আলতো করে কাঁধে হাত রেখে)

জানো, "যেখানে আঘাত পেয়েছো, সেখানেই নিরাময়" তোমার এ কান্না, এ প্রশ্ন, এ ক্ষরণ—
সবই আলোর পথচিহ্ন।
নিজেকে চিনতে কাটুক চিরকাল,
তবু জেনে থেকো, তোমার এই ‘আমি’
অতল অনাদী অনন্ত সত্তার একটি ঢেউ,
যা আজও প্রভুর দয়ার খোঁজে জেগে আছে। আনোয়ার:
(ধীরে মাথা নিচু করে)
তবে কি আমিও সেই প্রেমিক?
যে দেহ ও আত্মার দ্বৈরথে
প্রেমময় পরিণতির জন্যই কেবল যুদ্ধ করেছে? রুমি:
(হেসে উঠে বলেন)
হ্যাঁ, তুমি সেই প্রেমিক,
যে দেহের মাঝেও আত্মাকে খোঁজে।
এই সন্ধানই ঈশ্বরের দিকে যাত্রা সূচিত করে।
আলোর ঝিলিক:
একটা হালকা বাতাস বয়ে যায়।
বকুল ঝ'রে পড়ে আনোয়ারের খোলা পাতার কবিতার ওপর।
দূরে বাজতে থাকে কোনো অজানা রাগে বাঁশির সুর।
কথোপকথনের শেষে,
আনোয়ার নিজের ভেতরের প্রতিচ্ছবিকে আলিঙ্গন করেন নিঃশব্দে।
সমাপনে -
"আমি ও আমার দেহ, জগত সমান্তরাল..."
— এখন আর দ্বন্দ্ব নয়,
বরং এক সহযাত্রার সন্ধি,
যেখানে আমি-রুহ ও আমি-দেহ মিলেমিশে এক আশ্চর্য অভিযাত্রার রূপ নিয়েছে। একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

একটি গান... সহস্র মুগ্ধতা - আসতা সিয়্যেমপ্রে, কোমানদান্তে

[বিদ্রোহী নেতা চে গ্যেভারা'র জন্মদিনে বিশ্ব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রণোদনায় বিশেষ নৈবদ্য]

— পারভেজ শিশির

১৪ জুন ২০২৫ শনিবার

কিছু কিছু গান যুগের অস্থিরতা, যন্ত্রণা ও জীবনানুষঙ্গ'কে অনন্য মাত্রায় শিল্পিত ক'রে কালোত্তীর্ণ হয়ে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত প্রবাহিত হতে থাকে। আজকে যে গানটির মুগ্ধতা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি সেটি এমনই যে এর বানী ও সুরের সুদীর্ঘ প্রভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই গানটি শুনলে মনে হবে যেন এক রূপকথার রাজকুমারের গল্প শ্রুত হচ্ছে যিনি অবিস্মরনীয় তাঁর দ্রোহে ও প্রেমে। সেই নন্দিত রাজকুমার আর কেউ নন, তিনি স্বনামখ্যাত বিপ্লবী 'চে গ্যেভারা', সারা দুনিয়ার সংগ্রামী জনতা যাকে এত এত যুগ পরেও লাল সালাম জানায়...

চে গ্যেভারা (Che Guevara) ছিলেন একজন আর্জেন্টিনিয়ান মার্কসবাদী, বিপ্লবী, চিকিৎসক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, গেরিলা নেতা, কূটনীতিবিদ, সামরিক তত্ত্ববিদ, কিউবার তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী এবং বিপ্লবের প্রধান ব্যক্তিত্ব। চে গ্যেভারা (Che Guevara) এর প্রকৃত নাম ছিল এর্নেস্তো গ্যেভারা দে লা সের্না (স্পেনীয়: Ernesto Guevara de la Serna)। তবে চে গ্যেভারা (Che Guevara) সারা বিশ্ব 'লা চে' বা কেবলমাত্র 'চে' নামেই পরিচিত।

চে কিন্তু তাঁর জন্মদত্ত নাম নয় । চে গ্যেভারা (Che Guevara) মাঝে মধ্যে কথায় কথায় এই শব্দটি ব্যবহার করতেন । এই শব্দটি গুয়ারানি অঞ্চলের আদিবাসীদের মুখের ভাষা । তারা 'আমার' অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করে । আবার প্যাম্পাস অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বরভঙ্গি বা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এই শব্দটির দ্বারা মানুষের সব কটি অনুভূতিকে প্রকাশ করে । বিস্ময়, উল্লাস, দুঃখ, কোমলতা, সমর্থন অথবা প্রতিবাদ – চে–র মাধ্যমে সবই বলা যায়।

"Hasta Siempre, Comandante" (ইংরেজিতে "Until Forever, Commander") বা সহজভাবে "আসতা সিয়্যেমপ্রে," কিউবার সুরকার ও গীতিকার কার্লোস পুয়েব্লার ১৯৬৫ সালে সুরারোপিত একটি গণসংগীত... গানের কথাগুলি হল বিপ্লবী চে গ্যেভারা'র বিদায়ী চিঠির উত্তর, যখন তিনি কঙ্গো এবং পরে বলিভিয়াতে বিপ্লবকে প্রাণিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য কিউবা ত্যাগ করেন, যেখানে তাঁকে বন্দী ক'রে হত্যা করা হয়েছিল।

চে গ্যেভারা একাধারে ইতিহাসের এক নন্দিত ও নিন্দিত চরিত্র। বিভিন্ন জীবনী, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, তথ্যচিত্র, গান ও চলচ্চিত্রে তার চরিত্রের নানা দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। টাইম পত্রিকার বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ১০০ জন ব্যক্তির তালিকায় তার নাম প্রকাশিত হয়। আবার গেরিইয়েরো এরোইকো নামে আলবের্তো কোর্দার তোলা চে-র বিখ্যাত আলোকচিত্রটিকে "বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আলোকচিত্র" হিসেবে ঘোষিত। মৃত্যুর পর তার শৈল্পিক মুখচিত্রটি একটি

সর্বজনীন প্রতিসাংস্কৃতিক প্রতীক এবং এক জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিশ্বপ্রতীকে পরিণত হয়।

চে গ্যেভারা'কে একজন বিপ্লবী কমান্ডার হিসেবে তার ভূমিকা বর্ণনা ক'রে গানের কথাগুলো কিউবার বিপ্লবের মূল মুহূর্তগুলো'কে বর্ণনা করে। চে'র মৃত্যুর পর গানটি আইকনিক হয়ে ওঠে এবং অনেক বামপন্থী শিল্পী পরবর্তীতে গানটির নিজস্ব কভার সংস্করণ তৈরি করেন। শিরোনামটি গ্যেভারা'র সুপরিচিত উক্তির একটি অংশ "Hasta la victoria siempre!" ("জয় সর্বদা, সবসময়!") থেকে উৎসারিত...

এই গানটি অসংখ্যবার কাভার হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। 'আসতা সিয়্যেমপ্রে' গানটি এক নজরে...

- "আসতা সিয়্যেমপ্রে, কোমানদান্তে" গানটি ১৯৬৫ সালে কার্লোস পুয়েবলা লিখেছিলেন।

- এটি কমান্ডার আর্নেস্তো চে গ্যেভারা সম্পর্কে যখন তিনি ফ্যিডেল ক্যাস্ট্রোর সরকার ছেড়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোতে গিয়েছিলেন।

- ১৯৬৭ সালে চে এর মৃত্যুর পরে গানটি একটি আইকন হয়ে ওঠে।

- অনেক শিল্পী গানটির সংস্করণ পরিবেশন করেছেন।

- "আসতা সিয়্যেমপ্রে, কোমানদান্তে" গানটি বলিভিয়ার লা হিগুয়েরাতে আরনেস্টো চে গ্যেভারা'র করুণ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করে।

- এটি কিউবার বিপ্লবের প্রায় কিংবদন্তি গল্প বলে, "চে" কে মহিমান্বিত করে এবং তাকে স্পটলাইটে রাখে।

- তিনি বিপ্লবের প্রতিনিধি হিসাবে তার ভূমিকা নিশ্চিত করেছেন এই গান তার সাক্ষ্য

- Hasta Siempre, Comandante এর অর্থ ফরাসি ভাষায় "চিরকালের, দলনেতা"।

- Hasta la victoria siempre স্লোগান কোনো সাধারণ ইঙ্গিত বহন করে না, এই গানের শেষটিও নিশ্চিত করে যে কিউবার বিপ্লবে "চে" এর যে চেতনা সেটা চিরকাল বেঁচে আছে।

- গানের শেষে, আমরা ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৪-এ জাতিসংঘে চে এর ভাষণের একটি অংশ শুনতে পারি।

গানটির সবচেয়ে বাণিজ্যিকভাবে সফল সংস্করণটি ছিল ফরাসি অভিনেত্রী ও গায়িকা 'ন্যাটালিই কার্ড্যোনের' যেটি লরেন্ট বুটোনাট প্রযোজিত। "আসতা সিয়্যেমপ্রে" শিরোনামে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত আইকনিক গানটি ফরাসি একক চার্টে ২ নম্বরে এবং বেলজিয়ান ফ্রাঙ্কোফোন ওয়ালোনিয়া চার্টের শীর্ষে পৌঁছেছিল। গানটি ফ্রেঞ্চ চার্টে ৩৮ সপ্তাহ ধরে ছিল। একটি মিউজিক ভিডিও'ও প্রকাশিত হয় যেটি ইউটিউবে ৩২ মিলিয়ন ভ্যিউ হয়েছে।

ন্যাটালিই কার্ড্যোনের সমসাময়িক আর্জেন্টিনিয়ান মডেল ইনেস রিভেরো "চে গ্যেভারা (আসতা সিয়্যেমপ্রে)" শিরোনামে তার নিজস্ব সংস্করণ প্রকাশ করেন। EMI লেবেলে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ফরাসি একক চার্টে ১৮ নম্বরে পৌঁছেছিল৷ এটি ফরাসি চার্টে ১৫ সপ্তাহ অতিবাহিত করেছিল। এই সংস্করণটি ১৯৯৮ সালে সংকলন অ্যালবাম হিট Express 4-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

মূল স্প্যানিশ ভাষায় রচিত গানটি নিম্নরূপঃ
Title: Hasta Siempre, Comandante
Composition: Carlos Puebla
Release: 1965

Aprendimos a quererte
desde la histórica altura
donde el Sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia, de tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.

Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la Historia dispara
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte.

Vienes quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa.

Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario.

Seguiremos adelante,
como junto a ti seguimos,
y con Fidel te decimos :
Hasta siempre, Comandante!

Che Guevara Speech:
Esa ola irá creciendo cada día que pase
Esa ola ya no parará más...

[illegible]

[illegible]

যখন নিপিড়ীত জনস্রোত
তোমার স্পর্শে জেগে ওঠে...

তুমি এসো দাবানল উত্তপ্ত
বসন্তের সূর্য রশ্মির সাথে, পতাকায় স্বমহিমায় প্রজ্জ্বলিত তোমার হাসির উজ্জ্বল আলো

তোমার বিপ্লবী প্রেমময় চোখ নতুন দিনের স্বপ্ন দেখায়
দৃঢ় শপথে আসে জাগরন
তোমার চোখের ইশারায়

আমরা এভাবে এগিয়ে যাবো
সবার মাঝে তুমি অমলিন যেন
সহস্র কন্ঠে একটি নাম ধ্বনিত চিরকাল চিরদিনের কোমানদান্তে

জলের মতই স্বচ্ছ প্রত্যাশা মোহিনী তোমার উদারতা
প্রাণে তোমার ভালোবাসা
কোমানদান্তে চে গ্যেভারা...

চে গ্যেভারা ভাষণঃ
আগুন যেমন সমস্ত পোড়ালে
ছাই থেকে উঠে আসে হাহাকার
যত দিন যাবে, এই দ্রোহের জোয়ার কিছুতে থামবে না, থামবে না আর

চে গ্যেভারা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে এই অনুবাদে 'কোমানদান্তে' শব্দটি বাংলায় রূপান্তর করা হয়নি। এই গানটি নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন সেটা কম হয়ে যাবে। আমার সুন্দরতম মনের পাঠকেরা স্বাগ্রহে এই গানটির অরিজিনাল সংস্করণ Hasta Siempre - Nathalie Cardone (1997), সমসাময়িক সংস্করণ Hasta Siempre - Ines Rivero (1998) ও বাংলা সংস্করণ কমানদান্তে চে গ্যেভারা - মাহমুদুজ্জামান বাবু (২০১৯) শুনে দেখবেন এবং অবশ্যই আপনার মনের অনুভূতি এখানে জানাতে ভুলবেন না। যতদিন পৃথিবীর বুকে নির্যাতিত, নিপিড়ীত ও নিষ্পেষিত মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন চে গ্যেভারা সেই সব অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের মনের মণিকোঠায় চিরভাস্বর চিরস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকবেন...
তথ্যসূত্রঃ
১) Hasta Siempre Comandante - Spanish & English Lyrics @ marxist dot org
২) The Story of Hasta Siempre Comandante @ radio dot callmefre dot com
৩) Che Guevara - Socialism and man in Cuba @ marxist dot org
৪) Hasta la victoria Siempre – always until victory ! @ cubanew dot de
৫) Images are taken from the Internet
বিশ্বসাহিত্য # দ্রোহকাব্য
#worldliterature #ballad
#CheGuevara #Comandante
#HastaSiempre
পারভেজশিশির #parvezshishir

মন জীয়নের গান
- পারভেজ শিশির

শনিবার ৯ই ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ২৪শে আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ১৭ সফর ১৪৪৬ হিজরি, শরৎ-কাল

অভূতপূর্ব মানব জনম
জীবন জলে টলমলায়
এটাই শেষ এটাই প্রথম
করো ভালো যা করা যায়…

আসছো একা যাবাও একা
মধ্যে রঙের খেলা রঙিন
দেখতে চেয়ে হয়না দ্যাখা
অন্ধ চোখে কাটতেছে দিন...

আমার আমার করো বান্দা
নিরেট তোমার কিছুই নয়
কেবলই ক'রে ঘরের ধান্দা
করছো সদাই নিজের ক্ষয়...!

পিছে অতীত হাত’পা বাঁধা
যেভাবে যাহোক দিন কাটে
হিসেবের খাতা শূন্য সাদা
মনের অলিন্দে ঘোর লাগে…!

মাথা তোমার হয় অকেজো
ধরলে কামের অবোধ টান
নিজের শরম ভালোই বোঝো
বোঝো না কেবল পরের মান...!

কতকাল আর থাকবা বসে
অথৈ গহনে কাটছে কাল
কী করবা ঘর গেলে ধ্বসে
কী হবে শেষে তোমার হাল...!

ভুলের পরে ভুলের মাশুল
যাচ্ছো দিয়ে বিরতিহীন
পথের কড়ি করবা উশুল
মিলবেনা আর এমন দিন…!

শুখনো মাটি থাকতে মনা
ক'জন দ্যাখে বানের ঢল
মনের খবর পায় ক'জনা
কোন সে তিমিরে চলাচল...!

ভিতরে চাবি বাইরে তালা
কারবার সব সাংঘাতিক
দিবা রাত্রির যাত্রা পালা
কুশীলব ভাবে সব সঠিক…!

দেহের আগে ঠাণ্ডা মগজ
নির্দেশ মানে মন পাখী
ভালো মন্দ বিচার সহজ
সেই ভরসায় বেঁচে থাকি…

অধম কাঙাল ধ’রে ধৈর্য
একটু সুখের খবর পায়
মানব জনম অভূতপূর্ব
জীবন জলে টলমলায়…

____

“দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে…
এমন মানবজনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে…” _______________ ফকির লালন সাঁই
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

দিগন্তিকা
— পারভেজ শিশির

২৪ এপ্রিল ২০২৫ বৃহস্পতিবার পৃথিবীর যত সৌন্দর্য
সব হয়ে যায় ম্লান,
কাজল দীঘির নিটোল জলে
তোমার অবাক স্নান,
টাঁপুর টুঁপুর জলমুক্তো
তোমার চিবুক বেয়ে,
পড়ে আমার হৃদয় পদ্মে
ওগো সোনার মেয়ে…

চিরপ্রিয় যখন তুমি
আমার বুকে এসে,
একটু খোঁজো শান্তির নীড়
আমায় ভালবেসে,
আমার প্রাণে তোমার
মৃদুমন্দ আঁচল ছোঁয়ায়,
হাজার বসন্ত-বাগের
প্রণয়-পুষ্প ঝরায়…

দশ দিগন্ত তোমায় দিলাম অতলান্তিক প্রেম,
ক্যানভাস জুড়ে তুমি উজ্জ্বল আমি নিষ্প্রাণ ফ্রেম…

যেখানে তোমার মমতা
আর যতটুকু ভালোবাসা,
ভোর হয়ে ওঠে হীরে চমকিত
সচ্ছ শিশির-ভাসা,
এত ক্ষুদ্র অতি নিঃস্ব আমি
সামান্য ঘাসফুল,
তুমি অথৈ স্নানের নীল-সমুদ্র অবারিত অকূল…

মেনেছি জীবনে আমি
সামান্য মানুষ অতি,
সাদরে নিয়েছি মেনে
জীবনের সব ক্ষতি,
দিশিহারা শ্রান্ত পথিক
অনন্ত পথ বাকী,
প্রাণেশ্বরী তোমায় ফিরে
পাওয়ার আশায় থাকি…

চেয়েছি শুধু তোমাকেই প্রিয় নিবিড় আলিঙ্গনে,
শত পরাজয়ে শত যন্ত্রণা
ব্যথা ভরা জীবনে,
কবে কিভাবে তোমায় পাবো
প্রিয়তম নেই জানা,
বুঝিনি কখন আড়াল হয়েছো
নেই কোন ঠিকানা…

অথচ শতবর্ষ ধরে শত অভিন্ন ছলনায় প্রেমাঞ্জলি দিয়ে চলেছি তোমার দুটি পা’য়…

তোমায় যা বলা হলো না
রইল সযত্নে তোলা,
শুধুমাত্র সুকঠিনই নয় …
নিরঞ্জন শ্রেয়সী স্মৃতিময়…
অপার অসম্ভবতায় পর্যবসিত
প্রিয় আমৃত্যু তোমায় ভোলা,
তুমিহীন ত্রিভুবন মরুময় …
নীলার্দ্র অসম্পূর্ণ হৃদয়…

কাচের সমুদ্রে যদিও এখনও চলেছি সাঁতরে
তোমারে পেয়েছি অকুণ্ঠ, লাভ শুধু এই, এ ধরিত্রে... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

____

“আমাকে তুমি প্রতীক্ষা করতে বোলো
আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবো অনড় বিশ্বাসে, দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে
আমার পায়ে শিকড় গজাবে…

আমার প্রতীক্ষা তবু ফুরোবে না…”
[প্রতীক্ষা / রফিক আজাদ]

____

রূপোলি রঙ্গিনী
— পারভেজ শিশির
২৩ এপ্রিল ২০২৫ বুধবার
অত্যুজ্জ্বল শতবর্ণা মায়াকাঞ্চন পরী স্বপনে সে থির ভেসে এলো চোখের পাথারে, নীলাদ্রি ঢেউয়ে কলব ক’রে তোলপাড়
যে অচিন মেয়ের কাঁচা হলদে গাল—
টোল্ পড়ে মেরুন ঠোটের কিনারে,
আমার দিনরাত্রি সমস্ত ছারখার
চরণে যার ময়ূর মুদ্রা চাল্
সে তবে আমার মুগ্ধ চোখের মাধুরী…!

মায়া নগরীর চারুকর্ণ সুহাসিনী
রূপোর সুতোর আঁচল জড়িয়ে গায়,
যেন ‘রূপকুমারী নিখাঁদ’ কোনো স্বর্গের—
মর্তে রেখেছে মহিন চরণজোড়া
নিযুত যুগের ধ্যানমোহিনীর অব্যর্থ প্রার্থনায়,

আমার প্রানমহুয়া উষ্ণ প্রভাত রাগের— টলটলে যেন কাচ-তরঙ্গী জলপদ্মের তোড়া,
পল্লব আঁখি হীরে দ্যুতি মনমোহিনী…!

আমার নিখিল ভুবন সাধনায়
হে আমার চির আরাধ্য ‘রূপোলি রঙ্গিনী’,
যদি শাশ্বত হয় প্রেমে অমৃত প্রাণ
তোমার প্রহর এই হলো তবে সূচিত—
কোন্ সে আঁধারে অংশুময়ী, তুমি ‘ধ্রুব সঙ্গিনী’, পূর্ণ ক’রে জন্মের সব সম্প্রদান
আমাতে এবার বহ অনন্তে অবিরত,
মৌনমগ্ন স্থিত হয়ে ‘কাল আনন্দধারা’য়…

আফসোসের কাসিদা
— পারভেজ শিশির
২২ এপ্রিল ২০২৫ মঙ্গলবার
জীবনের যাবতীয় লেনদেন, লাভক্ষতি, সুখদুঃখ সব কিভাবে শুধুমাত্র একজন প্রিয় মানুষকে ঘিরে হতে পারে তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই, যেমন নেই মহাজাগতিক সীমানা প্রাচীরের অবস্থিতির কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা... আমরা যত জানি আসলেই তার চেয়ে আরো অনেক বেশি জানিনে... এই 'আফসোসের কাসিদা'টি মাঝে মাঝেই বের করে পড়ি, ভালো লাগে, শান্তি পাই, অনুতপ্ত হই... রহস্যময় এই মানব জীবন...!
ছন্দ ও প্রকৃতি — বিরহ মিত্রাক্ষর
অন্তানুপ্রাস ও সুর দ্যোতনা — প্রেম ও বিরহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও পল্লীকবি জসিমউদ্দিন সাহেব
আজ যত পড়ি ওর রেখে যাওয়া বিদায় দিনের লিখা,
ততই অশ্রু দুটো চোখে জ্বলে হয়ে বেদনার শিখা;
কত কাছটাতে ছিল সে আমার হয়ে নয়নের তারা,
তার প্রেমডোরে বাধা পড়েছিল পরাণ পাগল-পারা।।
চোখে ছিল তার অপার আবেগ পড়তো তা কেঁদে ঝ'রে, আমার চোখের প্রেম চাহনিতে হাসতো সে লাজে ম'রে; যদিবা কখনো বুঝতো সে, আমি কষ্ট পেয়েছি কোনো,

সাদা লতা হাতে কাঁটতো আঁচড়, রাঁঙা বঁধু হতো প্রিয়; হাতে তার সেই রক্ত আঁচড়ে আদর ভরায়ে দিয়ে,
ব্যথা তার সব করতাম জল কত ভালোবাসা নিয়ে;
কভূ আমাদের অমন মধুর ভালোবাসাবাসি ক্ষণে,
বলতো, প্রিয় কি রাখবে আমায় চিরটিকাল মনে!
হয়তো তুমি আমার প্রেমের নীল কন্ঠ হয়ে,
ভোরের শীতল শিশির বিন্দু বুকে নিয়ে যাবে বয়ে; তোমার সত্য প্রেমে যদিও বা প্রেমময় আমি সত্যি, তবুও আমি মানুষ বটে সময়ই আমার গতি;
প্রেমের আগুনে জীবন প্রভাতে ‘ফাগুনে বাতাস’ বয় বাতাস পড়লে আগুনও প্রেমের ঠিক নিভূ নিভূ হয়; কেমনে কি করি, বিশ্বাস আজও বুকে বাসা বেধে আছে হারিয়ে যাওয়া পথ দিয়ে তুমি আসবে আমার কাছে; পুরানো দিনের কথা সবই আজ দ্বিগুন নুতন হয়ে, দোলায় প্রানের না বলা কথারে অফুট্ সুখ প্রণয়ে; নিয়তির সব ধনু ভাঁঙা তীর একে একে দিল ভাঁঙে,
তবু সেই ভালো সে ব্যথা পেলো না, যে ছিল মন গাঁঙে;
ভাবছে হয়তো প্রিয়া আজি আমি নূতন আলোয় রাঁঙি, ভুলেছি প্রিয়ারে ফেলেছি আঁধারে, ঘৃনিত ফিরিঙ্গি; যেতে পথে প্রিয় যা কিছু পুরনো ফেলে গেছ অবহেলে, কুড়ায়ে কুড়ায়ে নিয়েছি তা তুলে লাগবে যে বেলা গেলে; তোমার অবহেলার ‘এই আমি' নূতন আছি আজো,
দূরে আছো তবু আমার প্রানে শেষ সুর হয়ে বাঁজো;
যে পথ দিয়ে চিরতরে চলে গিয়েছো আমায় ফেলে,
সে পথেই এই প্রানখানি গেলো... কভূ যদি দেখা মেলে!
২৬ নভেম্বার ১৯৯৬ মঙ্গলবার
পুরাতন কস্বা,
শহীদ মশিউর রহমান সড়ক
যশোর
পোস্ট স্ক্রিপ্টঃ

এই বিরহ গীতিকা'টির উপর কালের ধুলো পড়তে পড়তে চৈত্রের মাঠের মত চৌচির হয়ে পড়েছিল, আজ আমার জীবনের এক মহাক্রান্তি লগ্নে পুরনো দিনের বিশেষ করে ক্লাস টুয়েল্ভের কোনো ঘনিষ্ট বন্ধু'কে যেমন ভাবে মনে পড়তে পারে, তেমন করেই পুরনো কবিতার নোটবুকে এই অসম্ভব পুরনো অথচ চির নুতন এই লেখাখানি পেয়ে খুব প্রশান্ত হলো এই পোঁড়া মন! লেখা আজও থামেনি, থামে না, থামতেও নেই...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

বিমূর্ত বিস্ময়ে জাগি
— পারভেজ শিশির
২০ এপ্রিল ২০২৫ রবিবার
ভোরের মৃদু আদুরে আলোয়
তোমার কাছে পৌছতে চেয়েছি,
তুমি আমাকে তবু দৃষ্টিহীন ক’রে চ’লে যাও— তারপরও তোমাকে আমার স্থির
পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে,
লোনা জলের ঘ্রাণে ভালোবাসতে বলেছি— সুমদ্র বালির মিহিন চাঁদরে,
আরও তবে কিছুক্ষণ আমার সাথে থেকে যাও…

পৃথিবীর শান্ত বাতাসে কিভাবে যেন
তোমার ভেজা নিঃশ্বাসের সুগন্ধ লেগে থাকে, আমি সুখ পাই, আমি ঘুমিয়ে যাই
তোমার দিব্য দর্শনে আমার চোখ মসৃন হয়—
এই যেন তুমি হারিয়ে হারিয়ে ফিরে এসে,
আমাকে তোমার বুকের কবোষ্ণ আশ্রয়ে রাখো… আমি অমলিন তৈলচিত্রের বিমূর্ত আঁচড় হই— সুস্থির অবয়বে আমার অদৃশ্য অশ্রুপাত,
তুমি দেখে আবার আবারও বিলীন হয়ে যাও…

কিভাবে এমনতর ঘোর অশনি ডাকে
তুমি যেন আর নেই, তোমার ছায়াও অদৃশ্য,

ক্ষণিকের স্পর্শে কেন তবে
এত দীঘল মেহনের সুখ!
আমাকে তোমার কাছে পৌছে যেতে
মার্তন্ড রক্তিম, থেকে থেকে অস্থির করে দেয়— সময়ের ত্বরণে কেন এত এত তারতম্য
সফেন ঢেউয়ের ভাঙনে,
তোমার পায়েলের আওয়াজ শুনে
আমি মহাসমুদ্রের নীল তোলপাড় ক’রে ফেলি…

তোমার স্মিত অথচ তীক্ষ্ণ চোখ
তীর্যক তারুণ্যে আমাকে
সুধোধ প্রেমিকের বরমাল্যের ভূষনে,
আপাদমস্তক হিরন্ময় স্ফটিক ক’রে তোলে—
আমি জেগে থাকি কখন তুমি আবির্ভূত হবে,
এই নীল দেবতার পায়ে এসে
তোমার মোহিনী আঁচলের সুবর্ণ আদর মাখাবে,
আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ক্ষীণ অনাদিকালের প্রতীক্ষায় …

বৈশাখী একা শহরে
— পারভেজ শিশির
১৯ এপ্রিল ২০২৫ শনিবার
বছরের সমস্ত অবকাশে হাসি ক্রন্দন
এমনকি ঝিম দুপুরের বৃক্ষ ছায়াতলও,
শেষ হয়ে যায় একদিন, শেষ হয় ছুটি
কেবল থেকে যায় কিছু শব্দচিত্র, জীবনের গভীরে জমে থাকে কিছু নরম শব্দ— যেমন ‘ভালো থেকো',
যেমন ‘ফিরে এসো’…
একটা বিস্ময়কর মাস এসে
দাঁড়ায় চোখের পলকে আদর নিয়ে,

সে কুসুমিত কণ্ঠে বলে —
‘আমার কাছে রাখো 'গোপন' কিছু প্রেম,
আমার গোলাপজল বাতাসে
ভিজিয়ে নাও তোমার সব তৃষ্ণার্ত কথা’
সে আঁকে অপূর্ব সব মেঘ রঙ,
নীল নয়, সবুজ নয়—
আলতা-মাখা আঙুলের ঘ্রাণময়তায়,
হলুদ রেণু মেখে দেয় তাঁর গালে পলাশ আলো... শীতল বৃষ্টিতে বৈশাখ কবিতা শোনায় ভুলতে না চাওয়া প্রিয়তম চোখের, অবিস্মরণীয় চাহনির রেখাচিত্র আঁকে — বৈশাখী আনন্দমেলার মাঠে
কার পদপধ্বনির স্পষ্ট পায়েলী সুর,
শোনা যায় বাতাসে বৃষ্টিতে ধুলোয়...! সহস্র মুকুলিত আমফুল,
শূন্য গৃহের আশ্রিত ছোট্ট পাখিও, যেন সেই প্রিয়তম মুখের হাসি
আজও স্মরণে রেখেছে, স্মরণে রেখেছে — শহরে এমনই বৈশাখ এসে এসে,
দিনের শেষ খয়েরি সন্ধ্যের আলোতে অস্পষ্ট স্বরে প্রিয়তম মনকুহকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়, দিয়ে যায়...
ওগো পরম আপন বৈশাখ,
এভাবেই এই শহরের প্রতিটি ফুলের পাপড়িতে, জ্যোৎস্না-সিক্ত নারকেল আর পেয়ারা পাতায়, কোনো ছাদের নিঃসঙ্গ কার্নিশে,
বৃষ্টির শেষের কাজল পিচ রাস্তায়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে যেয়ো —
আমার মনপাখিটার সমস্ত বিবর্ণ কথাগুলো, যা আমাকে তাঁর আর কোনোদিনও বলা হলো না...

খাট
— পারভেজ শিশির
১৮ এপ্রিল ২০২৫ শুক্রবার
সামান্য চাকুরির যৎসামান্য বেতন হাতে পুরোনো ফার্নিচারের দোকানে দাড়িয়ে, তোমাকে জানিয়েছিলাম একটা খাট কিনছি— তুমি বললে একবারে বড় সাইজটাই কিনতে... এখন আমি নগরে আর তুমি প্রশান্ত অরন্যে কোথায় আমি আর কোথায় তুমি আছো শুয়ে!
সেই পুরোনো খাট'টা আজ ফেলে এলাম রাস্তায় যেটাতে তোমার ঘ্রান আর উষ্ণতা মেখে ছিল... তোমার অনুপস্থিতিতে খাট'টা কিনেছিলাম,
তাই কেন যেন বেশ মনে হয়েছিল—
তুমি এত বড় খাট দেখে, ভবিষ্যত ভেবে
নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে... তুমি খুব খুশি হয়েছিলে! তুমি যখন থাকলে না, ভাড়া বাড়িটার সাথে
তোমার প্রিয় খাট'টাও একই ভাবে রেখেছিলাম, অসারী কাঠে অবেলাতেই ঘুন ধরেছিল, তবুও...
তুমি না থাকলে'ও তোমার উষ্ণতা নিতাম এতদিন! তোমার অনুপস্থিতিতে খাট'টা কিনেছিলাম
খাট'টা ফেলে'ও এলাম তোমার অনুপস্থিতিতে; শুধু মাঝের কয়েকটি অবাক বছর মাত্র!
অথচ যেন খাট'টিতে আমি কত যুগ
যুগান্তর ধরে এমনই শুয়ে আছি...
তুমিই যখন থাকলে না এই ভাড়া বাড়িটাও
ছেড়ে দেবো বলে ভাবছি, খুব শিঘ্রী ছেড়ে দেবো... সেই পুরোনো খাট'টা আজ ফেলে এলাম রাস্তায়, যেটাতে তোমার ঘ্রান আর উষ্ণতা মেখে ছিল...

~ তুমি মোর পাও নাই পরিচয় ~

"সেখানে প্রতিটি ঋতুর পরিবর্তনে জলবায়ুর পার্থক্যে আমি তোমার আতরগন্ধী নিঃশ্বাসে,
একই মাতাল মুগ্ধতায় আমৃত্যু বেঁচে আছি…

সেই একই কারণে রাতের স্নিগ্ধ আকাশে
আমার চোখের আগে শ্রেয়সী সমুজ্জ্বল তুমি, রূপাঞ্জনা কিশোরীকুসুম তনু হতে —
আমার তৃষ্ণার্ত চোখের স্পর্শে,
ধীরে ধীরে পুনর্ভবা প্রেয়সী হয়ে ওঠো..." লীলাবতী চন্দ্রময়ী | পারভেজ শিশির © ২০২৫ মাত্র ১৫ বছর আগে
মসৃন জ্যোৎস্নার মতন কুয়াশা সন্ধ্যায়, লন্ডনের শ্যাডওয়্যেল থেকে অল্প দূরে টেমসের দুঃখিত জল দেখতে যেত
পয়ত্রিশ পেরোনো উদ্ভ্রান্ত যুবক —
সে জানে, কি আর কে তাকে ডোবায়...!
"তুমি একটি দিনের তরে প্রিয়
মনমাঝারী আমার, ভোলাও না শোক...
তুমি যা চেয়েছো তাই হোক, তাই হোক বাইরে আমার এত হাসি গান
অন্তরে প্রিয় তোমার অভিমান
চোখে দেখি ধুসর মেঘ সরে সরে যায়
এত কাছে এসে কেন ক্ষণিকে হারায়...! তোমার আকাশে কি সারা দিনমান
ডাকে কোনো ক্লান্ত বিরহী কুহক!
তুমি যা চেয়েছো তাই হোক, তাই হোক..." একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

Mohammad Anwar Parvez
জলরঙের স্মরণ তিথি (২০২৪)
নিখোঁজ পাঁজর (২০২৫)
তুমি মোর পাও নাই পরিচয় by Parvez Shishir ® 2011 @ Shadwell, London

“দীপান্বিতা, জানি আমার এ পথের
সাথী তুমি হবে না,
তবে তুমি ভেবে নিলেও,
দেখো আমি নিখোঁজ হবো না...
আমাকে তুমি মাঝে মাঝেই পাবে
যখন দেখবে আকাশে,
মন খারাপ করা মেঘের ট্রেন
জেনো তার একটু উপরেই আমি আছি... স্মিত স্থির ও সুপ্রশান্ত...” পথস্বপ্ন | পারভেজ শিশির © ২০২৫

প্রতিধ্বনি নিরুত্তর
— পারভেজ শিশির
২৪ অক্টোবর ২০২৫ শুক্রবার

যখন থেকে আমারে সে গিয়েছে ছেড়ে ভুবনে এতিম আমি, না ঘরের না ঘাটের, সুশোভিত গাছ পড়েছে শিকড় উপড়ে
প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

না জানি মন কোথায় কখন
বেড়ায় ঘুরে ফিরে সমস্ত ক্ষণ,
পাবে কিনা আর তাঁর ঠিকানা
শেষ নেই যেন আক্ষেপের,
প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

ব্যাধির কবলে দেহ বিনাশ
স্বস্তি সুখের নেই অবকাশ,
ঘাতক এসে ঘরে দেয় হানা
শোনে না আকুতি পীড়িতের,
প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

আকাশ কালো রাক্ষসী মেঘ
হৃদয়ে কেবলি বাড়ে উদ্বেগ,
ভোরের পুষ্প সকালেই ঝরে
চারিদিকে বাজে সুর শেষের,
প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

অসংখ্য মানুষ কত শত প্রাণ
প্রতিক্ষণ হেথা সারা দিনমান,
বেঁচে থেকেও যেতেছে ম’রে
নেই কারো লেশ ভ্রুক্ষেপের,
প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

ঝ'রে গেছে স্বপ্ন, নিভে গেছে দীপ আঁধারে পথ খোঁজে ভিখিরি নসিব,
ফিরে কি পাবে আর জীবন সুখের প্রতিদান কে দেয় নিঃস্বার্থ দানের! প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

কেউ কেউ একা হয় পরের কারণে
জানে না সে জীবনে কেন এই ফের,
ফেরে না সে ঘরে আর কারোর বারণে প্রভু দয়াময় বলে দাও, কী সমাধান এর…!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

নির্জনতার ডায়েরি
[প্রকৃতই কবিদেবতারা নিশ্চিত নিজেকে চিনে স্বীয় অন্ধকারে অন্তরীণ হয়েছেন... আত্মমগ্ন শুদ্ধতম কবিমনন 'জীবনানন্দ দাশ' এর ৭২তম প্রয়াণ দিবসে সবিশেষ উচ্চারণ] — পারভেজ শিশির
২৩ অক্টোবর ২০২৫ বৃহস্পতিবার

আজকাল বাতাসে তাঁর গন্ধ পাইনে
অন্তর থেকে গেছে দারুণ দুঃখময়,
আমি তাঁকে বলি, কতদূর গিয়েছ চ'লে?
অস্তরাগের দিগন্ত ছুঁয়ে আসবে ব'লে কতখানিই তো পার হয়ে গেল সময়;
গাছের পাতারা ফিসফিসিয়ে বলেছে,
“তুমি কি তবে অন্তরীক্ষে বিলীন হয়েছ! জেনেছি, তোমার অনুপস্থিতি বিমূর্ত কিছু নয়”

রাত্রির চোখে দেখেছি আমার প্রতিচ্ছবি, জানিনে তুমি মনে মনে কী ভেবেছ!
ভৈরব নদের মতো সুস্থির অনুভবী,
গভীরে ব্যথার ক্লেদ জমে আছে অথচ!
আমার যন্ত্রণা যেন গোলাপ প্রসবী
এই শহর, এইসব মানুষের ভীড়ভাট্টার মধ্যে শুধু আমার নিঃসঙ্গতা আজ রৌদ্রের মতো তীব্র...

আমি জানি, খুব জেনেছি সত্যি ক'রে
আমার জানায় বোঝায় তুমি থেকেছ অবিমিশ্র, ভুলেরা'ও একদিন রূপকথা হয়ে যাবে,
শুকিয়ে থাকা ফুলের গন্ধে তবুও নিরাশা লেখা হবে, খুব একা বেঁচে থাকার ইতিহাস~
আজ আমার প্রতিচ্ছবির জলচিত্র যেন

দিগন্তে আকাশের গায়ে লেগে থাকা কুয়াশা, আমি দূরে তাকাই, দেখি মেঘেরাও হতাশ, আমার মতোই নিঃসঙ্গ হয়ে তারা হাসছে...

সত্য আর মিথ্যের দীর্ঘতর সন্ধিক্ষণে নির্ভার আমি একা শুয়ে আছি পথ প্রান্তরে,
ঝ'রে প'ড়ে থাকা শুকনো পাতার মতো,
যার প্রতিটি রন্ধ্রে লেখা আছে শত দুঃখ
আমি আর ধার নেব না কারো আনন্দ,
নিজের আকৃতি নিয়ে মিশে যাবো অন্ধকারে...

যদি তুমি কান পাতো বাতাসের শন শনে
আমার উচ্চারিত শব্দার্থে জেনো মুক্তি, স্বনির্বন্ধ নীরবতা; ভালোবাসা মানে মানুষের একমুঠো হৃদয়ে,
আসলে আর কিছু না~
কেবল অনন্ত দৃষ্টির দিঘল শূন্য নীলিমা…
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫
জীবনানন্দ _ দাশ

এইসব দিনরাত্রির চিরকুট
— পারভেজ শিশির
২২ অক্টোবর ২০২৫ বুধবার

কণ্ঠ ১:
দেখার মতো চোখ থাকলে,
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখও দেখা চলে,
তোমাকেও কি আমি সেভাবেই দেখেছিলাম?
নাকি শুধু অনুভবের অন্তর্জালে আঁকড়ে ধরেছিলাম সুরভি সেই শ্যামল চোখের গভীরতায়?
উদ্বেল অনুভূতি থাকলে,

সবুজ ঘাস ছুঁয়েও তাকে স্পর্শের আনন্দলাভ হয়, তুমি কি কখনো ঘাসের শিহরণে ছুঁয়েছিলে, তোমার প্রাণ প্রিয়তম'কে?
নাকি শুধু হাওয়ায় ছড়ানো সুবাসে অনাদিকালের না-দেখা সুর বাজিয়েছিলে?

কন্ঠ ২:
আমি দেখিনি, শুধু অনুভব করেছি,
কালো মেয়ের হরিণ চোখে দিগন্তের নীলিমা, সবুজ ঘাসের মধ্যে এক অদেখা অনুরণন, প্রতিটি ছোঁয়ায় মনে হয়েছিল—
সে এই এলো, আমার প্রিয়তম যেন ধরা দিল, স্পর্শের মাঝেও অনির্বচনীয়...
তোমার স্পর্শ অনুভব করেছিলাম,
যদিও তা ছিল ক্লান্তির সুদূরে,
কীভাবে সেই স্পর্শকাতর দিগন্ত আমায় ডেকেছে, তুমি তো আমাকে ছোঁওনি, তবু স্পর্শ পেয়েছিলাম...

কন্ঠ ১:
হৃদয়ে স্থান পায় বলেই,
দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা জীবন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে, মাইকেলেঞ্জেলোর পিঁয়েতা চোখের জলে কথা বলে; তুমি কি পেয়েছ সেই নিশ্বাসের স্বরলিপি?
সেইসব অশ্রুজলের শব্দচিত্র...!
নাকি শুধু হৃদয়ের শ্বাসরুদ্ধকর মূর্ছনায় তাদের স্পর্শ পেতে চেয়েছ?
গোলাপ পাঁপড়ি চাপা পড়া ডায়েরির মাঝে
কখনও কি খুঁজে পেয়েছ সেই হারানো ছন্দিত সুর?

কন্ঠ ২:

হ্যাঁ, আমি খুব অনুভব করেছি,
মোনালিসার মৃদু হাসির রহস্য;
তাতে লুকিয়ে ছিল অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাসের বর্ণমালা, পিঁয়েতার পাথরের গায়ে ছিল অনন্ত ব্যথার প্রলেপ; অথচ হৃদয়ের গভীরে তা ছিল জীবন্ত,
জীবনের মতোই জলজ!
তুমি কি জানো, সেই ডায়েরির প্রতিটি পত্রকাব্য,
আমার স্মৃতিতে আজও জেগে রয়েছে...!
গোলাপের সুবাসের মতোই মিষ্টি,
তুমি কি কখনও সেসব আবৃত্তি করেছো আনমনে?

কন্ঠ ১:
আমি হয়তো সেই যন্ত্রণাগ্রস্থ কাব্যের ঢেউ ভুলে গেছি, কিন্তু তার প্রতিটি শব্দে এখনও একই শিরশিরানি জাগে, হৃদয়ের প্রতিটি কণায় ছড়িয়ে পড়ে
এক অজানা শতপাখা স্যিম্ফোনি
যা রোধ করা যায় না, শুধু বাকরুদ্ধ হতে হয়;
যেমন রোধ করা যায় না প্রথম প্রেমের আনন্দ অশ্রু জন্মান্ধ কিভাবে জানবে,
প্রিয়তমের গালের তিল কত সুন্দর!
তুমি কি তা আঁকতে পেরেছ কোনো নির্বাক ক্যানভাসে?

কন্ঠ ২:
আমি দেখিনি, আজও দেখা হয়নি, তবু জানি,
প্রিয়তমের গালের তিল ঠিক কতটা নিরুপম...
মনে হয় যেন আমার প্রতিটি ছোঁয়ায় সে প্রকাশিত তুমি দেখো, আর আমি অনুভব করি,
এক রতি তিলে লুকিয়ে থাকা সীমাহীন আকাশ; আমাদের দুটি মন একসাথে
সেই নিঃসীম সৌন্দর্যে ডুব দিয়েছে...

তুমি কি দেখেছ সেই জলের উপর
কীভাবে ভেসে ছিল আমাদের প্রাণের পরাগরেণু...

কন্ঠ ১:
যে সব রেণু একদিন হাওয়ায় উড়েছিল,
প্রাণে প্রাণে লিখিত অদৃশ্য চিরকুট হয়ে, অথচ আমরা সে সব ছুঁয়ে দেখিনি
প্রভাত ভৈরবের মত,
আমাদের প্রাণে এসে তরঙ্গিত হয়েছে কেবল; জন্মান্ধের মতো আমরাও একে অপরকে,
হৃদয়ের এসরাজে চিরতরে বেঁধে ফেলেছি...
আর আমাদের হারানোর কিছু নেই,
নিজেদের মধ্যেই আমরা আমৃত্যু হারিয়ে গিয়েছি..

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বৈশাখি বৃষ্টির গান
— পারভেজ শিশির
১২ এপ্রিল ২০২৫ শনিবার

চৈত্রের শেষ দিন,
আকাশে ভেসে বেড়ায় মেঘের নাগর—
রৌদ্র ছিন্ন করে হঠাৎই
নেমে আসে জলজ আনন্দধারা,
"মনে পড়ে কারো চোখের আনন্দ জল"
বৃষ্টির সুললিত ধ্বনিতে ধরিত্রী,
আমের প্রশাখায় সুর তোলে ঘুঘু ও শালিক তারাও কি কারো বিচ্ছেদের ব্যথা গেয়েছে...!

বাতাসে ভেসে আসে কাঁচা আমের গন্ধ,
লাল শিমুল কাঁদে পত্রপল্লবের কোণে,
এ এক অদ্ভুত মুহূর্ত—
যেন প্রকৃতি কাঁদতে কাঁদতে হেসে উঠেছে!

এই যে প্রথম বৈশাখি বৃষ্টি,
এ যেন প্রিয় কারো পদধ্বনি দূরপল্লী থেকে— বুকের গহীনে বেজে উঠেছে
একটি হারানো গানের সুর,
যা লিখেছিল কেউ,
হয়তো বিগত চৈত্রের দিনে
নিরুপদ্রপ মাঠের একলা প্রান্তরে।

কেউ জানে না,
কোন পলকে মনে পড়ে যায়
কারো চোখের ভাষা—
কোনো এক নদীর ধারে শেষ দেখা,
কোনো একটা "আবারও আসবো"—
যে কখনো ফেরেনি,
তবু বৃষ্টির শব্দে মনে হয়,
এই বুঝি সে!

অচেনা বাতাসে লাল পাড়ের শাড়ি উড়ে যায়, ঝুম বৃষ্টির ভিতর হাঁটে কেউ,
ছাতার নিচে লুকোনো মুখ—
হয়তো সে-ই, যে আসেনি কোনো বৈশাখে— এবার, হয়তো আসবে,
এইখানে এই আশাবরী মাহেন্দ্রক্ষণে...

মাঠভরা কচি ধানের পাতায়

বৃষ্টির ফোঁটা চুমু খায়,
ছোট্ট ছেলেটা হাত বাড়িয়ে
ধরতে চায় আকাশের জল,
মায়ের মুখে হাসি, সোনা চাহুনি
তাকে দেখে মনে হয়—
এই তো জীবনের আসল গান।

এই বৃষ্টি শুধু জল নয়,
এ এক আত্মার জলকাকলী,
মাটির মত নরম, আগুনের মত জ্বলন্ত,
এ যেন বিষাদের বুক ছিঁড়ে আসা আনন্দের ঝড়, এটাই বৈশাখ—
হারানোর ঋতুতে ফিরে আসার আশ্বাস।

তাই তো আজ, প্রকৃতি হেসেছে
আমরাও হেসে উঠি, ভিজে যাই,
ভিতরে বাইরে—
একটা সুর বাজে,
যে সুরে বাঁধা থাকে
একটা বছরের সমস্ত অপেক্ষা...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

~কালকূট~
আলোকিত হয়ে কেউ কেউ আলো ছড়াতে চায়
নিরন্তর চেষ্টায় কত অযুত জীবনের উত্তরণ,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তরুণ প্রাণের অবাধ্য স্বপ্নগুলো মানুষের পাশেই মানুষের অনির্ণেয় বসবাস —
অথচ বিপন্ন প্রতিবেশে মানবতার এত এত ক্ষয় ক্রমেই মানুষের জন্যে মানুষের হাত গুটিয়ে আসছে, যান্ত্রিক জীবনে এত প্রযুক্তি আর হতাশার বালুচর,

- কিন্তু ভোরের আলো বাড়লেও দৃষ্টি ধুসর হয়ে আসছে কেন? ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বুকে এত প্রেম মমতার জন্ম
জানা নেই তার কতখানি মূল্য, কি তার প্রতিদান...! সনদপ্রাপ্ত পেশাজীবীর কর্তব্যই বা কতদূর
সম্ভবত সবাই মানুষ হয়ে উঠতে পারে না, যেন তা নিয়মবিরুদ্ধ— যারা মানুষ হতে চেয়েছে, তাদের কত রঙ বেরঙের বাঁধা...!
কিছু করুণ প্রাণ জীবনের শেষ দিনটিতেও
মানুষের জন্যে দেহে মনে উৎসর্গিত হতে চেয়েছে,
- কিন্তু প্রাণে এত আক্ষেপ থেকে যাচ্ছে কেন?
কালকূট | পারভেজ শিশির © ২০২৫

প্রাণহীন শহরের ইতিকথা
[পশ্চিমা বিশ্বের সভ্যতার হিসাব আর অপার্থিব গণহত্যার নিকাশ শব্দচিত্র] — পারভেজ শিশির
৮ এপ্রিল ২০২৫ মঙ্গলবার

নারকীয় ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে
পায়ের জুতো,
ছেড়াছুটো জানালার পর্দা, ভাঙা খেলনা,
রক্তে ভেজা মোচড়ানো কাগজে
অপরিনত হাতে আঁকা কালো সূর্য...

পৃথিবীর বুকে এখন ভীষণ খরাকাল
শিশুর কান্না ধ্বনিত বজ্রের মতো, সারমেয় আর মার্জার কুল কোথাও সন্তানাধিক স্নেহে প্রতিপালিত —
অথচ কোথাও সম্পূর্ণ নিখূঁত মানুষ মূল্যহীন, মর্যাদাহীন, নিপীড়িত... মানবতাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হতে পারতো— তবুও কিছু শান্ত নির্বিকার জড়পদার্থেরা

কফির কাপে সভ্যতার আলোড়ন তুলে চলেছে...

অন্ধজনেরা কিছুতেই দেখছে না
আগুন শিলাবৃষ্টি নেমেছে ছাদের উপর— বোমার শব্দে ঘুম ভেঙেছে মৃতদেরও, প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলতে চায় যারা,
তারা জানে না—
মাটিও মনে রাখে সব ধরণের পদচিহ্ন...!

কোথাও কারো জন্য বোধগম্য কোনো অভিধান নেই,
ঘুম নেই, শোক নেই, চিন্তা নেই—
এখন কেবল পাথর কঠিন চোখ,
যেখানে প্রতিদিন রচিত হয়েছে মৃত্যুর চিত্রকল্প...

আমরা কেবলই তাদেরকে বলি—
আগ্রাসনের অবসান চাই, দখল নয়,
শর্তহীন প্রস্থানের প্রস্তুতি চাই,
কারণ ত্যাগেই সুখ, ভোগে নয়
আমরা বলে চলি—
আর কোনো শোষন নয়, এবার টেকসই শান্তি চাই...

প্রতিটি শব এখন একেকটা শব্দিতা—
যা লেখা হয় র'ক্তে, চোখের জলে,
শব্দহীন চিৎকারে...
বু'লেট-বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়েছে কবিপ্রাণ, কাগজের ঢাল তুলে সশব্দে,
সে পাথরে লিখেছে— যতক্ষণ আছে বিবেক বিক্ষুব্ধ, ততক্ষণ এই যন্ত্রণা অন্ধকারে হারাবে না... দেয়াল জুড়ে আঁকা হবে হাহাকারী গ্র্যাফিটি, কোনো কোনো প্রতিজ্ঞা এখনো মুষ্টিবদ্ধ রয়েছে,

এই পৃথিবী সবার, এর বাতাস সবার—
এর সামান্য কিছু অংশও,
দুষিত করার অধিকার কারো নেই...

তুমি যদি নিশ্চুপ থাকো, যদি থাকবেই তাহলে তুমি ওদের পক্ষেই দাঁড়াও,
তোমার মত দর্শকের অর্থহীন মনোমুগ্ধতা, তোমারে ছিন্নভিন্ন লুট'পাট করে ফেলুক— কারণ অপ্রতিবাদী নীরবতা
নিঃসন্দেহে এক প্রকার শাস্তিযোগ্য অপরাধ, অথচ সে আইন কোনো সংবিধানে কেউ লেখেনি...

যারা অর্বাচিন যান্ত্রিক জানালায়
আকাশ দেখে ধোঁয়ায় ঢেকে যেতে,
সাদা কাফনে অগণিত নিষ্পাপ দেহ—
যাদের কানে ম'র'ণার্তনাদ ঢোকে না,
তাদের স্বপ্নে কোনোদিন আগুন খেলা করে না...

কিন্তু শেষ কথা জেনে রাখো সর্বহারা—
প্রেম হারায় না, মানুষ হারে না
যে পতাকা পুড়ে যায় বারবার,
যে আজ হেরে যায় আগামীকালের জন্যে—
সে আসলে সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণগর্ভা বসুন্ধরা...

সহস্র শিশুর অশ্রুতে, অনাদিকালের রুহে চাক্ষুষ, উদ্বেলিত আগামী পৃথিবীর মানচিত্র—
যেখানে সমরাস্ত্র নেই, হিংস্রতা নেই
যুদ্ধের দর্শন বলে নেই কোনো প্রগলভতা,
আছে কেবল কিছু সমার্থক শব্দ —
পৃথিবী... শান্তি... মানুষ...

পঞ্চপত্রী প্রেমের গান
*বোক্যেটো’য় নিমগ্ন হতে গিয়ে
যেন স্বশব্দ-বিড়ম্বিত হয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ হলেম তোমার ইথারবাহী স্বাভিমানী ছত্রে…
তুমি এখন কিছুটা ভালো রয়েছো জেনে
নিশ্চিন্ত হলে’ও তোমার
সর্বস্ব পাথর হয়ে যাওয়ার ভাবনায় তড়িতাক্রান্ত হতেছি দেহমনে…

আমি কখনো মেরুদন্ডে ইনজ্যেকশ্যন নিইনি তাই তোমার কি অপানুভূতি হলো,
সে আমি কইতে পারছিনে…
কিন্তু তুমি বেশি বেশি নড়াচড়া ক’রো না তাহলে আবার কি হতে কি হবে, বলা যায়…! তোমার সোনালী রোদ্দুরের কথা শুনে জানতে ইচ্ছে হয়েছে,
আমি যেমন বিলেতে দেখেছিলেম
সূর্যদেব প্রায় সারা বছরই দখিনের আকাশে হেলান দিয়ে ঘুড়ির মত উড়ে যেতে থাকতো,
তুমি’ও কি তেমন দেখতে পাও?
ওয়্যেস্ট বেল্ট পরে তাই রে নাই রে
ক’রে বেড়িয়ো না বেশি, কেমন তো?
আমি জানি, থেকে থেকেই
“কোথাও তোমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা” দশা হয়… তাই সাবধান থাকতে মনে করিয়ে দিলেম…

ভাবছি, তুমি কী ভাই বর্ডার পেরিয়ে
কোনোদিন কৃষ্ণনগর বা

শান্তিপুরের দিকে গিয়েছিলে?
জলঙ্গি নদীটা দেখেছো? চুর্ণী নদী দেখেছো?
সেই যে ‘দেবতার গ্রাস’ কবিতায় কবিগুরু লিখেছিলেন, “দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাতশিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।”
প্রভাত শিশিরে?

আমি বর্ডার পেরিয়ে একবারই
শুধু মিঠাইজান’কে নিয়ে বনগাঁ রেল স্টেশ্যন থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদহ গিয়ে নেমেছিলাম,
কৃষ্ণনগর বা শান্তিপুর আমি যাইনি
তাই আমার জলঙ্গী ও চূর্নী নদী দেখা’ও হয়ে ওঠেনি… তবে তুমি যখন বর্ডার পেরোনোর কথা কইলে
তখন আমার বুকের মধ্যে
বেশ খানিকটা রক্ত ছল্কে উঠেছিল, কেননা… !

কিন্তু সেকি আর এখেনে কওয়া ঠিক হবেনে…!
তবুও বলতে ইচ্ছে ক’রছে জানো…!
যশোর থেকে বেনাপোল হয়ে
সড়কপথে পেট্রাপোল পেরিয়ে
লোক্যেল ট্রেনে বনগাঁ, ঠাকুরনগর, মধ্যমগ্রামসহ আরও অনেক দারুন অতি সাধারণ
সব স্টেশ্যন পার হয়ে শিয়ালদহ…
দু’দিন পর যোধপুর এক্সপ্রেসে করে
হাওড়া জাঙ্কশ্যন থেকে অনেক
অনেক স্বপ্নের মত মাঠ পাহাড় প্রান্তর পেরিয়ে আগ্রা, তাজ মহল, সোনার কেল্লা
একদিন পরে স্লিপার বাসে ক’রে আজমীর শরীফ…

ঠিক এই র্যুট নিয়ে ২০১৩ সালের পরে
কত কতবার যেতে চেয়েছি বর্ডার পেরিয়ে, জানো…! ওপারের সেইসব দিনরাত্রি’র প্রতিটি মুহূর্ত, কত কথা, কত চোখ চাওয়া, কত ছোটখাটো খুনসুটি এই ছোট্ট একটা জীবনে অন্ততঃপক্ষে
একবার হ’লেও ফিরে গিয়ে ছুঁয়ে আসতে ইচ্ছে হয়… জানিনে আর কবে হবে, দশটা বছর পেরিয়ে গেল… এখানে কিছুই কি বলা হলো? হলো না…
হয়তো কোনো একদিন বলা হবে, হয়তো হবে না…
কার কীই বা তাতে যাবে আসবে…
হয়তো ‘চূর্ণী’ নদীর তীরে গিয়ে
মন খারাপ ক’রে বসেই থাকতে হবে শুধু…

যদি তোমার পিছ-বাগানের
পঞ্চপত্রী নীললোহিত ফুল হতেম
আরও তোমায় চোখের মায়ায় ঘিরে
রোদ্দুর সুধায় ভরিয়ে দিতেম…
আমি কি জানি ছাই কিভাবে মানুষ থেকে ফুল হতে হয়… কিভাবে কতভাবে কত সুদূ্রে গেলে
“কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা”
সুখ সুখ বোধ অপরিমেয় হবে,
কোন বেলোয়ারি চুড়িধারী
রমনীয় কায়দায় আমার চোখের আগে এসে
ঝিলমিল করলে হাসলে
আমার আর হাঁটতে এতটুকুও ক্লেশ হবে না…

আঁধারে মনছায়া ক্ষণিকে বিলীন
ব্যথা তবু জেগে থাকে সুপ্ত মিহিন
ধু ধু মরু বুকে তুমি জলের স্মরণ চোখের জলের তবে এত ছিল রঙ…!

আমি কেবল স্বপ্নেই ভাবি,

‘তোমার’ সাথে যদি আমার এ জন্মে

দেখাশোনা হয় তবে কি আর কোনো কথা হবে…!

“কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে!”

দেখে নাও মন জুড়িয়ে,

শুনে নাও সেই মিলনের সুগন্ধি বাতাস কি বলে…!

কি রক্তবীজ তারা যেতে চায় রেখে

বাতাসে ঘাসে নীলিমার প্রতিভাসে…

এ জীবনে কি আসলেই ‘তুমি’ ছাড়া আমার কিছু আছে…!

[*বোক্যেটো (Boketto) একটি জ্যাপনিজ শব্দ যেটার অর্থ নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্কে সত্যিই চিন্তা না করে দূরত্বে খালি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, শূন্যচিন্তার শিল্প]

____

যে কথা বলতে’ই হবে…

‘শাহ্নূর’ আমার ওহাইয়্যো’র ষাট পেরোনো কবিবন্ধু… বেশ কিছুদিন যাবৎই ওর মেরুদন্ডে প্রচন্ড ব্যথা… সে কবিতা পড়তে রিডিং টেবিলে বসলে আর কিছুতেই নিজে নিজে উঠে দাড়াতে পারে না… লাগাতার ওর বাগানের ম্যাজেন্টা ওয়্যেভ প্যেটুনিয়া, ক্রিসেনথেমাম, বেগ্যোনিয়া আরও কি কি ফুলকুমারীদের পরিচর্যা ক’রে ক’রে হঠাৎ এই দশা হয়েছে… ডাক্তার তাকে শুধু ফলমূল আর শাক-সবজি খেতে পরামর্শ দিয়েছে… আর বিছানা বিশ্রাম’ও মনে হয় …

ওকে কিছুটা ভালো রাখতে আমি ওকে রেখাচিত্র সংযুক্ত ক’রে কবিতা লিখে দিই, সুরময়ী সব গানের ছত্র মনে পড়াই, প্রতিটি চিঠিরই উত্তর লিখি আর ও শুধু বলে “কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা”… আসলে “পঞ্চপত্রী প্রেমের গান” কোনো কবিতা নয়, শাহ্নূর এবং আমার মধ্যে কথোপকথনের কিছুটা অংশ… কিছু একটা বয়স হলেই মানুষ শুধু হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে এটা যেমন বড্ড ব্যথার আবার এই ফুল ফসল নদী পাহাড় সমুদ্রের পৃথিবী থেকে আমাদের সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে এটাও অনস্বীকার্য, পার্থিব একমাত্র পরম সত্য …! জন্ম-বিন্যাস-মৃত্যু এ তিন পর্বই আমাদের জীবনে আসে আসবে, পর্বত ইমারত দৌলত কিছুই স্থায়ী নয়… শুধু একটা শব্দ শেষমেষ ইথারে ঘোরাফেরা করতে থাকে… ভালোবাসি ভালোবাসি…

"তোমার অন্তরেই দিয়েছি ডুব

সজোর সশব্দে অথচ তুমি ভাবো নিশ্চুপ,

আমি কিন্তু তোমাতেই বিলীন

তোমাতেই রক্তাক্ত, তোমাতে তেমনই মসৃন..." প্রেমপুথি - ১ | পারভেজ শিশির © ২০২৫ “আমার বেশি কাছে আসতে তোমায় বলছিনে, অন্ততঃ আমার চিৎকারের নাগালে থেকো...
যেখানে আবাস আমার
যেখানে আমার নিত্য যাওয়া আসা
সেই আমার সুখের কুঁড়ে ঘরওয়ালা গ্রামে তোমাকে একদিন মহানন্দে...
কোনো একদিন আমি ঠিক নিয়ে যাবো দেখো!
পুকুর ঘাটে বসে তুমি আমার নাঁওয়া দে'খো চেয়ে,
দে'খো কেমন ক'রে তোমার জন্যে আমি পদ্ম তুলে আনি...
তুমি কিভাবে খুশিতে কতখানি হাস্যোজ্জ্বল হবে,
তা যদি এখনই দেখা যেতো...!”
অনন্য অভিপ্রায় | পারভেজ শিশির © ২০২৫

ধ্বংসযজ্ঞের স্বরলিপি
[প্যালেস্টিনিয়ান প্রাণক্ষয় ও মানবতা লঙ্ঘনের আরও বিবিধ চিৎকার সমূহ] — পারভেজ শিশির
৫ এপ্রিল ২০২৫ শনিবার

প্রস্তরপ্রাণ ঈশ্বরের অতিদীর্ঘ নীরবতায়,
আর কিছুতেই ভোর হলো না —
কোথাও কাঁপছে এখনও কাঁটাতার,
একটি শিশুর নিঃশব্দ কান্না
পাথর ছুঁয়ে, দেয়াল ছুঁয়ে ফিরে এলো না মাটিতে, তবু সে মাটি তেমনই কেঁদেছে...

মায়ের স্তন্যের ঘ্রাণ তখনও
হাসিমুখ শিশুটির গালে লেগে ছিল—

বুকের ভাঁজে মা লুকিয়ে রেখেছে শেষ আশ্রয়টুকু,
যেন মৃত সন্তানটিও কখনো ফিরে আসবে, মাটির বুকে গড়িয়ে পড়া র'ক্তপথ ধরে...

ঘুমিয়ে পড়েছে পাখিরা—
কারণ আকাশ এখন আর তাদের নয়— ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে সূর্য,
ছিন্নভিন্ন বিক্ষিপ্ত আলোর রেখা অস্ত্রের মুখে বন্দী মানবতা।

কিছু মানুষের ভাঙা কণ্ঠস্বর
ধ্বংসের শব্দের সাথে ভেসে আসে—
দেয়ালে অগণিত বুলেটের আলপনা,
মানুষখেকো শরীরে ক্ষুব্ধ বারুদের গন্ধ, আরো কিছু অসমাপ্ত নাম গোত্রহীন ব্যাধেরা, যারা লিখতে পারেনি জন্মের ইতিহাস।

যে ছেলেটি ঘর বানাতে চেয়েছিল
তাঁর হাতে ছিল না ইট পাথর,
ছিল সামান্য একটি কাচের স্বপ্ন,
ভেঙে গেছে তা—
জলের মতো গ'লে ছড়িয়ে পড়েছে মৃত চোখে।

তবু আজও এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন ধ্বংসস্তূপে, কাঁপা হাতে আঁকছেন কাচের দেয়ালে
একটি বৃক্ষের ছবি—
যে বৃক্ষের নাম ‘প্রতীক্ষা’।

তার পাতাগুলো বলছে—

"আমরা মরে যাই, তবু ফিরে আসি। আমরা পুড়ে যাই, তবু গন্ধ ছড়াই।
আমরা কাঁদি, তবু গান গাই।"

এই গানটি রক্ত নয়,
এই গানটি আগুন নয়—
এই গানটি সত্য, এই গানটি জীবন।

এ গানেই জেগে ওঠে
আকাশের ভিতর লুকিয়ে থাকা পাখিরা,
এ গানেই জেগে ওঠে মৃত সন্তান,
মায়ের স্তন্যে লালিত পরিপুষ্ট স্বপ্ন, ভবিষ্যতের ইট আর পাতার প্রতীক্ষায়।

তোমরা যারা ছুড়েছ আগুন—
জানো না, প্রেমের শরীর পুড়লেও
ভস্ম হয় না দ্রোহী আত্মা।

ধ্বংসের পরেও যে নাম উচ্চারিত হয়— সে নামটি অস্ত্রধারীর নয়,
সে নামটি সেই শিশুর—
যে মৃত হয়েও বেঁচে আছে
একটি পাথরে আঁকা চোখ জোড়ার ভেতরে।

এই চোখই একদিন হয়ে উঠবে
বিশ্বমানবতার মানচিত্র,
এই চোখই বলবে—
তোমরা কেউ নেই, আমরাই আছি।

এই ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রতিধ্বনিত যে গান—

তাতে করুণার রস ঝরবে,
তাতে প্রেমের কষ্ট, আর প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি। এ গানই হবে জীবনের জয়সংগীত।

তারা অতি শিগ্রিই ঘোষণা করবে—
“আমরা বেঁচে আছি—
এবং এই বেঁচে থাকাই
তোমাদের অনন্ত মৃত্যুর সনদপত্র”

প্রতীক্ষা শেষের মুহূর্তে
[চৈত্রদিনের সমাপনে বৈশাখমুখী অধির প্রাণের শব্দাবলী] — পারভেজ শিশির
৪ এপ্রিল ২০২৫ শুক্রবার
শেষ চৈত্রের বাতাসে আজ
গুঞ্জরিত ফসলের শীষের হাহাকার,
"এখানে এখনও জীবন বেঁচে রয়েছে"
শুকনো পাতারা জমে আছে রাস্তায়,
অপেক্ষার দীর্ঘশ্বাস হয়ে...
মাঠের প্রান্তে দগ্ধ ঘাসের ছায়ায়
জীবনের ক্লান্তি লেগে আছে,
"কী সব অপাপবিদ্ধ ফসলের হিসেবে কত কত গরমিল...!" কৃষকের কপালে বয়ে গেছে
দীর্ঘ প্রতীক্ষার রেখা...
তবুও—
বৈশাখী বৃষ্টি নামবে,
বৈশাখ আসবে আর ক'টা দিন পরে
ধুলো ঝেড়ে, আগুন ধুয়ে,
"হাত প্রসারিত ক'রে দাও
প্রাণ উন্মুক্ত ক'রে দাও জীবনে এসে"

নতুন কুঁড়ির প্রতিশ্রুতি নিয়ে। চৈত্রের শেষ রাতটা শুধু
একটা স্বপ্নের এপার ওপার,
এ প্রকৃতি বড় ধারাবাহিক
এখানে চাওয়ার পরেই পাওয়া,
যার সিথান জুড়ে রোদ্দুরের ঢেউ,
আকাশ জুড়ে অগ্নিবর্ণ প্রত্যাশা...
শহরের মোড়ে মোড়ে
বুক মোচড় দেয়া নীরবতা,
একটা অপেক্ষিত সাইরেন বেজে চলেছে — সুন্দরতম প্রাপ্তির আশায়,
"কোথা সে বৈশাখ, কোথায় জীবনের সমস্ত কোলাহল...!" গৃহহারা পথফুলের তৃষিত চোখে,
বৃদ্ধ ভিখারির করুণ কাঁপা হাতে,
দিনমজুরের রোদ ফাটা চামড়ায়,
একটা নতুন সকাল ছোঁয়ার আকুলতা...
অনবরত দীর্ঘশ্বাসের শেষে
প্রায় অন্ধকার পূর্ণদৈর্ঘ্য রাতের অন্তিমে, "এই জীবন এখনও কত সুন্দর
কত তার প্রশাখায় বর্ণিল ফুল ফোটে"
এভাবেই আশারা বেঁচে থাকে
একদিন আরেকটি ভোর —
আরেকটি নবযুগ —
সংসারে সূচনা সংগীতের সুর বয়ে আনবে!

দুঃখিত এপ্রিলের গান
[১ এপ্রিল ১৪৯২ সাল, এপ্রিলের বোকা মানুষের ইতিবৃত্ত] — পারভেজ শিশির
১ এপ্রিল ২০২৫ মঙ্গলবার

শহরের বাতাসে হাসির প্রতিধ্বনি, তবুও কারো চোখে নীরব কান্না জমে— একটি দিন, একটি বিকেল, একটি রাত, স্মৃতির গহিনে রয়ে গেছে অমলিন দাগ।

কেউ ভাবে, এ শুধু হাসির খেলা,
বোকা বানানোর এক আয়োজন,
তবু ইতিহাসের পাতা কাঁদে—
লাল হয়ে ওঠে নিরপরাধ প্রান্তর।

সেই স্পেনের নিঃসঙ্গ অলিগলি,
মসজিদের মিনারে ধ্বনিত আজান,
তারপর এক ভয়াল নিস্তব্ধতা—
প্রবঞ্চনার ছলে সহস্র মৃ'ত্যু সূচিত যে রাতে।

বিশ্বাস ভেঙে যায় মিথ্যার ছোবলে,
রক্তাক্ত হয় প্রার্থনার কপাট,
এপ্রিলের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে
এক দুর্বিষহ আর্তনাদের গান।

আজও সে কান্না শোনে কি কেউ?
এখনো কি এ বিশ্বাস বিঘ্নিত
"সবার উপরে মানুষ সত্য"...!
আজও কি খবরের কাগজে—
সেই প্র'তারণার গল্প লেখা হয়?
নাকি শুধু হাসির উৎসব, কৌতুকের ঢেউ?

হে এপ্রিল, তোমার র'ক্তে রাঙা ইতিহাস, কে নিবে তার দায়ভার?
কবে ধুয়ে যাবে সে কলঙ্কের দাগ,

কবে হবে বিষণ্ণ স্মৃতির যথাযথ বিচার? এপ্রিলের র'ক্তগাথার সাক্ষী হয়ে তারা এসেছিলো আশা নিয়ে,
শহরের প্রবেশদ্বারে সূর্যের আলোয় জ্বলছিলো প্রতিশ্রুতির প্রদীপ।
তারা শুনেছিলো—
"তোমাদের জন্য খোলা মুক্তির দরজা,
ভয় নেই, এসো, নিরাপদ আশ্রয়ে!"

শিশুরা হাসতে হাসতে ঢুকে গিয়েছিলো খেলাঘরে, বৃদ্ধেরা প্রার্থনার মালা গুণছিলো,
পিতার চোখে ছিল কিসের কোন আতঙ্ক!
মায়েরা ছুটেছিলো সন্তানের হাত ধরে,
আর বিশ্বাস'ঘাতক সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিলো— চোখে ভয়ংকর বিদ্রুপের নির্মম আ'গুন!

তারপর এক মুহূর্তেই
অগ্নি'প্রজ্জ্বলিত হলো উপাসনাগৃহ, তলোয়ারের ঝলকানিতে
চূর্ণ হলো বিশ্বাসের মিনার,
র'ক্তের স্রোতে ডুবে গেলো
সেই রাতের নীরব প্রার্থনা।

কারো কণ্ঠে শেষবারের মতো
ধ্বনিত হয়েছিলো কালিমার শব্দ,
কারো চোখে শেষবারের মতো
প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিলো সন্তানের মুখ, তারপর শুধুই নিঃসঙ্গ আর্তনাদ—
শুধুই নির্বাক মৃ'ত্যুর পরোয়ানা...!

র'ক্তাক্ত হয়েছিলো এপ্রিলের মাটি, জবাফুলের মতো ঝরে পড়েছিলো
নিরপরাধ প্রাণ, একে একে।
কিন্তু শহরের দেয়ালে,
সময়ের খসড়ায়, ইতিহাসের পাতায়— কোথাও লেখা হয়নি সেসব নাম!

আজও এপ্রিল আসে হাসির উৎসব নিয়ে, বোকা বানানোর কৌতুকে মেতে ওঠে শহর, কিন্তু একদিন, ঠিক একদিন, প্রতিদিন মাটির নিচ থেকে উঠে আসবে বার বার ভুলে যাওয়া ইতিহাসের আহাজারি!

হে এপ্রিল, তোমার র'ক্তস্নাত গৌরব, তোমার হারিয়ে যাওয়া কান্না,
একদিন প্রতিধ্বনিত হবে বাতাসে,
একদিন লিখিত হবে মহাসত্যের জয়গীতিকা!

রহমতের ঈদ সুবহানআল্লাহ
[ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিমাল্য] — পারভেজ শিশির
৩০ মার্চ ২০২৫ রবিবার

স্থায়ী—
রমজান শেষে ঈদ খুশি ছড়াল,
আনন্দে পুলকিত দিগন্ত পার।।
উতল নয়নে সে আশার আলো,
শুকরিয়া, হে পরওয়ারদিগার।

১ম অন্তরা—

জেগেছে দুনিয়া সেহেরির ক্ষণে ইফতারে সতেজ কৃতজ্ঞ প্রান।।
সংযমী সবে পেরিয়ে রমজান,
ঈদ পেলো মঙ্গল সুখ অন্বেষণে।

২য় অন্তরা—
নূতন পোশাক পরে শিশুরা হাসে,
বৃদ্ধের নয়নে স্নেহ ঝ’রে পড়ে।।
মায়ার বাঁধনে সব আনন্দে ভাসে, দুনিয়ায় শান্তির প্রাসাদ গড়ে।

তয় অন্তরা—
সকল বিভেদ এসো যাই ভুলিয়া
ক্ষমার পরশমণি হৃদয়ে রাখি।।
ঈদের খুশি এসো নয়নে মাখি,
প্রেমে প্রেমে এ জাহান দিই ভরিয়া।

সঞ্চারী—
ঈদ আনন্দে কেটে যাবে আঁধার
ঈদ পথহারাকে পথ দেখালো।।
সব ক্ষতি পূরণ হবে গো আবার
রমজানে রহমান আপন হলো।

স্থায়ী—
রমজান শেষে ঈদ খুশি ছড়াল
আনন্দে পুলকিত দিগন্ত পার।।
উতল নয়নে সে আশার আলো,
শুকরিয়া, হে পরওয়ারদিগার।

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

পুণ্য রজনীর স্নিগ্ধতায়
— পারভেজ শিশির
২৭শে রমজান ১৪৪৬ সন
সন্ধ্যার আকাশে দীপ্তিময় আলো, নীলাভ গোধূলির শান্ত প্রবাহে একটি রাত নামে রহস্যময়,
যে রাতের গুণে ফেরেশতারা
সওয়াবের সওগাত নিয়ে আসে,
যে রাতের ছোঁয়ায় সাগরও থমকে যায়। নক্ষত্রেরা গায় মৃদু সুকোমল সুরে, বাতাসে বাজে আশান্বিত রাগ,
সে রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে রাত স্বর্গের আলোর শুভ সংবাদ। আসমানের দরজা খুলে যায় ধীরে, রহমতের ধারা নামে মাটির বুকে, পাপমুক্ত জীবনের আহ্বানে
উদ্ভাসিত হয় প্রতিটি অনুতপ্ত মুখে। কোথাও কাঁদে একাকী মানুষ,
পাপের ভারে নুয়ে পড়া হৃদয়,
আজ সে খুঁজে ফেরে ক্ষমার আলো,
এই রাত, এমন এই মহিমান্বিত সময়।
হে আল্লাহ মহামহিম, তুমিই মালিক,
তুমিই ক্ষমাশীল, তুমিই দয়ালু,
এই রজনীতে ছুঁয়ে দাও আমায়,
তোমার প্রেমে হোক এ আত্মা নিমগ্ন,
লাইলাতুল ক্বদরের পবিত্র স্নিগ্ধ আলোয়

সূর্য মশালের জয়যাত্রা
[কবিতার ভঙ্গিতে স্বাধীনতা দিবসের ৫৪ বছরে ৫৪ লাইনের বিশেষ ইশতেহার] — পারভেজ শিশির

২৬ মার্চ ২০২৫ বুধবার

যে বুকে তোমরা সুদিনের স্বপ্নচিত্র একমুখী অচঞ্চল মনে এঁকেছো
তোমাদের হাতেই তবে নূতন ভোর হোক সূচিত,
এক মন এক মাতৃভূমির মুক্ত প্রতিধ্বনি হুতাশ ভেঙে জীবনের গান গেয়েছে...!

স্বাধীনতার যে সুগন্ধ ইতিহাসে প্রলেপিত, নদীর স্রোতে, মায়ের আঁচলের ভাঁজে লুকানো — টেকনাফ থেকে সটান তেতুলিয়া
যখন বাতাসে উড়ে যায় লাল-সবুজের পতাকা,
এ কথা জানো তো,
সে পতাকায় এখনো লেগে আছে
আপন ভোলা শহীদের স্মৃতিকণিকা...!

তোমরা যারা নূতন সূর্য দেখছো, তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই
একটি অবিনাশী প্রতিজ্ঞাপত্র — বাংলাদেশ মানে কেবল মানচিত্র নয়,
যে ভূখন্ডে হায়েনা নয়, মানুষের অধিকার, বাংলাদেশ মানে বৈষম্যহীন অববাহিকা,
যে দেশের মাটি মানুষের, কৃতঘ্নের নয়...!

একই মন্ত্রে বৈশাখ থেকে চৈত্র
প্রয়োজনে হবে প্রতিরোধী দেয়াল
তোমাদের কলম হবে মারণাস্ত্র,
কণ্ঠ হবে বজ্রনিনাদী সত্য অকুতভয়, অন্যায় যদি অশুভ ছায়া ফেলে স্বদেশ-ভূমিতে, তোমরাই হবে বিদ্রোহের সূর্য মশাল...!,

বুকে একাত্তরের একমাত্রিক আগুনে,
দেশের মায়ায় ঘর ছাড়তে রাজী থেকো —
এর তেজ দিও না কখনো নিভতে,
স্বাধীনতার বিনিময়ে বরং জীবন বাজী রেখো...!

তোমাদের দৃষ্টি রেখো জাগ্রত রাজপথে, স্বপ্ন রচনার একেকটি প্রতিশব্দ, বিভীষিকাময় যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়ানো অসমাপ্ত প্রতিজ্ঞায় ক'রো সুদৃঢ় নিবদ্ধ, তোমাদের কণ্ঠ প্রেমের গানও শোনাবে, স্পর্শেও জেগে থাকবে স্বজনের মায়ামুখ দুঃসময়ের ঘুমন্ত প্রতিরোধে — দেয়ালের লেখা পুরনো দ্রোহ শব্দ পুনরাবৃত্তি আর কিছুতে হতে কি পারে...!

এই পথ থেমে থাকার নয় স্বদেশবন্ধু,
নদীর জল গড়িয়ে চলে সুদূরে,
সাগরের ঢেউ ফিরে ফিরে আসে আসুক —
তোমরা থামবে না, ফিরবে না পিছু,
এগিয়ে যাবে যত বাঁধা আসে আসুক
যে মাটিতে মুক্তির বীজ পুঁতেছিল পূর্বসূরিরা, সেখানে জন্ম নেবে নূতন কোনো ইতিহাস —
যে কণ্ঠ গেয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার স্বরলিপি, সেই সুরে বাঁধবে আগামী জীবনগীতিকা...!

মরণে নির্ভীক গেয়েছি জীবনের জয়গান,
আজকের দিনে প্রতিশ্রুতি হোক তবে
একটি নবজন্মের মিঠে সকালের মতো, অবিনশ্বর, অবিচল, অপরাজেয় —
বাংলাদেশের মাটিতে সঁপেছি প্রাণ

আমরা স্বাধীন মুক্ত বলাকা অতন্দ্র
বারে বারে লিখি জীবনের মহাকাব্য...

চিকন চাঁদের প্রতীক্ষায়
[ঈদ-উল-ফিতরের প্রাক্কালে কতিপয় অজনপ্রিয় যন্ত্রণা] — পারভেজ শিশির
২৪ মার্চ ২০২৫ সোমবার

রমজানের সমাপনে ঐ যে উঠেছে চাঁদ,
চমকিত 'হঠাৎ ব্যথা'র মতো শীর্ণ,
আকাশের নিঃসঙ্গ কোণে
অপেক্ষার নরম রুপোলি লেখচিত্র—
ক্ষণেক ভাবনা ফিরে আসে,
যেন কেউ তার প্রাণময়ের
পান করেছে সমস্ত দীর্ঘশ্বাস!

কারো গৃহে আলো, কারো গৃহে সাজ,
নূতন পোশাকের ঘ্রাণে মিশেছিল অতীত স্পর্শ, পাঞ্জাবি, শাড়ি, কাচের চুড়ি, রেশমি ওড়নায় লেগে থাকা অপূর্বতম রোমাঞ্চিত গন্ধ—
অন্য কোথাও কারো চোখ ছিল জেগে,
অপেক্ষা করেছিল নির্বাক সন্ধ্যা জুড়ে,
ঈদের চাঁদের মতো হাসি ফুটবে কবে?
চাঁদ ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে শীর্ণতর হয়ে এলে, বুকের কোণে বাঁধ ভাঙে হাহাকার।

কত কীভাবেই যে এ জীবন উত্তীর্ণ
হয়তো সে কিংবা তারা নয়
সফল সব কিছু কোনো না কোনোভাবে
তবু সমস্ত কোলাহলের শেষে—

যে গৃহে উঠেছিল আনন্দের স্নিগ্ধ শস্য, হঠাৎ সহসা কী এক ধাতব ধাক্কায়
ধ্বসে গিয়েছিল নকশি দেয়াল গৃহ, মানুষের মুখের রেখায় এক পলকে
বদলে গিয়েছিল চিরচেনা ভাষাচিত্র...!

চারপাশের মুখগুলো যায় পাল্টে,
যারা কাছের ছিল, দূরের হয়ে যায়, প্রিয়মুখ গেল মিলিয়ে এক লহমায়,
অপ্রিয় মুখ, সে'ও কি ফিরে আসে?
সংসার থেকে উধাও হওয়া কেউ,
আজও কোনো অচেনা কার্নিশে ব'সে,
চেয়ে থাকে রমজানের শেষ চাঁদের দিকে, অপেক্ষার আলো মিশে যায় বিরহের অন্ধকারে। অশ্রু জমে থাকে জানালার কাচে, অপেক্ষারা নিষ্প্রাণ দরজার চৌকাঠে...!

একজন অনিবার্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকে,
সেই ঈদের চিকন চাঁদের নিচে,
ঘুমহীন চোখে কারো ভালোবাসার
অবুঝ অসীম দিঘল প্রতীক্ষায়,
শুধু একটিবার চেয়ে দেখার আশায়,
যার হাসি ছিল কারো ত্যাগের পুরস্কার, যার চাহনিতে জেগে ছিল নীরব উপাসনা...!

এ কেমন সফেদ ঈদের বাহানা!
যেখানে সাজ পোশাকের আনন্দ নেই,
নেই সুখ আলিঙ্গনের উষ্ণতাও,
কে গেয়েছে, এই আগুনাতীত বিরহের সংগীত? কে বোঝে, যে একবার বাতাসের ঘ্রাণ হয়েছে,

সে আর কখনো চাক্ষুষ হয়ে ওঠে না!
রূপে ও বর্ণে সে আর মুগ্ধ করে না!
ঈদের চাঁদ আসে, চাঁদ চলে যায়
বিষাদিত প্রতীক্ষা তবু কিছুতে সাঙ্গ হয় না…

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বিষ প্রভাতের অশনি
[মধ্যপ্রাচ্যের মানবতা লঙ্ঘন ও দুঃশাসন সম্পর্কিত চিৎকার সমুহ] — পারভেজ শিশির
২২ মার্চ ২০২৫ শনিবার

চোখের সামনে মৃ'ত্যুর পরোয়ানা
আগুন ঝরছে আকাশ জুড়ে,
কোলের শিশুকে জড়িয়ে মা ছুটছে অন্ধকারে,
একটা বিস্ফোরণ কেড়ে নিলো তার স্বপ্ন,
বিকট শব্দে দেয়াল ভেঙে ছিটকে বেরোয় ইতিহাস...!

ধূলিসাৎ ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়ে আছে
একটা বই, একটা খেলনা, একটা নামহীন কবর,
আর বাতাসে ভেসে আসে শতকণ্ঠী প্রশ্ন—
“আমার বাবা ফিরে আসবে তো?”

কিন্তু বাবা ফিরে আসে না,
ফিরে আসে ধ্বংসের পরিসংখ্যান,
ফিরে আসে হিসাবের খাতা,
আর যারা সভ্যতার দাবিদার,
তারা দেখে, কিন্তু কিছুই বলে না...!

তাদের চোখে সত্য নেই

তাদের কথায় মানবতা বায়বীয় শিল্প, তারা কেবলই ধ্বংসই ভালোবাসে
যারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী,
তারা অপশক্তির পূজারি,
সবাই তারা নর্দমায় নিপাত যাক...

তাদের সংবাদমাধ্যম সত্যকে হত্যা করে, তাদের বিবেক মরে গেছে সেই কবে!
তারা 'শান্তি'র কথা বলে, আর পাঠায় রণতরী। তারা 'ন্যায়বিচার' শেখায়,
অথচ জ্বালিয়ে দেয় বসতি...!

কিন্তু শোনো, নিপীড়কেরা!
শোষিতের রক্ত কখনো হার মানে না,
ছাইয়ের নিচে এখনো জ্বলছে আগুন,
ধ্বংসস্তূপের ভেতরেও বেঁচে থাকে বিদ্রোহ!

তোমরা যতই মুছে দাও ইতিহাস,
রক্তের প্রতিটি বিন্দু থেকে জন্ম নেবে লড়াই,
একটি শিশুর কান্না একদিন পরিণত হবে বজ্রধ্বনিতে!

বাতাসে এখনো প্রতিধ্বনিত হয় সেই শপথ—
স্বাধীনতার প্রতিটি অক্ষর লেখা থাকবে ধূলিকণায়, সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জ্বল থাকবে ইতিহাসের পাতায়!

তোমাদের রণচাতুর্য একদিন থামবে,
তোমাদের যুদ্ধযন্ত্র একদিন বিকল হবে,
তোমাদের পতাকা একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে,
কিন্তু এই লড়াই কখনো শেষ হবে না!

ছিন্নভিন্ন দেয়াল একদিন গড়ে উঠবে নতুন আশায়, শিশুরা আবার খেলবে,
বিধ্বস্ত মায়ের চোখে আসবে নতুন স্বপ্নের আলো!

কিন্তু তোমরা, যারা অগ্নিস্রোতে গড়েছো সাম্রাজ্য, যারা রক্তের নদীতে লিখেছো তোমাদের জয়গান, তোমাদের বিচার করবে সময়—
তোমাদের পরিণতি হবে অন্ধকারের অতলে!

আগুন ঝরছে আকাশ জুড়ে,
শিশুর কান্না পুড়ে যাচ্ছে বিস্ফোরণের শিখায়,
রক্ত লেপ্টে আছে মাটির গায়ে,
আর সভ্যতার দাবিদাররা তাকিয়ে আছে নির্বাক চোখে— হায়, কী নিষ্ঠুর এ নীরবতা!

তাদের হাতেই কলম, কিন্তু তারা সত্য লেখে না,
তাদের চোখেই আলো, কিন্তু তারা রক্ত দেখে না,
তাদের বুকেই হৃদয়, কিন্তু সেখানে মানুষের জায়গা নেই!

ওরা কেবল হীনশক্তির পূজারি,
ওরা নতজানু যুদ্ধের বেদিতে,
ওরা একপাক্ষিক সহানুভূতির ভিখারি!

ধ্বংসস্তূপের ধুলোয় পড়ে আছে
একটি পুড়ে যাওয়া গল্পের বই,
একটি রক্তমাখা খেলনা,
একজন বিধ্বস্ত দিশেহারা মা,
একটি নির্বাক প্রশ্ন—
"আমার সন্তানের অপরাধ কী?"

কিন্তু আগুনের ধ্বংসস্তূপেই জন্ম নেয় প্রতিরোধ, রক্তের প্রতিটি ফোঁটায় জ্বলে ওঠে বিদ্রোহ, ভস্মের নিচেই লুকিয়ে থাকে আশার মন্ত্রবীজ..!

তারা জানে, একদিন আবার জেগে উঠবে স্বপ্ন,
একদিন শহীদের রক্ত থেকে ফুটবে স্বাধীনতার ফুল, একদিন নতুন সূর্য উঠবে—
প্রতিটি বন্দী কণ্ঠস্বর ফিরে পাবে তার গান..!

ওহে নিপীড়ক, শোনো!
তোমাদের অস্ত্রের গর্জন থমকে যাবে,
তোমাদের যুদ্ধযন্ত্র থেমে যাবে,
কিন্তু দগদগে এ ক্ষত—
এই রক্তস্রোত—
তোমাদের সমাধি লিখে দেবে সময়ের পাতায়..!

ওদের কেউ পুড়ছে না, আসলে পুড়ছে সভ্যতার মুখোশ, পুড়ছে বিবেকের দাবিদারদের ভবিষ্যত
আর আমরা জ্বলছি আজন্ম প্রতিশোধের আগুনে..!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

জাগ্রত কবিতার দেশে
[কবিতা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ উচ্চারণ]
— পারভেজ শিশির
২১ মার্চ ২০২৫ শুক্রবার
যে কাব্যগ্রন্থ পান্ডুলিপির ধার ধারে না আজ তার শব্দেরা সুতীব্র জাগরণে,
ঘোষণা করেছে, কবি নিমগ্ন মহাপ্রাণ
নীল কালির সমুদ্র ছুঁয়েছে আকাশ—

চন্দ্রমতীর রঙধনু অববাহিকা পেরিয়ে, কবিতার দেশে পালিত মহোৎসব আজ...! যেখানে নীরবতা বুকে পাথর বাঁধে, সেখানে কবিতা হয়ে ওঠে বিদ্রোহ, যেখানে প্রেম হারিয়ে ফেলে পথরেখা, সেখানে কবিতা জ্বালে দীপশিখা। আমাদের গৈরিক কান্নার ভাষা, আমাদের অনন্ত স্বপ্নের নকশা, প্রথম আলোয় শিশুসুলভ পায়ে
একটি কবিতা হাঁটতে শেখে,
প্রথম বৃষ্টিতে কাঁপা কাঁপা চোখে কালপ্রাণ হে, তোমার জীবন উচ্চারনে একটি দুটি শব্দ যেন গর্ভধারণ করে...! একদিন কবি অন্ধকারে লিখেছিল ক্ষত-বিক্ষত সব পঙক্তি,
এক নারীর চোখে নেমেছিল
অব্যক্ত কবিতার বিবিধ অন্ধকার— আজ তাদের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হয় শব্দশ্রমী হৃদয়ের স্পন্দন!
শিরিষ পাতায় বাতাসের ভাষা,
বৃক্ষের কোটরে কবির নাম—
আজ শব্দেরা বেঁচে থাকুক
উৎস জগতের অশনি অন্ধকারে
অক্ষরের চেয়ে অধিক প্রাণ হয়ে...! যে ছিন্নমূল মানুষটি একদিন কালরাত্রে বসে রুহের আলোয় লিখেছিল একটি ব্যথিত আনন্দের কবিতা,
তার জন্য আজ তোমার দীপ জ্বেলে, তার স্বপ্নের প্রমিত ভাষাচিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও গ্রহ নক্ষত্রে...!

যে বদ্ধভূমিতে সত্য চাপা পড়ে থাকে, যেখানে স্বাধীনতা বন্দি হয়—
সেখানে কবিতা হয়ে ওঠে পুষ্পমুখরিত, সশব্দ আঘাতে সেখানে প্রেমের ক্ষরণ হয় যেখানে ভালোবাসা রুদ্ধদ্বার নির্বাক, সেখানে ওড়ে কবিতার প্রশান্ত বলাকা!
আজ এখন কবিতার দিন,
তোমার কণ্ঠে কবিতা হোক উচ্চারিত,
যেন সবাই জীবনের জন্য বাঁচে—
প্রেমের জন্য, প্রতিবাদের জন্য,
জীবনের জন্য, দ্রোহের জন্য, মৃত্যুর জন্য
আর সেইসব নিহত মুখগুলোর জন্য—
যারা আজও শব্দ হয়ে উঠতে পারেনি...!
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

অনন্ত আরাধনায় বিলীন
[তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী (রহ:) এর পবিত্র রুহকথিকা] — পারভেজ শিশির
২০ মার্চ ২০২৫ বৃহস্পতিবার

রাত্রির নিঃস্তব্ধতা যখন ঘনিয়ে আসে,
আকাশের তারা একে একে নিভে যায়,
সে তখনও জেগে থাকে— একাকী,
ধূলি-ধূসর পায়ের কাছে ছড়িয়ে থাকা, পুরো এক পৃথিবী নীরবতার ভিতর,
সে ডাকে, শুধু ডাকে—
সে বলে, “প্রভু, আমায় গ্রহণ করো, আমি তোমারই প্রেম কণিকা মাত্র।” হে প্রভু!
তুমি কি শোনো আমার আত্মার আকুতি?

যে আত্মা তোমারই দান, তোমার পথের যাত্রী...!

তার কণ্ঠে কোনো ক্লান্তি নেই,
তার চোখে নেই কোনো বিরক্তি,
তপ্ত সূর্যের নিচে সে হেঁটেছে,
সারারাত সে প্রেমপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে— নিঃসঙ্গ মরুর বুক চিরে,
প্রার্থনার সুর তুলে আকাশে।

হৃদয় তার মুক্ত অন্তরীক্ষ,
যেখানে মহামহিমের নামের আহাজারি,
অনড় একাগ্রতা, আর মগ্নতা, আর প্রার্থনা। সে বলে যায়—
"আমি কিছু চাই না,
তোমাকে চাই— শুধুই তোমাকে!
এ দুনিয়ার সোনার অবকাঠামো,
মানবের সৃষ্ট মোহনরাজ্য,
সমস্ত কিছু মিথ্যে, যদি তুমি না থাকো! তুমি আছো, তুমি আছো,
আমার শিরায়-উপশিরায়, হৃদয় অলিন্দে আমার নিশ্বাসে, আমার ব্যথায়।"

তাঁর প্রথম থেকে শেষ দিন অবধি,
যেন সে নিখাঁদ প্রেমিকের অবয়ব—
যে প্রেমিক ভালোবেসেছে তার স্রষ্টাকে, একমুখী, অবিচল, অপ্রতিম, স্থিরচিত্ত নিজেকে জ্বালিয়েছে তপস্যার অনলে প্রভুর প্রেমের দহনে, নীলক্ত নীলে...

যখন শিশুকাল, দারিদ্রের কষাঘাতে

পথে পথে, দাসীর ঘরে বাড়ন্ত সময়,
মনে ছিল তার এক অদ্ভুত অস্থিরতা—
একই বিরহ, একই ব্যাকুলতায়,
যে বিরহ কেবল স্রষ্টার প্রেমিকের
সে জানতো, এই জগত ক্ষণিকের মায়া,
সে জানতো, দেহ ক্লান্ত হবে, চোখ যাবে নিভে, কিন্তু আত্মার পিপাসা ঘুচবে না,
যতক্ষণ না সে মিশে যাবে
প্রভুর প্রেমে, এক হয়ে যাবে তার অস্তিত্বে।

কতজন তাঁকে বলেছে—
“তুমি একা, তুমি দরিদ্র, তুমি নারী—
এই সাধনা কি তোমার জন্যে?”
কিন্তু সে হাসে, সে বলে—
“প্রেমের পথে কেবল একটাই পরিচয়— ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ, ধ্রুবতারার প্রায়...!

সে কাঁদে, সে হাসে, সে ডাকে—
সে বলে—
“প্রভু, তোমার প্রেমে আমি বিলীন হতে চেয়েছি, তোমার আলোয় আমার আত্মা জ্বলে উঠুক।”
তার প্রতিটি নিশ্বাসে ছিল ইবাদতের সুর,
তার প্রতিটি কান্নায় ছিল স্মরনাগতের আকুতি,
সে এমনভাবে প্রাণময় চেয়েছিল,
যে প্রভু সাড়া না দিয়ে পারেননি।

তার চোখের জল, তার কণ্ঠের কাঁপন,
তার প্রেম—
সেই প্রেম যা মানুষকে দাসত্ব থেকে দেয় মুক্তি,
সেই প্রেম যা মানুষকে ছিন্ন করতে শেখায় মায়া আসক্তি—

সে জানতো, যে ডাকতে জানে,
তার জন্য প্রভু অপেক্ষা করেন,
যে সত্যিকারের প্রেমিক,
সে ফেলে আসতে পারে দুনিয়ার সমস্ত লোভ,
সে মুছে ফেলতে পারে আত্মপরিচয়,
আমিত্ব মানে নিজের শেকলে নিজে বন্দি,
শুধু প্রভুর প্রেমে নিজেকে বিলীন করার জন্যে...

রাতে যখন আকাশ অন্ধকার,
সে দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ—
তার চোখে শুধুই অশেষ পিপাসা,
তার কণ্ঠে একটাই শব্দ—
“আমার রব! আমার রব!”
এমন প্রেমিকের ডাক কি খালি যেতে পারে? সে তো সর্বজয়ী হয়েই থাকে সদা সর্বদা— তার উজাড় প্রেমই তো তার প্রকৃত সফলতা। সে বলে, “আমি প্রেমিক,
এ প্রেম আমার মহান রবের প্রতি,
এ প্রেম শাশ্বত, এ প্রেম চিরকালীন”

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

"একাকীত্ব যদি না থাকতো—
হয়তো তবে বেশি একা হয়ে যেতাম,
প্রাণপ্রিয় যদি কাছে থাকতো,
নির্জনে বসে কি তার কথা ভাবতাম!"
— আক্ষরিক নাগরিক | পারভেজ শিশির

(“মৃ'ত্যু আমার প্রিয়ার কালো চোখ কেড়ে নিলেও কি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির স্মৃতিকে কেড়ে নিতে পারে…! চোখের চাওয়ায় সে ফিরে ফিরে এসে, অনন্তকাল ব’লে যায় ভালোবাসি… ভালোবাসি…”)

এই কী তবে সেই জীয়নের প্রকৃত আখ্যান— স্থিত হবে অতীত, বিচ্ছেদ হবে প্রাণদোঁহে, শূন্যময় প্রমাদ, সে নেই অথচ সে রয়েছে, সমর্পিত হতে অকপট, প্রাণের উপর প্রাণ...! একাকী পাথর জীবনে এভাবে সব প্রাণময়...
— শেষ স্পর্শের গান | পারভেজ শিশির

আপনা হারায়ে খুঁজেছি
— পারভেজ শিশির
১৭ মার্চ ২০২৫ সোমবার

কত জায়গায় তো কত কিছু পাওয়া যায়, দিনের আলোতে সপ্তর্ষি কই...!
মসজিদের চৌকাঠ ছুঁয়ে বললাম,
— তুমি কি এখানে আছো?
কোনো সাড়া এলো না, কেবলই বাতাসে ধুলো...
মদের পাত্র হাতে রিন্দুতের কাছে গেলাম,
সে হাসল, চোখে আকাশের রং মেখে বলল,
— তাঁর সন্ধান যদি চাও, হৃদ সাধনা করো,
তাঁরে পাবে, শান্তি স্পন্দনে —
শান্তি মানেই সেই অবিচল অদ্বিতীয় রাজাধিরাজ, পবিত্রতম কণ্ঠে ধ্বনিত - আস-সালাম, আস-সালাম...

খুঁজলাম তাঁকে গোলাপের পাপড়িতে,
সেখানে পেলাম মেহেক, পেলাম মৃদু স্পর্শের সুখ, শুনলাম পাখির কণ্ঠে তাঁর গান,
রাতের আকাশে তাঁর পদচিহ্ন আঁকা...!

যারা তাঁকে মাটির দেয়ালে বন্দি করতে চাও,

জানো না কি —!
সে মুক্ত বাতাসে আতরগন্ধী অবয়ব
সে ঢেউয়ের মতন আদি হতে অন্ত,
সঘন কোলাহলে অথবা কবরের নিস্তব্ধতায়,
চোখে অথবা ঘাসে শিশির হয়ে ঝরে...!

আমার পানপাত্র উঁচিয়ে বললাম, "সুনেহরা মেহসুস" — এসো, আনন্দে ভেসে যাই,
কারণ জীবন মুহূর্তের জন্য,
আর প্রেম—
সে তো মহামহিমের চুম্বন মাত্র...!

খুঁজো না তাঁকে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে,
তাঁকে খুঁজো না নিয়মের কঠোর শৃঙ্খলে,
তাঁকে খুঁজতে গেলে ডুব দাও হৃদয় সমুদ্র সারল্যে, সেখানে সে হাসে, সে প্রেম, সে আলোর অন্তরালে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা @ ২০২৫

পৃথিবী প্রাণের সমাবর্তনে
— পারভেজ শিশির
১০ মার্চ ২০২৫ সোমবার

প্রাণ —
আমি বাতাস, আমি প্রশ্বাস,
আমি অদৃশ্য সুরের আভাস।
আমার কোনো ব্যাখ্যা নেই, আমি প্রশ্ন প্রশ্নাতীত, তবু আমি আছি, আমি বুঝিয়াছি
তোমার রক্তের মাঝে বাজে আমার সংগীত!

পৃথিবী —
আমি মাটি, আমি অধীত জল,
আমি স্পর্শের কুসুমিত কোল;
আমার বুকের মাঝে বীজ ফোটে,
আমি জন্ম দেই, আমি ধারণ করি—
আমি তোমার স্মৃতি ধরণীতল!

প্রাণ —
তুমি ঘর, আমি সে ঘরের অতিথি নিত্য!
তোমার ছোঁয়ায় আমি স্বরূপ স্মরণাগত,
কিন্তু তোমার আকর্ষণে সমুদ্র শুকায়ে যায়, আমি উড়তে চাই, মুক্ত হতে চাই,
আলো আর অন্ধকারের মাঝখানে আমি দ্বিধাগ্রস্ত!

পৃথিবী —
তুমি মুক্তি চাও, কিন্তু কোথায় যাবে? আকাশের অতলে কি আশ্রয় আছে?
তুমি বেরঙ বাতাস হয়ে বিলীন হবে?
নাকি আগুন হয়ে জ্বলে উঠে,
আমার বুকে ছাই রেখে যাবে?

প্রাণ —
আমি প্রেমিক, আমি পথিক—
আমি সেই বাঁশির ক্রন্দন,
যে বিচ্ছেদের সুর বয়ে বেড়ায় অনুক্ষণ, আমি তার ইশারায় চলেছি সঠিক,
যার কাছে আমি ফিরতে ছুটেছি দশদিক!

পৃথিবী —
আমি জননী, বহুমাত্রিক প্রতীক্ষায় সমর্পিত

তুমি চলে যাও, আবার ফিরে আসো,
কেননা তুমি আমারই সারাংশ,
তোমার শেকড় আমার গভীরে প্রোথিত,
তোমার প্রকাশিত বীজ একই সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংস!

প্রাণ —
তবু আমার হৃদয়ে জেগে থাকে
ঐকিক শূন্যতার গান সবার অলক্ষ্যে—
যেখানে কোনো সীমানা নেই,
যেখানে দেহের দেয়াল নেই,
সেখানে আমি হারিয়ে যেতে চাই!

পৃথিবী —
জানি, একদিন উড়ে যাবে তুমি,
একদিন আমিও তোমায় ছাড়তে শিখব,
কিন্তু তোমার প্রতিটি স্বরধ্বনি,
আমার বুকে লিখে রাখব—
তুমি আমার সত্তা, আমি তোমার স্মরণকাব্য!

[সমোচ্চারণে]
তুমি আমি একীভুত—
বিচ্ছেদ মিলন একটি সূত্রে গ্রন্থিত, আমি মহাশূন্যের দিকে ধাবিত—
তুমি সেই শূন্যতায় সমাহিত,
আমি উড়ি— তুমি আমায় টেনে রাখো,
আমরা একত্রিত অথচ চরিত্রে কত ভিন্ন...! একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বিলীন আত্মার গানে
— পারভেজ শিশির

৯ মার্চ ২০২৫ রবিবার

অনেক হয়েছে শব্দবিধুর অষ্টরম্ভা নৃত্য, আর কলঙ্কিত হতে চাইনে—
এ মাটির দেহ নিয়ে এত মাতামাতি কিসের? রক্তে, শিরায়, প্রশ্বাসে—
যে আগুন জ্বলে, সে কি কেবল মাটির?
যে ব্যথা জাগে বুকে, সে কি কেবল শরীরের? বলো, রুহের ভাষা কি বুঝেছ?

শুধু ফসল ফলাতে জানো,
শুধু জমিন চষে যাও রাত্রি-দিন— কিন্তু আজও মনের কর্ষণকলা শিখলে কই? ভিতরে যে অনাবাদী প্রান্তর পড়ে আছে, তার জন্যে কবে আর বীজ বুনবে?

এই কাল, এই প্রহর,
আর কোন শমনে দন্ডিত হলে শুদ্ধ হবে?
এখনো কি সময় আসেনি নিজেকে চেনার?
দেহলতার সব গোপন জ্ঞান তো চাক্ষুষ— শরীরের কাঠামো, বহুকোষী বিস্তারও
কিন্তু তোমার আত্মা কোথায়? কোন অন্তরীক্ষে!

রুহের কথা শোনো,
যা আতরগন্ধী বাতাসে ভেসে আসে,
যা জলের কান্নায় ধ্বনিত হয়,
যা রাত্রির নক্ষত্রে জ্বলে ওঠে
এক অনন্তের আহ্বানে।

এই যে দিন চলে যায়,

এই যে রাত পেরিয়ে ভোর আসে,
এই যে জন্ম আর মৃত্যুতে পথ চলা, এর মধ্যে তুমি কোথায়?
কোথায় তোমার আসল তুমি?

তুমি কি শুনতে পাও সেই ডাক? শূন্যের গহীনে যে সুর বাজে, তোমার ভিতরেই যে রাগিণী জাগে, তোমার নিশ্বাসে যে ধূপ জ্বলে— সেই গন্ধ কি একবারও চিনতে পেলে?

দেহের খাঁচা একদিন ভেঙে যাবে, ফসলের ক্ষেত একদিন উজাড় হবে, তোমার গড়া ইমারত ধুলোয় মিশবে, কিন্তু আত্মার শিখা কি নিভবে?
"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"

জেনো,
তুমি কেবল মাটি নও, শরীর নও,
তুমি শাশ্বত রাগিণী, আলোর নদী,
তুমি উর্বর অববাহিকা, সুরের রাহবার।
রুহের কথা শোনো,
অন্তরের সেই অন্ধকারে আলো জ্বালাও,
এই কাল, এই প্রহরে—

আবার আমরা মানুষ হই
[আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কবিতা] — পারভেজ শিশির
৮ মার্চ ২০২৫ শনিবার

'যে' দেহে এখনও ক্ষীণ
সে ছিল সদ্য জ্বলা প্রদীপ,
এক টুকরো সকাল
ভোরের শিশিরে ভিজে থাকা—
যেন সাদা বকপাখির ডানা।

তার কণ্ঠে ছিল বৃষ্টির নূপুর, বুকের ভিতর অজানা সমুদ্রস্বপ্ন, সে জীবন শুরু করে অথচ কেমন তার শেষ! আর চোখে—
কী সব নিষ্পাপ রঙিন মেঘ!

কিন্তু একদিন অথবা প্রায় প্রতিদিন,
ভীষণ অন্ধকারে কিছু অশুভ ছায়া
নিজেকে মানুষ ভেবে,
ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল সব—
চারিদিকে কেবল ছোঁপ ছোঁপ লাল
শুভ্রতার বদলে লাল তার স্বপ্ন, তার সকালবেলা...

তারপর?
শুধু নীরবতা,
কোথাও রোদ নেই,
কেবল পাথর হয়ে থাকা কিছু মুখ,
আর বাতাসে গুমোট আর্তনাদ।

একটা জীবন এভাবেই অসুস্থ,
আধো আধো বাক্যে সম্পূর্ণ বিরতি এখন। এক চিলতে চাঁদ,
অস্ত গেছে ঘূর্ণিঝড়ের সকালে,

তবু কেউ কিছু টের পায়নি—
কেননা, দেয়ালগুলো শব্দ আটকায়,
আর বিবেক মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকে; তারা কি বেঁচে ছিল? তারা কি বেঁচে আছে!

কিন্তু দ্যাখো,
এই আকাশ তার চোখের সমুদ্র ধুয়ে দিচ্ছে, পাতার ফাঁকে ফাঁকে কান্না জড়ানো বাতাস তার নাম ফিসফিসিয়ে বলে যাচ্ছে।

'যে' দেহে এখনও ক্ষীণ,
সে রয়ে গেছে রোদের ভিতরে,
আলো হয়ে—
তবে গন্তব্য কি আরও বহুদূর...!
আগুন হয়ে কোটি কলমের কালিতে—
একদিন নিশ্চয়ই আসবে সে ঝড়ের মতো, চূর্ণ করবে সব পিশাচের হানাহানি, ফিরিয়ে দেবে বিশুদ্ধ আলো
এই বিবেকহীন বসুন্ধরায়...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫
সত্য প্রাণে মুক্তির স্বরলিপি
— পারভেজ শিশির
৭ মার্চ ২০২৫ শুক্রবার

(শিষ্য ও উস্তাদের আলাপে সহজ ও সত্য মানুষের চরিত্র নির্মাণের চেষ্টা চলমান)

শিষ্য:
উস্তাদ, কোন্ প্রাণ কোথায় রেখে
সে চলে একা, ধুলোভরা পথ ধরে?
নিঃশব্দ পায়ের ছন্দে কি লুকিয়ে আছে,

অদেখা কোনো মোহমুক্ত সত্যের সুরধারা?

উস্তাদ:
সে চলে সময়ের সীমানা পেরিয়ে,
তার চোখে জ্বলজ্বল করে দূরের আলো, দুনিয়ার মোহে নেই তার কোনো সংযুক্তি, সে শুধু খোঁজে এক অদ্বিতীয় প্রেম।

শিষ্য:
সে কি তবে খোঁজে না সোনার সিংহাসন? না কি, ক্ষমতার শৃঙ্খল ছুঁয়েও না দেখে? তার হৃদয়ে কি তবে বিশুদ্ধ নদী?
সে কি জানে— কোথায় সত্যের উৎস?

উস্তাদ:
সে জানে, পৃথিবীর সব কিছুই মায়া,
সব মায়ার শেষে থাকে শুধু ভালোবাসা।
সে বসে নির্জনে, অন্তররেণু ধ্যানে ডুবে যায়, তার মনের দরজায় আঘাত করে
অগণিত জিজ্ঞাসার ঢেউ।

শিষ্য:
তার হাতে নেই সম্পদ, নেই রাজ্য,
নেই অর্থকরী ফসল, তবু কি সে ধনী?
তার নিশ্বাসে কি ওঠে-নামে
অদৃশ্য কোনো মহাসত্যের ধ্বনি?

উস্তাদ:
সে ধনী, কারণ তার অন্তর শুদ্ধতম,
সে জপ করে সবার অন্তরালে নিশিথ গভীরে,

তার নিশ্বাসে ওঠে-নামে, তরঙ্গিত হতে থাকে মহাপ্রভুর সুমধুর পবিত্র নামের শব্দধ্বনি...!

শিষ্য:
সে সবার মাঝে থেকেও আলাদা কেন?
তার হৃদয় কি তবে অহংকারশূন্য? সে'ও সম্ভব! সে কি ভালোবাসে পথের ফকিরকে?
সে কি শুনতে চায় নিঃশব্দ কান্নার ভাষা?

উস্তাদ:
সে ভালোবাসে সুপথের ফকিরকে,
সে ভালোবেসে পান করে দুঃখিত চোখের জল,
সে দেখায় সহজ পথ, যে পথে শুধু প্রেম, যেখানে নেই রাগ, গরিমা নেই, নেই প্রতিশোধ।

শিষ্য:
সে কি শেখায় ক্ষমার সংগীত?
সে কি বলে, "ক্ষমা করো, তাতেই আছে মুক্তি"?
সে কি বোঝে বেতাল বাতাসের ভাষা?
সে কি পড়তে পারে জীবনের গভীরতম ব্যাখ্যা?

উস্তাদ:
শেখায় সে নিঃশর্ত ক্ষমার অতুলনীয় সংগীত,
সে উচ্চারণ করে, "ক্ষমা করো, তাতেই আছে মুক্তি।"
সে রুমির কবিতায় পায় ধ্যানের অনুপম ছন্দ,
গালিব শেখায়, প্রেমকে কীভাবে আপন ক'রে নিতে হয়
সে লালনের গানে খুঁজে নেয়, বিশ্রাম ও অনন্তের জ্ঞান।

শিষ্য:
সে কি জানে, মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরের আরাধনা?

সে কি জানে, বিনয়ই সত্যের প্রথম ধাপ?
সে কি জানে, ক্ষমাই সবচেয়ে বড় শক্তি?
সে কি জানে, আত্মশুদ্ধিই একমাত্র মুক্তির সোপান?

উস্তাদ:
সে জানে, সে বোঝে, সে শোনে
তাই সে হাঁটে দূর অজানায়।
তার গন্তব্য কোনো শহর নয়, কোনো প্রাসাদ নয়,
তার গন্তব্য নিজ অস্তিত্বের সীমানা,
যেখানে ঐশ্বরিক প্রেম অপেক্ষায় রয়েছে...!

শিষ্য:
উস্তাদ, সেই পথ কি আমারও হতে পারে?
সেই প্রেম কি আমাকেও স্পর্শ করবে?
আমি কি পারব মোহের বাঁধন ছিঁড়ে
সত্য আলোকে বেছে নিতে?

উস্তাদ:
"সব মায়া ছেড়ে দাও, ভালোবাসার পথ ধরো,
শুধু প্রেম, শুধু করুণা, শুধু আলোর সন্ধান করো"
যে মনে ও মাথায় ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ—
যে মুক্ত তার হৃদয়ে,
সে-ই সত্যকে পাবে।

(উস্তাদ ও শিষ্য এবার একসঙ্গে ধ্যানমগ্ন, বাতাসে ভাসতে থাকে ধ্রুব সত্য সুর...)

রুহকথার রূপনগরে
— পারভেজ শিশির
৬ মার্চ ২০২৫ বৃহস্পতিবার
(রুহ ও দেহ একে অপরের মুখোমুখি, কালের অতলে এক অন্তর্লীন কথোপকথন—)

রুহ:
কলমের গায়ে ধুলো জমেছে,
বিদ্যার শরীর বিষণ্ণ,
জ্ঞানের প্রদীপ আধো আলোয় টলে—
তুমি বলো দেহ, প্রেমের অক্ষরজ্ঞান কি আমার আছে?

দেহ:
তৃষ্ণার আয়না হাতে নিয়ে
তুমি ছুটে চলেছ জলের দিকে,
নদী আর সমুদ্রের পার্থক্য না জেনে—
একই তাবুতে সারা জীবন কাটালে,
সেখানে সূর্যোদয়ের হিসেব রাখনি কেন?

রুহ:
সূর্যোদয়!
সে তো ছিল আমার চোখের আড়ালে,
আমি তো ছিলাম দ্বন্দ্বের শূন্য গহ্বরে আকাশের মত মুখ নিয়ে ভাবনায় ডুবে—
এই রোদ, এই মেঘ, এই বৃষ্টির পারম্পর্যে!

দেহ:
আকাশের খামে যদি প্রশ্ন লেখা থাকে,
তবে উত্তরের কালি কি র'ক্তজল?
জীবনের কারুকাজ যদি একবার আঁকো,
তবে সেই রেখায় বার বার বিষাদের মুদ্রা কেন?

রুহ:
কারণ আমি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম,
আমার ভিতরে দুর্বার লড়াই চলেছিল—

রুহের শুদ্ধতা, দেহের মায়া, সংসারে ঔজ্জ্বল্যে, কে জিতবে? কে হারবে?

দেহ:
আমি তো মাটির সৃষ্টি বোধিবৃক্ষ,
আমার তৃষ্ণা ধুলোর গভীরে,
আমি নশ্বরের খেলার সামগ্রী—
কিন্তু তুমিই বলো, আমি কি প্রেমহীন? প্রেমশূন্য হলে কি আর বসন্তে এত ফুল ফোটে...!

রুহ:
তুমি প্রেম জানো, কিন্তু তা হলো শর্তযুক্ত, আমি প্রেম জানি, কিন্তু তা হলো শাশ্বত। তোমার প্রেম শরীরের স্পর্শে জাগে,
আমার প্রেম মহাজনের আলোয় জ্বলে।

দেহ:
তবে কি প্রেম বিভক্ত?
তবে কি মোহ, আসক্তি, তৃষ্ণা, আক্ষেপ— সবই বিভ্রম?

রুহ:
না, বিভ্রম নয়,
কিন্তু সত্যের মাঝে মায়ার পর্দা থাকে, যে দেখেনি সূর্যোদয়, সে কি আলো চেনে?

দেহ:
তবে আমি কি এক অন্ধ পথিক?
আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার ক্ষুধা, সবই কি ব্যর্থ?

রুহ:
না, তুমিও প্রয়োজনীয়,
তুমি ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জানো, তুমি আমার কারাগারও!

দেহ:
কারাগার!
তবে কি আমি কেবলই বন্দিত্বের দেয়াল?

রুহ:
তুমি যদি কেবল মাটি হও,
তবে আমি কেন আকাশের দিকে চাই?
তুমি যদি কেবল র'ক্ত-মাংস হও,
তবে আমি কেন নক্ষত্রের ভাষা শুনি?

দেহ:
আমি বাঁচতে চাই,
আমি প্রেম চাই,
আমি দহন চাই,
আমি সুধা চাই,
আমি ম'রে যেতে চাই না!

রুহ:
তুমি মরবে,
আমি থাকবো—
নক্ষত্রের আলোতে,
সমুদ্রের ঢেউয়ে,
তোমার ফেলে যাওয়া নিশ্বাসের শব্দে।

দেহ:
তবে কি আমার তৃষ্ণা বৃথা?

রুহ:
না,
তৃষ্ণা থাকা ভালো,
তবে সে তৃষ্ণা যদি সমুদ্রের না হয়ে, তবে সে তৃষ্ণা যদি আত্মার হয়!

দেহ:
তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?

রুহ:
আমি বরং তোমার অপেক্ষায় থাকবো,
যেখানে রোদ মেঘে মিশে যায়,
যেখানে সময় কাল বলে কিছু নেই
যেখানে বৃষ্টি ধূলিকে ধুয়ে দেয়,
যেখানে প্রেম সত্য সত্য হয়,
সেইখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকবো। একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

মানবতার কথা বলছি
— পারভেজ শিশির
৫ মার্চ ২০২৫ বুধবার

প্রভাতের আলোয় লেখা মহাজাগতিক প্রতিজ্ঞা, মানুষের হৃদয়ে জ্বলে উঠছে অম্লান দীপশিখা প্রকৃতি প্রসব করেছে নদী, বাতাস, অগ্নি, মাটির উর্বর কোলে প্রাণের আদিগান গাঁথা...

অন্তরীক্ষের মাতৃভাষা যে 'মন' বোঝে, ধৈর্যই যে মহাবিশ্বের বিধান, সে জানে, বৃক্ষের শাখাও ঝুঁকে পড়ে সবিনয়ে,
যত যত গ'র্জেই যাক না কেন দূরে
সমুদ্রের ঢেউ ফিরে আসে আপন কূলে...

মানবতার সুর নিনাদিত আকাশে,
ধর্মের সত্য শুধু কোমল করুণায় জাগে,
সৃষ্টি যে বয়ে আনে সৌন্দর্যের ধারা,
সেই প্রাণ-স্রোতে মিলুক সব বিভেদ-যন্ত্রণা...

তোমার প্রতিপালক অদ্বিতীয়, পথ যতই থাক বহু, মানুষের জন্যে মানুষের মুখের হাসিই তাঁর আরাধনা, প্রার্থনার শব্দ নয়, প্রয়োজন সেবার প্রসারিত হস্ত ধূপের গন্ধের চেয়েও পবিত্র অহিংস মানবতা...

যে বৃষ্টি ঝরে পড়ে তৃষিত মরুভূমিতে,
সে কি দেখেছে জাতি-ধর্মের প্রত্যন্ত সাম্রাজ্য! প্রকৃতির প্রতিটি কণা শিক্ষা দেয় বাঁচতে ও বাঁচাতে, সহৃদয় সহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠ গুণপনা এই পৃথিবীতে...

স্নিগ্ধ বাতাস বলে, করো নিজেকে সংযমী,
লোভ আর হিংসা থেকে দূরে রাখো মন,
ধৈর্য আর প্রেমের আলোতেই জাগে
একটি সত্য, এক স্রষ্টা, একক মহাজীবন...

মানুষই মানুষের কাছে হোক স্বর্গের প্রতিশব্দ, কোনো ঘৃণা যেন পথ না করে রোধ
মানবতার আলোয় উজ্জ্বল হোক বিশ্ব,
সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণে জাগুক প্রেম প্রাচুর্য...

তাই, আজও নিত্য এ কথা বলি—
প্রকৃতির মঙ্গল সম্ভার করো রক্ষা, আমাদের চোখে ভাসুক মানুষের প্রতিচ্ছবি সুন্দরতম ভূবনের, ফুরিয়ে আসুক প্রতীক্ষা, আর মানুষের সহিষ্ণুতায় হোক নির্মিত সাবলীল এক আশ্রয়, এক শাশ্বত মহাপৃথিবী...

সুধা অমৃতের সন্ধানে
— পারভেজ শিশির
২রা রমজান ১৪৪৬ হিজরি
৩ মার্চ ২০২৫ সোমবার

রোজার আলো ঝরে ধরার প্রতি প্রাণে, সিয়ামের শুদ্ধ বাতাসে ভেসে যায় দুঃখ পবিত্রতার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় সমস্ত প্রহর যন্ত্রণা হয়ে ওঠে যেন মধুর আনন্দ, ক্ষুধার উত্তাপে জাগে ধৈর্যশীল অন্তর— সহনশীলতার সুমঙ্গল দীপ জ্বালে।

দিনের রোদে তাপে ক্লান্তি এলেও
পরাণ জুড়ায় আসমানি সুধারসে,
রবের সান্নিধ্য যেন সত্য হৃদয় কোণে, যে ক্ষতিতে ছিল বিষাদের ঘনঘোর—
তা-ই যেন আশীর্বাদের রূপ ধারণ করে...!

বেহেশতি সুধায় কেটে যায় সব আঁধার, শোকর, সবর সওয়াবের আলোকে
মানবিক গুণে উজ্জ্বল হয় সংসার,
দয়া ও রহমতের বরকত ঝ'রে পড়ে

যেন নিশি ভোরের নিখিল দিক দিগন্তে...!

যখন শোক এসে হৃদয় যায় ছুঁয়ে,
যখন যন্ত্রণার ঢেউ উঠে নিঃশব্দে, তখনই রোজার প্রশান্ত বাতাসে
মনে জাগে শান্তির কল্যাণময় ছন্দ, ষড় রিপু সংযম, এই আত্মসংবরণ— শত্রুকেও ক'রে তোলে প্রিয় বন্ধু।

আরশের মালিক রবের সন্তোষে
জীবন পায় এক অনন্য উদ্দেশ্য, রোজার সাধনায় রুহ হয় পাকশুদ্ধ, কল্যাণের পথে শান্তির বার্তা আসে।

ভোরের আকাশে রোশনাই জ্বালে সূর্য, সৃষ্টিকর্তার সুচারু নির্দেশ মেনে, সান্ধ্য আযানে প্রশান্ত ছোঁয়া লাগে যেন ধুয়ে দেয় সমস্ত দিনের ক্লান্তি, মুছে ফেলে অজস্র পাপের রূপকল্প...!

রমজানে রোজার অসীম ফজিলত
রুহ দেহ পায় যেন নবজন্মের আলো, যাতনা, ক্লান্তি, অবসাদ যত দুঃখ
সব ক্ষতি যেন নিমেষে হয় প্রাপ্তি, সকল বিষ যেন মধুতে পরিণত,
তবে নিশ্চয়ই এই সংযম, এই ধৈর্য—
রেখে যাবে প্রাণে অনন্ত শান্তি স্পর্শ।

রমজান আসুক জীবনে ফিরে ফিরে
আসুক রহমত, বরকত, আসুক নাজাতে,

সবাই হোক প্রেমময়, কল্যাণকামী আচরণে সিয়ামের এই পরম সুধা হোক চিরন্তন, পবিত্রতার এই প্রশান্তি থাকুক হৃদয় গভীরে… একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

রাত্রি গহিনের সংগীত
— পারভেজ শিশির
২ মার্চ ২০২৫ রবিবার

(নারী কণ্ঠ)
কখনো আমার ভালোবাসাকে
একটু তো বিশ্রাম দাও তোমার বাহুতে! তোমার হৃদয়ের ধ্বনি শুনতে চাই সশব্দে, যেখানে আমার জন্যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়— কখনো আমাকে আঁকড়ে ধরো গভীর আলিঙ্গনে, যেন অনন্তকাল ধরে রয়ে যাই তোমার উষ্ণতায়।

এই রাতে শুধুই তোমার চোখে থাকি,
আমাকে ছুঁতে হবে না,
আমার সৌন্দর্যের ভীষণ তৃষ্ণায়,
আমার আলোয় স্নান করো—
আজ তবে চোখের ভাষায় কথা হোক,
শরীর নয়, শুধু চাহনির উজ্জ্বলতায় হোক প্রণয়োৎসব!

এই সুন্দরতম মুহূর্তগুলো,
আর বৃথা কথায় নষ্ট করো না প্রিয়,
অপ্রয়োজনীয় আলাপে এই ক্ষণ
যেন হারিয়ে না যায় চিরতরে—
আমার জীবন উৎসর্গ তোমার জন্য,
তুমি কি নেবে?

আমার অস্তিত্বের সমস্ত আলো,
এই উজ্জ্বল প্রেমময় রুহ
তোমার দুহাতে অঞ্জলি ভরে তুলে নেবে কি?

(পুরুষ কণ্ঠ)
আমি কি পারবো তোমার
শুদ্ধ সৌন্দর্য ধারণ করতে?
আমার হৃদয় প্রদীপে তো আগুন—
তোমার রূপের স্পর্শে জ্বলতে শেখে,
তুমি কি সেই আগুনে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাও?

সবকিছু দিতে প্রস্তুত আমি,
তোমার জন্য আকাশের সমস্ত নক্ষত্র
এনে রাখতে পারি তোমার পায়ের কাছে,
এই রাতের বাসর কেমন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে
দেখো, আমাদের নিরঙ্কুশ ভালোবাসার দীপ্তিতে!
সারা বিশ্ব আজ স্থির,
শুধু আমরা… আমাদের উন্মত্ত আগুন-জল প্রেম দ্রুতিময়…

(নারী কণ্ঠ)
ভয়ানক পরিণতি নিশ্চিত, তাই না?
আগুন আর জলের প্রেম কখনোই এক হতে পারে না!
তবে এই স্ফুলিঙ্গ প্রেম,
না হয় তবে ধ্বংসের দিকে যাক—
অথবা নিয়ে আসুক অনিঃশেষ বসন্ত;
তাতেই বা কী আসে যায়!
আমি প্রস্তুত, অনড় প্রতিজ্ঞ—
তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে, আমার অস্তিত্ব, আমার ভালোবাসা, এই প্রলয়-প্রেম গ্রহণ করো... করবে?

(পুরুষ কণ্ঠ)
প্রিয়তম প্রণয়পাশা,
এই মুহূর্তের নীরবতাকে বোঝার চেষ্টা করো, কোনো মূল্যেই একে কেনা যায় না,
এখানে নেই কোনো অনুরোধ বা অনুমতির অপেক্ষা— ভালোবাসা কি কখনো শর্তে বাঁধা থাকে?
তুমি অহংকার কোরো না,
ভালোবাসার প্রকৃত রূপে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নেই,
এই রাত, এই আত্মিক দ্যুতিময় সময়,
এই আলো এই আঁধারের মধ্যবর্তী সময়
কেবলমাত্র আমাদের জন্যই বরাদ্দ...

(নারী আর পুরুষের কণ্ঠ মিলিয়ে রাত্রির বুক চিরে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়, কোথাও একাকী চাঁদ ডুবে যায় ধীরে...)

(একসাথে উচ্চারিত)
আমরা আগুন, আমরা জল, তবু একে অপরের অন্তহীন তৃষ্ণা,
আমরা আলো, আমরা অন্ধকার, তবু এক সুরে বাঁধা রাত্রির সংগীত,
আমরা ধ্বংস, আমরা সৃষ্টি, তবু ভালোবাসার নামেই নিবেদন,
আমরা যন্ত্রণার জলধারা, আমরা আনন্দের আগুন,
আমরা অসম্ভবের মিলন, তবু একে অপরেই পূর্ণতা,
আমরা সময়ের অতীত-ভবিষ্যৎ, তবু এই মুহূর্তে চিরস্থায়ী, আমরা একে অপরের নাম, নীরবতা ও প্রতিধ্বনি...

এসো সশব্দে কথা হোক
— পারভেজ শিশির
১ মার্চ ২০২৫ শনিবার

(প্রথম কণ্ঠ)

কোনো একদিন, প্রতিদিন সব প্রহরে প্রতি টুকরো টুকরো মফস্বলে, কোমল কাদার বীজতলা গ্রামে
আমি স্বপ্ন দেখি, লেখা হবে,
নূতন কোনো জীয়নের কবিতা।

থাকবে না কোনো দেয়াল,
যার আড়ালে হারিয়ে যাবে,
আমাদের প্রজন্মের স্বপ্নচিত্র যুগাধিক কালের আশাহত পান্ডুলিপি সহ— রাজধানীর বহুতল ভবনেও
আত্মার বীজ রোপিত হবে,
ভাষাহীন কোনো রোদন
গুমরে মরবে না দগদগে অভিমানে।

(দ্বিতীয় কণ্ঠ)
এমন চোরাবালিতে পা দিও না
যেখানে শব্দগুচ্ছ কেবলই ধ্বনি, শূন্যতার অনুরণন হয়ে ফিরে আসে। অর্থহীন বাক্যভারে,
তোমার আত্মময়তা নিষ্পেষিত হলে,
কে দেবে সাহস—
তোমার খণ্ডিত বিশ্বাসকে জোড়া লাগানোর?

তুমি কি বুঝতে পারো না?
স্মৃতিকাতরতা বিক্রি করে কবিতা চলে না, নামে-বেনামে কেবল অক্ষর বোনা
এই একশ বছরের বেদনা
আসলেই অমরত্বের চুক্তিপত্র নয়।

(প্রথম কণ্ঠ)
তাই তো বলি,
সাপ্তাহিক ও মাসিক সাহিত্যপত্রাদি, তামাশার চাতুর্যে মোড়া,
নোটগোনা ময়ূরপুচ্ছ প্রকাশক।
যে বুদ্ধিজীবী বন্ধঘরে চিৎকার করে, তার কণ্ঠস্বর জনপদের ধুলোয় হারিয়ে যাক...

তবুও…
তবুও আমাদের স্বর স্তব্ধ হবে না, শব্দহীনতার নৈশব্দের নয়,
আমরা বরং প্রসব করব জীবন্ত অক্ষর-বীজ।

(দ্বিতীয় কণ্ঠ)
কবি লেখক না, শুধু তুমি মানুষ হতে চাও নিজস্ব ভাষায় কথা বলে ওঠো
ভাষা হোক চিত্রশিল্পের মতো,
মন মৃত্তিকার নাড়ীছেড়া টান নিয়ে
জন্মাক নতুন কোনো বোধিবৃক্ষ।

কেননা,
শিক্ষা বিবর্জিত অভুক্ত প্রজন্মকে
শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গড়া যাবে না আগামীর স্বপ্ন। এটা কোনো ক্রীড়া আয়োজন নয়,
এটা আমাদের
প্রজন্মান্তরের সত্যের প্রতিচিত্র!

(একসাথে)
আমরা শব্দের ভেতর জন্ম দেই আগুন,
শিকড় গজিয়ে যেতে চাই মাটির গভীরে—

দেয়াল ভেঙে, র'ক্তে লিখি নূতন কবিতা, নৈঃশব্দ্যের অভিশাপ আর মানি না,
আমরা প্রতিধ্বনির নয়,
স্বকীয় উচ্চারণের মানুষ হতে চাই!

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

স্মৃতির বিষণ্ণ বাতাসে
— পারভেজ শিশির
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শুক্রবার
(পুরুষ কণ্ঠ)
ঝলমলে পুরনো খয়েরি স্মৃতির ভিতরে, তোমার হারানো চোখ—
এখনো উজ্জ্বল, এখনো চেনা,
কিন্তু আমি যে দুঃখ-লতা হয়ে গেছি, তোমার শব্দবিহীন বিকেলের দীর্ঘ ছায়ায়, ভেঙে ভেঙে পড়ি,
কান্না পাওয়ানো সুদূরের গোধূলি মেঘে... (নারী কণ্ঠ)
তুমি কি জানো, আমি ভালো নেই?
জানবে কেন? কীভাবেই বা?
তোমার অভিমানের ছায়ায় আমি এখনও বন্দি, তোমার নামে এখনো আমার ঠোঁট কাঁপে,
তবু বলি না—
কেন এলে তুমি? কেন বিজলির মতো
ঝল্সে দিয়ে আমাকে আবার ফেলে চলে যাও সুদূরে? (পুরুষ কণ্ঠ)
আনন্দিত ব্যথার মত
তুমি আমার কাছে চিরকাল ছিলে,
যেমন প্রেম চেয়েছি, দিয়েছ অক্লেশে,

কিন্তু তুমি তোমার নিজের কোনো চিহ্ন রাখোনি, বরং আমাকে তোমার আয়নায় সাজিয়ে রেখেছিলে— আমার ভিতর খোদাই করে রেখে গেলে
তোমার সবটুকু, সবটুকু...!
(নারী কণ্ঠ)
আমি কি তোমার শরীর গহিনের
সেই লুপ্ত নীল সমুদ্র-সংগীত?
আমার স্পর্শ কি এখনো
তোমার আঙুলের গায়ে লেগে আছে?
ভ্রুকুটি করি, মনে মনে বলি—
আমার ‘নাম’ কি বৃষ্টি-হাওয়া হয়ে ছুঁয়ে যায় তোমায়? কাঁপায়? আমার শব্দগুলো কি এখনো,
তোমার নিশ্বাসের চোরাবালিতে হারিয়ে যায়?
(পুরুষ কণ্ঠ)
যদি আমি জিজ্ঞেস করি, কাকে বলছো এইসব,
তবে নিশ্চয়ই বলবে—
কেউ একজন আছে, যে আমার দুঃখ-লতা ছুঁয়ে থাকে, যে আমার ব্যথিত বুকে না বুঝেই হাত রাখে,
যার সামনে আমি মুখ লুকিয়ে বলতে পাইনে,
সেই সব সুগন্ধি ভালোবাসার দিন কোথায়, কোথায়...! (নারী কণ্ঠ)
আমি জানি, তোমার ভিতরে
এক টুকরো অনামিকা ব্যথা রয়ে গেছে,
যা আমাকে ভুলতে দেয়নি,
যা তোমাকে এখনো টেনে নেয় আমার কাছে...
তুমি কখনোই পুরোপুরি ফুরিয়ে যাওনি, আমার বুকের গহিনে,
আমার নিশ্বাসের গভীরে—
তুমি আজও একমাত্রিক বেঁচে আছো...! (একসাথে)

তবু আমরা হারিয়ে যাইনি, রয়ে গেছি এক সুরে— স্মৃতির বিষণ্ণ বাতাসে, নীরবতার গভীরে, যেখানে সন্ধ্যা নামে আমাদেরই একক নামে, যেখানে ভালোবাসা এখনো শব্দ ক'রে ওঠে— একটিই বিস্মৃত অথচ অমরণশীল স্বরে...!

ফাগুন বৃষ্টির সন্ধ্যায়
— পারভেজ শিশির
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সোমবার

অজানা এক জোড়া চোখ,
অথবা কোনো সৈকতে দেখা সাগর পাখি— থেকে থেকেই আমাকে দেখছিল,
বইমেলার ধুলো মেখে হাঁটছিলাম একলা, হঠাৎ— দু’চোখ আটকে গেল
ক্যানভাসের ইলাস্ট্রেশ্যনে আঁকা,
এক জোড়া অচেনা চোখের শার্শিতে...
ওকি চোখ, না কি কবিতা?
ওখানে ছিল এক আকাশ জিজ্ঞাসা,
ছিল উচ্ছ্বসিত বৃষ্টির ব্যাকুলতা,
ছিল অক্ষরের ভেতর হারিয়ে যাওয়ার তৃষ্ণা...!

সে কি আমার বইয়ের দিকে তাকিয়ে?
নাকি আমি তাকিয়েছিলাম তার দিকে—
একটা কবিতা জন্মানোর আগমুহূর্তের মতো? হাতে ধরা ছিল ‘নিখোঁজ পাঁজর’,
এ কী কবিতা নাকি নাটক...!
পাতা উল্টে যাচ্ছিল ধীরে—
আঙুলের ছোঁয়ায় অক্ষরগুলো
তার বুকের নিশ্বাসে ফুল হয়ে ফুটছিল

শব্দের আলো, তার গালের রঙ চুরি করে নিচ্ছিল...!

আমি কি কিছু বলেছিলাম?
নাকি চোখের ভাষাতেই সে বুঝে নিয়েছিল—
কোনো নির্ঘুম রাতে ঠিক এরকম
একটা কবিতা, তাকে ভেবে লিখেছিলাম?
সে কি একটু থমকে গিয়েছিল?
একটা নিশ্বাস কি বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে?
আমি কি সেই নিশ্বাসের বিনিময়ে,
তার হাতের তালুতে হৃদপিন্ডের কম্পন রেখে দিয়েছিলাম?

বইমেলার এলোমেলো ভিড়,
শব্দেরা মিশে যাচ্ছে কাগজের ঘ্রাণে,
আর সেই একজোড়া চোখ—
এখনো কি আমার কবিতা অথবা নাটকের ভেতর?
নাকি তার বেফাঁস বিজলি প্রেমে
আমি হয়ে গেছি কেবল এক মুঠো অক্ষর?

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

আমার প্রেমিকবিহীন বই
স্টলের ডিসপ্লেয় ধুলো খায় নির্বাক, কোথায় আমার মুগ্ধ বন্ধু সই!
আমি ভালো আছি, তোরাও ভালো থাক...
নিখোঁজ পাঁজর
ঢাকাএকুশেবইমেলা২০২৫

বাংলায় বেঁচে থাকি
— পারভেজ শিশির

শুক্রবার ৮ই ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

৮ই ফাল্গুন,
আলগোছে ৫২ হতে
আনন্দ আর যন্ত্রণার অশ্রু ঝ'রে পড়ে
আত্মবোধের শব্দপ্রণয় খচিত চিঠির পাতায়,
বাংলা ভাষা জন্ম নেয়, বাংলা মায়ের শূন্য কোলে, ভাষা সন্ত্রাসীরা কোথায় মরেছে আজ!
তারা কি সম্পূর্ণ পাঠ করেছে,
শহীদ মিনারের সূর্যলাল সিড়িতে বসন্তের পরিভাষা? তারা কি জেনেছ, বাংলা তোমার সবটুকু পরিচয়...!

কালো পিচ রাস্তায় আঁকা কবিতার আলপনা,
বলাকা পাখায় উড়ছে শব্দসুর, স্বপ্নভেদী শব্দ, প্রতিটি বুকে একই নিখাঁদ বাঙালি নিশ্বাস— চুড়ি ফিতা দুলে ওঠে শিশুর কুসুমিত হাসিতে,
শাড়ি আর ফতুয়ার রঙে ফুটে ওঠে বাংলার জাগরণী;
দেখো, আমি তোমাকে ভালোবাসি'র বাঙালিয়ানা...

বাংলা, ভালোবাসা লিখে দেয় রোদে পোড়া চিবুকে,
দেশ জুড়ে গান হয়ে বাজে তার সরল বর্ণমালা,
অ আ ক খ - ঘুম ভেঙেই যার পরশ লাগে প্রাণে—
নতুন বইয়ের অক্ষরে, প্রেমের গোপন আলপথে,
গল্পের ভিতরে লুকিয়ে থাকা স্বর্ণালী শব্দশিল্প যাত্রা...!

সাধারণ চোখ মুখে মধু শব্দের প্রীতিমুগ্ধতা,
বাংলায় স্বপ্ন, বাংলায় সংগ্রাম, বাংলায় স্বাধীনতা মাটির শিকড়ে গাঁথা যাবতীয় শৈশব স্মৃতিমালা—
যেখানে শব্দেরা তখনো, এখনো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে!

বাংলা, আমার মায়ের বুকের অনুপম ঠিকানা...

বাংলাদেশ, তুমি মাতৃভাষার মহাকাব্য,
শিরায় শিরায় ধমনীতে বয়ে চলেছো তেমনই, ফাল্গুন এলেই হেসে ওঠো তুমি কেমন—
মায়ের মুখে প্রথম শোনা আহ্লাদী গীতি-কবিতা বাংলা, রক্তের উষ্ণতায় লেখা স্মরণীয় ভূমিকা
আপন শব্দের জোরে জেগে ওঠা বিদ্রোহ বিভীষিকা...

গান হয়ে বাজুক, শহীদ প্রাণের কঠিন উচ্চারণ,
স্মরণে থাকুক মায়ের ভাষা, সগর্বে মহিয়ান
যে ভাষা বুকের গভীরের আলো এবং আগুন,
বাংলার প্রতিটি বর্ণ শব্দ বাক্যের ঘুড়ি আকাশে ওড়ে
যে ভাষা অক্লান্ত ভালোবাসার, দ্রোহের চিত্র আঁকে
যে ভাষায় প্রতিনিয়ত প্রেম, বিরহ জেগে থাকে
বাংলা— ভাষা সন্ত্রাসীর মুখে, যে ভাষা নিজেই কাদা ছোড়ে যে ভাষা স্বতন্ত্র সবাক, বাংলাদেশের পুরো মানচিত্র জুড়ে...! একটি বিশেষ শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

বসন্ত ঘ্রাণের বাতাসে
— পারভেজ শিশির
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বৃহস্পতিবার
"বেদনা খুঁজেছি অমূলক সুখ-ধারায়
মেঘের নীলে সমস্ত দিন ধরে,
অশনি ডাকে অসময়ে রসযাত্রায় অক্লান্ত চোখে কি যেন খুঁজে ফেরে, দিবস রাত্রি একই ক্ষেদ একই ক্ষুধায়... হৃদয় জ্বলে দেহের আঁধার কোঠরে প্রগতি স্বপ্ন কত রঙ মাখে নয়নে, গোপন গলিতে কিছু হতাশ পদধ্বনি

থেকে থেকেই আশার আলো জ্বালে,
সুপ্রভাত হতে নিশিথ কৃষ্ণ প্রহরে... দগ্ধ জীবন অমৃত খোঁজে দহনে
মঙ্গল ধ্যানে পরাজিত রাহু শনি,
প্রাণ থেকে প্রাণে আনন্দ জোয়ার জাগায় কিছু পথ তবু এমনি অকালে বন্ধ,
বসন্ত আবেশ কোনো কোনোখানে বিলাস ফুলের মিছিলে দখল কেবলই রাজপথ,
ধুলো ওড়া পায়ে ফুলকুমারীর উচ্ছ্বাস মুছে দেয় যত ক্লেশ বিভক্তি দ্বন্দ্ব... এসো বসন্ত বাড়ন্ত চালের ঘরে তাম্রকুটের বিষ গন্ধ মিলায়ে, স্বচকিত করো মানবিক প্রতিবন্ধ
আরো আরো কিছু ফুল-সুরভী বিলায়ে, যন্ত্রযুগের যান্ত্রিক যত গান
বসন্ত দিনের কোলাহলে অভিমান আঁকে কিছু কিছু অভিঘাতী প্রচ্ছদ... বসন্ত মানে রমণীয় প্রতিশব্দ খসড়া খাতায় নব নব উৎপেক্ষা, বাতাসে যেমন ফুলপোকা আনন্দে প্রেমিকের বুকে প্রেমময়ী বিদগ্ধ,
আরো কাছে কেউ এসো এই বসন্তে
এমন ঋতু আর না পেতেও পারো,
প্রেম যা জেগেছে ভীষণ নীলের মেঘে
কাহিনী থেকে হয়ে উঠুক তা কাব্য"
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

শিশিরের আত্মকথা - একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রেমশব্দিতা নীল শিশিরের সহজকাব্য
তোমার উজ্জ্বল চোখে একদিন

স্বপ্ন ছিল, সিঁদুরে মেঘের মতো,
আমার কবিতায় যে চোখ খুঁজে নিতো
নিজের সবটুকু অবয়ব, ভালোবেসে—
তুমি যেন বসন্তের প্রথম ফুল,
যার সুগন্ধে ভেসে যেত আমার প্রতিটি শব্দ। তোমার হাসিতে লুকানো ছিল
একটা ঝর্ণার কুলকুল ধারা,
যা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত
অচেনা কোনো নদীর তীরে, নির্বিঘ্নে...

আমি লিখে যেতাম,
তুমি নিঃশব্দে পড়তে, আবেগে, শব্দেরা যেন জেগে উঠত
তোমার বুকের ঘ্রাণ পেয়ে—
প্রতিটি কবিতা ছিল আনন্দপাখি,
তোমার হাতে এসে বসত, নীরবে,
ডানা মেলে উড়ে যেত দূরে, আকাশে—
তোমার নীল শাড়ির কোলাজে
একে একে মুদ্রিত কবিতার প্রতিটি লাইন, যেন আকাশের নীলতায় হারিয়ে যাওয়া অপরাহ্নের সূর্যকুসুম কিরণ, অলক্ষ্যে...

আমি জানতাম, বুঝেছিলাম
তোমার ভালোবাসা ছিল শব্দে,
আমার প্রতিটি লেখায়
তোমার আত্মা ছুঁয়ে যেত, আক্ষেপে কিন্তু জীবন চেয়েছিল আরও কিছু,
যা কেবল কবিতায় মেলে না, মেলে না তুমি খুব চেয়েছিলে
স্বপ্নের বাইরে আরো একটা স্বপ্ন,

যেখানে এক আকাশের নিচে,
আবারও জন্ম নিতে পারে
একটা সুঠাম সশরীরী পৃথিবী, দিবালোকে...

আমার ছিল কল্পচিত্র
বর্ণিল অবিরত মন উত্তাল, সশব্দে
আর তোমার মনে ঘরণীর উচ্ছ্বাস,
তুমি দেখছিলে দূরপাল্লার ট্রেন,
যে ছুটে চলেছে গন্তব্যের পথে,
আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্টেশনে, কোনো এক অর্বাচীন অন্ধকারে,
যেখানে রাতের তারারা
শুধু অলীক মুক্তোর মতো ঝিলমিল করতো...

তুমি প্রশ্ন করলে, থেমে থেমে
“শুধু কবিতায় কী হবে? বলো...!”
আমি মৃত মানুষের মত চুপ,
কারণ এটা জানাই ছিল—
আমার কবিতায় ছিল জীবন,
কিন্তু জীবন কবিতার চেয়েও কঠিন, মেঘের ফাঁকে সূর্যের মতো সত্য, যার আলো আর আমার কাছে পৌছায়নি
যা কোনোদিনও ছুঁতে পারিনি আমি...

তোমার হাতের স্পর্শে,
আমার কলমের কালি হয়ে যেত নদী,
বয়ে চলত, তুমি যেখানে আসীন, সগৌরবে আমার নির্লিপ্ত হৃদয় ছিল
সেই স্রোতে হারানো শ্যাওলার মত— কবিতার সুললিত স্বরে

তুমি খুঁজে পেতে
একটা জ্যোৎস্নার পুকুর, মুগ্ধমনে যেখানে আমরা বসে ছিলাম— হাতে হাত নিঃশব্দ, নীরব ভালোবাসায়, দ্বিধায়—

কিন্তু সময় থেমে থাকেনি
তোমার জীবন ছুটেছিল দ্রুতপায়ে, তুমি হেঁটে গেলে সেই পথ ধরে,
যেখানে ভবিষ্যত অপেক্ষা ক'রে ছিল— তোমার জন্য, আগ্রহে...
আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পেছনে,
অতীতের সব অন্ধকার কবিতা নিয়ে...

তুমি চলে গেলে,
তোমার সঙ্গে সরে গেল আমার প্রথম প্রেম, যেন সন্ধ্যে সহসাই খয়েরি হয়ে গেল— শহরের বাতিগুলো জ্বলে উঠল,
তোমার পদচিহ্ন হারিয়ে গেল কুয়াশার ভেতর, শুধু রয়ে গেল কবিতার কয়েকটি পাতা,
যা আর কোনোদিন তোমার হাতে পৌঁছায়নি। আমি লিখে চললাম,
তোমার ছায়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে,
জীবন থেকে পালাতে চেয়েও থেমে গেলাম
এক একা দুঃখিত গাছের নিচে—
স্মৃতির কুয়াশায় জড়সড় মনে, অন্ধকারে...

তুমি হয়তো এখন শহরের উজ্জ্বল আলোয়, নতুন স্বপ্নের পথে হেঁটে চলেছ,
তোমার হৃদয়ে নতুন শব্দ জন্ম নিচ্ছে, যা আমার কবিতা ছুঁতে পারেনি—

আর আমি সেই পুরোনো কবিতার পাতায়, তোমার প্রতিটা হাসি খুঁজে ফিরি, যেন সাগরের তীরে হারিয়ে যাওয়া একটা শেষ ঢেউ, কোথায় মিলিয়ে গেল যেন কখনও ছিলই না...!

এখনও আমি লিখি,
তোমার হাতে আর পৌছবে না জেনেও, কিন্তু প্রতিটি শব্দে তোমার নাম— তুমি আমার দুঃখিত ছন্দপতন
আমার কবিতার নবরস শুকিয়ে আসে পান্থপথের সব নীরব রাতগুলো
কেবল তোমার প্রতীক্ষায় জেগে থাকে, তোমার স্মৃতির মায়ায়, অক্লান্ত
যা কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।

তোমার স্মৃতিময়ী অনুসঙ্গ
আমি আজও লিখে যাই—
প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি লাইনে তেমনই তোমার প্রতিধ্বনি শোনা যায়— তুমি হারিয়ে গেছ অনেক দূরে,
তবু আমার কবিতার ভিতরে
তুমি চিরকাল বেঁচে আছো, ধ্রুবতারা তুমি হারিয়ে গিয়েছো সহসা,
যেন আকাশের নীলের ভেতরে
একটি হারানো তারার আলো,
যা কোনোদিন আর ফিরে আসবে না।

আমার সাদা কাগজে ঝরে পড়ছে
শুধু তোমার নাম, সুরভিত হরফে

মেখে যাচ্ছে তোমার স্মৃতির প্রচ্ছায়া, নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার গান— কবিতার পাতাগুলো আজও ফাঁকা,
শুধু তোমার অপেক্ষায়, ফ্যাকাশে
যেন সময় থেমে আছে থেমে আছে প্রহর
আর কিছু নেই, তুমি নেই, কেউ নেই
যেন এক সুতো আশা শুধু বেঁচে রয়েছে... তুমি নেই এতটুকুও
তাই যেন মহাশূন্যে বিলীন হওয়ার সময় হয়েছে

⌠নিখোঁজ আলোকচিত্র⌡
— পারভেজ শিশির
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মঙ্গলবার

বাইফোকাল চশমার লেন্সের
সামনেই অনড় কিছু পিলার
কাল্চে নীল আকাশকে মাথায়
ক’রে কাঁটাতারে বাঁধা, ঘর্মাক্ত আর ভ্যাবাচ্যাকা শহর যেন ভ্রু-কুঞ্চিত চোখে আমায় দেখছে…

আর আমি যেন এক
দলছুট অত্যাশ্চর্য চিড়িয়া,
এমনভাবে শহরের সমস্ত
দোকানের, হর্নবিহীন গাড়ির,
‘কাগজ বাড়ি’র লাইটবাল্ব,
হেডলাইট আর জানালাগুলো
আমার দিকে নির্লজ্জভাবে
তাকিয়ে আছে…

কী জানতে বা জানাতে
চায় এই নিষ্প্রাণ
জ্বলো-জোনাকগুলো
নির্জ্ঞান আমার কিছুই বোঝা হয়ে উঠছে না…
কোনো শাব্দিক কথোপকথন
নেই ব’লে যেন
এই আগুনমুখো আলোক
উৎসগুলো,
ক্রমেই মহা বিরক্তিকর
হয়ে উঠছে আমার বয়স্ক চোখে…

কংক্রিটের একটা দেয়াল
একচোখ অফ-হোয়াইট
আলো নিয়ে
আমায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে –
আমি কী আর কোনদিন অন্ধকার দেখবো না? জ্বলে জ্বলে তো শেষই হ’লাম
শুধু! একটু কী আঁধার পাওয়া
যাবে আর কোনদিন?
বিমূঢ় চোখে ও কানে দেখে
শুনে ৯০ ডিগ্রি হতে ডানে,
আমার পতন হতে চ’লেছিল…

আমি নিরুপায়,
না হ’লে পতন নিশ্চিত…
এই ফাঁঙ্গাস পড়া, সবুজ
ভেলভেটের দেয়ালই শুধু নয়,
সব কিছুর ‘সব কিছু’
আমাকে এবার আষ্টেপৃষ্ঠে,

অচিন্তনীয়ভাবে অসহনীয়
বিষাক্ত আলোর সূঁচ ফোটাতে শুরু ক’রলো – “কোথায় একটু আঁধার পাওয়া যাবে? কোথায়…

একটু আঁধার পাওয়া যাবে?”
ভিসুভিয়াসের মত
অনিবার্যভাবে অনেকক্ষণ
রক্তবমি করে,
আমাকে কন্ঠচেরা
চিৎকার করে বলতেই হলো –
“এ নগর ফিরিয়ে নাও,
চলো অরণ্যে বাসা বাঁধি…
একটি @শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫ # বাংলাসাহিত্য # কথাকাব্য # বিরক্তিকাব্য # নিখোঁজ _ আলোকচিত্র # পারভেজশিশির
যশোর # ঢাকা # বাংলাদেশ
বইমেলা মাঠের ধুলোয়
— পারভেজ শিশির
২১ জানুয়ারি ২০২৫ মঙ্গলবার

স্থান একুশের বইমেলা, জনস্রোত উত্তাল, কাগজের ঘ্রাণ মিশে থাকে সন্ধ্যার আলোয়, নাগরিক প্রেমিকা, হাতের ব্যাগে রাখা শত বইয়ের শপথ,
কোথাও একা বসে থাকে প্রেমিক কবি,
চোখে জ’মে আছে আজন্মের জলকণা...

মাঠের ধুলোয় পড়ে আছে কোনো বই, শিরোনামে লেখা: "তেমন কিছু না" প্রেমিকা আঙুল ছুঁয়ে দেখে মলাট,

স্নেহ আর কষ্ট মেশানো এক একটি কবিতার পৃষ্ঠা— প্রেমিক কবি একা,
তবু সে জানে, নগরীর আকাশে
আজ তার জমেছে কবিতার মেঘ...

তাদের কি আর দেখা হবে? হতে আছে..! কী হবে?
নাকি জনস্রোতের ঢেউয়ে হারিয়ে যাবে অখ্যাত নাম? মেলার ভিড়ে প্রেমিকার চুলে বাতাস লাগে,
কবির কল্পনায় জাগে এক নিষিদ্ধ কবিতার রাধিকা শিহরণ...

তোমার আঙুল ছুঁয়ে আছে শীত বৃষ্টির গান,
বলে ওঠে কবি...
তবু উচ্চারণ করে না,
নাগরিক জটিলতায় প্রণয় প্রকল্প স্থগিতপ্রায়...

প্রেমিকা নাগরিক,
তার চোখে অত্যাধুনিক আলো,
প্রেমিক কবির চোখে গ্রাম্য নদীর স্বপ্ন,
অসম সমীকরণে বইয়ের পাতায়
ধুলো জমে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত...

কবি হাঁটে, মেলার পথে,
বইয়ের দোকান থেকে ঝরে পড়ে শব্দের মালা— প্রেমিকা হাসে, অচেনা কারো দিকে,
আর কবির বুকে নামে আরেকটি দীর্ঘশ্বাসের ছেড়া পাল...

তবু শহরকে ভালোবাসে তারা,
এই মেলা, এই ভিড়,
এই কোলাহলে হারিয়ে যাওয়ার গল্প—
প্রেমিকার ব্যাগে রাখা বইয়ের পাতায়,

একটি লাল বুকমার্ক নিঃসঙ্গ পড়ে ছিল—

কবি দেখে, তবু চুপ।
শহরের প্রেম এমনই অশ্রাব্য,
যেখানে স্পর্শ হারিয়ে যায় চায়ের ধোঁয়ায়, অসামান্য সব নন্দিত আদিখ্যেতায়—
তারা কথা বলবে কি?
নাকি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে স্বপ্নের কাগজি নৌকো...!

প্রেমিকা মেলায় হাঁটছে,
তার আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে, একের পর এক শিহরিত বই, প্রেমিক কবি শুধু দেখে,
তার চোখে জ'মে থাকে অসমাপ্ত
কবিতার আক্ষেপ... জ'মে থাকে...

"তোমাকে নিয়ে কিছু লিখব,"
নিজেকে বলে সে।
তবু সে জানে,
আর কোনোদিনও তার শব্দ, ফুল হবে না, গান হবে, পাথর হবে না...

একটি বইয়ে লেখা থাকে:
"জীবন মানে প্রতিক্ষা", কার, কীসের...!
সে লিখেছিল একদিন এই লাইন,
প্রেমিকার হাতে ধরা বইয়ের মলাটে
তারই নাম মুদ্রিত...

মেলাপ্রাঙ্গণে বসে থাকে, একলা কবি।
নাগরিক জীবনের আলো-আঁধারে,
তাকে খুঁজে নেয় না কেউ।
সহস্র শব্দশিল্পী পৃথিবীর সর্বোচ্চ বোবা হয়ে, পাঠাগারে পড়ে আছে—

বইয়ের মলাটে পৃষ্ঠায় জ'মে থাকে ধুলো,
একই নির্লজ্জতায়... জ'মে থাকে...

তবু সে ভাবে,
এই ধুলোই শহরের চিহ্ন,
এই ভিড়েই আছে তার হারানো প্রেম।
প্রেমিকা নাগরিক,
সে তো পাঠ উন্মুক্ত মুক্ত কবিতার মতো... পাঠ উন্মুক্ত...

আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে শব্দ।
প্রেমিক কবি কাগজের দিকে তাকিয়ে ভাবে,
মেলা শেষ হলেও
প্রেমিকার আঙুলের স্পর্শ থাকবে শব্দে... শব্দের পরে শব্দে...

তারা মিলবে কি?
নাকি জনস্রোতের ভিড়ে হারিয়ে যাবে?
প্রেমিকার ব্যাগে রাখা থাকবে তার কবিতা,
তবু সে জানবে না, চোখের জলে
সে কিছু দেখতে পাবে না, পাবে না...

শহর কখনো ভালোবাসতে জানে না,
তবু মেলার বাতাসে মিশে থাকে স্নেহ—
প্রেমিকার চুলে বাতাসের ছোঁয়া,
আর কবির চোখে নদী মেঘের স্বপ্ন...

তারা হারিয়ে যাবে, যাক, যাক না
তবু একুশের মেলা বাঁচিয়ে রাখবে তাদের গল্প, কবিতার গন্ধ... বইয়ের মলাটে জমে থাকা ধুলো,
হয়তো বলে যাবে,
"তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে"

বইমেলা শেষ হয়, ধুলো থাকে
কাগজে লেগে থাকে আঙুলের চিহ্ন,
এক শহুরে প্রেমের নাগরিক গল্প,
যেখানে ভিড় আর ধুলোতে
পাতার পর পাতায় লেখা থাকে
কিছু না, কিছু না, কিছু না...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

স্বপ্ন নীলের আঘাতে
— পারভেজ শিশির
১১ জানুয়ারি ২০২৫ শনিবার
তবু দিন কাটে অস্পৃশ্যতায়
হিংস্র কাঁটাতারের চাদর জড়িয়ে গায়, আকাশের গায়ে মেখে থাকে,
অপরিচিত রঙের মেঘ,
আমি চেয়েছি, আমি চেয়েছিলাম—
তোমার চোখে নিজেকে দেখতে,
তোমার ওষ্ঠে খুঁজে পেতে
নিঃশব্দ মগ্নতার স্বাদ...
তবু কিছুই খুঁজি না, পথ ঘুরে ঘুরে দেখি,
সব দেয়ালগুলো যেন একই ঠাই দাঁড়িয়ে নির্লজ্জতায়, সব শহর যেন একই ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ,
আমার ভিতরের শূন্যতা আর
তোমার অদৃশ্য অনুবাদ...
আমিও তেমন— তোমার মতোই,
যে হারায়, যে কাঁদে,
যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে
একেকটা বিকেলের ভেতর—
তোমার গলার স্বরে আগুনের মতো স্বপ্ন ছিল,

কিন্তু আজ শুধু ঘুণে খাওয়া স্বপ্নের ধুলো ছাই... তবু বিশ্বাসের অক্ষম অপারগতায়,
মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের ফিরে আসা দেখি,
যেন প্রতিশ্রুতির আগুনে জ্বলে ওঠে
নিরাশার ছাইচাপা স্বপ্ন—
তোমার নামহীন হাতছানিতে
পৃথিবী এখনো গায় প্রতিধ্বনির গান, শূন্যতা এখনো জন্ম দেয়
প্রার্থনার তরুণ পাঁপড়ি—
যে ফুল ছড়ায় আশার আতর,
তবু দিন কাটে, তবু শ্বাস বয়ে যায়—
তোমার নামহীন কোনো পরিচিত স্পর্শের আশায়...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

"চঞ্চল বিষণ্ণ মায়ামূর্তি, উজ্জ্বল উন্মোচিত হও স্বরূপে পোড়াও একই কনক উত্তাপে সুললিত নিমগ্ন ধূপে"
- পারভেজ শিশির

স্মরণে নূতন বর্ষবরণে
— পারভেজ শিশির
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার
নূতন দিনে, নূতন রঙিন, সূর্যের আলো জাগে,
পুরোনো রাতের শেষে, হৃদয়ে দারুণ রঙ লাগে,
নূতন আশা ধৈর্যের ঢেউয়ে জীবনের স্রোত বয়, ক্লান্ত দিনের ডায়েরিতে কেবল স্মৃতি জাগ্রত রয়... নূতন চিত্র শায়েরী হয়ে উড়ে যায় বাতাসে,
গোপন কথা লুকিয়ে থাকে আকাশের সুবাসে,
প্রিয়ার গালের টোল যেন নক্ষত্রের মুগ্ধমায়া, পুরোনো দুঃখ ভোলে জীবনের নতুন ছন্দছায়া...
আবার ভালোবাসো, হৃদয়ে মাখো গান,

আবার তেমনি হাসো, ভুলে যাও অভিমান,
আবার জোয়ার আনন্দ নিয়ে ভাসাও স্নিগ্ধ মন, জীবনের ভালো মন্দ মিশিয়ে দেখো নূতন স্বপন... নূতন প্রণয় প্রীতির সুর বাজাও হৃদয় কণ্ঠে, নূতন গীতির সুর রাগিনী বাজাও নূতন ছন্দে শুরু করো আবার পথচলা, নূতন দিনের গান,
চোখের তারায় ফুটে উঠুক জীবনের অভিজ্ঞান... তোমার বুকে আগুন জ্বালো, আলো ছড়াও প্রতিবেশে, জীবনের বৃত্ত গড়ে নাও, থাকো শান্তির আবেশে জীবন ঢেউয়ের ছন্দে মিশুক হৃদয়ের স্পন্দন, জোছনার রাতে গাওয়া হোক প্রেমের মধুর বন্দন... নূতন পথ চলার ডাকে সাড়া দাও আবার,
আশার প্রদীপ জ্বালো, কাটুক ঘন আঁধার।
নূতন দিনের আলোতে ভাসুক জীবন বারবার,
জীবন মানেই নূতন আশা, ভুলে যাও সব ভার...
তোমার প্রিয়ার হাসিতে জ্ব'লে উঠুক নূতন জ্যোতি পুরোনো দুঃখ সরিয়ে আসুক নুতন প্রণয় নীতি, নূতন স্বপ্ন ভেলায় ভেসে চলো চলো বহুদূর, জীবনে প্রতিধ্বনিত হোক নূতন নূতন সুর...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

তুমি সুরভিত প্রার্থনা
— পারভেজ শিশির
৫ জানুয়ারি ২০২৪ রবিবার
আমারে তুমি ভালোবেসো
স্মরণে রেখো আমার সকল গান,
শীত শিশিরে ভেজা প্রথম সকালে, রোদের মিষ্টি হাসি তুমি হেসো— স্পর্শ রেখো চোখের পাতার পরে, একটু তোমার চোখের আদর দিও,

বাতায়নে রেখে যেয়ো স্বপ্নের আহ্বান... আমারে তুমি খুব ভালোবেসো
বৈশাখ থেকে চৈত্র অবিশ্রাম— পাহাড়ি ঝর্ণার মতো অবিরল,
পথ থেকে পথে, আমার সঙ্গে থেকো পবিত্র করো স্নিগ্ধ করো আনন্দধাম, পান করে নিও আমার অশ্রুজল—
হাত দুটো এই তোমার হাতে বেঁধো... ভুলো না আমার গাওয়া গীতিবাণী তুমি ভালোবেসো আমার সপ্তসুরে, সেখানে কোনো অভিমান নেই আর
আমার গানে তুমি জেগে থেকো,
একটু চেয়ে দেখো প্রিয় অভিমানী সমস্ত সকাল রাত্রি একই প্রেমে— প্রজাপতি উড়ে এসো স্মৃতির বাসরে, একই মায়াময় রূপে, প্রশান্ত নির্ভার... আমারে আর যেয়ো না ফেলে
তুমি ভালোবেসো আমারে—
নিশ্চল বনবীথির নরম তরু ছায়ায়, রৌদ্রালোকে থেকো আমার আশেপাশে— সমস্ত দিন ডেকে যেয়ো নাম ধরে ভালোবেসো গোধূলির রঙে মিশে,
তুমি ভালোবেসো অক্লান্ত মায়ায়
তুমি কি জেনেছো কত প্রকারে,
হৃদয় তোমারে কীভাবে স্মরণ করে! প্রাচীন বটবৃক্ষের মৌণ সান্দ্রতায় স্বপ্নেরা খোঁজে তোমার পূর্ণ আশ্রয়... ভুলো না আমারে প্রিয়তম
ভালোবেসো আরো জ্যোৎস্না রাত্রি, সময় থেমে যাওয়া উষ্ণ আদরে

আমারে তুমি ভালোবেসো একই মাত্রায়,

আমি 'তুমিময়', আমি তোমার প্রতিবিম্ব

আকুল আমার অন্তর দিও ভ'রে—

তোমার প্রাণে আজীবন যেন রয়েছি

অবয়স্ক স্মৃতি যেমন উজ্জ্বল প্রিয়,

কষ্ট, আনন্দ, স্বপ্ন আর বেদনার ভেতরে

আমারে ভালোবেসে যেয়ো অকুণ্ঠিত আশায়...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

গোধূলির আবীর

— পারভেজ শিশির

১ জানুয়ারি ২০২৫ বুধবার

প্রিয় গোধূলি,

নববর্ষের এই প্রথম প্রভাতে তোমাকে লিখতে বসেছি। জানি না, তোমার কাছে এই চিঠি কোনো বিশেষ মানে রাখবে কি না। তবু লিখছি, কারণ আমার বুকের ভেতরে জমে থাকা কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চাইছে। অনেকদিন ধরে একা একা কথা বলেছি নিজের সঙ্গে। এবার তোমার কাছে বলতে ইচ্ছে হলো।

গোধূলি, জীবনের কত কী চাওয়া থাকে, কত স্বপ্ন, কত আশা! কিন্তু সেই চাওয়া-পাওয়ার ভেলায় বসে বারবারই ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছি। সাফল্যের সন্ধান করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতার কাঁটায় পা কেটেছি। এই জীবন যেন এক অদৃশ্য অন্ধকার ঘর, যার প্রতিটি কোণেই ব্যর্থতার গল্প লেখা। কখনো কিছু ছুঁয়ে দেখার আগেই সেটা ফসকে গেছে। কখনো আবার ছুঁয়েও টিকিয়ে রাখতে পারিনি। এই পৃথিবীর প্রতি রাগ হয়নি, তবে অভিমান জমেছে অনেক। মনে হয়েছে, এই জীবন বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন— যেখানে সবকিছুই মায়া, ক্ষণস্থায়ী।

কখনো কি ভেবেছ, গোধূলি, এই জীবনের অর্থ কী? সময়ের বুকে আমরা যেভাবে ক্রমান্বয়ে মুছে মুছে যাচ্ছি, তার কোনো দাম কি আছে? আজ যারা আমাদের নাম জানে, কাল তারা ভুলে যাবে। আমরা সবাই তো কেবলই এক বিন্দু ধুলো, যা বাতাসে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবু এই ক্ষণিকের জীবন আমাদের বাঁচতে হয়, হাসতে হয়, ভালোবাসতে হয়...!

আমার জীবনের প্রতিটি ব্যর্থতা আজও আমাকে তাড়া করে। ছোটবেলায় ভেবেছিলাম, বড় হয়ে পৃথিবী বদলে দেব। মানুষের কষ্ট দূর করব, নিজে সুখী হব, সবাইকে সুখী করব। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, পৃথিবীকে বদলানো তো দূরে থাক, নিজের জীবনটুকুই ঠিকমতো সামলে উঠতে পারিনি। ব্যর্থতার ভারে কতবার ভেঙে পড়েছি, তার হিসাব নেই...

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এই ব্যর্থতার গল্পগুলো আর গায়ে লাগে না। কষ্টগুলোকে আলাদা করে দেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি। এখন কেবল মনে হয়, যদি শেষ দিনগুলোতে কাউকে পাশে পেতাম...! যদি কেউ থাকত, যে আমার শূন্যতাকে বুঝতে পারত। কবিতা লেখার শেষে, আমি যে একা বাঁচতে পারি না, সেটা খুব বুঝতে শুরু করেছি...

গোধূলি, তুমি আমার সেই শূন্যতার পূর্ণতা হতে পারবে? জানি না, তুমি আমায় কীভাবে দেখো। হয়তো ভাবো, আমি একজন ব্যর্থ মানুষ, যাকে এড়ানোই ভালো। কিন্তু তুমিই তো আমার মনে আলো জ্বালিয়েছ। তোমার মিহিন হাসি, তোমার স্নিগ্ধ চোখের গভীরতা, তোমার কণ্ঠের অতুল নরম স্পর্শ— এসব কিছু যেন আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে।

তোমাকে খুব সুন্দর একটা পৃথিবীর কথা বলি। এই পৃথিবীটা এমন, যেখানে কেউ কারো প্রতি অবজ্ঞা করে না, কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না, কেউ কাউকে ভুল বোঝে না। যেখানে সকলে মিলে একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়। সেখানে গোধূলি নেই, রাত নেই— শুধু এক অনন্ত প্রভাত, যেখানে প্রেম, শুধুই প্রেম। যেখানে সব দুঃখ মুছে গিয়ে আনন্দের স্রোতে ভাসতে থাকে জীবন... এই জীবনে আসলেই কি প্রেম ছাড়া কিছু আছে?

এই পৃথিবী আমাদের বাস্তবের নয়, গোধূলি, এখানে দুঃখ আছে, হতাশা আছে, সাথে প্রেমও আছে। এই পৃথিবী আমাদের হৃদয়ের। এই ক্ষণিকের জীবনে যদি একটু ভালোবাসা এনে দিতে পারি, তাহলে এই পৃথিবীটা আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি।

তুমি কি জানো, গোধূলি, তোমার উপস্থিতি আমার কাছে কী? তোমাকে দেখলে মনে হয়, জীবনটা এতটাও নিষ্ঠুর নয়। তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে চাই, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে এই ভাঙাচোরা পৃথিবীটা নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চাই। তোমার সঙ্গে কথা বললে মনে হয়, আমার ভেতরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

তুমি বলবে, এই অনুভূতিগুলো হয়তো আমার কল্পনা। কিন্তু তাও তো আমাদের জীবনের সত্যি। কল্পনাই তো আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি। যদি এই কল্পনার জগৎটা তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি, তাহলে আমার জীবনের শেষ দিনগুলো হয়তো নতুন অর্থ পাবে।

গোধূলি, এই নববর্ষের দিনে তোমার কাছে একটাই প্রার্থনা— আমার জীবনের শেষ দিনগুলোকে অর্থপূর্ণ করতে দাও। আমি তোমার সঙ্গ খুব চাই। আমি চাই, আমরা একসঙ্গে বসে সূর্যাস্ত দেখি, রাতের চাঁদের আলোয় ভিজে যাই। আমাদের এই ছোট্ট জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে চাই।

তুমি কি আমার এই ইচ্ছেটুকু পূরণ করবে? জানি না, তোমার কাছে এ চিঠি কোনো অর্থ বহন করবে কি না। তবু আমার ভেতরের কথা বলতে পেরে একটু হালকা লাগছে।

গোধূলি, নতুন বছরের আলো মাখা এই ঝলমলে সকাল, তোমার জীবনে সুখ আর শান্তি বয়ে আনুক।
আর যদি কখনো মনে হয়, এই ব্যর্থ মানুষটাকে একটু সঙ্গ দেওয়া যায়, তবে আমার অপেক্ষা থাকবে।

তুমি খুব ভালো থেকো।

শুভেচ্ছাসহ,

আবীর

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

গোধূলি আলোকচিত্র @ যশোর পৌরপার্কের পশ্চিম আকাশ

Selfshot by Mohammad Anwar Parvez

বসন্ত আনন্দের দিন

— পারভেজ শিশির

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার

[২১শে গ্রন্থমেলা ২০১৭ থেকে ফেরার পথে একটি উদ্ভিন্ন ‘পথপুষ্প’কে দেখে এই কবিতাটির জন্ম হয়েছিল… কেন যেন তাঁকে দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল…! সমাজে এমন পথপুষ্প এখানে ওখানে আজও একই মাত্রায় দলিত মথিত অসম্মানিত হচ্ছে, আর আমরা অর্বাচিন- প্রগতি আর উন্নয়নের কাব্য ক'রে চলেছি...]

কোথায় কোনো এক ধুলো মলিন হঠাৎ রাস্তায়—
ফুটপাথের দেয়ালে হেলে থাকে অচিন পাখি,
উচ্ছ্বসিত ডাগর তন্বী তরুণী নয় সে কিছুমাত্র
অথচ তাকে দেখেই আমার দেখা হয় বসন্ত…

বার কয়েক মাত্র অজানিত দৃষ্টি বিনিময়,
অপরাধী আমরাই, বুঝে নেয় পাপিষ্ঠ হৃদয়।।

হতে পারে কোনো কেউ এসে নিমিষেই
নিভিয়ে দিয়ে গিয়েছে তার নূরানী প্রদীপ; স্বপ্নদোষী হাতে, হাত চেয়েছিল জীবন ভরে যার
তারই অপেক্ষার পথে ওড়ে যেন ঝরাপাতার ঢেউ…!

ফুলেল বসন্তে ফুল ওঠে খোঁপায় কিংবা হাতে— সহস্র বৃন্তের আঘাত ভুলে যায় পুষ্পহীন বাগান, বসন্ত এসে গেলেও ধুসর মানবী তেমনই রাস্তায়, শূন্যে বাড়ানো হাতটি যেন হারানো হাত খোঁজে…!

দৃষ্টি যখন মমতার, দরদের, ন্যূনতম সাহায্যের কোনো পৌনঃপুনিক লোলুপ পাশবিকতাবিহীন—
ধুসর শুখনো চোখদুটোতে, তামাটে ত্বকের গালে, এতটুকু বাড়িয়ে বলছিনে, আমি বসন্ত দেখেছি…!

উচ্ছ্বসিত ডাগর তন্বী তরুণী নয় সে কিছুমাত্র,

অথচ তাকে দেখেই আমার দেখা হয় বসন্ত…
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা @ ২০২৪

নক্ষত্র নীলের সিথানে
['নিশ্চিহ্ন স্বরলিপি' কবিতার ডুয়্যেট রূপ] — পারভেজ শিশির
১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার

[প্রথম কণ্ঠ - বিষাদিত স্বরে]
শুকনো চোখের ম্লান মেঘের আড়ালে,
তুলোর মতো চুলের ভাঁজে—
রঙধনুর প্রায় সেই ভ্রুযুগলে,
জমা হয়েছিল কত না বলা কথার তিমির...

শিহরিত কাঁধের মসৃণতা বেয়ে শাপলা পাপড়ির আঙুল ছুঁয়ে—
আমি বারবার হারিয়ে যাই,
অলীক এক বিষণ্ণ পৃথিবীতে—
আবার উধাও, আবারও...

তৃষ্ণা জমে বুকের ভেতর,
অগোছালো বাতাসে মিশে যায়—
নির্জন হাতের বর্ণমালা...
লিখে ফেলে এক নির্বাপিত গান, কে বলেছে, আমার মন ভালো নেই?

সিল্কের কামিজের ভাঁজে
মেরুন কথার সুর ভাসে,
ডান গালের তিলের মায়ায়
একটা ঘোর লেগে থাকে—

নোলকিত নাকের দীপ্তিতে
আমি উধাও হয়ে যাই—
আবারও, বারবার...

[দ্বিতীয় কণ্ঠ - অস্ফুট স্বরে] সন্ধ্যার বিবরে বসে আছি,
প্রগাঢ় রাতের আঁচলে মুখ লুকিয়ে— সবুজ সমুদ্রের অলীক ঢেউয়ে ভাসি, জানি না কখন ভোর হয়,
কখন ক্ষীণ সকাল চুপি চুপি আসে...

রাস্তায় ভেসে আসে কোলাহল,
বাজারে বাড়তি দামের, হিসেবের হল্লা—
সব কিছু কেবল অন্ধকারে মিশে যায়,
গলার কাছে বেঁধে রাখা
কিছু আদুরে নৈঃশব্দে,
'তুমি কি সত্যিই ভালো আছো?
কপালের উজ্জ্বল চুলে হারিয়ে যায়, এখনও কি সময়...!

দিনলিপির পৃষ্ঠায় অক্ষরহীন মুহূর্ত,
মিনিটের কাঁটা এভাবেই পেরিয়ে যায়,
চাঁদের পাশ কেটে মেঘ সরে যায়—
আমি কোথায় যেন হারিয়ে ফেলি নিজেকে,
আবারও উধাও... বারবার...

[প্রথম কণ্ঠ - দ্বিধান্বিত স্বরে] উৎসবমুখর মানুষের ভিড়ে,
হাওয়াই মিঠাইয়ের মিষ্টি হাসিতে— পার্কের বেঞ্চে বসে—
দেখি শিশুদের হাসি উল্লাস এলোমেলো,

এখানে সবাই সবাইকে চেনে,
হাসির শব্দে মুখের আদল চেনে...

তবু, আমার মুখ যদি অপরিচিত হয়? মসৃণ ত্বকে অবিশ্বাসী চোখের ভাঁজ, যদি কেউ দেখে, না চিনতে পারে? তাহলে কি হারিয়ে যাবে
আমাদের এইসব আঙুলের শৈশবী কথোপকথন?

[দ্বিতীয় কণ্ঠ - উদাসীন স্বরে] ভালোবাসার ধ্রুব ঘোষণাগুলো
বদলে গেছে কানে কানে,
ভিড়ের মানুষ বড্ড বধির,
শুধু আমি শুনতে পাই সেই নীরবতা-
এই শুকনো চোখের গভীরে
অদ্ভুত রঙের ফুল ফোটে—
বাসন্তী সেই ফুলের পাপড়িতে
জেগে থাকে হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে...

দিন শেষে সন্ধ্যে গাঢ় হয়,
আঙুলে আঙুল বুনে যায় অমোঘ কথার ফুল, খয়েরি শব্দের উৎকণ্ঠা,
মিনিটের কাঁটা টিক টিক করে চলে, আমি হারিয়ে যাই, হারিয়ে যেতে চাই— আবারও, অন্তহীন...

[প্রথম কণ্ঠ - দ্বিধাহীন স্বরে] হারিয়ে যাওয়ার মাঝে যদি পাই তোমাকে, তবে উধাও হবার ভয় আর নেই...
চোখের শুকনো মরুভূমিতে,

ফুটুক না রঙধনুর রেখা—
কাঁধের নিভৃত প্রান্তে জমুক না, শীতল বাতাসের কিছু অস্থিরতা...!

[দ্বিতীয় কণ্ঠ]
তবুও উধাও হতে হয় বারবার,
ফিরে আসার জন্যে,
নতুন করে চেনার জন্যে
এই স্পর্শ, এই কথা, এই পথচলা-
এই বিচিত্র প্রেমশৈলীর নন্দিত বিহার অভিশ্রুত, ব্যাপিত হোক আমাদের প্রাণে, স্মরণে...

[উভয় কণ্ঠ — মৃদু উঁচু স্বরে]
আবারও উধাও,
তবু কোথাও না কোথাও এভাবে,
খোঁজ বেঁচে থাকে, নিশ্বাস বেঁচে থাকে-
এভাবেই জীবন বেঁচে থাকে...
আমরা হারিয়ে গিয়ে
পেয়েও যাই নিজেদের অতর্কিতে—নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়ার পর, পুনরায় ফিরে আসার গল্পে...
আবার, আবারও...
অনন্তের পথে উধাও এবং উদ্ভাসিত...

যতবার আমরা উধাও, উধাও অন্তহীন,
খুঁজে খুঁজে পাই নিত্য নূতন আকাশ,
নূতন করে বোনা রঙিন মায়াজাল - ফিরতি পথের ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে
এগিয়ে যাই হাত ধরে —
অভিমানের ফাঁকে ফাঁকে গ'লে পড়ে নীরব অনুচ্চারিত প্রণয় নকশা...

যতবার হারাই, ততবার ফিরে আসি,
আমাদের এক আকাশ গভীরে—
এক চিরন্তন আশ্রয়ে,
যেখানে উধাও হয়ে যাওয়া মানেই,
আবার ফিরে ফিরে আসা, নূতনতর বিন্যাসে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

হেম নীলের বাঁশিওয়ালা
— পারভেজ শিশির
২১ ডিসেম্বর ২০২৪ শনিবার

ভুবনবিলাসী আমার ফুলকিশোর,
তোমার ডাকে জেগে ওঠে পরশমতী পুঁইপাতা, সন্ধ্যার কাজল মাখা নয়নতারা পলকে মিশে যায়, জাদুগন্ধী প্রণয়ের এক বাঁধনহীন ঘ্রাণে, এই শীতে, তোমার সুরময়ী আদরে গ'লে যায়
মনখারাপের বরফ শিলা,
তুমি কত প্রেম জানো...!
হেম নীলের বাঁশিওয়ালা,
তোমার সুর যেন ছুঁয়ে যায়, প্রতিটি মৃত শিরা...

তুমি তবে বাঁশরী পিয়াসী,
শীতের সন্ধ্যাবেলায় ঠান্ডা মাটির চুমু নিয়ে চলো, চরণপদ্ম ধোঁয়া আতরের গন্ধে ভেসে,
তোমার সুরের শিশিরে বিস্মৃতির পর্দা খুলে যায় —
এই দুঃখহীন দিবসের রঙ বদলায় না, আরও বর্ণিল হয়ে ওঠে...!

আমার ওমময়ী রাত্রি ছুঁয়ে যায়
মাখনপেলবী সুরে, স্বচ্ছন্দে,

নৃত্যমাতাল বাতাসে এখানে সেখানে,
ঘুরে বেড়ায় যেন প্রেমবতী ক্ষীর গোলাপ,
অবশেষে ঝ'রে ঝ'রে, প্রেমের সুগন্ধী নূপুর ছড়িয়ে দেয়...

ওগো মধু শরবতী ফুলকিশোর,
তোমার পাখিমন জানে বাঁশির সুরতান,
তুমি জানো সুরের আদি-অন্তহীন বিভা, মহিমা—
সেই সুরের ভেতর হারিয়ে যায়,
আমার অবিনাশী অপেক্ষার লতাপাতা,
যেন এক তোমারেই আমি খুঁজেছি
এমন সুরের সুরমা চোখে নিয়ে, অলক্ষ্যে...

তোমার সুরবিতানে আমারে নিয়ে চলো,
তোমার বুকে জমা প্রেমের ভার,
না হয় সামান্য লাঘব করো...
এই শীতের রাতে,
ঠান্ডা মাটির নরম আঁচলে আঁচলে—

হেম নীলের বাঁশিওয়ালা,
তুমি কত প্রেম জানো...!
তোমার বাঁশির সুর বিস্তারে, আমার মনের মেঘ কেটে কেটে যায়— আমি উল্লসিত হই না, অধীর হই না আমি মৃদু প্রশান্ত হয়ে যাই, তুমি সত্যিই কত প্রেম জানো...!

যতবার চোখ বুজে শুনি,
শীতসন্ধ্যের আঁধার বিথারে, বুকের গহিন পাথার ছুঁয়ে যায়— নয়নতারার কাজল গ'লে

তোমার সুরের ঘনঘোরে মিশে যায়,
এক পৃথিবী ভিজে যাওয়া শীত কুয়াশা—
তুমি জানো, জানো কি...!
এই শীতে আমার কাঁপা আঙুল জুড়ে
বেজে চলে নৃত্যহারা সুরের দারুণ ফোয়ারা...

আমার বুকের বাগানে ফুটে ওঠে
অতৃপ্ত প্রেমের নীলাদ্রি ফুলগুলো—
তুমি বাঁশি বাজাও,
বাঁশির সুরে ভেসে যায় মুক্তোমুখী গন্ধরাজ ফুলের সাজি— যেন তোমারই হাতে দোল খেয়ে গন্ধ বিলায়...
এই আনন্দমোহন বিকালে, তোমার সুরনন্দনে—
আমার আপনার চেয়ে আপন হয়ে ওঠে...

আর রাতের কালো যতই কাটুক,
তোমার সুরের মায়া কখনও কি কাটে?
কী আছে তোমার সুরে, ফুলকিশোর...!
তোমার হাতের আলতো ছোঁয়ায়
বাগান জেগে ওঠে, ভরে ওঠে
স্বর্গলোকের সুখের শিহরণে...
শীতসন্ধ্যেয় আমি ভিখারির মত হারিয়ে ফেলি নিজেকে, তোমার বাঁশির আলাপে বুঁদ হয়ে
ঘুরে বেড়াই অচেনা স্বপ্নভূমিতে...

হেম নীলের বাঁশিওয়ালা,
তুমি কত প্রেম জানো...!
তোমার বাঁশি জানে অপেক্ষার প্রতিটি প্রতিশব্দ, আমার অন্তরে এখন বসন্তময়ী কালবেলা—
এখানে কোনো সময় অসময় নেই,
শুধু তুমি আর আছে তোমার

সুরের মোহিনী আতর গন্ধ...

তোমার সুরের শিশির ঝরে পড়ে
আমার শত পাপড়ি হৃদয়ে,
তোমার আদরে আদরে অশান্ত—
যেন ফুলকিশোর হয়ে উঠি আমি নিজে, অজান্তে...
হায় বাঁশিওয়ালা, হেম নীল ফুলকিশোর
তুমি কত প্রেম জানো...!

এই শীতে বেজে চলুক তোমার প্রেমের সুর আনন্দ,
তোমার বাঁশির ঘনঘোর আমাকে নিয়ে যাক অনন্ত প্রেমলোকের পথে— বাঁশরী প্রেমিক তুমি, তোমার মোহন প্রেমে,
এই শীতের রাত্রিও, উষ্ণ মায়ায় উঠুক ভ'রে...

ওগো হেম নীলের বাঁশিওয়ালা,
তুমি কত প্রেম জানো...!
তোমার সুর জানে, সবখানে
শীতরাত্রির অন্ধকার সমাপনে
কীভাবে, কুসুমিত ভোরের নতুন স্বপ্ন হয় জাগাতে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

সন্ধি বিচ্ছেদ
— পারভেজ শিশির
২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার

ফিরে ফিরে এসে ভুল করি আবারো—
যাবজ্জীবন শুধু গরল পান করে,
ম'র'ণ কিঞ্চিত এগিয়েছে মাত্র...

ফুলের সমাহার এমন ক'রে কারো অসময়ে কেন বসন্ত ডেকে আনে,
তাকে না যায় চুমুর আশ্লেষ দেয়া— নয়নে সাতরঙা বিবশ ঘোর লাগায়,
না যায় মঞ্চ ছেড়ে আড়ালে থাকা...

সটান সহনসীমা প্রায়ই উতরে যায়
যাহা চাই তাহা না পাবার আক্ষেপে, অনিচ্ছায় হাত মুঠো হয়ে আসে—
কুন্ঠিত হতে চায় অধম অদৃষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষা যখন অবদানের চেয়ে বৃহত্তর মর্মলজ্জা শানিত তরবারি হয়ে কাটে...

প্রাপ্তির মানদন্ডে অফুরান চারপাশ আক্ষেপগুলো সজোরে নিক্ষিপ্ত আকাশে, ইচ্ছেছন্দ ক্রমান্বয়ে ধীরতর ম্লান হয়— ফেলে যায় নাতিশীতোষ্ণ মুমূর্ষু নিঃশ্বাস মিহিন রেশমী বিদায় সংকেত শোনা যায়; নিঃশব্দী অতরঙ্গিত কৃষ্ণাভ আকাশগঙ্গায়, সন্ধ্যা নামে অতলান্তিক অনন্ত দশদিকে...

নিদানকালে ক্ষণিকের মোহ বাড়ে আরো— যাবজ্জীবন শুধু গরল পান করে,
ম'র'ণ কিঞ্চিত এগিয়েছে মাত্র...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

করুণা ধারায় এসো
(শুভ বড়দিনের মঙ্গলবার্তা)
— পারভেজ শিশির
২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ বুধবার

পাহাড়ের কোলে, রাত্রির স্তব্ধতায়,
যেখানে বাতাসে মিশে যেত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, সেইখানে জন্ম নিলো এক প্রতিশ্রুতি—
আলো ছড়ানোর, পথ দেখানোর;
"ক্ষমা করো, তুমিও ক্ষমা পাবে"
মা মরিয়মের বুকে এলো আলোকচিত্রী,
ঈসার আগমনে স্পন্দিত ধরিত্রী...

তিনি এলেন নীরবে, পূর্নিমা আলো নিয়ে কোনো যুদ্ধ নয়, কোনো র'ক্তপা'ত নয়,
তবু শাসকের মুকুট তাঁর স্পর্শে কাঁপলো— তাঁর চোখে ছিল প্রতিটি অশ্রুর গল্প, তাঁর হৃদয়ে ছিল মানুষের অব্যক্ত ক্রন্দন, অনেক মেঘের আড়ালে,
সেদিন যেন করুণার সূর্য হেসেছিল...

মরুভূমির পথে পথে তিনি হাঁটলেন,
তৃষ্ণার্তের হাতে তুলে দিলেন জল,
খাদ্য তুলে দিলেন ক্ষুধার্তের মুখে,
আহত অপ্রাণ শরীর ছুঁয়ে দিলেন শান্তির স্পর্শে। তিনি নিজেই প্রতিবাদ, তিনি সংবৃত করুণা— কণ্ঠে তার প্রেমসুধা গীত মঙ্গলবার্তা,
মানবতা বিশ্বপ্রেমের অনুপম রূপকথা...

তাঁর মুখ নিঃসৃত অমিয় বাণী,
ভেঙে দিয়েছে অভেদ্য প্রস্তর দেয়াল—
যেখানে অন্যায়, সেখানেই ঈসা দাঁড়ালেন, যেখানে অন্ধকার, সেখানেই আলো জ্বালালেন— শাসকেরা ভয় পেয়েছে সেই আলো,

মুখোশ ফাঁসের আলোয় প্রকাশিত হলো সত্য...

তিনি কাঁধে নিলেন পাপের জোয়াল,
যেন করুণ প্রাণেরা বেঁচে ওঠে —
তাঁর ক্রুশবিদ্ধ দেহেও ছিলো ভালোবাসার পুষ্প সুরভি— "মহাপ্রভু, ক্ষমা করো তাদের, তারা জানে না, তারা কী করছে..." তাঁর প্রতিটি র'ক্তবিন্দুর স্বরলিপি
সহিষ্ণুতা আর ত্যাগের কাব্য,
প্রাণে প্রাণে করুণা ধারায় হলো লিখিত...

ম'র'ন কি শেষ করতে পারে তাঁকে?
তিনি তো সময়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক আলোকবর্তিকা—
ঈসা আছেন নদীর কলকল ধারায়,
ঈসা আছেন পাখির গানের সুরে,
মানুষ যখন মানুষকে ভালোবাসে—
সেখানে তিনি জীবিত,
স্মিত হাস্যোজ্জ্বল, সহজ মানুষের প্রতিনিধি...

যখন জননী সন্তানকে বুকে টেনে নেয়,
যখন অপরাধী ফিরে আসে আলোকিত পথে,
যখন কান্না পরিণত হয় হাসিতে,
সেখানে ঈসা রয়েছেন স্বতঃস্মরণীয়...

তিনি ফিরে ফিরে আসবেন, মরুভূমির বাতাসে, গাছের অকুণ্ঠিত ছায়ায়, মানুষের অন্তরে ভেঙে দিয়ে হিংসা গ্লানির নির্দয় সীমানা, তাঁর পদক্ষেপে নতুন পৃথিবীতে জাগে নিখিল বিশ্বশান্তির ধ্রুপদী কবিতা... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

দুঃস্বপ্ন দিনের পৃথিবী — পারভেজ শিশির
২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার

কথা বললেই যদি কাব্য হয়
তাহলে কথোপকথন থাক পথে প'ড়ে, মনের কথা ভাষা হারিয়ে ফেলুক, পৃথিবী আর পৃথিবীর বাইরের
সব মানুষ বোবা হোক,
সংপ্রণয় আরো বাড়ুক দিনে দিনে
ভাগাড়ে প'ড়ে থাকুক অপরিণত প্রাণ,
মাকড়শার জাল ঝুলের দোলনায়,
ভ'রে থাকুক ভবঘুরের চিলেকোঠা...

অভিসারে গিয়ে প্রেমীবৃন্দের
আর ফিরে আসার দরকার নেই,
দুর্দিনের সঞ্চয় হিসেবে যে পারমানবিক বোমা, দেশে দেশে সযত্নে মজুত রয়েছে,
কথার বদলে তাই ফাটুক একে একে...

যা ইচ্ছে তাই হোক এই অভাগা পৃথিবীতে...

জ্যোৎস্নাজল ধূসর বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাক, সূর্যের উত্তাপে সবুজের সমারোহ
পুড়ে ছাই হোক,
নক্ষত্রের ক্লান্ত অগণিত চোখ অপ্রতিবিম্বিত অন্ধকারে চিরতরে হারাক...

ঝিল নদীর দেশ বালুচরে ভ'রে যাক
মরুভূমি ভুলুক মিঠে জলতলির স্মৃতি, সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে উঠুক সভ্যতার নোঙর, দিগন্তে ঝুলুক প্রচ্ছন্ন কালো সূর্য... বিশ্বাসহীন পৃথিবীর অভিশাপ হোক চূড়ান্ত, মুখোশের আড়ালে লুকাক মহাসত্য; প্রতিশ্রুতি পলকা পাতার মতো উড়ুক, বন্ধুত্ব হোক ধূসর মরীচিকা।
সম্পর্কের সেতু ভেঙে পড়ুক নদীর গভীরে, অবিশ্বাসের বীজে ফলুক বিষাক্ত শস্য। মানবতার শিরায় হোক তবে প্রবাহিত, প্রতারণার রুধির কৃষ্ণ কণিকা...

মানুষের হাতের ছোঁয়া বিষ হোক, পাখিদের ডানা পুড়ে নামুক মাটিতে, মহাকাশে ভেসে থাকা কৃত্রিম আবাস মাটির সিথানে ঝরুক আগুন উল্কা হয়ে... অমর প্রেম বিষাক্ত ফুলের মতন ফুটুক, পাখিরা হারাক নীড়ের ঠিকানা
সরসীর স্পর্শে শুকাক প্রতিটি হৃদয়; অহংকারের ফানুস আকাশে উড়ুক,
পতন অপেক্ষায় দাঁড়াক মানবিকতা...

এ পৃথিবীর গল্পে নতুন অধ্যায় হোক নিঃশব্দ, অন্ধকার, আর অবসানের... রূপকথার মতো হারিয়ে যাক
সকল আশা, সকল স্বপ্নের দিশা; এমন পৃথিবী যদি শেষ হয় হোক,
শুরু হোক সরব বিপ্লব বিভীষিকা... উত্তরীয়—

[▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒... ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒

▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒

▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒...]

▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ © ▒▒▒▒▒

▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒

- ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒'▒▒ ▒'▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒,

▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒,

▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ !

▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒...!

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒'▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒;

▒▒▒▒▒▒ ▒’▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒

▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ !

▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒,

দেউলিয়া হলে আমার দেখার কেউ নেই... সুচিকণ রমনীয় ছিঁপ দিয়ে টলমল
জলের রুপোলী মাছ ধরতে গিয়ে,
বড়শীতে যদি কোনো যুবতীর
বুকের পাঁজর উঠে আসে, বিড়ম্বনা হে!
তুমি আছো আমি নেই'র প্রতিবেশে
আমার থেকে থেকেই দম বন্ধ হয়ে আসছে...

মাথার ভেতর দিয়ে যে অলস নদী
কুল্ কুল্ ক'রে ব’য়ে যায়, তার দুই পাড়ই ভাঙ্গা, অসহায় জলোচ্ছ্বাসের নির্বাণকাল যেন,
নয়বা ক্রমশঃ সংকোচনশীল নাক্ষত্রিক জটাজাল...

… জেগে থাকো শোক দুঃখ কৃষ্ণ রাত
মুছে ফেলো ক্রোধ চরম অবিশ্বাস
জেগে থাকো সুখ অহিংস নিঃশ্বাস
মুছে ফেলো অন্যায় পীড়ণ প্রতিঘাত…
এইসব আক্ষরিক দ্বিধান্বিত দ্রোহের পক্ষে
আমি আর নেই, কী হবে এসব ক'রে আমার...!
ব্যাকরণের বাইরে পড়ে গিয়েছি
বহু যুগ হয়ে গেল, বহু যুগ বহু যুগ
তার চেয়ে এই ভালো
আমি চূর্ণী নদীর পাড়ে গিয়েই বসে থাকবো
কাউকে আমি বলে যাবো না, মুহুর্তেই অন্তর্হিত হবো নারকীয়তার সীমান্তে আমার আর পৌছনো হবে না! আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তা দিব্যি বুঝতে পেরেছি, এতসব ছাইছুই ফেলতে এই ভাঙা কুলোর
এত কী প্রয়োজন, কেন, কেন?

আকাশের দিকে তাকিয়ে আজ আর বৃষ্টির মিনতি নেই,

গল্ গল্ করে গভীর নলকূপ যে
জলোদ্গীরণ করে, তা'ই কেবল পাথেয়,
মাংসের চেয়ে, দামী থলের অর্বাচীন যুগে
আজকে আমার কোনো কাজ নেই...

সচকিত তিমিরের পূর্ণ অমাবস্যায়
সাদা পর্দা টেনে দিতেই দাউ দাউ,
আমি নিশ্চয়ই শুধু জ্বালাতে আসিনি,
ভ্রান্তিকালীন পরনের নিরন্তর পৌনঃপুনিকতার জামা অনুক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত আলখেল্লা মনে হচ্ছে…

যারা মানুষ হয়ে জীবাত্মার মূখোশ প'রে
অহর্নিশ মন নয় বরং মাথা দিয়েই
কেবল হাটাহাটি ক'রে চলেছে
প্রায়শঃই মিথ্যেবাদীতায় জীবনযাপন
যাদের কাছে অনপনেয় হয়েছে
আমার পরিচিতজনের নাতিদীর্ঘ তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দিচ্ছি প্রতিনিয়ত… বিষণ্ণ আলোর রেখা ধরে হেঁটেছি,
পুরনো শহরের ক্লান্ত পিচের পথে পথে— নিঃশব্দে ঘড়ির কাঁটা জানিয়েছে,
সময় ফুরিয়ে এসেছে মনের অতলে...
কে জানে, অচেনা এক সন্ধ্যার খয়েরি আলোয়, কখন ঘনিয়ে এসেছে চক্রবৃদ্ধি ভুলের ঘূর্ণি; সেখানে আমি কেবল আমার দ্বন্দ্বেই বন্দি...

সমুদ্রের বুকে ভাসিয়েছি নাবিকবিহীন জাহাজ, তীরমুখী বাতাসে জলজ যাত্রা ক্রমেই থমকেছে, কেউ কি জানে, অগোচরে তলিয়ে গেছে
আমার স্বপ্নের সব ক'টি মাস্তুল?

নিতান্তই শব্দহীন দিগন্তে হারিয়ে যেতে চাই, ব্যর্থতার নির্লজ্জ আলোয় আর দাঁড়াতে চাইনে; জানি, নিঃশেষ হতে হতে হারাবো নিজের ছায়া'ও... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

স্বাধীনতার গান
— পারভেজ শিশির
১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার
একটি বাংলাদেশ, একটি পরিচয়
আমাদের দেশ, আমাদের প্রেম,
বৈশাখের ঝড়ে উন্মাতাল যে মাটি,
চৈত্রের খর-রোদে যে মাটি শুকিয়ে ওঠে—
ষড়ঋতুর স্পর্শে যে মাটি জাগে,
সেই মাটিতে বোনা হয়েছিল স্বপ্নের সুগন্ধী বীজ একদিন... ১৯৭১, এক স্বতঃস্মরণীয় অধ্যায়,
জাতীয়তাবোধে জেগে উঠেছিল আপামর জনতা...
নিপীড়নের চক্রভ্রষ্ট দিন ও রাতের স্লোগানে—
"স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, আমরা আমাদের অধিকার চাই..." সেই সহজ স্বাধিকার, রক্তে কেনা অধিকার,
জাগরণের সুনিবিড় আত্মবোধে মেতে উঠেছিল এক দেশ—
বৈশাখ থেকে চৈত্র, র'ক্তমাখা মাটি
বুকে আগলে রেখেছিল লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতি... স্বাধীনতা-সৈনিকরা অপ্রতিরোধ্য দাঁড়িয়েছিল শৃঙ্খল ভাঙতে, শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, নিজেদের দুর্বলতাকেও পেরিয়ে— যে দেশের প্রতিটি ইঞ্চি
মহিমান্বিত আত্মত্যাগের গল্প বলে আজও,
শিশুর মুখে গান, বয়স্কের কণ্ঠে ইতিহাসের পদাবলী...
১৬ ডিসেম্বর, এক আবেগাক্রান্ত দিন,
যে দিন সূর্য উঠেছিল নূতন মানচিত্রে

লাল-সবুজের মাঝে সেদিন গেঁথেছিল,
স্বপ্নের বাংলাদেশ, র'ক্তনন্দিত স্বাধীনতার মন্ত্রমথিত দেশ... শহীদদের আত্মা যেন আজও আমাদের প্রেরণা,
চিরস্মরণীয় মানুষ, তোমাদের ত্যাগ বৃথা যায়নি...
তোমাদের র'ক্তে লেখা হয়েছে আমাদের বিজয়ের গান,
আমাদের ভালোবাসার, আমাদের অস্তিত্বের প্রাণময় সংগীত...
এই দেশমাতৃকার প্রেমে ভিজে ওঠে আমাদের হৃদয় মৃত্তিকা, ষড়ঋতুর গানে, নদীর বুকে, ধানক্ষেতে,
জেগে আছে সেই দিনগুলোর সুললিত প্রতিধ্বনি—
যখন বিজয়ের পতাকা তুলে ধরেছিল আপামর দেশবাসী...
বিশ্বময় বাংলাদেশ, এক উজ্জ্বল ভ্রাতৃত্বের প্রতীক, শিশুমুখী সৌহার্দ্যের দেশ, শস্য শ্যামলা সোনার বাংলাদেশ, স্বপ্নের দেশ, যে দেশ সাক্ষ্য দিয়েছে—
"তুমি জাগ্রত জনতার
সারা বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার..."
আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভবিষ্যতের প্রজন্মকে
এ স্নেহমমতায় তুমি বেড়ে ওঠো অসংশয়..."
আমাদের দেশ, আমাদের প্রেম, আমাদের চোখের জলের দেশ, স্বাধীনতা এসেছে লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতিতে, বিজয় এসেছে শুভাকাঙ্ক্ষিত সূর্যোদয়ের মতো,
একটি সুরম্য ভোরের উজ্জ্বলতায়...
আজও আমরা যারা বেঁচে আছি,
তারা যেন এই শহীদদের ভুলে না যাই—
তাদের আত্মত্যাগ আমাদের পরিচয়।
তাদের বীরত্বের গল্প আমাদের গৌরব,
আমরা শপথ নিয়েছি সুদৃঢ়—
"এক সাগর র'ক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না..."
আমাদের দেশমাতৃকা,

তোমার জন্য এই প্রেম, এই মরণ,
এই প্রাণের নিবেদন চিরকাল—
তোমার জন্য এই বিজয়, এই সুর্যোদয়,
তোমার জন্যই আমরা এখনও একই মাত্রায় জেগে রয়েছি, একই প্রেম বুকে নিয়ে, একই আকুলতায়...
তোমার প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি নদীর স্রোতমালা, প্রতিটি বৃক্ষের ছায়া, প্রতিটি শিশুর মুখ—
সব যেন বলে যায়, গেয়ে যায়
এ দেশ আমাদের, এ দেশ ভালোবাসার...
ওগো প্রিয় বাংলাদেশ,
আমাদের দেশ, আমাদের প্রেম,
প্রথম থেকে শেষ—
আমরা তোমার সন্তান, তোমার রক্তধারা, চোখের সামনে লাল সবুজের পতাকা অমলিন—
তোমার জয়গান চিরদিন কণ্ঠে গীত হোক...

“... জঠর যন্ত্রণা হৃদয়ের বেশি ঢের
বসন্তে কিইবা পায় মৃত কোকিল
কাহিনী নয়, বাস্তব আরো বর্ণিল
বিষ খুঁজেছি, আশা নেই অমৃতের...”
নক্ষত্রের দেশে যাত্রা শুভ হোক প্রিয় মানুষ, প্রিয় কবি, প্রিয় আত্মজন কবি হেলাল হাফিজ... ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

বাতাস নীলের বিকেলে
— পারভেজ শিশির
১১ ডিসেম্বর ২০২৪ বুধবার

যখন দিনের শেষ ভাগে
সন্ধ্যের খয়েরি আলোয়
আমার ঘরে ফিরে আসি,

দেখি যেন কেউ—
কোনো কথার ফোয়ারা না ছিঁটিয়ে
একজন শুধুই আমার আশায়, ঠাঁই বসে রয়েছে…

একটা অপরাজিতা লতার
এ জীবনে কিসের প্রয়োজন,
খানিক দূরত্বে নীল ধোঁয়া ফোটানোর?
কিসের কষ্ট তার বুকের নীলাঞ্চলে…!
আমি কি দেখি, কখনও কি জানতে চেয়েছি,
কেন সে পাপড়ির রঙে এত নীল মেখেছে?

সে আমার মনোরূপা মনোমোহিনী,
আমার অনুক্ষণ-স্মরণীয়া—
তাতেই আমার রাত এবং তাতেই আমার ভোর,
আমি স্বাধীন ফেরারী, কেননা সে আমার মঙ্গল স্মরণী…

জানি সে আমাকে রেখে
চলে যাবে না আর কোনোদিনও,
কারণ আমাতেই যে তার জন্ম-বিন্যাস-মৃত্যু—
তাঁর প্রেমেই আমার স্বাধীনতার সুখ লাগে...

“তুমি কি সেই অচিহ্নিত প্রজ্ঞা লভেছো,
কেন তোমার কাঁধ ছুঁয়ে, ঝিল বাউলির তীরে হাঁটি যেখানে আমরা কোনোদিনও যাইনি,
যেমন'টা কখনই দেখিনি,
কেন আমি সেই নূতন শাড়িতে তোমাকে দেখি...!— তুমি এত চিত্রকল্প কি ক’রে সাজিয়ে তোলো, আমায় একবারের জন্যও বলতে পারো?
যে প্রতিবেশ অজান্তেই আমাকে
ছি'ন'তাই করে নিয়ে যেতে চায়..!

যে বাতাসের প্রতি রেণু রেণু স্পর্শ
তেমনই তোমার সুরভিত গাল ছুঁয়ে আসে...”

আমি তাঁর প্রতিধ্বনি কথায়,
তাঁর চেয়ে’ও অন্তরীণ বাতাসরঙা হয়ে যাই,
নিজেকেও যেন আমাকে দেখতে না হয়,
তাঁর প্রাণে বিলীন, তেমনই ম্রিয়মাণ হতে হতে,
এক সময় কৃষ্ণবিবর অন্ধকার হয়ে যাই…
তাঁর ব'লে দিও —
"এই তো তবে প্রেম
যেখানে হবে সকল শেষের শুরু,
এই তো তবে প্রেম
দিবস শেষে রাত্রি যেখানে পুরু…"

সে কি তবে ইতোমধ্যেই জেনে গেছে,
নির্বান্ধব নিরিবিলি প্রতি প্রহরে
তাঁর কুসুমিত মোমের আলো প্রণয়,
আমাকে সুপ্ত স্বাধীন নির্মুক্ত করে,
এই তবে ‘তুমি’, এত তাঁর প্রেম ছড়িয়ে থাকে…!
এই অন্ধত্বের আর কোনো উপশম নেই,
স্পষ্ট দেখার ক্ষণ হয়েছে শুরু—
চোখের আগে, শেষ নিশ্বাসে তেমনই
তাঁর চোখের মায়া জেগে থাকে...!
আর কোনো না কোনোভাবেই
আমার স্বাধীনতার দন্ডাদেশ আরও,
আরও আরও প্রলম্বিত হতে থাকে—
তাঁর নূতন গল্পময় দারুণ বিষণ্ণ আনন্দিত বিকেলে…

____

“এইসব ম্লান গন্ধ মৃদু স্বাদ চায়
পৃথিবীর পথে ঘুরে আমার হৃদয়

ডুমুরের পাতা ঝরে ভিজে চালে—ধীরে ধীরে বৃষ্টি ক্ষান্ত হয় মলিন শাড়ির ঘ্রাণ ধূপ হাতে দুয়ারে দাঁড়ায়…”
[দীপ জ্বলে ওঠে সন্ধ্যায় / জীবনানন্দ দাশ]
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

মানবতার মানচিত্র
(বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে)
— পারভেজ শিশির
১০ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার

স্বাধীনতা শব্দটি একা নয়,
তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সমতা,
গণতন্ত্রের আলোবর্তিকা হাতে,
ন্যায়বিচারের শাণিত তরবারি হয়ে,
মর্যাদার শিরস্ত্রাণ মাথায় তুলে—
আমরা হাঁটি, সবাই, একসঙ্গে।

অধিকার মানে শুধু আমার নয়, তোমার নয়, তাদেরও নয়, অধিকার মানে—'আমাদের',
এখনও সেই অধিকার টলমল করে,
বৈষম্যের কুয়াশা জমে থাকে চোখে,
শ্রেণিবৈষম্য কেন একই মাত্রায় সাবলীল...!

প্রগতিশীলতার হাত ধরে, মানবতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের স্বপ্ন— একটা সমাজ,
যেখানে সকলে সমান, প্রতিসম।

সাম্যবাদ শব্দটা মাটি চেনে, শ্রমিকের ঘাম চেনে, কৃষকের ক্ষয়ে যাওয়া নখ চেনে,
আর চেনে— সেই বিসর্জন, সেই ত্যাগ,

যা লিখে গেছে ইতিহাস, আমাদের আত্মার অক্ষরে...

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দেয়াল
যখন আঁকে অন্ধকারের রেখা,
ধর্মবার্তা তখন ভেসে আসে—
সকলের জন্য শান্তি, সকলের জন্য সমৃদ্ধি। ভ্রাতৃত্ববোধের সেই শিক্ষা,
প্রেরণা হয়ে জ্বলে ওঠে চোখে চোখে, আবেগ মেশে র'ক্তের স্রোতে,
আমরা বলি—
"মানবাধিকার মানে আমি, তুমি নয়,
বরং 'আমরা', আমাদের গল্প,
একটি বিশ্বমানচিত্র যেখানে— সবাই মানুষ, সবাই আমাদের।"

অহংকার যত ছোট হয়ে আসে,
সংহতি তত বড় হয় বুকের পাঁজরে,
সচেতনতার বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়,
শান্তির ফুল ফোটে সমাজের বাগানে...
তোমার চোখের জলে ভেসে যাবে
মনের যত ক্লেদ, বিভেদ যত...
এখানে নেই কোনও উঁচু-নিচু, নেই কোনও বিভেদ, শুধু সবাই, একসূত্রে গাঁথা—

অন্যের কষ্টে, অন্যের ক্ষুধায়,
যখন আমাদের কপালে ভাঁজ পড়ে
যে হাত এগিয়ে দেয় রুটি,
যে কাঁধ ভাগ করে বোঝা,
সে হাতই তো আমাদের...
আমাদের সমতা মানে— সবাইকে নিয়ে হাঁটা,

গণতন্ত্র মানে— সবাই সঠিক কথা বলার অধিকার পাওয়া, ন্যায়বিচার মানে— সবাই পাবে সমান সূর্যালোক... সবার জন্য স্বাধীনতা, সবার জন্য সমতায়
তুমি, আমি, সে মিলে লিখে যাব নতুন ইতিহাস,
যেখানে শব্দগুলো বেঁচে থাকবে
আমাদের হৃদয়ের মানচিত্রে—
স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র,
ন্যায়বিচার আর মর্যাদার চিরন্তন আলো হয়ে...

একটি @শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

দরদী, ক্ষমো অপরাধ
— পারভেজ শিশির
৯ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার
কী কব তাঁর কথা আর কী দেব পরিচয়, হৃদ-মাঝারে বসত ক'রেও, সে আমার নয় গো…! তারে দিলাম শুধু, পেলাম না ফিরতি প্রসাদ, দরদী, ক্ষমো অপরাধ...

দখিন জানালা ঘরের, বন্ধ রয়েছে আজো
তবু কী বাতাসে, সব করছে এলোমেলো,
সাধের ঘরে আগলে রেখেছি মণি মানিক্য
ডাকাত হাওয়া এসে, উল্টে পাল্টে দিলো…

‘রাজ-প্রহরী’ সমন হাতে প্রায়ই আসে যায় বেঘর হয়ে গাছতলাতে আসন নিতে হয়,
পরাণ পাখি হা-হুতাশে আঘাটের গান গায় আপনার প্রাণে আপনারে দ্যাখে জগতময়…

"...আসমানে ওড়ে এক দুঃখিত পাখি

অন্তরে ব'য়ে প্রাচীন কোনো সুখ,
নীড়ের পথ নেই ততোধিক বাকি
বিনা মেঘে বাজ, পথ রোখে অহেতুক..."
চিনতে তারে গেল আমার হাজারো জনম
আমি ভালোবাসি তারে, সে করে সব মাটি,
সুপথে কী যাবো আমি, বাঁধা নানান রকম
মাছ হয়ে পানি ফেলে, শূন্যে সাঁতার কাটি...

মাটির দেহ, মাটির ঘর, মাটির কারখানা
কীটে দংশে সর্পে কাটে, শাস্তি অহর্নিশই,
আজব কারণে তবু কা'ফেরের রুহ ফানা
পরিচিত গৃহে বসত করে অচিন সন্নাসী…
কী ক'রে শুধাব কারে, কেন এ গতিফের?
কোন কপালে পেয়েছি এমন মানব স্বরূপ?
মরণ হলেও, শেষ হয় না কেন আক্ষেপের?
খালি চাকে ফেরে কেন ভিখিরি মধুপ...?
রাহু দোষে এই জন্মে পেলাম বেদন অগাধ, দরদী, ক্ষমো অপরাধ...
কী কব তাঁর কথা আর কী দেব পরিচয়, হৃদ-মাঝারে বসত ক'রেও, সে আমার নয় গো…! একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪ #বাংলাসাহিত্য #রুহকাব্য
#দরদী_ক্ষমো_অপরাধ #পারভেজশিশির
#যশোর #ঢাকা #বাংলাদেশ
#সবাই

ঝিল বাউলির তীরে
— পারভেজ শিশির
৮ নভেম্বর ২০২৪ রবিবার

হেমকিশোরী, তোমার প্রণয়পাশা ছড়িয়ে গেছে বাথানে,

এই শীতের 'নকশি শাল' কুয়াশায়,
তুমি কেবলই স্মৃতি নও—
তুমি শীতল সূর্যাস্তের কুসুমিত রঙমাধুরী, স্থির চোখে বসে রয়েছি সেই তীরে
ঐ ঝিল তোমার পায়ের শব্দ চিনেছে—
যেন তাই খেজুরপাতায় নেমে এসেছে
প্রভাতের শিশির নূপুরনন্দিনী...

তোমার মৌমি প্রণয়ে জ্বলে ওঠে শীত সকাল,
তোমার অল্পটুকু উজ্বলা ওমে,
জ'মে থাকা হৃদয়ের বরফ গ'লে গ'লে যায়—
তুমি আদুরি শীত রৌদ্র রশ্মি,
অল্প আলোর রৌশনাই মাখা ক্ষণিকের দিবা প্রহরে...

তোমার আঙুলের পেলব পাপড়ি আদরে
লেখা হতে থাকে দীর্ঘ রাতের কাব্য,
তৈলচিত্রের মতো স্থির সময়ের সন্তাপ—
ব্যাকুল বিকেলের ঝিম ধ'রে আসা আঁধারী,
তোমার অশ্রুত নিশ্বাসে দিঘল সন্ধ্যে মিশে থাকে...

তুমি কি বসন্তের স্বপ্ন, হেমকিশোরী?
শীতের জানালায় নীরব বসন্তের গুঞ্জন সংগীত? তুমি স্মৃতির সূর্যোদয় হয়ে ফিরে এসেছ বারবার— তোমার হাসির রেখা যেন শীতের নরম কুয়াশায়,
ছুঁয়ে যায় কাঁপন ধরা হৃদয় থেকে হৃদয়ে—
তোমার চোখের গভীর সরোবরে,
প্রতিটি শীতের রাত অগোচরে হারিয়েছে...

প্রণয় সিথানে বাঁধা প'ড়ে আছি এমনই
যুগান্তর একইভাবে শীত প্রত্যাশায়,
তুমি কেবলই স্মৃতি নও—
তুমি শীতল সূর্যাস্তের রঙ বরণী,
তোমায় ছুঁয়ে যাওয়া আঙুলে জ'মে থেকেছে,
শুকনো ঠোঁটের ভেজা কবিতা, হেমকিশোরী—
শীতের শিশির জল, তেমনই আবৃত্তি করেছে সূর্য...

উত্তরী বাতাসে তার শুনেছি গোপন গানের জলসা, যার সুরে তুমি প্রলেপিত, হেমকিশোরী—
নীলচে ওম-পোশাকের ভাঁজে লুকানো উষ্ণ কপোত ডানা, চিরদিনের চির পরিচিত প্রেম প্রকাশিকা— তোমার কানের লতিকায় গো,
মেখে থাকে যেন আবীর কোন দূর্বার বিরহীর...

তুমি আহ্লাদী রোদ মিঠে, শীত সকালে
খুঁজে ফিরেছে কেউ তোমার ছায়াশিল্প, হেমকিশোরী, তুমি কেবলই স্মৃতি নও— তোমার হাত-সেলাই চাদরে
লুকিয়ে রেখেছি আমার স্খলিত স্বপ্ন... তোমার চুলে মেখে থাকা শিশিরে হারিয়ে গেলে যাক, আমার সমস্ত সময়—

ঠান্ডা ঘাসের ঘ্রাণে বিচ্ছুরিত,
শাপলা কোমল আঙুলের অশেষ ওমে
আমার শীতের গল্প শেষ হবে না—
হেমকিশোরী, তুমি কেবলই স্মৃতি নও,
তুমি প্রতিটি শীতে, মিথ্যে নয়, আরও নিকটবর্তিনী, অবাধ্য কোনো কিশোরের প্রেমে অমৃতা, অতুল রূপকুমারী... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪
বাংলাসাহিত্য # প্রণয়কাব্য # শীতেরকবিতা
ঝিল _ বাউলি

স্পর্শ শেষের গান
— পারভেজ শিশির
৭ নভেম্বর ২০২৪ শনিবার
(“মৃত্যু আমার প্রিয়ার কালো চোখ কেড়ে নিলেও কি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির স্মৃতিকে কেড়ে নিতে পারে…! চোখের চাওয়ায় সে ফিরে ফিরে এসে, অনন্তকাল ব’লে যায় ভালোবাসি… ভালোবাসি…”)
করুণ প্রাণ আত্মরহিত, কাছে নেই প্রিয়তম
বেদনায় প্রিয়, বড় ব্যথায় এ আত্মবিলাপ,
প্রভু আমার, মুক্ত করো স্বহৃদয় অভিশাপ
যেচেছিলাম শুধু তারেই, যে হৃদয়বন্ধু মম...

শেষ বার যখন আমি তারে দেখেছিলাম
দিনটির কথা অনুক্ষণ মনে পড়ে আজও, শুভ্রমৌলি সাজে তাকে এভাবে দেখবো
ভাবিনি কোনদিন, কিভাবে তবু দেখলাম...!

প্রাণমতি প্রিয় চটুল ময়না পাখি আমার
ঘনঘোর সেদিন আর কোনো কথা বলেনি,
পাশেই দাঁড়ানো আমি, তাকিয়ে দেখেনি
শত সহস্র প্রিয় ডাকেও ঘুম ভাঙ্গেনি তার...

ঝলকা কাটা খাটে আমার প্রিয়তম শায়িত
পেরিয়ে এখন চেনা অচেনা দ্বন্দ্বের পৃথিবী, সমাপিত হলো অভিমান, দেনা পাওনা সবই

শরীরের সুঁচাগ্র শ্রান্তিটুকুও আত্মায় সমাহিত...

এই কী তবে সেই জীয়নের প্রকৃত আখ্যান
স্থিত হবে অতীত, বিচ্ছেদ হবে প্রাণদোঁহে, শূন্যময় প্রমাদ, সে নেই অথচ সে রয়েছে,
সমর্পিত হতে অকপট, প্রাণের উপর প্রাণ...!

একাকী পাথর জীবনে এভাবে সব প্রাণময়
অন্তিম পরশ অমৃতটুকু বুকে নিলাম তবু,
সেই ভরসায় থাকি, যেন কোনো ক্রমে প্রভু
নতুন এক আলো ভোরে, আমাদের মিলন হয়

____

“জানি আমি তোমায় পাবো নিরন্তর
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই
কোন বাধা নাই ভূবনে,
রয়েছ নয়নে নয়নে…”
… … … … … … [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

সি'জদা
— পারভেজ শিশির
৬ নভেম্বর ২০২৪ শুক্রবার

আমি আমার প্রিয়তমের আকাঙ্ক্ষী, যে অপরাজেয় আমি আমার মন-ভ্রমরার আকাঙ্খী, যে দুর্নিবার, আমি আমার প্রাণসঙ্গীর আকাঙ্ক্ষী, যে আদ্যন্ত, আমারে যে সব করেছে দান, তাঁর আকাঙ্ক্ষী, আমারে ধ’রে রাখো তোমার কাছে~
তুমি হীরে জহরতেরও অধিক,
তুমি সোনা মুক্তোমণির দ্যুতি...

জানি তোমাকে পেলেই, হে সর্বদ্রষ্টা সূক্ষ্মদর্শী, আমার সর্বস্ব পাওয়া হবে—
তুমি অনন্য অনুপম অপরূপ অতুলনীয়,
আমার কিছুই বোঝার নেই
নেই কিছু জানারও, হে মহাশক্তিময়...

জানি শুধু আমি তোমার হয়েছি
আমার হও তুমিও, প্রিয় প্রশ্রয়দাতা~ আমি ক্ষণে ক্ষনেই তোমাকে ভাবি তোমার সাথে কথা বলি, হে সর্বশ্রোতা,
যেন এক যোগী আমি
মহাকাল ধ’রে যুগের পর যুগ,
তোমার ধেয়ানেই অক্লান্ত মগ্ন বিলীন~
শুধু জানিনে আমার প্রেম
তুমি কবুল করেছো কিনা, হে গুনগ্রাহী,
আমার সি’জদা নাও, হে মহাপ্রাণময়, এই নাও সি’জদা...

এক জীবনের একমুখী আশা নিয়ে
ঠাই নিষ্পলক ব’সে আছি, হে সাড়া দানকারী,
তোমার একটা হ্যাঁ-এর অপেক্ষায়~
যদিও আমার আঙুলে, নখ দর্পণে
হাতের তালুতে, করজোড়ে, হে মহিমান্বিত সদয়, আমার বাহু, বুকের জমিনে, আমার রোমকূপে দৃষ্টি শ্রান্ত নয়নে, না জেগে ওঠা স্বপনে আমি তোমাকে দেখি, তোমার মায়া...
তোমার ঘর দেখি শুধু, দরজাবিহীন
জানালার চিহ্ন’ও নেই এতটুকু উঁকি দেয়ার ঘরখানায় তুমি আছো, এতটুকুই যথেষ্ট
কে বলেছে যে আমি বেঘর আশ্রয়হীন!

এই তো আমি তোমার রঙে রঙিন
তোমার ঘরের ছায়ায় শীতল, হে চিরঞ্জীব, মনের যা কিছু কষ্ট পীড়ণ ধাক্কা
সব জমিয়েছি তোমাকে দেখানোর জন্যে, একদিন সব তোমাকে বলবো মন খালি ক’রে~ হয়তো সেদিন আর কিছু না বললে’ও
তুমি সব বুঝে নেবে, হে পরম সত্য~ তোমার সাথে মিলনে
আমার সকল বিরহের মৃত্যু হবে,
যে বিরহ আমি হৃদয়ালিন্দে
গোপন ক’রে রেখেছি আজন্ম আমৃত্যু...

হে আমার প্রাণপতি, তুমি বড়ই কৌশলী
তুমি জানো যে তোমাতেই আমার গন্তব্য, তুমিই আমার সীমানা, হে অদ্বিতীয়,
আমি অধীর হলেও, আকুল হলেও
তুমি সেই একই রকম স্থির,
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া আমায় মোহগ্রস্থ করেছে স্খলিত করেছে এখন তখন,
কিন্তু যে কপাল একবার
তোমার পায়ে প্রণত হয়েছে, হে মহিমান্বিত,
তা আর আমার ওঠানোর শক্তি নেই~
আমার সি’জদা নাও, হে মহাপ্রেমময়, এই নাও সি’জদা…

এই যে, আমি এখন তোমার হতে এসেছি,
এখন বরণ অথবা বর্জন
করো যা তোমার করনীয়, হে পরম প্রজ্ঞাময়
তবুও আমি তোমার আকাঙ্ক্ষী,
তোমার দানের ভিখারী, হে অনুগ্রাহক...
হে গোপন প্রিয়তম, অত্যাগসহন অসীম,

তোমার প্রেম আমি পেয়েছি~
তুমি আমার ঘরখানিতে ভ’রে রয়েছো তোমাতেই মহাজগতের প্রাণ প্রবাহ,
গ্রহ নক্ষত্র আকাশগঙ্গা, হে সুবিচক্ষণ তাহলে আমি কোথায় রয়েছি অথবা কোথায় নেই~!

চোখের জোরে না পারলে’ও
মনের জোরে তোমায়, হে অবিনশ্বর অদৃশ্য, আকাশলীনায় খুঁজে ফিরি,
নাক্ষত্রিক ধুলোবালি সরিয়ে সরিয়ে~
ইথারে ইথারে আমার ঘরখানিই
শুধু সামনে এসে এসে পড়ে
আবারও দূরে যেতে যেতে শূন্য হয়ে যায়,
এরপর আবারও ঘর আবারও শূন্য আবারও ঘর আবার শূন্য... কী রূপে তোমার অপরূপ দেখতে পাবো!
এই যাত্রা যেদিন সাঙ্গ হবে! কে জানে, কে জানে! জানি তুমি অনন্ত, অসীম ও অক্ষয়
জানা নেই শুধু, এই যাত্রা অনন্তের কিনা...!
আমার সি’জদা নাও, হে মহামহিম, এই নাও সি’জদা…

____

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

একটি কুঁড়ি দুটি পাতা
[চা বাগান শ্রমিকের প্রতি উৎসর্গ]
— পারভেজ শিশির
৫ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার

এক রকম হাতের গল্প শুনবে তোমরা?
আমার কাছে আঙ্গুলের গল্প আছে— একই নিয়মে ভোর হলে'ও

পাহাড়ী ঢালে আটকে থাকা, সূর্যের ব্যথিত প্রহরে, যে আঙ্গুলগুলো সমব্যথী হাতের আশ্রয় খোঁজে...

সত্যিই কত বিচিত্র সব হাত—
যেন কোনো চিত্রাশিল্পীর ক্যানভাসে,
নানা রঙ নিয়ে অঙ্কণ খেলায় মেতেছে,
সে হাত ড্রইং রুমের টেবিলে
চায়ের কাপের জলসা সাজায়,
যে হাতগুলো কেবলই বিদেশী মুদ্রা ছাপে...

কিন্তু, জানো? সে সব হাত কোনোদিন হাসে না সবগুলো আঙ্গুল বিষণ্ণ,
ভোঁতা হয়ে যাওয়া স্বপ্ন নিয়ে
তাঁরা ঘুমিয়ে যায়, ভর সন্ধ্যায়...

তারা কোনোদিন সমুদ্র বিলাস করে না— তাদের কাছে মেঘছোঁয়া পাহাড়ই বিনোদন, রোদপাখি, প্রজাপতি, মৌমাছি
তাদের বিনে পয়সায় গান শুনিয়ে যায়, মহুয়া ফুলের গন্ধেই যাদের মন দোল খায়...

হাতগুলোর এতটুকু মাথা গোঁজার ঠাঁই সামান্য চিকিৎসার পথ্য,
আর দিন গেলে বাইশ কেজি পাতার জন্যে মাত্র একশো সত্তর টাকা—
এই দিয়েই হাতগুলো বেঁচে থাকে...
মাথার উপরে ফাঁকা আকাশ
আর গরাদবিহীন জেলখানায়
তারা কয়েদির মত বেঁচে থাকে...
... কিন্তু আস্ত একটা মানুষ—

কাগজ কলমে যার নাম স্বাক্ষরে,
রপ্তানি হয়ে যায় হাতগুলোর কুণ্ঠিত স্বপ্ন—
বড্ড অসুখী হাতের অসন্তুষ্ট আঙ্গুলগুলো,
কেবলই ম্লান মুখে সূর্য ডোবা দেখে
সে চোখে মুগ্ধতা নয়, কেবলই অনুর্বর দিনের ক্লান্তি...

কোথায় থাকে এসব পূর্ণদৈর্ঘ্য মানুষেরা,
যারা একটি কুঁড়ি দুটি পাতার গান শোনায়...!
যাদের বৈভবের উজ্জ্বলতায়
হাতগুলোর মুখ দিন দিন কালো হয়ে,
আফ্রিকার কালো চামড়াকে'ও হার মানায়...!
সেই সব দুঃখিত হাতগুলো আর
কিছুতেই মানুষ হয়ে উঠতে পারে না...

এমনই তরঙ্গে ওঠে নামে হাতগুলো
যেন কত না আনন্দে চলছে স্বপ্নের জাল বোনা, পাহাড়ি ঢালের গড়িয়ে যাওয়া যাত্রায়—
আদতে হাতগুলোর, মানুষ হওয়ার স্বপ্ন নেই,
তাদের কোনো স্বপ্ন থাকে না...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪
বাংলাসাহিত্য # দুঃখিতকাব্য # জীবনবোধেরকবিতা # একটি _ কুঁড়ি _ দুটি _ পাতা # পারভেজশিশির
যশোর # ঢাকা # বাংলাদেশ

কদমতলীর বংশী
— পারভেজ শিশির
৩ ডিসেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার

কিছু সামনের নিখাঁদ খয়েরি সন্ধ্যের বিষণ্ণতা

আজন্ম এমন অস্তোন্মুখ মার্তন্ড মলিন ক'রে দেয়, কিভাবে তবে পুরোটা দিনের হিসেব করা যায়!
আমার হৃদয় দ্রুতি, জ্যোৎস্না পিয়াসী চাতক হয়ে স্থির, স্বাভিমান স্বাধীনতায় অপ্রগল্ভ আমার আর, কোনোক্রমেই নীড়ে ফেরা অসম্ভব হয়ে ওঠে....

সতর্ক চোখে যতবার গহিনের পথ পেরিয়েছি
দারুন কতক ডালিমের লাল কমলাটে ফুল,
নিঃস্তরঙ্গ ক'রে আমাকে রুখে রুখে দিয়েছে~
ধীর ডানার সব অবাক হালকা প্রজাপতি!
কোথা থেকে কিছু না জানিয়ে উড়ে এসে,
আমার কুঞ্চিত অবসন্ন গায়ের উপর ঠাঁই খোঁজে~
অথচ অপ্রসন্ন শ্রান্তির দেহে, আমি খুব জানি,
কীভাবে এ অলীক সংসারে, দায় দেনার পাহাড়,
পরম প্রিয়তম মুখগুলোর ক্লান্ত চাহুনি,
আমাকে নিকষিত সূর্যের স্বর্ণস্নানে স্নিগ্ধ হতে দেয়নি~ হাতের রেখায় রেখায়, ভারসাম্যের অনুপস্থিতি,
নিপাট ভালোবাসার স্বতঃস্মরণীয় অপ্রাপ্তি,
কীভাবে আমাকে ভুলুন্ঠিত করেছে প্রতিদিন...!

আত্মপ্রলাপে বিলুপ্ত প্রতিটি রাত্রি যখন নিথর
যেভাবে মুহূর্তের প্রতিজ্ঞা নিমিষেই মিহিন ধুলো,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা জঙ্গল থেকে হাজার জোনাকি,
তিমির দোলায় শুখনো কাঁটানটের ফাঁক গ'লে,
ভারী আঁধারে ছুটে আসে আমার চোখ লক্ষ্য ক'রে! রৌদ্রতপ্ত অঘ্রানের দিন শেষের উন্মিলীত সন্ধ্যায়, অগণিত সবুজ জ্যোৎস্নায়, আমি নিহত হয়ে যাই...
ভরাট নকঁশী বাগানের সহস্র ফুলের ঘ্রাণ জলসায়,
আরও গভীরের মাখন পেলব পাঁপড়ির লাস্যময়তা~
একই রকম মাতাল, আমাকে ভীষণ স্তব্ধ ক'রে দেয়!

সমস্ত মুহূর্তই তবে এমন মুগ্ধ অন্ধত্বে কেটে যাক্
সাত জন্মে'ও যেন এই আশান্বিত অন্ধত্ব না কাটে... ! যেভাবে সবগুলো ঋতু পেরিয়ে এই প্রায় পৌষী শীতে,
এতগুলো আশ্চর্য মাসের শেষে এই মখমলি চরে
হিমানী পাখির কল্লোলিত দুটির ডানার মতন শৈশবী~
দুটো বাসন্তি চোখের 'তোমাকে' সবার অলক্ষ্যে খুঁজেছি... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

তোমার উষ্ণতার খোঁজে
— পারভেজ শিশির
১ ডিসেম্বর ২০২৪ রবিবার

সেই স্পর্শ, সেই উষ্ণতার উৎস
অনুসন্ধানের সমাপ্তি কোথায় জানা নেই—
কোন অভিধানেই বা খুঁজব
তার তিরোধানের শব্দার্থ...!

জীবনের সব লেনদেন, যে ক্ষণে সম্পূর্ণতা পাবে, তোমায় পাওয়া হবে শুধু সেদিনই,
যেমন এই ক্ষণে, আমায় তুমি পেয়েছ...!

ভাগ্যিস তবু স্মৃতির কিছুটা ওম ছিল
তাই কল্পলতা হয়ে প্রতি তিথিতেই,
একই ছন্দে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাও—
আবার কিছু বা কেউ হারায়নি ভাবতেই, সহসা দেখি আশেপাশে, কেউ নেই, আদিগন্ত শুধুই শূন্যতা...

কী এক অমানুষিক বৈরী বাতাস

রেখে চ'লে গিয়েছ—
পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ঈশান থেকে নৈঋতে, অথচ আজও একই কায়দায়,
আকাশ লাল ক'রে সূর্যোদয় হয়ে চলেছে... সূর্যকরের সাথে তোমার উষ্ণতার,
আজও কত কত ফারাক...!

আকাশ ধূসর হয়ে আসতে থাকলে,
যেমন খুব মন খারাপ হয়ে যেতে থাকত— দূর্লভ কিছু খোঁয়া গেলে স্বভাবতই, যেভাবে বোধের পাঠশালায় তালা পড়ে— তোমার আনাগোনাহীন জীবনে,
মন খারাপের দৈনিক হাট বসে...

হাতের তালুতে চেয়ে, তোমার স্পর্শ খুঁজি, যদি দেখা যেত সেসব দিনগুলো...!
তিতিক্ষার দিনগুলো, কীভাবে কেটেছে অসহ... অপেক্ষার বিকেলগুলো কত ছাইরঙা ছিল— পানি-জমা চোখের, তোমার অবয়ব
আমাকে যেন ধুলো ক'রে দেয়...

আমার কাছে আমি, অপরিচিত হয়ে যাই,
শুধু তোমাকে দেখে ফেলি, প্রায় ছুঁয়ে ফেলি— আমি হারিয়ে যাই, তোমাকে খুঁজে পাবার জন্যে, তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে
আমি প্রতিচ্ছবি হয়ে যাই,
পিছুটানহীন ফেরারি মেঘ হয়ে যাই...

তুমি শুধু হাসো... কাঁদো'ও বোধহয়
কী ভীষণ দুর্বিষহ বেঁচে থাকি

এই তুমিময় একাকীত্বে—
তা তুমি যদি জানতে, তুমি যদি তা জানতে...

____

"আমায় তুমি সঙ্গী করো
সুদূরের রোদপাখি,
সোনার আলোয় দাও
রাঙিয়ে মেঘের পালকি—
আমি হারিয়ে যাই
ফিরে আসার প্রতিজ্ঞায়,
তুমি ফিরে আসো
নিখোঁজ স্মৃতির জানালায়…"
[মুহূর্তের চিরকুট / নিখোঁজ পাঁজর] একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

পথের শেষে পথ
— পারভেজ শিশির
৩০ নভেম্বর ২০২৪ শনিবার

যেখানেই যাও, ইশকের হাট বাজার প্রিয় যদি না হও প্রেমিক তবে ঝামেলা হাজার, আর কিছু না নাও, প্রিয় প্রেম সঙ্গে নিও...

বিড়ম্বনা আছে বহু, ফকিরের রাজা সাজার কিই বা আছে তোমার, দিতে পারো বিলিয়ে,
এ সংসার কিছুই নয়, এক শুষ্ক মরূভূমি...

সময় থাকতে, নাও নিজের অংকটা মিলিয়ে তোমার জীবনে অতুলনীয় মহামূল্য তুমি, আসল না চিনে, করো নকলের বেচাকেনা...

কাঁটার ধার না ধেরে, ফুলের আশা করো দাম-দর না জেনে, করো প্রেমের লেনাদেনা, সোজা পথে না চ'লে, প্যাচানো পথ ধরো...

কু-জীবনে ঢোকার পথ সহস্র খোলা থাকে
তুমি মরো তবু তোমার খাজলৎ মরে না,
টনক নড়ে কু-পথের শেষে, চোরাবালির বাঁকে

পরকে চেনো, নিজকে তুমি নিজেই চেনো না...

জগৎ তোমার নিমেষেই হতে পারে আঁধার
থিতু আলো জমা ক'রো সময় শেষের আগে সুকর্ম-ফল আশা করো, ক'রো না হাহাকার...
মরণ আসে তবু অনন্তে মিলন-স্বপ্ন জাগে...!

____

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

এমন এ আনন্দধারা
— পারভেজ শিশির
২৯ নভেম্বর ২০২৪ শুক্রবার

সুবর্ণ, তুমি আজকাল আমাকে একটুও দেখো না জানো যে আমি তোমার চোখে দেখি সবকিছু,
মনে মনে কত দারুণ ব্যথার ভাঁজ পড়ে যায় সেসবের তোয়াক্কা করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছো...

আচ্ছা, তোমার মনে আছে, নিরেট বিকেলবেলা তুমি আমার পাশে আরেকটু ঘেষে বসতে?
তোমার আঙ্গুলের গ্রিলে আমার আঙ্গুল-লতা, আমাদের নিঃশব্দ ভালোবাসার বিবশ প্রহর?

দু'দিন যেতেই লাল-নীল-পেড়ে, অধীর তোমার চিঠি কীভাবে দুপুর বিকেল সন্ধ্যে ঝিলমিল ক'রে তুলতো— সেই দিন গোনা দিনগুলো বুঝি, আজ আর মনে নেই,
কেমন কালো অক্ষর গুলো তুমি হয়ে কথা ব'লে যেত...!

তোমার চুলে লেগে থাকা আলোয় বিকেলের সুর,
আমাদের মনের কক্ষপথের গোপন সংকীর্তন
মুখে তোমার মেখে ছিল সুর্যাস্তের আলো
আমি মৃদু হাসিতে শেষ মুগ্ধতা লুকিয়েছিলাম...

আজকাল তুমি খুব বেশি কর্মকার হয়ে গেছো, সুঁইয়ের চোখেও, সুতো ঢোকে অনায়াসে,
কিন্তু তোমার মনের মধ্যে আমার যাতায়াতের গলি, ক্রমশই যেন সরু সুতার চেয়েও সরু হয়ে যাচ্ছে...

বৃদ্ধ তুলট কাগজপ্রায় মলিন বিকেলবেলা
শুধু শুধু চায়ের বুকে, ফু দিয়ে কেটে যায়, অলাভজনক আমাকে ভাবো না আর জানি—
অথচ তোমার কবিতা পড়ে আজো আমি অবশ হই...

টিনের চালে তুমি, মুড়ি বৃষ্টির মত ঝরে পড়ো, যখন আজো আকাশ কালো করে মেঘ জমে—
চশমার কাচ সহসাই ঝাপসা হয়ে এলে,
যখন কেউ আর একটুও খেয়াল করে না,
বুকের মধ্যে শিরশিরে ঠান্ডা একটা হাওয়া— করে আমাকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম হতভাগা... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

জীবন জনান্তিকে
— পারভেজ শিশির
২৮ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার

কার প্রাণে কত ভাষা আছে
দেখেছে কি, এই পৃথিবীর জলপদ্ম? "আমার ভাষায় কি আমার জীবন,
আমার মনের সব রঙ জেগে আছে?"
কোথায় কিভাবে কার চোখে
কতটুকু মেঘ জমেছিল—
কে দেবে হিসেব, কি সব জনারণ্যে, অভিমানের উত্তাপে, মনের আকৃতি
বর্তুল থেকে আয়তকার হয়েছিল?

আত্ম-অতিক্রমী জীবন নিয়ে
অপরিনত দৃষ্টির প্রাবল্যে,
আক্ষেপের প্রাচুর্যে—
বহু প্রাণ, এই ধুলোর পৃথিবীতে বিরাজ করে; সে স্থান পায়, স্থানিক হতে পারে না— "প্রার্থনার সমস্ত তলের
অশরীরি ক্ষেত্রফল ক্রমে ক্রমে
শূন্যে নির্মিলিন হয়ে চলেছে"... রৌদ্রস্নাত পথিকের চোখে
দেখেছে সে আলোমুখী ফুল—
কাঁটার ইতিহাসে লেখা কত নিরাশ প্রেম, এমনই মোহনায় গতিহীন হয়ে যায়—
সে তো দেখেনি, কত কত স্রোতে
কি সব অপাঠযোগ্য গল্প লেখা থাকে...

প্রকট দামে বিক্রিত হয়েছে মন

এখানে আর কোনো বিতন্ডা নেই,
আক্ষেপ নেই আর কিছু খোয়াবার—
একটা মনের যাবতীয় সব স্বপ্ন,
কি ক'রে যেন দ্রুত অপ্রকৃতস্থ হয়ে গেলো...

ধাক্কা এসেছে বিপ্রতীপ কোণে অশুভ সময়ান্তে, মিশেছে হতাশ চোরাবালি মেঘ,
ঠিকানা হারানো খয়েরি রঙের খামে...
চাঁদের খাঁদে মচকেছে পা,
ভূবনময় পন্থাবিহীন নূতন যাত্রা সূচিত...

এই প্রেম এই পৃথিবী এই বায়ূবাহী নীল গ্রহ একটি প্রাণের জন্যে শুধু একবারই বরাদ্দ— এই দারুণ সুন্দর পৃথিবীতে, তার
বার বারই ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়েছে,
ভালোবাসায় প্রেমের মায়ার টানে—
এত এত র'ক্ত ঝরে তবুও...

জলরঙের নিরিবিলি সুখ আবহে
সে যখন জীবন পেয়েছে,
সংসারের কিন্নরী প্রবাহতাপে—
জীবন-জল বাষ্পীভূত হতে শুরু করেছে…
তার অশ্রু কেউ দেখেনি—
তার মন খারাপের পদাবলী কেউ পড়েনা,
হারিয়ে গিয়েছে তার আনন্দ-দিনের বর্ণিল স্বরলিপি... তার অবস্থান তখন না মাটিতে,
না পাতালে আর না আকাশে…
বিরান মাঠের জলহীন মানচিত্রে—
কার যেন এক কুঞ্চিত চোখ ভেসে ওঠে,
অসহনীয় অনিরাপদ এক ত্রিশঙ্কু স্থানাঙ্কে—

সে থাকে নির্বাক, থেকে যায়…

চোখের চাউনিতে শুভ্র মেঘ মিশে
যে জীবন একদিন কুহুসুর নিপবন হয়েছিল, যার কথা শুনে কেউ একদিন—
কমলা রঙের মেঘের বিকেলে,
ভালোবাসি, ব'লে স্মিতমুখে চেয়েছিল...
সেসব কথা না হয় থাক প'ড়ে পথে,
আবারও চলমান হোক রোদছায়া,
সমস্ত বেহিসেবি মন—
অচিরেই আরোগ্য লাভ ক'রে
পবিত্র হোক উজ্জ্বলতর ভালোবাসার কিঞ্জলে...

____

উত্তরীয়ঃ
কী জানি, কী লিখতে কী লিখে ফেলেছি, ভাগ্যিস সবটা লেখা হয়নি...! হে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, তোমার অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে হ'লে শুধু উচ্চারণ ক'রে ফেলো, দেখবে, কোনো না কোনো ভাবে, ইথারে ভেসে সে সব কথা আমার মনে পৌছে গিয়েছে... জানি একদিন কেউ বিশ্বাস ক'রবে না, তবু'ও বলে ফেলো, অন্তত ইথারে ভেসে থাক এইসব কবিতা পড়া প্রহরের কথা...!

আমি নিজেই এসব আমার লেখা'কে কবিতা বলতে নারাজ বরং একে শব্দিতা বলাই ভালো, শব্দের কারসাজি ছাড়া এ আর কিই বা হতে পারে, বাঁচবে না তো সামনের এক শতক'ও... জেন জি'র কথ্য অকথ্য শ্রাব্য অশ্রাব্য মিশেল শব্দে, বেদখল হয়ে যাচ্ছে কাব্যের জমি-জিরাত... কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'র যন্ত্রবোধী এই যুগে যাদের জন্ম, তারা এসব লেখা দেখলে হেসে অথবা বিরক্তিতে শুধু কুটি কুটিই হবে আর বলবে অযথা কালকূটে ভ'রে রেখেছে সমস্ত ইথার...! কবিতা খানিকটা বাঁশীর মত, সপ্তসুর রন্ধ্রের কারণে সংসারে, এ কোনো কাজেই আসে না, এক ছটাক তেল রাখলেও গড়িয়ে প'ড়ে যায়...
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

নীল ভাঙনের গান
— পারভেজ শিশির
২৩ নভেম্বর ২০২৪ রবিবার
[পূরবী—

সন্ধ্যের খয়েরি অন্ধকারে বসে, দিন যাপনের ক্ষণকাব্যে আর নাই বা সান্ত্বনার অনুপ্রাস সাজালাম... অন্ততঃ কেউ একজন তো রইল, যে প্রহর শেষে এক দৃষ্টির প্রতীক্ষা নিয়ে পুরোটা দিনের স্মরণগীতি শোনাবে... 'বুড়ি' এমনই এক সত্ত্বা, যে সময়ে সময়ে, মানসীর চেয়েও প্রেমময় অথচ সে কেবল সহমর্মী শ্রোতা বৈ কেউ নয়...]
আজ অনেকদিন পর
আমার অনেক কাছের বন্ধু,
বুড়ি’র সাথে বিকেলের আলোয় দেখা...
আমি বুড়ির কথা কিছুই—
ওর আন্তরিকতা, অন্তর্দৃষ্টি আর
সবকিছুকে ছাপিঁয়ে আমাকে
আপন করে নেয়ার দিনগুলোর কথা, ওদের ছাই রঙের বাড়ির সামনে
ঝাকড়া চুলের গন্ধরাজ গাছটি, আমাদের কথার মাঝখানে
কেমন এসে এসে চুমু দিয়ে যেত,
— এতটুকুও, এখনও ভুলে যাইনি.. অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছি, আজকে কত কত বছর পর,
ওর সাথে আমার আবার দেখা হলো…!

কতদিনের কত আবদার, খুনসুটি
আরও কত কত অভিমান,
অনেক ভেঙে পড়া সময়ে
কিভাবে একটু স্বস্তির পরশ দিতো,
সব ঠিক হয়ে যাবার সান্তনায়,
এই আমার বন্ধু বুড়ি...
মনে মনে যত কষ্ট পেয়েছি
দারিদ্রের, স্নেহহীনতার, অপমানের প্রত্যাখ্যানের আঘাত যেন
বুড়ির কাছে এলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যেত…

তরুণ বয়সে সমবয়সী বুড়ির কাছে ওর চোখের সামনে বসে কেঁদেছি, আমার অশ্রুর বাষ্প ওকে’ও ছুঁয়েছে আমার চোখে চেয়ে ও বললো,
‘তুই অনেকদিন খুব কষ্ট পেলি, না! কতদিন হলো বলতো?’
ওর এ কথার আর কি উত্তর দেবো! অনেক অনেক স্মৃতি-কথার,
নীল পাপড়ি যেন ছেঁয়ে রয়েছে
জীবন উঠোনের সমস্ত আয়তন জুড়ে, যেখানে শ্রান্তির বেদনা আছে নির্ভার মুক্তির স্বস্তি নেই,
যে আমার বিষণ্ণ দিনের বন্ধু
তাঁর চোখের সামনে নিরুত্তর বসে আছি…

‘কেউ ভালোবেসে চলে যেতে চাইলে
তাকে না বিদায় জানানো যায়,
আর না যায় তাকে ধরে রাখা’ ও বললো… কথাটা খুব মনে বেঁজে চললো;
এমনই একটা বিদায়ের দিনে
শুধু মানসী’কে বিদায় জানাতে হবে বলে, কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম... বুড়ির কাছে সেই পুরোনো দিনের মত আবারও সব হাত পা বিহীন প্রশ্ন করছি, ‘বিদায় দেয়া কঠিন নাকি নেয়া!
তুই কি বলতে পারবি?’
‘আমি তো কখনও বিদায় দিইনি
অথবা বিদায় নিতেও চাইনি’
বুড়ির একটু হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস…

তার পর যেন এতগুলো বছরের
নির্বাণ দীপ ঝল্কে ঝল্কে জ্ব’লে উঠছে, বুড়ির অবয়বে একটি অন্য প্রচ্ছায়া,
যা আগে কখনও দেখিনি...
অথবা ভালোবাসার ব্যস্ততায় দেখতে চাইনি, ‘তুই কেমন ছিলি এতদিন!
তোর সংসার আর সবাই?’ আলোতে ফিরে আসি, বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে বুড়ির কন্ঠে একটা মিহিন এস্রাজের সুর… ‘আমি কারো কাছ থেকে বিদায় নিইনি ব’লে আমাকে বিদায় জানানোর’ও কেউ নেই!
তবে একটা কথা খুব সত্যি… জানিস!
তোর কাছ থেকেই আমি
ভালোবাসতে শিখেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম…!’ একটি @শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

দু'মুঠো স্বাধীনতা
— পারভেজ শিশির
১৩ নভেম্ভর ২০২৪ বুধবার

সুরম্য স্বাধীনতা,
তুমি আমার অজস্র নির্বাক কাটাকাটিতে ভরা
সচেতন চিত্তে ফেলে দেয়া কবিতার খাতা,
সহস্র প্রাণের স্বতঃস্বার্থ আত্মাহুতির বেদনা
আপাতঃ প্রদর্শিত অথচ নিষ্প্রাণ চেতনা...

সুরভি স্বাধীনতা,
বিদেশি ভাষায় অকৃতকার্য ক্ষয়ে যাওয়া স্যান্ডেল
ভাড়া খাওয়া ক্ষণিক শ্রমিকের উত্তেজিত প্যান্ডেল, নিজের দিকে নিরিখ করা আত্মঘাতি মরণ শেল

সুখের স্বস্তির আবাসনে যখন কেবল দুঃখ উদ্বেল...

স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা,
তুমি আমার আত্মদন্ড প্রজ্জ্বলিত ক্ষয়িষ্ণু প্রদীপ ক্ষীণ ক্ষয় ব্যথা আছে শরীর জুড়ে পূরণের স্বপ্নবিহীন,
শান্তি কবুতর যেখানে দিকভ্রান্ত ক্ষুধিত দানাহীন
বেঁচে থাকে আঁধপেটা কোনোমতে মৃতপ্রায় সঙ্গিন্...

ক্ষণজন্মা স্বাধীনতা,
তুমি অর্জিত হও, হাজার মোমের আগুন ফুলকি শিখায়,
সময়ের আগে জন্ম নেয়া সন্তান বোঝে, পরিনতির জ্বালা কী...! স্মরণীয় সন্ধ্যেয় তথ্যের অকথ্য প্রচার বিড়ম্বনায়
দেখো না আজন্ম অর্বাচীন, তুমি ও তোমার চালাকি...!

প্রতিবন্ধী স্বাধীনতা,
চাঁদের রুপালি আলিঙ্গনে কখনও তুমি দলছুট
সাময়িক আহ্বানে আর না ফেরা কোনো কাফেলা,
যেভাবে ঘ্রাণের ভিতরে সপ্তপর্ণা সারা মৌসুম থাকে না সাধারণ চোখে বাতাসী চশমা, আসলে সে কালকূট...

সত্যাহত স্বাধীনতা,
তুমি আমার আত্মপীড়নের সাক্ষরিত ডায়েরি
অনির্বাচিত পাঠক আতঙ্কে শব্দেরা যখন বৈরী
পদে পদে আহত হয়ে ক্যোয়ারেন্টিনের ভুক্তভোগী নিউরোন সৈনিকেরা তখনো নতুন যুদ্ধে তৈরি...

____

“এই বোধের কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই
কারো কাছে কোনোদিন শুধানো হয়নি,
তুমি যখন আমার সীমানায় থাকো না
কেন এমন করে আষ্টেপৃষ্ঠে শীত লাগে!”

[আমার আছে শূন্যতল / নিখোঁজ পাঁজর]

এসো জ্যোৎস্নায় কথা বলি
— পারভেজ শিশির
১৮ই আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,
৩রা অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, বৃহস্পতিবার ২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরি, শরৎ-কাল

"আমি হারিয়ে গেলেও তুমি আমায় এমনই ভালোবাসবে, পূণম রাতে কি তখনও চাঁদ দেখে আমায় ভাববে...!"

যেখানে আমৃত্যু আবাস আমার
যেখানে আমার নিত্য যাওয়া আসা,
সেই আমার সুখের কুঁড়ে ঘরওয়ালা গ্রামে
তোমাকে একদিন নির্দ্বিধায়...
কোনো একদিন আমি ঠিক নিয়ে যাবো দেখো!

মুলি বাঁশের চাঁটাইয়ের ফাঁক দিয়ে আসা
শীতল বাতাস দিয়ে তোমাকে স্নান করিয়ে দেবো;
তুমি তখন বুঝবে এবং বলবে— এটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্নান...! তোমাকে ক্ষেত থেকে সবুজ মটরশুঁটি তুলে এনে দেবো,
তুমি দাওয়ায় বসে খেয়ো...

তোমাকে পুকুর থেকে ছিঁপ দিয়ে ধরা সঁরপুঠি মাছ,
হাতে দিয়ে চোখ চেয়ে বলবো,
আমাদের জন্যে দারুন দোপেঁয়াজা রাঁধো,
লবন দিতে ভুল ক'রো না যেন...!

তোমার দারুন ভ্রুজোড়া একটু বাঁকা হলেই,
আমি তেমন হেসে তোমাকে হালকা করে দে'বো...

প্রতিটা দিনই তোমার আমার জন্যে বরাদ্দ থাকবে
ঝিঁ ঝিঁ পোঁকার ডাকওয়ালা রাত—
এক্ষুনি জানতে ইচ্ছে করছে কেমন লাগবে তোমার!

কিন্তু তুমি তো এতটা কাছে নেই, যতটা কাছে থাকলে,
তোমাকে সর্বোচ্চ স্বরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কেমন লাগবে তোমার? বলতে পারো...!

আমার বেশি কাছে আসতে তোমায় বলছিনে,
অন্ততঃ আমার চিৎকারের নাগালে থেকো...

যেখানে আবাস আমার
যেখানে আমার নিত্য যাওয়া আসা
সেই আমার সুখের কুঁড়ে ঘরওয়ালা গ্রামে
তোমাকে একদিন মহানন্দে...
কোনো একদিন আমি ঠিক নিয়ে যাবো দেখো!

পুকুর ঘাটে বসে তুমি আমার নাঁওয়া দে'খো চেয়ে, দে'খো কেমন ক'রে এক পলকে তোমার জন্যে পদ্ম তুলে আনি...! তুমি কিভাবে খুশিতে কতখানি হাস্যোজ্জ্বল হবে,
তা যদি এখনই দেখা যেতো...!

তোমার জন্যে ‘কইতরি’ আম পেড়ে দেবো,
তুমি মিষ্টি আঁচার বানিয়ে আমায় দেবো যখন তখন, তোমার আঁচার ‘চেঁটে-খাওয়া আমাকে’ তুমি কিভাবে দেখবে খুব ইচ্ছে করে এই পোঁড়া চোখ দুটো দিয়ে দেখি, জানো...!

দুধ-নীলাভ জ্যোৎস্নায় আমি তোমাকে পাশে নিয়ে
চাঁদ দেখবো বলে কবে থেকে দিন গুনছি...!

তুমি এতো যে ভালোবাসো, ভ’রা পূর্ণিমার চাঁদ,
আর কোত্থাও তুমি পাবে না এমন দারুন জ্যোৎস্না-রাত, কি কথা তুমি বলে ফেলবে আমায় জ্যোৎস্নান্ধ হয়ে তা যদি এখনই জানা যেতো...!

তুমি শুধু বলো, একদিন তুমি নিশ্চয়ই আসবে
সেই আমার সুখের কুঁড়ে ঘরওয়ালা গ্রামে,
যেখানে তোমার আমার জন্যে দুব্লো ঘাঁসের বিছানা, আহ্লাদে অধীর হয়ে কোল পেতে রয়েছে...

শুধু তুমি একবার এসো, আর কোনোদিন’ও ফিরে যেও না বড্ড মন খারাপ করে থাকে জলপাই গাছটা, তুমি নেই বলে...! তবুও জ্যোৎস্নার জল আকাশে এখনও টলমল করে,
তোমার কথা, তুমি...! ঠিক একই রকম মনে পড়ে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

কুয়াশা সংগীত
— পারভেজ শিশির
৭ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার

কুয়াশা ঝালর ঢাকা প্রভাত আকাশ
পরিযায়ী বলাকার আলোক আভাস
হিম বায়ে আসে ছেয়ে পরী সুন্দরী
ওড়নায় কারুকাজ রুপোলি জরি...
এই কুয়াশার আঁচলেই যেন আমার জন্মান্তরের আশ্রয়... বারবার ফিরে আসি, শীতের শুরুতে,
এই হিম হাওয়ার মোলায়েম ছোঁয়ায়,
এমন মায়া, এমন নিবিড় শান্তি—
যেন চিরপরিচিত গাঁয়ের উঠোনে ফিরে এসেছি,
যেন পরীশরীরী কারো হাতে হাত রেখে ফিরে এসেছি...

শুভ্র চাদর গায়ে হুর পরী আসে
নৃত্যে ছন্দে মেতে দু’চোখে হাসে!
দেখি তার চোখে ভাসে উজল তারা
সে যেন আনন্দিত জ্যোৎস্না ধারা...

জড়িয়ে শাদা ওড়না তনয়া লাজুক
শতবার এমনই সাজে সে সাজুক...
পাখিদের প্রথম সন্ধ্যে সুরে,
গাছের ঠান্ডা পাতায় পাতায় জমে থাকা শিশিরে, মাটির বুকের ভেজা গন্ধে—
আমি যেন নতুন করে জীবন খুঁজে পেয়েছি,
এখানে শীত ধীরে ধীরে আসে,
ধীরে উজ্জ্বল হয় মাঝ কার্তিকের চাঁদের জরিন হাসি, সেই হাসির সাথে সাথে আমিও ফিরে আসি, মনে মনে
এ মাটির বুকে, কুয়াশার আলিঙ্গনে।

ভেসে চলে সুরময়ী ছল্কে ছল্কে
এত সুধা তনু মনে ভরে বল্ কে!
আঁখির আগে এসে কেন সে এমন
ব্যথিত মনে আনে সুখের প্লাবন...

চোখে দোল খায় যেন দুধ সাদা ঢেউ
তুলনা মেলে না তার শ্বেত কপোতে’ও! চেয়ে থাকি রূপময়ী কুয়াশা আকাশে
চির পরিচিত কার মুখ যেন ভাসে...
জানি, এই স্নিগ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী নয়, বুক ভরে এই মুগ্ধ কুয়াশা মাখা উঠোন, এই পরিচিত শিশিরের নূপুর পরা ঘাস,
আর কোনো জন্মের বিনিময়ে

হারাতে বড্ড ভীত এ হৃদয়...
প্রতিবারই আমি নিজেকে
ফিরে পেতে চাই এঁকেবেঁকে
এই কুয়াশায় মোড়ানো প্রাঙ্গণে...
যেখানে আমার নিশ্বাস,
একই আমোঘ আগ্রহে কারো নিশ্বাসে মিশে এক হতে চেয়েছে, একই নিয়মে আমার জন্ম আর জন্মান্তর
বাংলার এই শীতের হেমবতী নীরবতায়...

শীত হিম ভোরে আসে সফেদ নহর
কাটে শুভ কামনায় মন্দ প্রহর!
সারা দিনরাত যেন মঙ্গল আলোকে
সব স্থান সব প্রাণ যেন ভরে থাকে...

কুয়াশা তুমি কি জানো কোথায় আবার
এমনই ভোরের হবে সুখ সমাহার...!
এই ফিরে আসা যেন এক নিবিড় তৃষ্ণা,
এই মাটির প্রতি টান, এই শীতের সুধায় অবগাহন,
যেন এখানেই, এই মায়া ঋতুতেই আমার কাঙ্ক্ষিত নির্বাসন কুয়াশার মাঝে মিশে গিয়ে নতুন করে জন্ম নিয়েছি আমি... শহর গ্রাম বনভূমি যেখানেই হোক,
এই আপন মাটিতেই, শীত যেন
আমার প্রিয়তমের আমার কাছেই ফেরার প্রতিশ্রুতি,
এই কুয়াশার মোড়কে আচ্ছন্ন আমি,
বারবার ফিরে আসতে চাই,
ফিরে আসি, ফিরে আসি, ফিরে আসি
একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

দোআঁশ
— পারভেজ শিশির

৪ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার
পৃথিবীর পেলব হরিৎ মহাপ্রান্তর
যখন শুষ্ক মরুভূমি হয়ে আসে,
প্রগতির উলটো চিমনি ছাড়ে বি'ষা'ক্ত ধোঁয়া;
সমস্ত আকাশ জুড়ে বর্ণিল পলিমার ঘুড়ি,
প্রতিনিয়ত বধোদ্যত নির্বিকার মুদ্রাস্ফীতি... কৃত্রিম পাথরে পাথরে জমাট শহুরে জঙ্গল
সহনসীমা উত্রে যায় মানসিক তাপমাত্রা,
সহস্রাব্দীর আ'ত'তা'য়ী ছোড়ে হঠাৎ হঠাৎই নিঃশব্দ বু'লে'ট, নির্জন টেকটোনিক প্লেটের ফাটলে
আটকে থাকে বহুজাতিক প্রেম...
এমনই এক গ্রহ এই পৃথিবী,
পশ্চিমে রেসেশ্যন হলে পূর্বেও ধাক্কা লাগে, প্রযুক্তির সূত্র এখানে পাঠ্য পুস্তকে নয়
বরং প্রকৃতিতে উপলব্ধ,
ইথারে ইথারে বাণিজ্য প্রলয়
কাঁটাতারের সীমান্তকে উপহাস করে...
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কবলে জ্ঞানের বালুচর কাইটিনের খোলসে একটু একটু করে ঢুকে যায়
উদ্জান ও অম্লজানে ক্ষণিকের বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ পৃথিবীর ল্যাবরেটরিতে আনে সহসা প্লাবন...
যাকে আমরা নিষ্প্রাণ বলে প্রতিপন্ন করি,
সেই প্রকৃতপক্ষে জীবন-সুধার উপাদান...!
আজকে যা প্রমাণাদি সহযোগে প্রতিষ্ঠিত,
অর্বুদকাল পরে তা-ই মহাভ্রম বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়... যত সমৃদ্ধই হোক না কেন পৃথিবী,
নীহারিকায় এ নিছক ঝুলন্ত নীল ধুলিকণা ব্যতীত কিছু নয়... হাতের কাছে মেঘনা থাকতেও যেখানে জল তেষ্টায় মরতে হয়... একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

প্রতীক্ষার প্রতিলিপি
— পারভেজ শিশির
৩১ অক্টোবর ২০২৪ বৃহস্পতিবার

পৃথিবীর চিরন্তন প্রভাতে ও গোধুলিতে যখন চলছে একই নিয়মে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, কুঞ্চিত মন আর উন্মত্ত শরীরে
সবাই যেন অবিরত কি খুঁজছে...!
বাইরে চাঞ্চল্যের উল্লসিত আবহ
কিন্তু ভেতরে ক্রমান্বয়ে ভ’রে যাচ্ছে ক্ষত...

পাজ্যল বোর্ডের আকাঙ্ক্ষিত ব্লক
সদর দরজা খোলার চাবি,
র্যিয়ার ভ্যিউ মির্যরে গাড়ির গতিবিধি সংসারে স্বামী স্ত্রী’র হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস, বেকার যুবকের চোখে চাকরির বিজ্ঞপ্তি
সময় চুরি হয়ে গেলে নিথর দৃষ্টি,
খুঁজছি, খুঁজছি আর খুঁজে অস্থির চারপাশ…

জীবনের প্রতিটি ফাটলে ফাটলে নিরীক্ষা
রাতে জেগে স্বপ্নহীন শুয়ে থাকা,
বছরের পর বছর হাসি কান্নায় মিশ্রিত
আমাদের বধির কান, অন্ধ চোখ,
কোনো দুঃখ অথবা সুখই যথেষ্ট নয়
বেদনা ও আনন্দের অনুভূতি ফুরিয়ে যায়,
আমাদের প্রতীক্ষায় তবে কি রয়েছে ক্ষুধার্ত দোজখ...!

সকাল থেকে সন্ধ্যে খুঁজছে সবাই
নিজেকে আরোগ্য করার জন্য কিছু একটা,
কোনো সমাধানই যথেষ্ট শক্তিশালী নয়

যে চাবি দিয়ে সব সমাধানের দরজা খোলা যায়, তা যেন অলীক কোনো সুদূরের স্বপ্নলোকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে এখনও সে শহর,
আমরা যা পাবো না, যে আমার হবে না...
তাকেই, তাই-ই আমরা খুঁজেছি
সেই দূরদ্বীপবাসিনী চোখজোড়া,
যাকে কেউ কেউ খুঁজেছে চোখের সর্ষে ফুলে, আমার তেমনি কেবল প্রতীক্ষায় কাটে প্রহর…!

আমাদের যা নেই তা চাইতেই বেলা চলে যায় চিত্রকারিগরের চোখে যেন সেই স্বপ্ন,
যা হতে পারে না, যা চোখের আগে বিমূর্ত মরীচিকার একটি আশ্চর্য মাস্টারপিস...
কিছু না হোক, খুঁজে ফেরাতে নেই দ্বন্দ্ব,
যে দিনটিতে আমরা নিঃশ্বাস ফেলছি
অতীত বা ভবিষ্যত নয়,
নাভিঃশ্বাস ফেলা মুহূর্তের কাছে বন্দী সবাই… কবে আমাদের খুঁজে ফেরা শেষ হবে!
স্থৈর্য আর প্রতীক্ষা কি একই অর্থের প্রতিশব্দ?

মুখের মধ্যে আগুন অথবা মাটি গেলে
তবেই কি আমরা খুঁজে পাব,
আমরা যা খুঁজছি...! যা খুঁজেছি...!
আমরা কখনও খুঁজি না বাতাস
আমার জন্যে যা উত্তম যা শোভনীয়
আমার কাছেই রয়েছে, এখানেই আছে
অথচ আমি শূন্যতায় চেয়ে থাকি,
তাতেই আমার যেন শান্তি...
প্রাপ্তিতে আমি খুশি নই, আমার চাই হুতাশ...! অপেক্ষায় থাকতে চাওয়া একটি ভয়ঙ্কর মানসিক ব্যাধি,

আমার কাছে কী ছিল তা কখনই বুঝতে পারিনি, যতক্ষণ না সে সমস্তই হারিয়ে ফেলেছি…. একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৪

আত্মশিল্পের দীক্ষা
— পারভেজ শিশির
৩০ অক্টোবর ২০২৪ বুধবার

তুমি আমার মনের কবি হবে?
তবে তোমার কবিতার খসড়া-খাতায়
চুলের শেকড় বেয়ে আসা শিহরণে
আকাশের মেঘে, বৃষ্টির জলে, বাতাসের বাঁশীতে প্রামাণ্য হতে হবে কিছু আকাঙ্ক্ষিত বিষয় —

মানুষের মৌলিক চরিত্র প্রবৃত্তির
নানা রঙের গহীন স্পর্শ ও স্খলণে
অবিরত প্রেমের স্নায়ূ শিথিল আ'ত্ম'হ'ত্যা, মনের সুগভীর অতৃপ্তির পাষাণ উঠোনে,
মনুষ্য প্রজাতির চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতা, দ্বিধাবিভক্তি ইত্যাদির, কবি'র শব্দ কর্ষণের আপ্ত বাক্যে
এসব বোধের ঘুম ভেঙে যাক…

ভাবনা মননের জমাট শতক পেরিয়ে
ছবি ও সুরের মিলনাত্মক বৈপরীত্য,
কখনো কখনো কবি’কে স্বয়ংক্রিয়তায় জীবাত্মা থেকে মানবে রুপান্তরিত করে, অথবা অতলান্তিক প্রচেষ্টায়...

আমার মনের কবি মহাশয়,

আমি তোমাকে মানবরূপে দেখতে চাই অনেক চরিত্রের মুখপাত্র আর
বহু ঘটনা সারমর্ম বাণীরূপে, সাঁজঘরের প্রসাধনে, তোমার দোহাই লাগে কেবল কানফাটা বক্তৃতা করো না,
আর নকল ফকির সেজো না… রাশ টানো… তোমাকে মুখোশে মানায় না...

মাঝে মাঝেই স্বগতোক্তির ক্ষেদ
নিজের কানে শোনো,
উপন্যাসের ট্রেইলারে উদ্ভাসিত হও, নিজের মনের কাছে দায় না ঠেকলে, তোমাকে যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে,
এমন মাথার দিব্যি দেবো না,
যারা গিয়েছে তাদেরকে আমি চিনতে পারি এমন রংধনুময় অবয়ব তার, চোখ শীতল হয়…

আমার মনের কবি মানুষ,
তুমি যা নও তা যেন কখনো, কোনো কালেই, তোমার জীবনে চর্চিত না হয়…
তাহলে তোমাকে আর চেনা হবে না…
যদি সাধারণের জীবন অলক্ষ্যে থেকে যায়, কাগজের কালো অক্ষরেই,
তোমার মৃত্যুর উৎপ্রেক্ষা রচিত হয়ে যাবে…

কাল কলম মন, এ কি কখনও
প্রপঞ্চের উদাহরণ হতে পারে!
এখনও সরলের সুর সাধো,
নইলে আমাদের মধ্যে নাক্ষত্রিক দূরত্ব

তৈরি হতে হতে সূত্রচ্ছেদ হতে পারে…! সুতরাং এসো আমার মনের কবি,
তুমি কালের হাত দিয়ে সুন্দরতম সত্যকে লেখো… র'ক্তা'ক্ত রাশিফল
— পারভেজ শিশির
২৫ অক্টোবর ২০২৪ শুক্রবার

আমাকে বরং তোমরা একমুঠো ছাই
এই শূন্য করতলে ভিক্ষে দাও,
বঙ্গোপসাগরে পা ধুয়ে ধুয়ে
রাজধানীতে উঠিয়েছো চতুর্দশী ফ্ল্যাট, থাই এ্যালিউমিনিয়ামের স্লাইডার সরিয়ে তুমি কত সহজে
টিনের চালের মুড়িবৃষ্টি মেঘ ধরতে চাও

আমাকে বরং তোমরা একমুঠো ধুলো
এই শূন্য করতলে ভিক্ষে দাও,
নদীর ভাঙনে বাপ দাদার কবর টেকে না, গুলিস্তান মিরপুর আগারগাঁও-এ
ভূমিহীন মানুষের বাড়ন্ত বস্তি ঘেষে,
তুমি কত সহজে
দেশ বিদেশি বানিজ্য বেসাতি বসাও

আমাকে বরং তোমরা একমুঠো কয়লা
এই শূন্য করতলে ভিক্ষে দাও,
রৌদ্রদগ্ধ পীঠ, ঠান্ডায় জলসেদ্ধ পায়ের তিতিক্ষায় তোমার গালে ওঠে ধুমায়িত ভাত,
গ্রামের ২০ টাকার সবজি
শহরে ঢুকতেই ৮০ টাকা হয়ে যায়,
তুমি কত সহজে

পিঁয়েজ রসুনের যাদুঘর সাজাও

আমাকে বরং তোমরা একমুঠো কাদা
এই শূন্য করতলে ভিক্ষে দাও,
হাজার টাকার রেস্টুর্যেন্ট বিলে
শত টাকার বকশিস ঢেকুর,
ছেড়া স্যান্ডেলে লবনাক্ত শার্টের পকেটে তুমি কত সহজে
পাঁচটা বেশি টাকা ঢুকতে বাঁধা দাও

আমাকে বরং তোমরা একমুঠো সুরকি
এই শূন্য করতলে ভিক্ষে দাও,
একটা অতিরিক্ত ঘরের বয়স্ক দেহে
অতিরিক্ত ওষুধের চাহিদা মেটে না,
ড্রইং রুমে বোবা পেইন্টিং
মরা এ্যান্টিক্যের নিঃশব্দ রাজত্বে
তুমি কত সহজে
নিজেকে ধীরে ধীরে অর্বাচীন এতিম বানাও...! [অংশবিশেষ]

____

অভিশাপ দিচ্ছি স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে ওরা
ঘুরবে ক্ষ্যাপার মতো এ পাড়া ওপাড়া,
নিজেরি সন্তান প্রখর ফিরিয়ে নেবে মুখ,
পারবে না চিনতে কখনো;
অভিশাপ দিচ্ছি এতোটুকু আশ্রয়ের জন্য, বিশ্রামের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরবে ওরা।
প্রেতায়িত সেই সব মুখের উপর
দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে পৃথিবীর প্রতিটি কপাট [অভিশাপ দিচ্ছি / শামসুর রাহমান]